“প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জীবনমান উন্নয়নে মৈত্রী শিল্পের কার্যক্রমের মূল্যায়ন”

অর্থায়নে

বাংলাদেশ জাতীয় সমাজকল্যাণ পরিষদ

সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়

২২৪/১ নিউ ইস্কাটন, ঢাকা-১০০০

উপস্থাপনায়

অধ্যাপক তাহমিনা আখতার

প্রধান গবেষক ও সাবেক পরিচালক

সমাজকল্যাণ ও গবেষণা ইনস্টিটিউট

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা-১২০৫

মোবাইল- +৮৮০১৭১১২৩৯২১৮

ইমেইল- tahminasw@gmail.com

জুন ২০২৩

গবেষক দলের পরিচিতি

প্রধান গবেষক

অধ্যাপক তাহমিনা আখতার

সাবেক পরিচালক

সমাজকল্যাণ ও গবেষণা ইনস্টিটিউট, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা-১২০৫

মোবাইল- +৮৮০১৭১১২৩৯২১৮

ইমেইল- tahminasw@gmail.com

যুগ্ম-গবেষক

মোহাম্মদ শাহজাহান

প্রভাষক

সমাজকল্যাণ ও গবেষণা ইনস্টিটিউট, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা-১২০৫

মোবাইল- +৮৮০১৭৯৮৫৬৯৩৪৩

ইমেইল- shahjahanswcox@gmail.com

সহকারী গবেষক

১। নাফিস আব্দুল মুক্তাদির

সমাজকল্যাণ ও গবেষণা ইনস্টিটিউট, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা-১২০৫

মোবাইল- +৮৮০১৭৭৯৩৭১৬০৭

ইমেইল- nafis.nam@gmail.com

২। হুমায়ুন কবির

সমাজকল্যাণ ও গবেষণা ইনস্টিটিউট, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা-১২০৫

মোবাইল- +৮৮০১৬২৭৬৭৫৫২৪

ইমেইল- humaunhk15@gmail.com

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

"প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জীবনমান উন্নয়নে মৈত্রী শিল্পের কার্যক্রমের মূল্যায়ন" গবেষণা কর্মটি মূলত **বাংলাদেশ জাতীয় সমাজকল্যাণ পরিষদের** অর্থায়নে সম্পন্ন করা হয়েছে। গবেষণা কাজটি সুষ্ঠভাবে সম্পন্ন করার জন্য বিভিন্ন ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান ও সংগঠনের সহায়তা নিতে হয়েছে তাদের নিকট আমি বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ।

প্রথমে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি **জনাব মোহাম্মদ জসিম উদ্দিন**, সাবেক নির্বাহী সচিব (যুগ্ম সচিব), বাংলাদেশ জাতীয় সমাজকল্যাণ পরিষদ যিনি আমাদের গবেষণা পরিচালনা করার জন্য অনুমোদন দিয়েছেন। আরো কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি **জনাব মোঃ শহিদুল ইসলাম**, নির্বাহী সচিব (যুগ্ম সচিব), বাংলাদেশ জাতীয় সমাজকল্যাণ পরিষদ কাছে যার প্রজ্ঞাপূর্ণ দিক নির্দেশনা, উপদেশ, এবং সহযোগিতা প্রদান করে গবেষণা কাজটি সম্পন্ন করার জন্য উৎসাহ যুগিয়েছেন এবং সুষ্ঠভাবে সম্পন্ন করতে সহযোগিতা করেছেন। আমি বাংলাদেশ জাতীয় সমাজকল্যাণ পরিষদের সকল কর্মকর্তা-কর্মচারীদের ধন্যবাদ জানাচ্ছি কারণ তাদের সহযোগিতা ছাড়া উক্ত গবেষণার কাজ সুষ্ঠভাবে সম্পন্ন করা সম্ভব ছিল না।

আমি বিশেষ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের নিয়ে কাজ করে **শারীরিক প্রতিবন্ধী সুরক্ষা ট্রাস্ট, মৈত্রী শিল্পের** নির্বাহী পরিচালক (যুগ্ম সচিব) **জনাব মোঃ সেলিম খান** যার সহযোগিতা ছাড়া এই গবেষণার প্রাথমিক তথ্য সংগ্রহ করা আমার পক্ষে সম্ভব হত না এবং তার গুরুত্বপুর্ণ মতামত প্রদানের ফলে এই গবেষণার প্রতিবেদন তৈরি করতে অনেক বেশী সমৃদ্ধ হয়েছে। পাশাপাশি মৈত্রী শিল্পে কর্মরত কর্মকর্তা-কর্মচারীদের প্রতি অনেক বেশী কৃতজ্ঞ কারণ তাদের প্রত্যক্ষ সহায়তায় উত্তরদাতাদের কাছ সাথে সাক্ষাতকার গ্রহণ করা হয়েছে। এছাড়া আমি বিশেষ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি **বাংলাদেশ জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশন, শারীরিক প্রতিবন্ধীদের প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন কেন্দ্র (ইআরসিপিএইচ), নিউরো-ডেভেলপমেন্টাল প্রতিবন্ধী সুরক্ষা ট্রাস্ট** ইত্যাদিকে কারণ তাদের কাছ থেকে বিভিন্ন ধরণের তথ্য সহায়তার মাধ্যমে গবেষণা প্রতিবেদনটি প্রস্তুত করতে পেরেছি।

আমি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি সকল তথ্য সংগ্রহকারীদের নিকট কারণ তাদের সংগৃহীত তথ্য এই গবেষণার মূল প্রতিবেদন তৈরিতে সহায়তা করেছেন। সর্বোপরি আমি অনেক বেশী কৃতজ্ঞ যে সকল প্রতিবন্ধী ব্যক্তি গবেষণার জন্য তথ্য প্রদান করেছেন, এবং কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের যারা গবেষণার জন্য তথ্য দিয়ে সাহায্য করেছেন।

অধ্যাপক তাহমিনা আখতার

প্রধান গবেষক ও সাবেক পরিচালক **জুন ২০২৩**

সমাজকল্যাণ ও গবেষণা ইনস্টিটিউট

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

সূচিপত্র	পৃষ্ঠা নং

গবেষক দলের পরিচিতি **০২**

কৃতজ্ঞতা স্বীকার **০৩**

সারণি তালিকা **০৬-০৭**

চিত্রের তালিকা **০৮-০৯**

শব্দের সংক্ষিপ্তরূপ **০৯**

গবেষণার সারসংক্ষেপ **১০-১৭**

প্রথম অধ্যায়ঃ ভূমিকা **১৮- ২৩**

১.১ গবেষণার সমস্যা/প্রেক্ষাপট বর্ণনা ১৯-২০

১.২ গবেষণার গুরুত্ব/যৌক্তিকতা ২০-২১

১.৩ গবেষণার উদ্দেশ্যসমূহ ২১-২২

১.৪ গবেষণার ক্ষেত্র ২২-২৩

১.৫ গবেষণায় ব্যবহৃত প্রত্যয়সমূহের কার্যকরী সংজ্ঞায়ন ২৩

১.৭ গবেষণার সীমাবদ্ধতা ২৩

দ্বিতীয় অধ্যায়ঃ প্রাসঙ্গিক সাহিত্য পর্যালোচনা ও মৈত্রী শিল্প পরিচিতি **২৪-৪৪**

তৃতীয় অধ্যায়ঃ গবেষণার তাত্ত্বিক ভিত্তি **৪৫-৫৪**

চতুর্থ অধ্যায়ঃ গবেষণার পদ্ধতি **৫৫-৫৯**

৪.১ গবেষণার মূল পদ্ধতি বা এপ্রোচ ৫৬

৪.২ তথ্য সংগ্রহের উৎস সমূহ ৫৬

৪.৩ গবেষণার এলাকা, নমুনায়ন এবং নমুনা নির্বাচন ৫৭

৪.৪ তথ্য সংগ্রহের কৌশল ৫৮

৪.৫ তথ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ, বিশ্লেষণ ও ফলাফল উপস্থাপন ৫৮-৫৯

৪.৬ গবেষণার নৈতিক মানদণ্ড ৫৯

পঞ্চম অধ্যায়ঃ গবেষণার প্রাপ্ত ফলাফল উপস্থাপন এবং বিশ্লেষণ **৬০-১৫৭**

পরিমাণগত তথ্য বিশ্লেষণ ও উপস্থাপন **৬১-১১৮**

৫.১ উত্তরদাতা এবং উত্তরদাতার পারিবারিক, জনমিতিক ও ভৌত অবকাঠামোগত তথ্যাবলী ৬১-৬৭

৫.২ উত্তরদাতার প্রতিবন্ধিতা সম্পর্কিত তথ্যাবলী ৬৮-৭৩

৫.৩ উত্তরদাতার অর্থনৈতিক অবস্থা (Financial Capital) সম্পর্কিত তথ্যাবলী ৭৩-৮৮

৫.৪ উত্তরদাতার মানবীয় সম্পদ (Human Capital) সম্পর্কিত তথ্যাবলী ৮৯-১০০

৫.৫ উত্তরদাতার সামাজিক সম্পদ (Social Capital) সম্পর্কিত তথ্যাবলী ১০১-১০৭

৫.৬ মৈত্রী শিল্পের ভৌত-অবকাঠামোগত সম্পদ (Physical Capital) সম্পর্কিত তথ্যাবলী ১০৮-১১৩
৫.৭ উত্তরদাতা কর্তৃক প্রদেয় মৈত্রী শিল্প সম্পর্কিত বর্তমান চ্যালেঞ্জসমূহ এবং উত্তরণের সুপারিশমালা ১১৪-১১৮
গুনগত তথ্য বিশ্লেষণ ও উপস্থাপন **১১৯- ১৫৭**
৫.৮ কেস স্টাডি উপস্থাপন ১১৯-১৪৬
৫.৯ ফোকাস দল আলোচনা ১৪৬-১৫২
৫.১০ মূল তথ্যদাতার সাক্ষাৎকার ১৫৩-১৫৭
সপ্তম অধ্যায়ঃ সুপারিশমালা এবং উপসংহার **১৫৮-১৬৫**
তথ্য সুত্র **১৬৬-১৬৭**
পরিশিষ্ট **১৬৮-১৯৩**

সারণি তালিকা

সারণি ২.১ Models of organizational effectiveness

সারণি ২.২ Illustrative managerial activities associated with service effectiveness at several administrative levels

সারণি ২.৩ Selected criteria of effectiveness employed in types of social welfare organizations

সারণি ২.৪ মৈত্রী শিল্পের উৎপাদন

সারণি ২.৫ মৈত্রী শিল্পের বিপণন

সারণি ২.৬ মৈত্রী শিল্পের প্রশিক্ষণ ও কর্মসংস্থান

সারণি ৩.১ সামাজিক মডেল

সারণি ৩.২ পুনর্বাসন মডেল

সারণি ৩.৩ লাইভলিহুড এপ্রোচ (Livelihood Approach)

সারণি ৩.৪ Application of the Framework to Physically Disable in Moitree Shilpa in Tongi Gazipur

সারণি ৩.৫ SWOT Analysis

সারণি ৪.১ গবেষণার এপ্রোচ, পদ্ধতি, নমুনা ও তথ্য সংগ্রহের কৌশল

সারণি ৫.১.১ খানা প্রধান সম্পর্কিত তথ্য

সারণি ৫.১.২ উত্তরদাতার আদিনিবাস সম্পর্কিত তথ্যাবলী-

সারণি ৫.১.৩ উত্তরদাতার লিঙ্গ**,** ধর্ম এবং বয়স সম্পর্কিত তথ্যাবলী

সারণি ৫.১.৪ উত্তরদাতার বৈবাহিক অবস্থা, শিক্ষাগত যোগ্যতা এবং পেশা সম্পর্কিত তথ্যাবলী

সারণি ৫.১.৫ উত্তরদাতার **পরিবারের সদস্য সংখ্যা, লিঙ্গ এবং বয়স সম্পর্কিত তথ্যাবলী**

সারণি ৫.১.৬ পরিবারের সদস্যদের বৈবাহিক অবস্থা, শিক্ষাগত যোগ্যতা এবং পেশা সম্পর্কিত তথ্যাবলী

সারণি ৫.২.১ উত্তরদাতার প্রতিবন্ধিতার **কারণ**, ধরণ**, মাত্রা, শনাক্ত এবং চিকিৎসা সংক্রান্ত তথ্য**

সারণি ৫.২.২ উত্তরদাতার আবাসস্থল (বাসস্থানের ধরণ, **মালিকানা, পানির ব্যবস্থা**, বিদ্যুৎ সুবিধা**,** টয়লেট সুবিধা **এবং** গ্যাস সুবিধা**) সম্পর্কিত তথ্যাবলী**

সারণি ৫.৩.১ উত্তরদাতার পদবী ও চাকুরির সময়কাল সম্পর্কিত তথ্যাবলী

সারণি ৫.৩.২ উত্তরদাতার অতীত এবং বর্তমান পেশার তুলনামূলক বিশ্লেষণ

সারণি ৫.৩.৩ উত্তরদাতার বর্তমান আয় সম্পর্কিত তথ্যাবলী

সারণি ৫.৩.৪ উত্তরদাতার পূর্বের এবং বর্তমান আয় সম্পর্কিত তথ্যের তুলনামূলক বিশ্লেষণ

সারণি ৫.৩.৫ উত্তরদাতার ব্যয় সম্পর্কিত তথ্যাবলী

সারণি ৫.৩.৬ উত্তরদাতার সঞ্চয় সম্পর্কিত তথ্যাবলী

সারণি ৫.৩.৭ উত্তরদাতার ঋণ সম্পর্কিত তথ্যাবলী

সারণি ৫.৩.৮ উত্তরদাতার পূর্বের **এবং** বর্তমান ঋণের **তুলনামূলক বিশ্লেষণ**

সারণি ৫.৩.৯ উত্তরদাতার মোট সম্পদ সম্পর্কিত তথ্যাবলী

সারণি ৫.৩.১০ উত্তরদাতার পূর্বের সম্পদ এবং বর্তমান সম্পদ সম্পর্কিত তুলনামূলক বিশ্লেষণ

সারণি ৫.৩.১১ কাই-স্কয়ার টেস্টের মাধ্যমে শিক্ষার সাথে পদমর্যাদার সম্পর্ক নির্ণয়

সারণি ৫.৩.১২ এনোভা টেস্টের মাধ্যমে শিক্ষার সাথে বেতনের সম্পর্ক নির্ণয়

সারণি ৫.৩.১৩ সঞ্চয়, ঋণ এবং সম্পদের উৎস সমূহ সম্পর্কিত তথ্যাবলী

সারণি ৫.৩.১৪ উত্তরদাতা ও উত্তরদাতার পরিবারের আয়, ব্যয়, সঞ্চয়, ঋণ ও সম্পদের ক্ষেত্রে মৈত্রী শিল্পের প্রভাব সম্পর্কিত তথ্যাবলী

সারণি ৫.৪.১ উত্তরদাতা ও উত্তরদাতার পরিবারের শিক্ষা, প্রশিক্ষণ, স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা, কর্মক্ষমতা সম্পর্কিত তথ্যাবলী

সারণি ৫.৪.২ উত্তরদাতা ও উত্তরদাতার পরিবারের শিক্ষা, প্রশিক্ষণ, স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা, কর্মক্ষমতার উপর মৈত্রী শিল্পের প্রভাব সম্পর্কিত তথ্যাবলী

সারণি ৫.৫.১ উত্তরদাতা ও উত্তরদাতার পরিবারের সামাজিক অবস্থা ও মর্যাদার ক্ষেত্রে মৈত্রী শিল্পের প্রভাব সম্পর্কিত তথ্যাবলী

সারণি ৫.৫.২ উত্তরদাতা ও উত্তরদাতার পরিবারের মনস্তাত্ত্বিক অবস্থার উপর মৈত্রী শিল্পের প্রভাব সম্পর্কিত তথ্যাবলী

সারণি ৫.৬.১ মৈত্রী শিল্পের ভৌত-অবকাঠামোগত সুবিধা ও কর্ম পরিবেশের উপর প্রভাব সম্পর্কিত তথ্যাবলী

সারণি ৫.৭.১ উত্তরদাতা কর্তৃক প্রদেয় মৈত্রী শিল্পের বর্তমান চ্যালেঞ্জসমূহ

সারণি ৫.৭.২ উত্তরদাতা কর্তৃক প্রদত্ত মৈত্রী শিল্পের জন্য সুপারিশমালা

সারণি ৫.৮.১ কেসের পরিবারের তথ্যাবলী

সারণি ৫.৯.১ ফোকাস দল আলোচনায় উপস্থিত ব্যক্তিবর্গের নামের তালিকা।

সারণি ৫.১০.১ মৈত্রী শিল্পের প্রশিক্ষণ সম্পর্কিত তথ্যাবলী

সারণি ৫.১০.২ মৈত্রী শিল্পের উৎপাদন সম্পর্কিত তথ্যাবলী

সারণি ৫.১০.৩ মৈত্রী শিল্পের বিপণন সম্পর্কিত তথ্যাবলী

সারণি ৬.১ SWOT Analysis

চিত্রের তালিকা

চিত্র ২.১ Evolution of performance measurement

চিত্র ২.২ মুক্তা পানি

চিত্র ২.৩ প্লাস্টিক পণ্য সামগ্রী

চিত্র ২.৪ পণ্যের মূল্য তালিকা

চিত্র ২.৫ জনবল কাঠামো

চিত্র ৩.১ Abraham Maslow Needs Theory

চিত্র ৩.২ সাসটেনেবল লাইভলিহুড এপ্রোচ ফ্রেমওয়ার্ক (Sustainable Livelihood Approach Framework)

চিত্র ৪.১ তথ্য সংগ্রহের উৎস সমূহ

চিত্র ৪.২ ট্রাইএঙ্গুলেশন পদ্ধতি

চিত্র ৫.১ উত্তরদাতার লিঙ্গ সম্পর্কিত তথ্যাবলী

চিত্র ৫২. উত্তরদাতার শিক্ষাগত যোগ্যতা

চিত্র ৫.৩ উত্তরদাতার পরিবারের সদস্যদের পেশা

চিত্র ৫.৪ প্রতিবন্ধিতার ধরণ

চিত্র ৫.৫ প্রতিবন্ধিতার কারণ

চিত্র ৫.৬ প্রতিবন্ধিতার চিকিৎসা

চিত্র ৫.৭ চাকুরির সময়কাল

চিত্র ৫.৮ উত্তরদাতার বর্তমান আয়

চিত্র ৫.৯ উত্তরদাতার বর্তমান ব্যয়

চিত্র ৫.১০ উত্তরদাতার **বর্তমান ঋণ**

চিত্র ৫.১১ উত্তরদাতার বর্তমান সম্পদ

চিত্র ৫.১২ উত্তরদাতা ও উত্তরদাতার পরিবারের আয়, ব্যয়, সঞ্চয়, ঋণ ও সম্পদের ক্ষেত্রে মৈত্রী শিল্পের প্রভাব সম্পর্কিত তথ্যাবলী

চিত্র ৫.১৩ উত্তরদাতার সন্তান স্কুলে যায় কি না এবং স্কুলের ধরণ

চিত্র ৫.১৪ মৈত্রী শিল্প থেকে শিক্ষা সহায়তা পায় কিনা **এবং শিক্ষা সহায়তার ধরণ**

চিত্র ৫.১৫ উত্তরদাতা ও **উত্তরদাতার** পরিবারের সদস্য মৈত্রী শিল্প থেকে কোনো প্রশিক্ষণ পেয়েছেন কিনা **এবং** প্রশিক্ষণের ধরণ

চিত্র ৫.১৬ চিকিৎসার জন্যে মৈত্রী শিল্প থেকে কোন সহায়তা পায় কিনা **এবং** বর্তমানে স্বাস্থ্যগত অবস্থা

চিত্র ৫.১৭ উত্তরদাতা ও উত্তরদাতার পরিবারের শিক্ষা, প্রশিক্ষণ, স্বাস্থ্য ও চিকিৎসার উপর মৈত্রী শিল্পের প্রভাব

চিত্র ৫.১৮ উত্তরদাতা ও উত্তরদাতার পরিবারের সামাজিক অবস্থা ও মর্যাদার ক্ষেত্রে মৈত্রী শিল্পের প্রভাব

চিত্র ৫.১৯ উত্তরদাতা ও উত্তরদাতার পরিবারের মনস্তাত্ত্বিক অবস্থার উপর মৈত্রী শিল্পের প্রভাব

চিত্র ৫.২০ মৈত্রী শিল্পের ভৌত-অবকাঠামোগত সুবিধা ও কর্ম পরিবেশের প্রভাব

চিত্র ৫.২১ মৈত্রী শিল্পের ভৌত-অবকাঠামোগত সুবিধা ও কর্ম পরিবেশের প্রভাব

চিত্র ৫.২২ উত্তরদাতা কর্তৃক প্রদেয় মৈত্রী শিল্পের বর্তমান চ্যালেঞ্জসমূহ

চিত্র ৫.২৩ উত্তরদাতা কর্তৃক প্রদত্ত মৈত্রী শিল্পের জন্য সুপারিশমালা

চিত্র ৫.২৪ ফোকাস দল আলোচনায় অংশগ্রহণকারীগণ

চিত্র ৫.২৫ প্রশিক্ষণ চলাকালীন মুহূর্ত

শব্দের সংক্ষিপ্তরূপ

সিডা	সুইডিস ইন্টারন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট অথরিটি
CB	**Community Belongings**
FGD	**Focus Group Discussion**
KIIs	**Key Informants Interview**
RMG	**Readymade Garment Industry**
SPSS	**Statistical Package for the Social Sciences**
SWOT	**Strengths, Weaknesses, Opportunities, and Threats**

গবেষণার সারসংক্ষেপ

গবেষণার পটভূমি এবং সমস্যা

বর্তমানে উন্নয়নশীল ও মধ্যম আয়ের দেশ হিসেবে মোট জনসংখ্যা প্রায় ১৬৫ মিলিয়নের বেশী (বিশ্ব ব্যাংক, ২০২০; বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো, ২০২২) এবং মাথাপিছু আয় ২৮২৪ মার্কিন ডলার (বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো; ২০২২)। উন্নয়নের এই স্রোতধারায় সমাজের সকল অংশকে সম্পৃক্ত ও অন্তর্ভুক্তিমূলক ব্যবস্থা করতে না পারলে জাতীয় উন্নয়ন সম্ভব হবে না। বর্তমানে বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যার ২.৮০% প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠী যাদের কমপক্ষে একধরণের বা বহুমাত্রিক প্রতিবন্ধিতা রয়েছে (বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো; ২০২২)। অন্যদিকে অষ্টম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় উল্লেখ করা হয়েছে বাংলাদেশে মোট জনসংখ্যার ৯% হলো প্রতিবন্ধী (অষ্টম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা; ২০২০-২০২৫)। বাংলাদেশের সংবিধানের বিভিন্ন অনুচ্ছদে প্রতিবন্ধীদের জন্যে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, চাকুরির নিশ্চয়তার বিধান রয়েছে এবং সকল ধরণের বৈষম্য নিরোধ করে সকল নাগরিকের সম অধিকার, সম সুযোগ এবং অন্তর্ভূক্তিমূলক ব্যবস্থা নিশ্চিত করার কথা উল্লেখ রয়েছে। এছাড়া প্রতিবন্ধীদের জন্য কর্মক্ষেত্রে সর্বোচ্চ ১০% প্রতিবন্ধী কোটা নির্ধারণ করা হয়েছে (বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো; ২০১০)। বাংলাদেশ সরকার প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য প্রতিবন্ধী ভাতা, শিক্ষা উপবৃত্তি, প্রতিবন্ধী বীমা, চিকিৎসা ভাতা, প্রশিক্ষণ, বিশেষ শিক্ষা, উপকরণ সহায়তা প্রদানসহ বহুমুখী কর্মসূচী গ্রহণ করা হলেও প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠীর কর্মসংস্থানের জন্য তা কতটুকু কার্যকর, কর্মসূচীসমূহ প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জীবনমান উন্নয়নে কি ধরণের প্রভাব ফেলছে এবং তাদের জীবনমান উন্নয়নে, অন্তর্ভূক্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণে ও কর্মসংস্থানের জন্য ভবিষ্যতে কোন ধরণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন তা বিবেচনা করার জন্য অনুসন্ধান ও গবেষণার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে।

প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের পুনর্বাসন করার লক্ষ্যে ১৯৮০ সালে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে সমাজসেবা অধিদপ্তরের আওতায় সুইডিস ইন্টারন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট অথরিটি (সিডা)- এর আর্থিক ও কারিগরি সহায়তায় টঙ্গীতে শারীরিক প্রতিবন্ধীদের বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ ও পূনর্বাসন কেন্দ্র স্থাপন করা হয়। পরবর্তীতে সুইডেন-বাংলাদেশ বন্ধুত্বের নিদর্শন স্বরূপ শিল্প উৎপাদন ইউনিটটি "মৈত্রী শিল্প" নামে পরিচিতি লাভ করে। পরে ১২ ডিসেম্বর ১৯৯০ সাল থেকে এটি "শারীরিক প্রতিবন্ধী সুরক্ষা ট্রাস্ট"- এর আওতায় পরিচালিত হচ্ছে। বর্তমানে এই প্রতিষ্ঠান থেকে "মুক্তা" ব্র্যান্ডের বিশুদ্ধ পানি উৎপাদন ও সরবরাহ এবং বিভিন্ন ধরণের প্ল্যাস্টিক পণ্য উৎপাদনের মাধ্যমে সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে বাজারজাতকরণ করছে। ২০০৯ সালের পুর্ব পর্যন্ত মৈত্রী শিল্প একটি রুগ্ন ও ভঙ্গুর প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছিল পরবর্তীতে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার অনুশাসনের ও কার্যকরী উদ্যোগ গ্রহণ এবং মৈত্রী শিল্পের বর্তমান নির্বাহী পরিচালকসহ সকলের সার্বিক সহযোগিতা ও বলিষ্ঠ নেতৃত্বে মৈত্রী শিল্প একটি লাভজনক প্রতিষ্ঠানে রূপান্তরিত হয়েছে। উৎপাদনের পরিমাণ বৃদ্ধি, প্লাস্টিক আইটেমের সংখ্যা বৃদ্ধি, আধুনিক প্রযুক্তি প্রতিস্থাপন, বাজারজাতকরণ প্রক্রিয়া সম্প্রসারণসহ নানাবিদ প্রশাসনিক ব্যবস্থার সুবিন্যাস্তকরণের ফলে মৈত্রী শিল্পের নিজস্ব লভ্যাংশ থেকে কর্মকর্তা/কর্মচারীর বেতন ভাতা এবং সুবিধা প্রদান করা হচ্ছে। এছাড়া প্রতিবন্ধীদের কর্মসংস্থানের পরিমাণ বৃদ্ধি, প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের পরিধি বৃদ্ধি এবং তা পর্যায়ক্রমে ৮টি বিভাগে মৈত্রী শিল্পের আদলে প্রতিষ্ঠান স্থাপনের জন্য সরকার পরিকল্পনা হাতে নিয়েছে। ইতোমধ্যে সরকার ৩টি বিভাগীয় শহরে মুন্সিগঞ্জ, চট্রগ্রাম ও রংপুরে পরীক্ষামূলক কার্যক্রম বাস্তবায়নের পথে রয়েছে। মৈত্রী শিল্প প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জীবনমান উন্নয়নে কি ধরনের

ভূমিকা রাখছে এবং কতটুকু প্রভাব ফেলছে তা মূল্যায়নসহ প্রতিষ্ঠানটির সুবিধা ও অসুবিধাগুলো অনুধাবন ও বিশ্লেষণ করা অত্যন্ত সময়পোযোগী যা ভবিষ্যতে প্রতিষ্ঠানটির গতিশীলতা বৃদ্ধি এবং কার্যকর নীতি ও কর্মসুচী প্রণয়নে এবং মৈত্রী শিল্পের আদলে বিভাগীয় শহরে প্রস্তাবিত প্রতিষ্ঠানের জন্যে পরিকল্পনা ও কর্মসূচী বাস্তবায়নে উক্ত গবেষণাটি সহায়তা করবে।

গবেষণার উদ্দেশ্যাবলী

গবেষণার মূল উদ্দেশ্য হলো প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জীবনমান উন্নয়নে মৈত্রী শিল্পের কার্যক্রম কি ধরণের এবং কততুকু প্রভাব (কর্মসংস্থান, আয়, প্রশিক্ষণ, অর্থনৈতিক, সামজিক ও মানবীয় সম্পদের ওপর) ফেলছে তা চিহ্নিতকরণের মাধ্যমে ভবিষ্যৎ দিক নির্দেশনা প্রদান। উক্ত মূল উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে গবেষণার বিশেষ উদ্দেশ্য হলো- মৈত্রী শিল্পে জড়িত প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের পারিবারিক (সদস্য সংখ্যা, বয়স, পেশা, আয়, ব্যয়, জীবনযাপন, সুযোগ সুবিধা, সম্পর্ক, নির্ভরশীলতা ইত্যাদি) ও জনমিতিক তথ্য সমূহ (বয়স, শিক্ষাগত যোগ্যতা, ধর্ম, বিবাহ, প্রতিবন্ধীতার ধরণ, কারণ, মাত্রা ইত্যাদি) সম্পর্কে জানা; মৈত্রী শিল্প প্রতিষ্ঠানের প্রদেয় সেবা, সেবার ধরণ, প্রকৃতি, পরিধি, জনবল, ব্যবস্থাপনা, আর্থিক দিক সহ অন্যান্য কার্যক্রম নিয়ে Strengths, Weaknesses, Opportunities, and Threats (SWOT) Analysis করা; মৈত্রী শিল্প থেকে সেবাপ্রাপ্ত প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের আর্থ-সামাজিক অবস্থা- পূর্বে ও বর্তমানে (পেশা, আয়, ব্যয়, সঞ্চয়, ঋণ, সম্পদ, প্রশিক্ষণ, শিক্ষা, চিকিৎসা, পূনর্বাসন, চিত্ত বিনোদন, সামাজিক মর্যাদা ইত্যাদি) সম্পর্কে তথ্য উদঘাটন করা এবং মৈত্রী শিল্পে জড়িত প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জীবনমান উন্নয়নে অর্থনৈতিক ও সামাজিক প্রভাব নিরূপণ করা; এবং উক্ত শিল্প প্রতিষ্ঠানের গতিশীলতা এবং পরিধি বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জীবনমান উন্নয়ন ও পুনর্বাসনের জন্য প্রয়োজনীয় সুপারিশমালা প্রদান।

গবেষণার পদ্ধতি

গবেষণাটি মূলত প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম মূল্যায়ন সম্পর্কিত। তাই এক্ষেত্রে গবেষণায় পরিমাণগত ও গুনগত এপ্রোচ উভয়ই ব্যবহার করা হয়েছে। প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম মূল্যায়নের জন্য গবেষণার গুণগত এপ্রোচ সামাজিক বিজ্ঞানে বেশী কার্যকর তাই গবেষণা কর্মটি পরিচালনায় এটি বেশী ব্যবহৃত হয়েছে পাশাপাশি মৈত্রী শিল্পে যেসকল প্রতিবন্ধী কাজ করছেন তাদের কাছ থেকে সরাসরি সাক্ষাৎকার গ্রহণের মাধ্যমে মূল্যায়নের জন্য পরিমাণগত এপ্রোচ ব্যবহার করা হয়েছে। তথ্য বিশ্লেষণে প্রাথমিক ও গৌণ উভয় উৎস থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। গবেষণার গুনগত এপ্রোচের জন্য মূল পদ্ধতি হিসেবে কেস স্টাডি (Case Study), ফোকাস দল আলোচনা (Focus Group Discussion-FGD) ও মূল তথ্যদাতার সাক্ষাতকার (Key Informants Interview-KIIs) ব্যবহার করা হয়েছে। অন্যদিকে পরিমাণগত এপ্রোচের জন্য সামজিক নমুনা জরিপ পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়েছে। তথ্য সংগ্রহের জন্যে সামাজিক নমুনা জরিপের কাঠামোবদ্ধ সাক্ষাৎকার অনুসূচী এবং কেস স্টাডি, ফোকাস দল আলোচনা ও মূল তথ্যদাতার সাক্ষাতকার নির্দেশিকা অংশগ্রহণমূলক পর্যবেক্ষণ কৌশলসহ আয়, বয়স, শিক্ষা, পদমর্যাদা, প্রশিক্ষণ, প্রতিবন্ধিতার ধরণ ও মাত্রা বিবেচনা পূর্বক উদ্দেশ্যমূলক নমুনায়নের মাধ্যমে ৫০ জন প্রতিবন্ধীকে নমুনা হিসেবে নির্বাচন করে তাদের কাছ থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। এছাড়া মৈত্রী শিল্পে কর্মরত কর্মকর্তা, কর্মচারী, সেবা গ্রহীতা, প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের নিয়ে ০২টি ফোকাস দল আলোচনা পরিচালনা করা হয়েছে। পাশাপাশি মৈত্রী শিল্পে কাজ করে এই ধরণের ০৫ জন স্টেকহোল্ডারদের কাছ থেকে মূল তথ্যদাতার সাক্ষাতকার নেয়া হয়েছে। তথ্য উপাত্তের সকল ধরণের ভুলত্রুটি যথাযথ ও ক্রসচেক সম্পাদনের পর বিশ্লেষণের জন্য

পরিসংখ্যানগত প্যাকেজ প্রোগ্রাম (Statistical Package for the Social Sciences-SPSS) ব্যবহার করা হয়েছে।

গবেষণার প্রাপ্ত ফলাফল

উত্তরদাতার জনমিতিক তথ্য বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, উত্তরদাতার লিঙ্গের ক্ষেত্রে শতকরা ৯৬ জন উত্তরদাতা পুরুষ এবং শতকরা ৪ জন উত্তরদাতা নারী। মৈত্রী শিল্পে ২০০ জন কর্মকর্তা-কর্মচারী কর্মরত রয়েছেন এরমধ্যে মোট কর্মরত নারীর সংখ্যা হচ্ছে মাত্র ৫ জন। উত্তরদাতাদের বয়স সংক্রান্ত তথ্য দেখা যাচ্ছে যে, **সর্বোচ্চসংখ্যক উত্তরদাতার বয়স ৩০-৩৯ বছর বয়সের মধ্যে এদের সংখ্যা হচ্ছে শতকরা ৪০.৮১ জন।** এরপরে শতকরা ২৪.৪৮ জন উত্তরদাতার বয়স হচ্ছে ৪০ থেকে ৪৯ বছরের মধ্যে। একইভাবে শতকরা ২৪.৪৮ জন উত্তরদাতার বয়স হচ্ছে ২০ থেকে ২৯ বছরের মধ্যে এবং শতকরা ৮ জন উত্তরদাতার বয়সসীমা রয়েছে ৫০ থেকে ৫৯ বছরের মধ্যে। **উত্তরদাতাদের গড় বয়স হচ্ছে ৩৭.৬৩ বছর।** উত্তরদাতাদের বৈবাহিক মর্যাদা সম্পর্কিত তথ্যে দেখা যাচ্ছে যে, বেশিরভাগ উত্তরদাতাই বিবাহিত এবং এদের সংখ্যা হচ্ছে শতকরা ৭৮ জন। অপরদিকে শতকরা ২০ জন উত্তরদাতা অবিবাহিত এবং শতকরা দুইজন উত্তরদাতা বিধবা অথবা বিপত্নীক আছেন। উত্তরদাতার শিক্ষাগত যোগ্যতার ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে যে সর্বোচ্চসংখ্যক **উত্তরদাতা পড়াশোনা করেছেন অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত।** এদের সংখ্যা হচ্ছে শতকরা ৫৬ জন এবং এরপরে ক্রমেই রয়েছে শতকরা ১০ জন এসএসসি ও শতকরা ৮ জন প্রাথমিক বিদ্যালয় শেষ করেছেন। **স্নাতকোত্তর ডিগ্রি সম্পন্ন করেছেন শতকরা চারজন উত্তরদাতা।** শতকরা ৮ জনের থেকে কোনো উত্তর পাওয়া যায়নি এবং তারা হচ্ছে মূক ও বধির প্রতিবন্ধী।

মৈত্রী শিল্পে নিয়োজিত ব্যক্তিদের মধ্যে **শতকরা ৯০ জন কোনো-না-কোনো প্রতিবন্ধিতার শিকার** এবং শতকরা ১০ জন ব্যক্তি স্বাভাবিক। প্রতিবন্ধিতার ধরনের ক্ষেত্রে লক্ষণীয় যে, শারীরিক এবং মাঝারি মাত্রার প্রতিবন্ধীদের সংখ্যাই সবথেকে বেশি। দৃষ্টি ও শ্রবণ প্রতিবন্ধী উভয় ধরণের প্রতিবন্ধীদের সংখ্যা তুলনামূলকভাবে কম দেখা গিয়েছে এর সংখ্যা শতকরা ২.১ জন। প্রতিবন্ধিতার কারণ সম্পর্কিত তথ্যে দেখা যাচ্ছে যে, শতকরা ৪০ জন উত্তরদাতা জন্মকালীন সময়ে প্রতিবন্ধিতার শিকার হয়েছেন। অর্থাৎ টাইফয়েড জ্বরে ও ভুল চিকিৎসার কারণে প্রতিবন্ধিতার শিকার হয়েছে শতকরা ২৪ জন উত্তরদাতা, সড়ক দুর্ঘটনায় শতকরা ২০ জন, এবং অন্যান্য দুর্ঘটনাজনিত কারণে শতকরা ১৬ জন প্রতিবন্ধিতার শিকার হয়েছেন।

আবাসস্থল সম্পর্কিত তথ্যে দেখা যাচ্ছে যে, **উত্তরদাতাগণের পূর্বের আবাসন ব্যবস্থা, পানীয়, বিদ্যুৎ, টয়লেট ও গ্যাস ব্যবহারের ক্ষেত্রে বর্তমানে যথেষ্ট উন্নতি সাধিত হয়েছে।** এক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে যে, পূর্বে প্রায় সকলেই ভাড়া বাসায় বসবাস করতো (৮৮%) এবং মাত্র ৬% নিজস্ব মালিকানায় বাড়ি ছিল। বর্তমানে নিজস্ব বাড়িতে বসবাস করছে শতকরা ২৪ জন প্রতিবন্ধী ব্যক্তি অপরদিকে ভাড়া বাড়িতে বসবাস করছেন শতকরা ৬৮ জন। টয়লেট ব্যবহারের ক্ষেত্রে উত্তরদাতাদের মধ্যে পরিবর্তন লক্ষণীয়, অতীতে ব্যক্তিগত টয়লেট ব্যবহারকারীর সংখ্যা ছিল শতকরা ৩০ জন বর্তমানে তার দ্বিগুণের বেশি সংখ্যক উত্তরদাতা ব্যক্তিগত টয়লেট ব্যবহার করছেন এদের সংখ্যা হচ্ছে শতকরা ৬৪ জন। পূর্বে সাধারণ টয়লেট ব্যবহারকারীর সংখ্যা ছিল ৬০ জন, বর্তমানে তা শতকরা ৩০ জন, উন্মুক্ত টয়লেট ব্যবহারকারীর সংখ্যা মাত্র ৬ জন যা পূর্বে ছিল ১০ জন। যেহেতু টঙ্গী স্টেশন রোড ঢাকার খুব কাছে তাই বৈদ্যুতিক সুবিধা পূর্বে থেকেই ছিল এক্ষেত্রে পূর্বে শতকরা ৮০ জনের বৈদ্যুতিক সুবিধা ছিল বর্তমানে তা শতভাগ। অর্থাৎ সকল

উত্তরদাতার বাসায় বৈদ্যুতিক সংযোগ রয়েছে। রান্নায় গ্যাস ব্যবহারের ক্ষেত্রে শতকরা ১৬ জনের বাসায় গ্যাস লাইনের সুবিধা ছিল বর্তমানে তা বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়িয়েছে শতকরা ৬৮ জন এবং সিলিন্ডার গ্যাস ব্যবহারকারীর সংখ্যা হচ্ছে শতকরা ২২ জন। অর্থাৎ ভৌত অবকাঠামোগত সুযোগ সুবিধা (বাসস্থান, টয়লেট, পানি, বিদ্যুৎ, গ্যাস) পূর্বের তুলনায় বৃদ্ধি পেয়েছে।

প্রতিবন্ধীদের কর্মসংস্থান, পদমর্যাদা, আয়, ব্যয়, ঋণ, সম্পদ (Financial Capital) অর্থাৎ আর্থিক সম্পদ বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, মৈত্রী শিল্পে নিয়োজিত সর্বোচ্চ সংখ্যক উত্তরদাতা অর্থাৎ শতকরা ৩০ জন লোডার পদে কাজ করছেন, এর পরের অবস্থানে আছে সমসংখ্যক শতকরা ২৪ জন মেশিন সহকারী এবং উৎপাদন সহকারি, শতকরা ৬ জন প্যাকিং ম্যান পদে কাজ করছেন, শিক্ষানবিস এবং ক্লিনার পদে সমসংখ্যক অর্থাৎ শতকরা চারজন কাজ করছেন। অন্যদিকে উত্তরদাতার কর্মকাল সম্পর্কিত তথ্যাবলী বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে অধিক সংখ্যক (শতকরা ৩৪ ভাগ) উত্তরদাতাই এক থেকে পাঁচ বছর যাবৎ এই প্রতিষ্ঠানে কর্মরত আছেন। তথ্য বিশ্লেষণে আরো পাওয়া যায় উল্লেখযোগ্য সংখ্যক উত্তরদাতা এই প্রতিষ্ঠানে দীর্ঘদিন যাবত কর্মরত আছেন এক্ষেত্রে শতকরা ২৪ ভাগ ১৫-২০ বছর এবং শতকরা ১৪ ভাগ ২০ বছরেরও বেশি সময় ধরে এই প্রতিষ্ঠানে কর্মরত রয়েছে। উত্তরদাতার পূর্বের এবং বর্তমান পেশা সম্পর্কে তো তথ্যাবলি বিশ্লেষণ করে দেখা যায় যে মৈত্রী শিল্পে নিয়োজিত হওয়ার **পূর্বে প্রায় শতকরা ৪৮ ভাগ উত্তরদাতা কোনো পেশার সাথে জড়িত ছিল না বা তাদের কোন ধরনের অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে অংশগ্রহণ ছিল না।** শতকরা ২৮ ভাগ বিভিন্ন শিল্প প্রতিষ্ঠানের বেসরকারি চাকরি , সমসংখ্যক (শতকরা ৮ ভাগ) উত্তরদাতা ব্যবসা এবং কৃষি কাজ এবং একই সংখ্যক (শতকরা ৪ ভাগ) উত্তরদাতা ইলেকট্রিশিয়ান এবং রংমিস্ত্রির কাজে জড়িত ছিলো।

বর্তমানে কর্মরত ব্যক্তিদের আয় সম্পর্কিত তথ্যাবলী বিশ্লেষণ করে দেখা যায় যে, শতকরা ২৮ জন উত্তরদাতা জানিয়েছে তাদের মাসিক আয় ১০ হাজার থেকে ১৫ হাজার টাকার মধ্যে। উত্তরদাতার পূর্বের এবং বর্তমান আয় সম্পর্কিত তথ্যের তুলনামূলক বিশ্লেষণে দেখা যায় যে উত্তরদাতার **বর্তমান গড় মাসিক আয় ২৫৩১৩ টাকা হলেও পূর্বে তাদের গড় আয় ছিল মাত্র ৩৭৪০ টাকা।** উত্তরদাতার ব্যয় সম্পর্কিত তথ্যাবলী: উত্তরদাতার ব্যয় সম্পর্কিত তথ্যাবলী বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় সর্বোচ্চ সংখ্যক অর্থাৎ শতকরা ৪০ ভাগ উত্তরদাতার গড় ব্যয় ২০-২৫ হাজার টাকার মধ্যে এবং **গড় ব্যয় ২৪ হাজার ৭৯৯ টাকা যা মোট গড় আয়ের প্রায় সমান।** উত্তরদাতার সঞ্চয় সম্পর্কিত তথ্যাবলী বিশ্লেষণ করলে একই ধরনের চিত্র দেখা যায়। শতকরা মাত্র আট ভাগ উত্তরদাতার সঞ্চয় রয়েছে যেখানে ১০-২০ হাজার টাকার মত সঞ্চয় আছে মাত্র চার ভাগ উত্তরদাতার। উত্তরদাতার ঋণ সম্পর্কিত তথ্যাবলী বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, অর্ধেকেরও বেশি সংখ্যক অর্থাৎ শতকরা ৫৬ ভাগ উত্তরদাতা কোন ঋণ নেই। উত্তরদাতার পূর্বের এবং বর্তমান ঋণ সম্পর্কিত তথ্যাবলী বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, **পূর্বে শতকরা প্রায় ৯২ ভাগ উত্তরদাতার কোন ঋণ ছিল না বর্তমানে শতকরা ৪৪ জনের ঋণ রয়েছে যা নির্দেশ করে পূর্বে উত্তরদাতা সম্পদ বা চাকরি না থাকার কারণে তারা কোন প্রকার ঋণ সুবিধা গ্রহণ করতে পারত না। যেখানে পূর্বে মাত্র ৮% লোক ঋণ গ্রহণ করার সক্ষমতা বা ঋণের সুবিধা পেত এখন তা প্রায় ৫ গুণেরও বেশি বৃদ্ধি পেয়ে শতকরা ৪৪ ভাগ উত্তরদাতা ঋণের সুবিধা পাচ্ছে।**

উত্তরদাতার পূর্বের এবং বর্তমান সম্পদের তুলনামূলক বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে পূর্বে প্রায় সকলেই অর্থাৎ **শতকরা ৯২ ভাগ উত্তরদাতার কোন সম্পদ ছিল না** এবং শতকরা মাত্র ৮ ভাগ উত্তরদাতা সম্পদ থাকলেও ৪ শতাংশের মাত্র ১০ হাজার টাকা এবং

বাকি চার শতাংশের মাত্র ৫০ হাজার টাকার মত সম্পদ ছিল। **অন্যদিকে বর্তমানে ৮২ শতাংশ উত্তরদাতা সম্পদ রয়েছে যা পূর্বের তুলনায় দশ গুণেরও বেশি।** অর্থাৎ মৈত্রী শিল্পে কাজে নিয়োজিত হওয়ার পর তাদের সম্পদের পরিমাণ ব্যাপক হারে বৃদ্ধি পেয়েছে। যেখানে গড় সম্পদের পরিমণ ৮৯৪৬৩৪ টাকা। তবে Standard Deviation এ দেখা যায় যে, একজন থেকে আরেকজনের সম্পদের পার্থ্যকের পরিমাণ অনেক বেশী হওয়ায় গড় সম্পদের মুল্য বেশী দেখা যাচ্ছে।

উত্তরদাতা ও উত্তরদাতার পরিবারের আয়, ব্যয়, সঞ্চয়, ঋণ ও সম্পদের ক্ষেত্রে মৈত্রী শিল্পের প্রভাব সম্পর্কিত তথ্যাবলী বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, **পূর্বের তুলনায় আয় এবং সম্পদ বৃদ্ধি পেয়েছে যথাক্রমে শতকরা ৬৮ এবং ৫৪ জনের।** পূর্বের তুলনায় মোটামুটি আয় এবং সম্পদ বৃদ্ধি পেয়েছে একই সংখ্যক (শতকরা ২৪ জন) উত্তরদাতার এছাড়া আয় এবং সম্পদের পরিমাণ আগের মতই রয়েছে যথাক্রমে শতকরা ৮ এবং ২০ জন উত্তরদাতার। পূর্বের তুলনায় সঞ্চয়ের পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছে বলে জানিয়েছেন শতকরা ২৬ জন এবং মোটামুটি বৃদ্ধি পেয়েছে শতকরা ২২ জন উত্তরদাতা। **মৈত্রী শিল্পে চাকরির সুবাদে ঋণ গ্রহণের সক্ষমতা অর্জন করায় অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দেখা যাচ্ছে যে উত্তরদাতাদের ঋণ গ্রহণের পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছে।** এক্ষেত্রে শতকরা ২৬ জন উত্তরদাতার ঋণ পূর্বের তুলনায় বৃদ্ধি পেলেও ২৪ জন উত্তরদাতা জানিয়েছে তাদের ঋণ পূর্বের তুলনায় মোটামুটি বৃদ্ধি পেয়েছে এবং হ্রাস পেয়েছে শতকরা ১৮ জনের। **উত্তরদাতাদের কাছে খাদ্য নিরাপত্তা এবং ক্রয়ক্ষমতা বৃদ্ধি সম্পর্কিত তথ্যাবলী বিশ্লেষণ করে দেখা যায় যে স্পষ্টত উত্তরদাতাদের খাদ্য নিরাপত্তা এবং ক্রয় ক্ষমতা বৃদ্ধি পেয়েছে।** খাদ্য নিরাপত্তা এবং ক্রয় ক্ষমতা পূর্বের তুলনায় অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে এছাড়া অধিকাংশ উত্তরদাতার অর্থনৈতিক ঝুঁকি কমে গিয়েছে।

উত্তরদাতার শিক্ষা, পরিবার ও সদস্যদের শিক্ষা, প্রশিক্ষণ, স্বাস্থ্য, চিকিৎসা, কর্মদক্ষতা, কর্মক্ষমতা, আত্ম-সম্মান, আত্ম-মর্যাদা, ও আত্মবিশ্বাস (Social Capital) অর্থাৎ সামাজিক সম্পদগত তথ্য বিশ্লেষণে দেখা যাচ্ছে যে, শিক্ষার ক্ষেত্রে উত্তরদাতাগণের স্কুলগামী বয়সের সকল ছেলেমেয়েরা পড়াশোনা করছে, যা কিনা জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন এবং সন্তানদের শিক্ষা বিষয়ে উত্তরদাতাদের ইতিবাচক মনোভাব প্রকাশ করে। উত্তরদাতার পরিবারের শিক্ষার ক্ষেত্রে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে(৩২%), মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে (৪৪%), কলেজে (২০%) এবং বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে (৪%) অধ্যয়ন করছে। উত্তদাতাদের মধ্যে সর্বোচ্চসংখ্যক উত্তরদাতা জানিয়েছেন (৬৪%) তারা মাধ্যমিক বিদ্যালয় পর্যন্ত পড়াশোনা করেছেন। উল্লেখ্য যে প্রতিবন্ধীদের মধ্যে মাদরাসায় পড়াশোনা করেছেন মাত্র শতকরা ২ জন। **এক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে মৈত্রী শিল্পে যারা নিয়োজিত আছেন তারা সকলেই কম বেশি শিক্ষিত।** প্রশিক্ষণ সম্পর্কিত তথ্যে দেখা যাচ্ছে যে, **প্রায় সকল উত্তরদাতা মৈত্রী শিল্প থেকে একাধিকবার প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছেন, এদের সংখ্যা হচ্ছে শতকরা ৯৪ জন।** প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রে উত্তরদাতাদের মধ্যে আত্মকর্মসংস্থান মূলক ২৪ জন, আত্মগঠনমূলক ১০ জন, কারিগরি প্রশিক্ষণ ৩০ জন(সর্বোচ্চ সংখক উত্তরদাতা), প্রতিবন্ধিতা দূরীকরণ সম্পর্কিত ১২ জন, কৃষি সংক্রান্ত ১ জন এবং ৩ জনের কাছ থেকে কোনো তথ্য পাওয়া যায়নি ।

উত্তরদাতা ও উত্তরদাতার পরিবারের সদস্যদের শিক্ষা, প্রশিক্ষণ, স্বাস্থ্য-চিকিৎসা, কর্মদক্ষতা এবং কর্মক্ষমতা বৃদ্ধির ক্ষেত্রে মৈত্রী শিল্পের প্রভাব সম্পর্কিত তথ্যাবলী বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, উল্লেখযোগ্য সংখ্যক উত্তরদাতা উল্লিখিত ক্ষেত্রসমূহে "পূর্বের তুলনায় বৃদ্ধি পেয়েছে" বলে মতামত প্রকাশ করেছেন। শিক্ষার ক্ষেত্রে শতকরা ৬৬ জন উত্তরদাতা জানিয়েছেন যে তাদের সচেতনতা পূর্বের

তুলনায় বৃদ্ধি পেয়েছে। সর্বোচ্চসংখ্যক উত্তরদাতা জানিয়েছেন যে, পূর্বের তুলনায় বর্তমানে যেকোনো সমস্যা সমাধানের দক্ষতা বৃদ্ধি পেয়েছে। এদের সংখ্যা হচ্ছে শতকরা ৮৬ জন। নেতৃত্ব এবং সাংগঠনিক দক্ষতা মোটামুটি বৃদ্ধি পেয়েছে বলে জানিয়েছেন মাত্র শতকরা ১৬ জন এবং আগের মত আছে বলে উল্লেখ করেছেন শতকরা ৪ জন উত্তরদাতা । পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধি পেয়েছে বলে উল্লেখ করেছেন শতকরা ৮২ জন উত্তরদাতা। স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা ক্ষেত্রে কি ধরনের পরিবর্তন সাধিত হয়েছে এ প্রসঙ্গে শতকরা ৭৪ জন উত্তরদাতা এবং ১৬ জন উত্তরদাতা জানিয়েছেন যে "আগের চেয়ে বৃদ্ধি পেয়েছে" ও "মোটামুটি বৃদ্ধি পেয়েছে"। **কর্মদক্ষতা, কর্মক্ষমতা এবং আত্মোপলব্ধি, আত্মমর্যাদা ও আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধি পেয়েছে কিনা এক্ষেত্রে প্রায় সকল উত্তরদাতা জানিয়েছেন যে, প্রশিক্ষণ ও কাজের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে পূর্বের তুলনায় কর্মদক্ষতা ও কর্মক্ষমতা যেমন বৃদ্ধি পেয়েছে কর্মে নিয়োজিত থাকার ফলে, আয়-রোজগার করার মাধ্যমে নিজেদের আত্মসম্মানবোধ, মর্যাদাবোধ এবং নিজের উপর আস্থা-বিশ্বাস অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে।**

সামাজিক সম্পদ (Social Capital) বা সামাজিক প্রভাব সংক্রান্ত প্রাপ্ত তথ্য বিশ্লেষণে দেখা যায় যে ৭০-৮০ জন উত্তরদাতা জানিয়েছে তাদের সামাজিক অবস্থা ও অবস্থান (Social Condition and position) পূর্বের তুলনায় বৃদ্ধি পেয়েছে এবং শতকরা ১৮ জন উত্তরদাতা জানান যে পূর্বের তুলনায় মোটামুটি বৃদ্ধি পেয়েছে। সামাজিক মর্যাদার (Social Dignity) ক্ষেত্রে শতকরা ৭৮ জন উত্তরদাতা জানিয়েছে তাদের সামাজিক মর্যাদা আগের তুলনায় বৃদ্ধি পেয়েছে এবং শতকরা বিশ জন উত্তরদাতা জানিয়েছে তাদের আগের তুলনায় মোটামুটি বৃদ্ধি পেয়েছে। **সামাজিক ক্ষমতায়নের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ চলক হচ্ছে সিদ্ধান্ত গ্রহণে অংশগ্রহণ এবং ক্ষমতার বিকাশ সাধন। এক্ষেত্রে দেখা যায় যে শতকরা ৬৮ ভাগ উত্তরদাতা জানিয়েছে পূর্বের তুলনায় তাদের সিদ্ধান্ত গ্রহণে অংশ গ্রহণ বৃদ্ধি পেয়েছে। শতকরা ৩০ জন উত্তরদাতা জানিয়েছে তাদের সিদ্ধান্ত গ্রহণে অংশগ্রহণ পূর্বের তুলনায় মোটামুটি বৃদ্ধি পেয়েছে।** সামাজিক আচার অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে শতকরা ৬২ জন উত্তরদাতা জানান যে পূর্বের তুলনায় তারা বিভিন্ন অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করে থাকেন এবং মোটামুটি পর্যায়ে অংশগ্রহণ করে থাকেন এরূপ সদস্য সংখ্যা হচ্ছে শতকরা ৩২ জন। সামাজিক যোগাযোগ বৃদ্ধির ক্ষেত্রে শতকরা ৭২ জন উত্তম দাতা জানিয়েছে তাদের যোগাযোগ আগের তুলনায় অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে এবং শতকরা ২৬ জন উত্তরদাতা জানিয়েছে পূর্বের তুলনায় মোটামুটি বৃদ্ধি পেয়েছে।

উত্তরদাতা এবং উত্তরদাতার পরিবারের মনস্তাত্ত্বিক অবস্থার উপর মৈত্রী শিল্পের প্রভাব সম্পর্কিত প্রাপ্ত তথ্য বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে- হীনমন্যতা (শতকরা ৮০), জনের হতাশা (শতকরা ৯৬ জনের), একাকীত্ব (শতকরা ৯৪ জনের), মূল্যহীনতা (শতকরা ৯৮ জনের), উদ্বিগ্নতা (শতকরা ৯৪ জনের) এবং বিষন্নতা (শতকরা ৯৪ জনের) পূর্বের তুলনায় হ্রাস পেয়েছে। এছাড়া উত্তরদাতাদের মধ্যে অপরাধবোধ হ্রাস পেয়েছে শতকরা ৭৬ জনের এবং সামাজিক চাপ ও বঞ্চনা দূর হয়েছে শতকরা ৯৮ জন উত্তরদাতার।

প্রতিষ্ঠানের ভৌত অবকাঠামোগত সুযোগ সুবিধা ও প্রাকৃতিক পরিবেশ সংক্রান্ত মৈত্রী শিল্পের প্রভাব সম্পর্কিত তথ্য বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে শিল্প প্রতিষ্ঠানের অভ্যন্তরে বসার স্থান, চলাচলের জায়গা, বিশ্রামাগার, পানি, বিদ্যুৎ, গ্যাস, লিফট, র‍্যাম, রেলিং সুবিধা, সুপেয় খাবার পানির ব্যবস্থা ইত্যাদির ক্ষেত্রে শতকরা ৪৬ জন উত্তরদাতা পর্যাপ্ত এবং শতকরা ৩০ জন উত্তরদাতা মোটামুটি পর্যাপ্ত বলে উল্লেখ্য করেছেন। কর্মক্ষেত্রের প্রয়োজনীয় বসার টেবিল, চেয়ার, নিরাপত্তা ব্যবস্থা এবং দুর্যোগ প্রশমনের ব্যবস্থা কতটুকু রয়েছে এ প্রসঙ্গে শতকরা ৪৮ জন উত্তরদাতা জানিয়েছে তা পর্যাপ্ত রয়েছে এবং শতকরা ৪২ জন উত্তরদাতা জানিয়েছে মোটামুটি

রয়েছে। পর্যাপ্ত নয় বলে উল্লেখ্য করেছেন মাত্র শতকরা ১০ জন উত্তরদাতা। **আবাসিক সুবিধা এবং পরিবহন সুবিধার ক্ষেত্রে শতকরা ৬৪ জন উত্তরদাতা জানিয়েছেন মৈত্রী শিল্প কোন ধরনের আবাসিক সুবিধা ও পরিবহন সুবিধা দিয়ে থাকে না। ক্যান্টিন সুবিধা মৈত্রী শিল্পের মধ্যে এখন পর্যন্ত নেই। তাছাড়া খেলাধুলার ব্যবস্থা, পাঠাগার সুবিধা এবং জিমেশিয়াম এর ব্যবস্থা এখনো পর্যাপ্ত নেই বললেই চলে। চিকিৎসা কেন্দ্র নেই বলে জানিয়েছেন অনেক উত্তরদাতা।**

মৈত্রী শিল্পে নিয়োজিত কর্মকর্তা ও কর্মচারীগনের নিকট জানতে চাওয়া হয় যে বর্তমানে তাদের কি কি সমস্যা রয়েছে। **এ প্রসঙ্গে শতভাগ উত্তরদাতা তাদের চাকরী জাতীয়করণ করার বিষয়টা উল্লেখ করেছেন। শতকরা ৯২ জন উত্তরদাতা জানিয়েছে আবাসিক সমস্যা এবং পরিবহন সমস্যা।** বর্তমানে মৈত্রী শিল্পের মধ্যে ৪/৫ টি টিন শেড রুমের মধ্যে ৪/৫ জন কর্মচারী বসবাস করছে। এছাড়া প্রশিক্ষনের স্বল্পতা (৪%), **অবকাঠামোগত সুবিধা কম** (৬%), **ফিজিও** থেরাপি ও কাউন্সেলিং সুবিধা কম (২০%), **চিকিৎসা কেন্দ্র নেই** (১০০%), **বিনোদনের অপর্যাপ্ততা** (১২%) **এবং লিফট সুবিধা নাই** (৬%) **বলে অনেকে উল্লেখ করেছেন।**

চ্যালেঞ্জ ও সুপারিশমালা

গবেষণায় প্রাপ্ত পরিমাণগত ও গুনগত তথ্য বিশ্লেষণ করে মৈত্রী শিল্পের সার্বিক উন্নয়নের পাশাপাশি প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জীবনমান উন্নয়নে সহায়তা করতে পারে তার স্বল্পমেয়াদী ও দীর্ঘমেয়াদী কিছু সুপারিশ উল্লেখ করা হল-

- প্রতিবন্ধী ব্যক্তিরা যেহেতু মৈত্রী শিল্পের বাইরে বসবাস করে সেহেতু তাদের অফিসে আসা যাওয়া করার ক্ষেত্রে অনেক সমস্যা হয় বিশেষ করে মাঝারি ও তীব্র মাত্রার প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে। তাই প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অফিসে আনা নেওয়ার জন্য পরিবহনের ব্যবস্থা করা অথবা কোন বাস কোম্পানীর সাথে চুক্তিভিত্তিক যানবাহনের ব্যবস্থা করা যেতে পারে।
- বাজার মূল্যের উর্দ্ধগতির কারণে তাদের এই স্বল্প বেতনে সংসারের খরচ বহন করা অনেক কঠিন হয়ে যাচ্ছে ফলে তাদের বেতন বৃদ্ধির মাধ্যমে তাদের জীবনযাপনের মান আরো বৃদ্ধি করা যায়।
- প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের খরচ অন্যান্য ব্যক্তিদের তুলনায় অনেক বেশী বিশেষ করে চিকিৎসা নেওয়ার জন্য অনেক টাকা খরচ হয়ে যায়। সুতরাং তাদের জন্য বাড়তি চিকিৎসা ভাতা, শিক্ষা ভাতা, ভ্রমণ ভাতা, বিনোদন ভাতা, টিফিন ভাতার ব্যবস্থা করলে তাদের জীবনযাত্রার মান অনেক বৃদ্ধি পাবে।
- প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের চিকিৎসা সুবিধা নিশ্চিতকরণের জন্য মৈত্রী শিল্পের অভ্যন্তরে একটি চিকিৎসা কেন্দ্র স্থাপন করা যেখানে একজন ডাক্তার, একজন ফিজিওথেরাপিস্ট, একজন স্পীচথেরাপিস্ট, একজন অকোপেশনাল থেরাপিস্ট, কাউন্সিলর নিয়োগ প্রদান। এছাড়া মৈত্রী শিল্পের নিকটে কোন সরকারি ও বেসরকারি হাসপাতালের সাথে চুক্তিভিত্তিক প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের চিকিৎসার ব্যবস্থা করা অথবা প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অগ্রাধিকার প্রদানের ব্যবস্থা করা।
- মৈত্রী শিল্পে প্লাস্টিক পণ্য উৎপাদনের পাশাপাশি উৎপাদনের ক্ষেত্র বৃদ্ধির জন্য মেলামাইন পণ্য, Readymade Garment Industry (RMG) পণ্য, খাদ্য দ্রব্য ইত্যাদি উৎপাদনের ব্যবস্থা করা যেতে পারে।
- চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের প্রেক্ষাপটে বর্তমান বাজার ব্যবস্থার সাথে সামঞ্জস্য রেখে প্রশিক্ষণের বিষয়ে ভিন্নতা ও আধুনিকায়ন করা এবং নারী প্রতিবন্ধীদের জন্য প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রে বিশেষ গুরুত্ব দেয়া।

- আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার, মেশিনারিজ প্রতিস্থাপন ও সংখ্যা আরো বৃদ্ধি করতে হবে তা না হলে চাহিদার সাথে যোগানের সামঞ্জস্য থাকবে না ফলে উৎপাদন ব্যহত হবে।
- বর্তমান যুগের সাথে ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের সাথে প্রতিযোগিতায় টিকে থাকার জন্য পণ্য দ্রব্যের ডিজাইনে পরিবর্তন আনয়ন এবং ডিজাইনার নিয়োগ দেয়া যেতে পারে।
- সকল সরকারি হাসপাতাল, বিমান বাংলাদেশে, সরকারি শিশু পরিবার, শিক্ষাঙ্গন ইত্যাদি প্রতিষ্ঠানে মৈত্রী শিল্প কর্তৃক উৎপাদিত প্লাস্টিক পণ্যের ব্যবহার নিশ্চিতকরণের জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ।
- মৈত্রী শিল্পে প্রতিবন্ধী ব্যক্তি দ্বারা উৎপাদিত পণ্য সাধারণ মানুষের কাছে বিস্তৃতিকরনের জন্য ব্যাপক প্রচার করতে হবে কারণ বিষয়টি অত্যন্ত মানবিক এবং সংবেদনশীল।
- মৈত্রী শিল্পে পদোন্নতি আরো ত্বরান্বিত ও নিয়মিত করা তাহলে তাদের জীবনযাত্রার মান আরো অনেক উন্নত হবে।
- মৈত্রী শিল্প অনেক বড় একটি প্রতিষ্ঠান হওয়া সত্ত্বেও প্রতিষ্ঠানের অভ্যন্তরে কোন ধরণের ক্যান্টিন সুবিধা নাই ফলে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের খাবারের জন্য বাইরে যেতে হয় অথবা যাদের বাসা কাছে তাদের বাসায় যেতে হয় এতে অনেক সময় নষ্ট হয় এবং উৎপাদন কাজে ব্যাঘাত ঘটে। সুতরাং প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সুবিধার জন্যে স্বল্প মূল্যে খাবারের ব্যবস্থা করা এবং ক্যান্টিন প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের দ্বারা পরিচালনা করা।
- মৈত্রী শিল্পের বাজারজাতকরণ ও বিপণন নীতিমালা আরো শক্তিশালী করা বিশেষ করে পরিবেশকদের জন্য বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা এবং প্রণোদনার ব্যবস্থা করা যেতে পারে যাতে পণ্যের বাজার সৃষ্টি করতে পারে এবং পণ্য বিক্রি করতে আগ্রহী হয়। মৈত্রী শিল্প থেকে পরিবেশকদের জন্য শো-রুমে সাইন বোর্ড দেয়ার ব্যবস্থা করা কারণ অনেকে জানেনা মুক্তা পানি কোথায় পাওয়া যায় ফলে গ্রাহকদের সুবিধার জন্য সাইন বোর্ড এবং ব্যানারের ব্যবস্থা করা।
- সরকারের প্রতিশ্রুতি, সংবিধানের অনুচ্ছেদ এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক ব্যবস্থার রুপদানের লক্ষ্যে ও সমমর্যাদা, সমসুযোগ, সুবিধার নীতি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে মৈত্রী শিল্পে কর্মরত ব্যক্তিদের চাকুরি জাতীয়করণ করা।
- মৈত্রী শিল্পে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের থাকার জন্য কোন আবাসনের ব্যবস্থা নাই ফলে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অনেকে দূর দুরান্ত থেকে আসা যাওয়া অত্যন্ত কষ্টকর, ব্যয়বহুল, সময়সাপেক্ষ এবং উৎপাদন ক্ষমতা হ্রাস পায়। উক্ত সকল দিক বিবেচনা করে অতি দ্রুত আবাসনের ব্যবস্থা করা। ইতোমধ্যে আবাসনের জন্য পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে এবং অন্য বিভাগীয় শহরে আবাসন সুবিধার ব্যবস্থা করা।
- বর্তমানে শুধুমাত্র একটি কেন্দ্র থেকে সকল ধরণের পণ্য উৎপাদিত হচ্ছে ফলে ভোক্তার চাহিদার সাথে যোগানের একটি বড় ব্যবধান পরিলক্ষিত হয়েছে সুতরাং মৈত্রী শিল্পের প্রসার আরো বৃদ্ধি করা বিশেষ করে বিভাগীয় পর্যায়ে কেন্দ্র স্থাপনের পাশাপাশি জেলা পর্যায়ে মৈত্রী শিল্পের কেন্দ্র স্থাপন করা।

প্রথম অধ্যায়- ভূমিকা

১.১ গবেষণার সমস্যা/প্রেক্ষপট বর্ণনা

দেশের অনগ্রসর, বঞ্চিত, অসহায়, প্রতিবন্ধী, অটিস্টিক এবং জন্মগতভাবে কিংবা অন্য কোন কারণে শারীরিক ও মানসিকভাবে সমস্যাগ্রস্থ জনগোষ্ঠীর কল্যাণ, উন্নয়ন, প্রশিক্ষণ ও ক্ষমতায়নের জন্য সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় বহুমাত্রিক সেবা প্রদান করে যাচ্ছে। বর্তমানে উন্নয়নশীল ও মধ্যম আয়ের দেশ হিসেবে বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যা প্রায় ১৬৫ মিলিয়নের বেশী (বিশ্ব ব্যাংক, ২০২০; বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো, ২০২২) এবং মাথাপিছু আয় ২৮২৪ মার্কিন ডলার (বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো, ২০২২)। উন্নয়নের এই মূলস্রোতধারায় সমাজের সকল অংশকে সম্পৃক্ত ও অন্তর্ভুক্তিমূলক ব্যবস্থা করতে না পারলে জাতীয় উন্নয়ন সম্ভব হবে না। বিশ্বব্যাংকের মতে, কোন দেশের ১০% প্রতিবন্ধী ব্যক্তিরা উন্নয়ন কর্মকান্ডে অংশগ্রহণের সুযোগ থেকে বঞ্চিত হলে উন্নয়ন অসম্পূর্ণ হবে (বিশ্বব্যাংক; ২০১৬)। বর্তমানে বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যার ২.৮০% প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠী যাদের কমপক্ষে একধরণের বা বহুমাত্রিক প্রতিবন্ধিতা রয়েছে (বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো; ২০২২)। অন্যদিকে অষ্টম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় উল্লেখ করা হয়েছে বাংলাদেশে মোট জনসংখ্যার ৯% হলো প্রতিবন্ধী (অষ্টম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা; ২০২০-২০২৫)। সম্প্রতি সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অধীন সমাজসেবা অধিদপ্তর কর্তৃক প্রতিবন্ধী শনাক্তকরণ জরিপে এ পর্যন্ত ৩০,৩৬,৪২৩ জন প্রতিবন্ধী শনাক্ত হয়েছে এবং তাদের জাতীয় তথ্য ভান্ডারে সংরক্ষণ করা হয়েছে (সমাজসেবা অধিদপ্তর, ২০২৩)।

প্রতিবন্ধী বলতে সাধারণত আমরা বুঝি শারীরিক, মানসিক, দৃষ্টি, শ্রবণ, ইন্দ্রিয়ের ক্ষতির কারণে হয়ে থাকে আবার এই প্রতিবন্ধীতা মৃদু, মাঝারী, এবং তীব্র মাত্রার হয়ে থাকে। প্রতিবন্ধী বলতে আমরা এমন ব্যক্তিকে বুঝি যিনি জন্মগতভাবে বা রোগাক্রান্ত হয়ে বা দুর্ঘটনায় আহত হয়ে বা অপচিকিৎসায় বা অন্য কোন কারণে দৈহিকভাবে বিকলাঙ্গ বা বুদ্ধিতে ভারসাম্যহীন এবং উক্তরূপ বৈকল্য বা ভারসাম্যহীনতার ফলে স্থায়ীভাবে, আংশিক বা সম্পূর্ণ কর্মক্ষমতাহীন এবং স্বাভাবিক জীবনযাপনে অক্ষম (বাংলাদেশ প্রতিবন্ধী কল্যাণ আইন; ২০০১)। বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ- ১০, ১১, ১৫, ১৭, ১৯, ২০, ২১, ২৭, ২৮, ২৯, ৩১, ৩২, ৩৬, ৩৮ এবং ৩৯ নম্বর অনুচ্ছদে প্রতিবন্ধীদের জন্যে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, চাকুরির নিশ্চয়তার বিধান রয়েছে এবং সকল ধরণের বৈষম্য নিরোধ করে সকল নাগরিকের সম অধিকার ও অন্তর্ভূক্তিমূলক ব্যবস্থা নিশ্চিত করার কথা উল্লেখ আছে। প্রতিবন্ধীদের জন্য কর্মক্ষেত্রে সর্বোচ্চ ১০% প্রতিবন্ধী কোটা নির্ধারণ করা হয়েছে (বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো; ২০১০)। বাংলাদেশে সর্বপ্রথম ১৯৯৫ সালে জাতীয় প্রতিবন্ধী নীতিমালা প্রণয়ন করা হয়েছে; ২০০১ সালে দেশের ইতিহাসে প্রতিবন্ধীদের জন্যে প্রথম আইন প্রণয়ন করা হয়েছে যা প্রতিবন্ধী কল্যাণ আইন নামে পরিচিত। তারই পরিপ্রেক্ষিতে ২০১৩ সালে সরকার প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইন এবং নিউরো-ডেভেলপমেন্টাল প্রতিবন্ধী সুরক্ষা ট্রাষ্ট আইন নামে দুইটি আইন এবং বিধিমালা ২০১৫ প্রণয়ন করে। আইন প্রণয়নের পাশাপাশি প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সামাজিক নিরাপত্তার জন্য অসচ্ছল প্রতিবন্ধী ভাতা বাংলাদেশ সরকারের একটি গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক নিরাপত্তামূলক কর্মসূচী। বাংলাদেশ সরকারের প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য প্রতিবন্ধী ভাতা, শিক্ষা উপবৃত্তি, প্রতিবন্ধী বীমা, চিকিৎসা ভাতা, প্রশিক্ষণ, বিশেষ শিক্ষা, উপকরণ সহায়তা প্রদানসহ বহুমুখী কর্মসূচী গ্রহণ করা হলেও প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠীর কর্মসংস্থানের জন্য সরকার কতটুকু সক্রিয়, কর্মসংস্থান প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জীবনমান উন্নয়নে কি প্রভাব ফেলছে, এবং প্রতিবন্ধী ব্যক্তির কর্মসংস্থানের জনয় কোন ধরণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন তা বিবেচনা করতে হবে (সমাজসেবা অধিদপ্তর; ২০১১)। **জাতিসংঘ ঘোষিত টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার লক্ষ্য নং-৩, ৪, ৮, ১০ এবং ১১ অর্জন করার মধ্যমে প্রতিবন্ধীদের জাতীয় উন্নয়নে অন্তর্ভুক্ত করা সম্ভব হবে।**

বিশেষ করে **টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার ১০ নং লক্ষ্যে প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠীকে সামাজিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক এবং রাজনৈতিক কর্মকান্ডে সমানভাবে অন্তর্ভূক্তি করার মাধ্যমে উন্নয়ন অর্জন করার কথা উল্লেখ রয়েছে।**

প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের পুনর্বাসন করার লক্ষ্যে ১৯৮০ সালে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে সমাজসেবা অধিদপ্তরের আওতায় সুইডিস ইন্টারন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট অথরিটি (সিডা) এর আর্থিক ও কারিগরি সহায়তায় টঙ্গীতে শারীরিক প্রতিবন্ধীদের জন্য বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ ও পূনর্বাসন কেন্দ্র স্থাপন করা হয়। পরবর্তীতে সুইডেন-বাংলাদেশ বন্ধুত্বের নিদর্শন স্বরূপ শিল্প উৎপাদন ইউনিটটি "মৈত্রী শিল্প" নামে পরিচিতি লাভ করে। পরে ১২ ডিসেম্বর ১৯৯০ সাল থেকে এটি "শারীরিক প্রতিবন্ধী সুরক্ষা ট্রাস্ট"- এর আওতায় পরিচালিত হচ্ছে। বর্তমানে উক্ত প্রতিষ্ঠান থেকে "মুক্তা" ব্র্যান্ডের বিশুদ্ধ পানি সরবরাহ ও বাজারজাতকরণ এবং বিভিন্ন ধরণের প্ল্যাস্টিক পণ্য উৎপাদনের মাধ্যমে সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে বাজারজাতকরণ করছে। অনেকে প্রতিবন্ধীদেরকে সামাজিক, সাংস্কৃতিক, ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন কর্মকান্ডের জন্য প্রতিবন্ধকতা মনে করে। কিন্তু মৈত্রী শিল্প প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষভাবে গড়ে তুলছে ফলে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের মৈত্রী শিল্পে বা বাইরের অন্যান্য প্রতিষ্ঠানে কর্মসংস্থান ও আয় বৃদ্ধির মাধ্যমে তাদের জীবনমান উন্নয়নে বিশেষ ভূমিকা পালন করছে। এতে শুধুমাত্র প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জীবনমান উন্নয়ন হচ্ছে তা নয় পাশাপাশি জাতীয় আয়ে অবদান রাখছে। বর্তমানে এই প্রতিষ্ঠানে ২০০ জনের অধিক শারীরিক, বাক ও শ্রবণ এবং দৃষ্টি প্রতিবন্ধী কাজ করে যাচ্ছে (মৈত্রী শিল্প; ২০২৩)। ২০০৯ সালের পুর্ব পর্যন্ত মৈত্রী শিল্প একটি রুগ্ন ও ভঙ্গুর প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছিল পরবর্তীতে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার অনুশাসনের ও কার্যকরী উদ্যোগ গ্রহণ এবং মৈত্রী শিল্পের বর্তমান নির্বাহী পরিচালকসহ সকলের সার্বিক সহযোগিতা ও বলিষ্ঠ নেতৃত্বে মৈত্রী শিল্প একটি লাভজনক প্রতিষ্ঠানে রূপান্তরিত হয়েছে। উৎপাদনের পরিমাণ বৃদ্ধি, প্লাস্টিক আইটেমের সংখ্যা বৃদ্ধি, আধুনিক প্রযুক্তি প্রতিস্থাপন, বাজারজাতকরণ প্রক্রিয়া সম্প্রসারণসহ নানাবিদ প্রশাসনিক ব্যবস্থার সুবিন্যাস্তকরণের ফলে মৈত্রী শিল্পের নিজস্ব লভ্যাংশ থেকে কর্মকর্তা/কর্মচারীর বেতন ভাতা এবং সুবিধা প্রদান করা হচ্ছে। এছাড়া প্রতিবন্ধীদের কর্মসংস্থানের পরিমাণ বৃদ্ধি, প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের পরিধি বৃদ্ধি এবং তা পর্যায়ক্রমে ৮টি বিভাগে মৈত্রী শিল্পের আদলে প্রতিষ্ঠান স্থাপনের জন্য সরকার পরিকল্পনা হাতে নিয়েছে। ইতোমধ্যে সরকার ৩টি বিভাগীয় শহরে মুন্সিগঞ্জ, চট্রগ্রাম ও রংপুরে পরীক্ষামূলক কার্যক্রম বাস্তবায়নের পথে রয়েছে। সুতরাং প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য অনেক সীমাবদ্ধতা থাকা সত্বেও মৈত্রী শিল্প প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জীবনমান উন্নয়নে কি ধরনের ভূমিকা রাখছে এবং কতটুকু প্রভাব ফেলছে তা মূল্যায়নসহ প্রতিষ্ঠানটির সুবিধা ও অসুবিধাগুলো অনুধাবন ও বিশ্লেষণ করা অত্যন্ত সময়পোযোগী যা ভবিষ্যতে প্রতিষ্ঠানটির গতিশীলতা বৃদ্ধি এবং কার্যকর নীতি ও কর্মসুচী প্রণয়নে এবং এই ধরণের অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের জন্যে পরিকল্পনা ও কর্মসূচী বাস্তবায়নে উক্ত গবেষণাটি সহায়তা করবে।

১.২ গবেষণার গুরুত্ব/যৌক্তিকতা

প্রতিবন্ধিতা শুধুমাত্র বাংলাদেশের একটি স্বাস্থ্যগত সমস্যা না, বরং প্রতিবন্ধীতা দারিদ্র্য ও অনুন্নয়নের প্রধান কারণ। জাতিসংঘ কর্তৃক পরিচালিত সমীক্ষায় দেখা যায়, বিশ্বের মোট জনসংখ্যার প্রায় ১০% লোক কোন না কোন ভাবে প্রতিবন্ধী এবং উন্নয়নশীল দেশের ৮০% প্রতিবন্ধী গ্রামাঞ্চলে বসবাস করে (প্রতিবন্ধী বিষয়ক জাতীয় নীতিমালা; ১৯৯৫)। প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠী সামাজিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক পরিমন্ডলসহ সকল পর্যায়ে তারা সমস্যাগ্রস্থ ও অংশগ্রহণ থেকে বঞ্চিত এবং পিছিয়ে রয়েছে। প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের ক্ষুদ্র ঋণ কার্যক্রম থেকে শুরু করে বিভিন্ন ধরণের অর্থনৈতিক কার্যক্রম থেকে বিচ্ছিন্ন এবং বেশী সংখ্যক প্রতিবন্ধী

কর্মসংস্থান থেকে বিচ্যুত। বাংলাদেশের প্রতিবন্ধীদের অনগ্রসরতা, অসহায়ত্ব, দারিদ্র্যতা, বেকারত্ব, হতাশা, বঞ্চনা, ইত্যাদির কথা বিবেচনা করে বাংলাদেশ সরকার সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীর আওতায় সমাজকল্যাণ মন্ত্রনালয়ের অধীন সমাজসেবা অধিদপ্তরের মাধ্যমে বিভিন্ন ধরণের সেবা প্রদান কার্যক্রম গ্রহণ করেছে এর মধ্যে অন্যতম হচ্ছে প্রতিবন্ধী ভাতা, প্রতিবন্ধী শিক্ষা উপবৃত্তি, প্রতিবন্ধী শনাক্তকরণ কর্মসূচী, প্রতিবন্ধী প্রশিক্ষণমুলক কর্মসূচী ও অন্যান্য সেবার মাধ্যমে প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠীদের সমাজের মূলস্রোতধারায় অন্তর্ভুক্তকরণের চেষ্টা করছে।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানে সকল শ্রেণীর, পেশার ব্যক্তির অধিকার সুনিশ্চিত করেছেন। তারই ধারাবাহিকতায় জাতির পিতার সুযোগ্য কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বঙ্গবন্ধুর আদর্শকে সমুন্নত রেখে সংবিধানের আলোকে এসডিজি এবং ভিশন ২০৪১ সালে উন্নত বাংলাদেশ গড়ার অভিলক্ষ্য নিয়ে সমাজের পশ্চাদপদ, সুবিধাবঞ্চিত, ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীকে অন্তর্ভুক্তিকরণে (Inclusive) সরকার নীতিমালা, আইন, বিধিমালা ও বহুবিধ উন্নয়ন কার্যক্রম প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করছে। প্রতিবন্ধীদের সাংবিধানিক অধিকার, টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা এবং মানবাধিকার অর্জনের লক্ষ্যে সরকার প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়নে, শিক্ষা, প্রশিক্ষণ, কর্মসংস্থানসহ নানবিধ উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। বিশেষ করে স্বল্প ও মধ্যম মাত্রার প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠীকে উন্নয়নের মূলস্রতধারায় অন্তর্ভুক্তিকরণ করে তাদের কর্মসংস্থান, প্রশিক্ষণ ও আয়বর্ধন করতে পারলে তাদের সামাজিক ও অর্থনৈতিক ও পারিবারিক ও রাজনৈতিক মর্যাদা নিয়ে বেঁচে থাকতে পারে এই লক্ষ্যে মৈত্রী শিল্প প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়নের জন্য উল্লেখযোগ্য ভুমিকা পালন করে যাচ্ছে। আমাদের জানামতে **প্রতিবন্ধী ব্যক্তির ওপর মৈত্রী শিল্পের কার্যক্রমের প্রভাব সম্পর্কিত কোন ধরণের গবেষণা, অনুসন্ধান, বা মূল্যায়ন প্রতিবেদন সরকারি এবং বেসরকারি পর্যায় থেকে এ যাবৎ পরিচালনা করা হয়নি যা অত্যন্ত আবশ্যকীয়। মৈত্রী শিল্পের মাধ্যমে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের কাজে লাগিয়ে "মুক্তা" ব্র্যান্ডের বিশুদ্ধ পানি সরবরাহ এবং বিভিন্ন ধরণের প্ল্যাস্টিক পণ্য উৎপাদন করে সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে বাজারজাতকরণ করছে এই কার্যক্রমের ফলদায়কতা নিরুপণ করার জন্যও গবেষণার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের আয়-বর্ধনমূলক প্রশিক্ষণ ও কর্মসংস্থান সৃষ্টির ফলে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জীবনমান উন্নয়নে কতটুকু প্রভাব ফেলছে তা অনুসন্ধান করা আবশ্যক। গবেষণার ফলাফলের ভিত্তিতে ভবিষ্যতে মৈত্রী শিল্প প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠীর উন্নয়নের জন্য আরো কি ধরণের নীতি, পরিকল্পনা এবং কর্মসূচী গ্রহণ করা যেতে পারে তার দিক নির্দেশনার জন্যেও গবেষণার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। এছাড়াও নীতি বিশারদ, পরিকল্পনাবিদ, সরকারি প্রকল্প প্রণেতাগণ, উন্নয়ন কর্মী, গবেষকগণ, শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের জন্য গাইডলাইন হিসেবে দিক নির্দেশনা প্রদান করবে।**

১.৩ গবেষণার উদ্দেশ্যসমুহ

বর্তমান গবেষণার মূল উদ্দেশ্য হলো, প্রতিবন্ধী ব্যক্তির জীবনামান উন্নয়নে মৈত্রী শিল্পের কার্যক্রম কি ধরণের এবং কতটুকু প্রভাব (কর্মসংস্থান, আয়, প্রশিক্ষণ, অর্থনৈতিক, সামজিক ও মানবীয় সম্পদের ওপর) ফেলছে তা চিহ্নিতকরণের মাধ্যমে ভবিষ্যৎ নীতি ও কর্মসূচী প্রণয়নে দিক নির্দেশনা প্রদান। উক্ত মূল উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে গবেষণার বিশেষ উদ্দেশ্য হলো-

বিশেষ উদ্দেশ্যঃ

- মৈত্রী শিল্পে জড়িত প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের পারিবারিক (সদস্য সংখ্যা, বয়স, পেশা, আয়, ব্যয়, জীবনযাপন, সুযোগ সুবিধা, সম্পর্ক, নির্ভরশীলতা ইত্যাদি) ও জনমিতিক তথ্য সমূহ (বয়স, শিক্ষাগত যোগ্যতা, ধর্ম, বিবাহ, প্রতিবন্ধীতার ধরণ, কারণ, মাত্রা ইত্যাদি) সম্পর্কে জানা;
- মৈত্রী শিল্প প্রতিষ্ঠানের প্রদেয় সেবা, সেবার ধরণ, প্রকৃতি, পরিধি, জনবল কাঠামো, ব্যবস্থাপনা, আর্থিক দিক নিয়ে SWOT Analysis করা;
- মৈত্রী শিল্প থেকে সেবা প্রাপ্ত প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের আর্থ-সামাজিক অবস্থা- পূর্বের এবং বর্তমান (পেশা, আয়, ব্যয়, সঞ্চয়, ঋণ, সম্পদ, প্রশিক্ষণ, শিক্ষা, চিকিৎসা, পূনর্বাসন, চিত্ত বিনোদন, সামাজিক মর্যাদা ইত্যাদি) সম্পর্কে তথ্য উদঘাটন করা এবং মৈত্রী শিল্পে জড়িত প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জীবনমান উন্নয়নে অর্থনৈতিক, সামাজিক, মানবীয় ও অবকাঠামোগত সম্পদের ওপর মৈত্রী শিল্পের প্রভাব নিরূপণ করা; এবং
- প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জীবনমান উন্নয়ন ও পুনর্বাসনের ক্ষেত্রে বিদ্যমান চ্যালেঞ্জ চিহ্নিতকরণ এবং প্রয়োজনীয় সুপারিশমালা প্রদান।

১.৪ গবেষণার ক্ষেত্র

প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের টেকসই উন্নয়নের জন্য প্রতিবন্ধী ব্যক্তির চাহিদা নিরূপণের মাধ্যমে জীবনমান উন্নয়ন করা অত্যাবশ্যক। তাদের জীবনমান উন্নয়নের জন্য সরকারি এবং বেসরকারি সহায়তা এবং পদক্ষেপ অনেক বেশী গুরুত্বপূর্ণ। তারই ধারাবাহিকতায় বাংলাদেশ সরকার প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য প্রতিবন্ধী ভাতা থেকে শুরু করে তাদের পুনর্বাসনের জন্য সরকারি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান কাজ করে যাচ্ছে। যেখানে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের শিক্ষা, প্রশিক্ষণ ও কর্মসংস্থানের মাধ্যমে পুনর্বাসন করা হচ্ছে। "মৈত্রী শিল্প" তার একটি অনন্য দৃষ্টান্ত। যেখানে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের প্রশিক্ষণ ও কর্মসংস্থানের মাধ্যমে আয়ের পথ সৃষ্টি করেছে এবং তাদের সার্বিক জীবনমান উন্নয়নে ব্যপক ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে। এই ধরণের প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম মূল্যায়নের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানটির সার্বিক উন্নয়নের পাশাপাশি এই প্রতিষ্ঠানে জড়িত প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জীবনমান উন্নয়নে সামাজিক, অর্থনৈতিক, মানবীয় ও অবকাঠামোগত প্রভাব মূল্যায়নের মাধ্যমে গবেষণাটি নতুন নতুন ক্ষেত্র তৈরি করছে। উক্ত গবেষণায় যে সকল ক্ষেত্র চিহ্নিত করেছেন তা হলো-

- সেবা গ্রহীতাদের **সেবা প্রাপ্তির ধরণ, মনোভাব, কর্মসংস্থান, আয়, ব্যয়, সম্পদ, মজুরী, দারিদ্র্য দূরীকরণে প্রভাব, আনুষ্ঠানিক এবং অনানুষ্ঠানিক ক্ষেত্রে অর্থনৈতিক সংশ্লিষ্টতা, অর্থনৈতিক মর্যাদা, ট্রেড চিহ্নিতকরণ এবং বাজারজাতকরণ।**
- মৈত্রী শিল্পের **উৎপাদিত পণ্য, কর্মসংস্থান, পুনর্বাসন, প্রশিক্ষণ, এবং অন্যান্য প্রাতিষ্ঠানিক বিষয়াবলী;**
- গবেষণাটি মৈত্রী শিল্পের **জনবল কাঠামো, কর্ম সন্তুষ্টি, কর্ম পরিবেশ, কর্ম সম্পর্ক, প্রতিবন্ধকতা, আর্থিক ব্যবস্থাপনা, কর্ম প্রক্রিয়া, সেবা দান প্রক্রিয়া সহজীকরণ;**
- গবেষণার সুপারিশমালা **প্রতিবন্ধী ব্যক্তির জন্য কর্মসংস্থান, আয় বৃদ্ধি, প্রশিক্ষণের জন্য ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনা, নীতিমালা প্রনয়ন এবং বাস্তবায়নে সহায়তাকরণ; এবং**

- প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের মৌলিক, নাগরিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক চাহিদা পূরণের মাধ্যমে প্রতিবন্ধীদের জন্য একটি টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিতকরণ;

১.৫ গবেষণায় ব্যবহৃত কার্যকরী সজ্ঞায়ন

- **মৈত্রী শিল্পঃ** শারীরিক প্রতিবন্ধী সুরক্ষা ট্রাস্ট, মৈত্রী শিল্প সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় এবং সুইডিশ ডেভেলপমেন্ট অথরিটি (সিডা) এর আর্থিক ও কারিগরি সহায়তায় টংগীস্থ ক্যাম্পাসে ১৯৮১ সনে প্রতিষ্ঠিত হয়। দুই দেশের বন্ধুত্বের নিদর্শন স্বরূপ প্রতিষ্ঠানটি 'মৈত্রী শিল্প' নামে পরিচিতি লাভ করে। প্রতিষ্ঠাকালীন সমাজসেবা অধিদপ্তরের মাধ্যমে পরিচালিত হয়। ২০১২ সনে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের সরাসরি অধীনে আনা হয়। বর্তমানে মৈত্রী শিল্প বলতে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অধীনে শারীরিক প্রতিবন্ধী সুরক্ষা ট্রাষ্টের আওতায় পরিচালিত টঙ্গিস্থ অবস্থিত যা শারীরিক প্রতিবন্ধীদের প্রশিক্ষণ, আয় কর্মসংস্থান ও পুনর্বাসনের মাধ্যমে জীবনমান উন্নয়নে কাজ করে যাচ্ছে।
- **কার্যক্রম মূল্যায়নঃ** বর্তমান গবেষণায় SWOT Analysis এর মাধ্যমে মৈত্রী শিল্প কার্যক্রম, পরিধি, সুবিধা, অসুবিধা, ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনা ইত্যাদি বিষয়ে মূল্যায়ন করা হয়েছে এবং এই প্রতিষ্ঠান প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়নে কি ধরণের প্রভাব ফেলছে তা Livelihood Approach এর ভিত্তিতে কার্যক্রম মূল্যায়ন করা হয়েছে। সাধারণত কার্যক্রম মূল্যায়নের ক্ষেত্রে সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান এবং সেবা গ্রহণকারী ব্যক্তিদের মতামতের ভিত্তিতে কোন কার্যক্রম মূল্যায়ন করা হয়ে থাকে। সুতরাং কার্যক্রম মূল্যায়ন বলতে প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রদেয় সেবামূলক ব্যবস্থাকে **SWOT Analysis** এর ভিত্তিতে এবং সেবামূলক ব্যবস্থার মাধ্যমে উপকৃত সেবাভোগকারীদের জীবনমান উন্নয়নের প্রভাব **Livelihood Approach** এর ভিত্তিতে মূল্যায়ন করা হয়েছে।

[বি.দ্র. SWOT Analysis এবং Livelihood Approach নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে গবেষণার তাত্ত্বিক ভিত্তি অধ্যায়ে]

১.৬ গবেষণার সীমাবদ্ধতা

বর্তমান গবেষণা পরিচালনা করতে গেলে কিছু সীমাবদ্ধতা লক্ষ্য করা যায় তা হলো-

- **কর্মরত সকল প্রতিবন্ধীদের কাছ থেকে সংগ্রহ করা সম্ভব হয়নি। তথ্য সংগ্রহকালীন সময় প্রতিবন্ধিরা কাজে থাকার কারণে উত্তরদাতাদের কাছ থেকে যথাযথ যোগাযোগ করে তথ্য সংগ্রহ করা কিছুটা সমস্যা ছিল;**
- **সময় স্বল্পতার কারণে মৈত্রী শিল্প থেকে যারা প্রশিক্ষণ নিয়ে দেশের বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে কাজ করছেন তাদের থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়নি;**
- **বাংলাদেশের একমাত্র প্রতিষ্ঠান হিসেবে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের প্রশিক্ষণের মাধ্যমে কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা হয়। বর্তমানে ৮টি বিভাগীয় পর্যায়ে পুনর্বাসন কেন্দ্র স্থাপনের জন্য সামগ্রিক রূপরেখা প্রণয়ন করা প্রয়োজন তার জন্য পর্যাপ্ত তথ্যের অভাব রয়েছে সেই ক্ষেত্রে উত্তরদাতাদের পারদর্শিতা ও জ্ঞানের অভাব রয়েছে;**
- **অনেক উত্তরদাতা সুবিধা পাওয়ার আশায় তথ্য গোপন রাখে অথবা সুবিধা পাওয়া থেকে বঞ্চিত হতে পারে এই ভয়ে অনেক প্রতিবন্ধী ব্যক্তি তথ্য দিতে চায় না; এবং**
- **মৈত্রী শিল্প প্রতিষ্ঠান কর্তৃক তথ্য প্রদানের ক্ষেত্রে বিশেষ করে আয়-ব্যয়, লভ্যাংশ ইত্যাদি বিষয় নিয়ে গোপনীয়তা রাখার প্রবণতা লক্ষ্য করা গেছে।**

দ্বিতীয় অধ্যায়- প্রাসঙ্গিক সাহিত্য পর্যালোচনা
ও
মৈত্রী শিল্প পরিচিতি

গবেষণার প্রাসঙ্গিক সাহিত্য পর্যালোচনা থেকে দেখা যায় যে, মৈত্রী শিল্প প্রতিষ্ঠা হওয়ার পর থেকে এই পর্যন্ত কোন গবেষণা মূল্যায়ন এবং কোন স্বীকৃত জার্নালে আর্টিকেল প্রকাশ হয় নাই ফলে প্রসঙ্গিক সাহিত্য পর্যালোচনায় একটি সীমাবদ্ধতা পরিলক্ষিত হয়। এরপরেও গবেষণার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে লাইব্রেরী, ইন্টারনেট, আন্তর্জাতিক ও দেশীয় পর্যায়ে বিভিন্ন উৎস থেকে মৈত্রী শিল্পের সাথে সামঞ্জস্য ও গবেষণার সাথে সম্পর্কিত রেখে নিম্নে কিছু সাহিত্য সমীক্ষা পর্যালোচনা করা হল-

Islam (2012) 'Participation of Physically Disabled Women in Socio-economic Development of Bangladesh: A Study in Dhaka Division' উক্ত গবেষণার মূল উদ্দেশ্য হলো- শারীরিক প্রতিবন্ধী মহিলাদের বর্তমান অবস্থা জানা; সমস্যা উদঘাটন করা এবং আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে শারীরিক প্রতিবন্ধী মহিলাদের অবদান সম্পর্কে অনুসন্ধান করা। উক্ত গবেষণায় গুনগত পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়েছে। তথ্য সংগ্রহের জন্যে ফোকাস দল আলোচনা কৌশল অবলম্বন করা হয়েছে। এই ফোকাস দল আলোচনায় গবেষকের সুবিধার্থে ৭-৯ জন অংশগ্রহণকারী অংশগ্রহণ করেন। উক্ত গবেষণার জনসংখ্যা বলতে ঢাকা বিভাগে বসবাসরত সকল শারীরিক প্রতিবন্ধী নারীকে বুঝিয়েছেন যাদের বয়স ছিল ১৩-৪৯ বছরের মধ্যে এবং তাদের স্বামী থাকতেও পারে বা নাও পারে। অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে কর্মজীবী এবং বেকার সবাই অন্তর্ভুক্ত ছিল। উক্ত গবেষণায় 'স্নোবল'নমুনায়নের মাধ্যমে ১৭ জন শারীরিক প্রতিবন্ধী নারীকে নমুনা হিসেবে নির্বাচন করা হয়েছে। উক্ত গবেষণার ফলাফল বিশ্লেষণ করে দেখা যায় যে, সাধারণ মহিলারা শারীরিক প্রতিবন্ধী মহিলাদের মর্যাদা বৃদ্ধির জন্য সহায়তা করে না। অধিকাংশ শারীরিক প্রতিবন্ধী মহিলা নিরক্ষর কারণ স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ে যাওয়ার মত পরিবেশ পাই নাই। এই নিরক্ষরতার কারণে অনেক শারীরিক প্রতিবন্ধী নারী বেকার তারা অন্যের উপর নির্ভরশীল ফলে তারা অনেক বেশী বঞ্চনার শিকার হয়। সকল শারীরিক প্রতিবন্ধী নারীর কোন ধরনের সম্পদ বা সম্পত্তি নাই কারণ তাদের নিজস্ব কোন আয় নাই এমনকি তাদের ব্যয়ভারও অন্যের উপর নির্ভরশীল। উক্ত গবেষণায় দেখা যায় অধিকাংশ শারীরিক প্রতিবন্ধী নারী অন্যান্য রোগ ব্যাধি থেকে মুক্ত কিন্তু বয়স বৃদ্ধির (৪৫+) সাথে সাথে কিছু রোগ তাদেরকে আক্রান্ত করছে। তাদের চিকিৎসার ক্ষেত্রে যে সমস্যাটি বেশী লক্ষ্য করা যায় তা হল অর্থিক সমস্যা এবং সরকারি হাসপাতালগুলোতে চিকিৎসা সেবা অনেক খারাপ অবস্থা ফলে তারা কার্যকরী চিকিৎসা পাচ্ছে না।

উক্ত গবেষণায় দেখা যায় শারীরিক প্রতিবন্ধী নারীদের প্রতি শিক্ষিত লোকের চেয়ে সাধারণ লোকের দৃষ্টিভঙ্গি অনেক ভাল। সামাজিক অনুষ্ঠানে অংশগ্রণের ক্ষেত্রে শারীরিক প্রতিবন্ধী নারীরা অনেক বেশী বঞ্চিত হয় কারণ তাদেরকে কেউ সামাজিক অনুষ্ঠানে দাওয়াত করে না ঝামেলার ভয়ে। সরকারি সেবা সম্পর্কে অনেক প্রতিবন্ধী নারী জানেন না বলে উক্ত গবেষণায় মতামত দিয়েছেন; কিছু শারীরিক প্রতিবন্ধী নারী সরকারি অফিস এবং মিডিয়া থেকে জানতে পেরেছেন। আমরা অনেকে মনে করি প্রতিবন্ধী নারীদের অনেক অবসর সময় আছে কিন্তু গবেষণায় দেখা গেছে তাদের অনেক সময়ের প্রয়োজন হয় নিজেদের নিয়মিত কাজ করার জন্য। অনেক উত্তরদাতা মনে করে সরকারি সেবার চেয়ে পারিবারিক সেবা অনেক বেশী ভাল। প্রবেশগম্যতা, চিকিৎসা সেবা, চলাচলের সহজলভ্যতা ইত্যাদি সুবিধা তারা পর্যাপ্ত পরিমানে পাচ্ছে না সরকারি অফিস থেকে ফলে তারা সরকারি সেবার প্রতি অসন্তুষ্ট প্রকাশ করেছেন। শারীরিক প্রতিবন্ধী নারীদের জন্যে বিনোদনের অপ্রতুল ব্যবস্থা এমনকি বিনোদনের পার্ক, জাতীয় জাদুঘর, চিড়িয়াখানা, শিশু পার্ক ইত্যাদি জায়গায় প্রতিবন্ধী নারীদের জন্য পর্যাপ্ত ব্যবস্থা নাই। ফলে তারা পরিবারের সাথে সময় কাটিয়ে বিনোদন নিয়ে থাকে। অধিকাংশ প্রতিবন্ধীর কোন ধরণের আশা বা স্বপ্ন নাই তাদের একটাই স্বপ্ন থাকে যাতে সামগ্রিক পরিবেশটা তাদের জন্যে অনুকূল থাকে।

অনেক উত্তরদাতা কোটা পদ্ধতির কথা উল্লেখ করেছেন। তারা মনে করেন তাদের জন্য যানবাহন, সেবা প্রাপ্তি, চাকুরি ইত্যাদি ক্ষেত্রে কোটার পরিমাণ বৃদ্ধি করে আইন প্রণয়ন এবং বাস্তবায়ন করা। উক্ত গবেষণায় শারীরিক প্রতিবন্ধী নারীরা অনেক গুলো প্রতিবন্ধকতার কথা উল্লেখ করেছেন যেমন- সমাজের নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি, যাতায়াত ব্যবস্থায় সাহায্যের অভাব, চাকুরির ক্ষেত্রে অতিরিক্ত প্রতিযোগিতা, সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষেত্রে সীমিত অংশগ্রহণ ইত্যাদি। উক্ত গবেষণার ফোকাস দল আলোচনায় শারীরিক প্রতিবন্ধী নারীদের ৩২ ধরণের ভূমিকার কথা উল্লেখ করেছেন। বিবাহের ক্ষেত্রে সব অংশগ্রহণকারী মনে করেন শারীরিক প্রতিবন্ধী নারীদের বিয়ে করতে চান না সাধারণ জনগণ। শারীরিক প্রতিবন্ধী নারীদের পুনর্বাসনের ক্ষেত্রে শুধুমাত্র সি আর পির কথা উল্লেখ করেছেন, তারা অন্য কোন সরকারি এবং বেসরকারি সেবা এবং প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে তাদের ধারণা নাই। উক্ত গবেষণায় গবেষক ফলাফল উপস্থাপনের নিমিত্তে কিছু দিক উল্লেখ করেছেন তা হলো- শারীরিক প্রতিবন্ধী নারীদের সামগ্রিক অংশগ্রহণ ইতিবাচক নয়; শারীরিক প্রতিবন্ধী নারীদের বিবাহের অবস্থা অনেক বেশী করুণ; তাদের চলাচল এবং প্রবেশগম্যতা নিশ্চিতকরণে মনোযোগ দিতে হবে; তাদের মানসিক দিক বিবেচনা করে চাকুরি এবং প্রশিক্ষণের সুযোগ সৃষ্টি করতে হবে; সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তনের মাধ্যমে তাদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে হবে; সকল ধরণের প্রতিবন্ধকতা এবং সমস্যা দূর করতে হবে; সকল সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে শারীরিক প্রতিবন্ধী নারীদের প্রাধান্য দিতে হবে; শারীরিক প্রতিবন্ধী নারীদের বর্তমান অবস্থা সুখকর নয়; বিনোদনবিহীন জীবন যাপন প্রণালী; এবং স্বপ্ন এবং ভবিষ্যৎ পরিকল্পনাহীন জীবন ব্যবস্থা।

উক্ত গবেষণায় গবেষক যেসব সুপারিশমালা প্রদান করেছেন তার মধ্যে অন্যতম হলো- শারীরিক প্রতিবন্ধী নারীদের জন্যে পর্যাপ্ত শিক্ষা এবং প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা সরকারি এবং বেসরকারি খাতে কারণ তাদের সংখ্যা নেহাত কম নয়; আমাদের সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন করতে হবে কারণ তাদেরকে আলাদা দল মনে না করে নিজেদের পরিবারের সদস্য মনে করা; সরকারের বাজেটে শারীরিক প্রতিবন্ধী নারীদের জন্য আলাদা বরাদ্দ রাখা কারণ তারা আমাদের মূল জনগোষ্ঠীর অংশ; চিকিৎসা, বিনোদন, যাতায়াত ব্যবস্থা ইত্যাদি ক্ষেত্রে সেবার স্বল্পতা রয়েছে এই কারণে শারীরিক প্রতিবন্ধী নারীদের জন্য সরকারি এবং বেসরকারি পর্যায় থেকে পর্যাপ্ত সেবার ব্যবস্থা করা; সামাজিক অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে তাদেরকে আমন্ত্রণের হার অনেক কম সুতরাং আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তন করে তাদের সকল ধরনের সামাজিক অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণের সুযোগ দিতে হবে এবং ব্যবস্থা করতে হবে; যেসব শারীরিক প্রতিবন্ধী নারী কর্মে নিযুক্ত আছেন তাদের বেতন অনেক কম হয় কারণ তাদের শারীরিক সীমাবদ্ধতার কারণে বেশী কাজ করতে পারে না সুতরাং তাদের আলাদা বেতন কাঠামো করে বেতন প্রদান করতে হবে; সরকারি পর্যায় থেকে শারীরিক প্রতিবন্ধী নারীদের জন্য পুনর্বাসনের কর্মসূচী অনেক কম তাই তাদের জন্য পর্যাপ্ত পুনর্বাসনের জন্য কর্মসূচী চালু করতে হবে; সরকারি পক্ষ থেকে শারীরিক প্রতিবন্ধী নারীদের জন্য ভাতার ব্যবস্থা করেছেন কিন্তু সেটার পরিমাণ প্রয়োজনের তুলনায় অপ্রতুল ফলে পর্যাপ্ত পরিমাণ ভাতা প্রদান নিশ্চিত করতে হবে; সরকার বেসরকারি সংস্থাগুলোকে প্রভাবিত করার মাধ্যমে শারীরিক প্রতিবন্ধী নারীদের জন্য বিভিন্ন কর্মসূচীর ব্যবস্থা করা এবং সমান সুযোগ নিশ্চিত করা; এবং গণমাধ্যমে শারীরিক প্রতিবন্ধী নারীদের জন্যে পর্যাপ্ত প্রচারণার ব্যবস্থা করতে হবে যাতে সাধারণ জনগণের দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তন এবং তাদের প্রতি যত্নশীল আচরণ করে।

উল্লেখিত গবেষণার সীমাবদ্ধতার ক্ষেত্রে লক্ষ্যনীয় যে, গবেষণায় শুধুমাত্র শারীরিক প্রতিবন্ধী মহিলাদের কে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে ফলে নারী পুরুষের একটা দূরত্ব তৈরি হয়েছে। এই গবেষণাটি মূলত ঢাকা শহর কে কেন্দ্র করে করা হয়েছে ফলে বাংলাদেশের আরো অন্যান্য জায়গায় যে সকল শারীরিক প্রতিবন্ধী নারী রয়েছে তারা অন্তর্ভুক্ত করা হয় নাই অর্থাৎ গ্রামীন প্রতিবন্ধী নারীদের অবস্থা

বিশ্লেষিত হয়নি। এই গবেষণা যেহেতু শুধুমাত্র নারী সদস্যদের নিয়ে করা হয়েছে এখানে কোন শিশু ও বয়স্ক প্রতিবন্ধী ব্যক্তি অন্তর্ভুক্ত হতে পারেনি। গবেষণার পদ্ধতিতে শুধুমাত্র কেস স্টাডি ও ফোকাস দল আলোচনার মাধ্যমে পরিচালিত হয়েছে ফলে গবেষণার সামগ্রিকতা পায় নি উক্ত গবেষণায় পরিমাণগত তথ্যের ও সন্নিবেশ ঘটলে গবেষণাটি অন্য মাত্রা লাভ করত।

ভট্টাচার্য (২০১১) "বাংলাদেশের (সিলেট বিভাগ) দৃষ্টি প্রতিবন্ধী মানুষের আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক ও মনস্তাত্ত্বিক চ্যালেঞ্জসমূহের সমাজতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ"শিরোনামে এম ফিল গবেষণা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজবিজ্ঞান বিভাগের অধীনে পরিচালনা করেছেন। তিনি তার গবেষণায় দৃষ্টি প্রতিবন্ধীব্যক্তিদের নিয়ে এবং সিলেট বিভাগের মধ্যে যারা দৃষ্টি প্রতিবন্ধী ছিল তাদের উপর গবেষণা পরিচালনা করেছেন। গবেষণার মূল উদ্দেশ্য ছিল- বাংলাদেশের দৃষ্টি প্রতিবন্ধী মানুষ কত শতাংশ রয়েছে; দৃষ্টি প্রতিবন্ধির কারণ; দৃষ্টি প্রতিবন্ধী মানুষের সামাজিক জীবন যাপন, দক্ষতা, অপারাগতার স্বরূপ উন্মোচন; দৃষ্টি প্রতিবন্ধী মানুষের আর্থিক অবস্থানের ধারণা।

গবেষণায় তথ্য সংগ্রহের পদ্ধতি হিসেবে সাক্ষাৎকার পদ্ধতি, ফোকাস দল আলোচনা, জেন্ডার প্রেক্ষিত তুলে ধরার জন্যে নারী ও পুরুষ আলাদাভাবে ফোকাস দল আলোচনা পরিচালনা করা হয়েছে। এছাড়া মুখ্য উত্তরদাতার সাক্ষাৎকার দাতা হিসেবে দৃষ্টি প্রতিবন্ধী ৩ জন শিক্ষক ও সমাজসেবা অধিদপ্তরের ২ জন উপ-পরিচালককে Key Informants Interviews (KIIs) হিসেবে নেয়া হয়েছে। পর্যবেক্ষণ ও কেস স্টাডি পদ্ধতি তথ্য সংগ্রহের ক্ষেত্রে ব্যবহার করেছেন বলে গবেষক উল্লেখ করেছেন। ৪টি জেলা হবিগঞ্জ, সুনামগঞ্জ, মৌলভীবাজার, এবং সিলেট জেলাকে নির্বাচন করা হয়েছে গবেষণার এলাকা হিসেবে। গবেষক গবেষণায় তাত্ত্বিক কাঠামোয় দৃষ্টি প্রতিবন্ধীদের ক্ষেত্রে Sustainable Livelihood Approach এর কথা উল্লেখ করেছেন। যেখানে প্রধান ও মূল বিষয় রয়েছে মানুষ এখানে মানুষের সামর্থ শক্তিকে পুঁজি বা সম্পদ হিসেবে দেখানো হয়েছে এবং মানুষকে মূলধন হিসেবে তৈরি করার জন্যে কিছু বিনিয়োগ পূর্বেই ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। এই বিনিয়োগের আওতায় রয়েছে জ্ঞান, দক্ষতা, সামর্থ্য ও স্বাস্থ্য ব্যবস্থার নিশ্চয়তা বিধান। এক্ষেত্রে দৃষ্টি প্রতিবন্ধীদের সুষম জীবন যাপন অর্জনের স্বার্থে তথা সুস্থ জীবনমান নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে এই এপ্রোচটি ব্যবহার করা যেতে পারে। গবেষণার ফলাফল বিশ্লেষণে গবেষক দেখেছেন যে, ৯৬% দৃষ্টি প্রতিবন্ধী পর্যাপ্ত কর্মসংস্থানের অভাববোধ করেন; ৯৭% দৃষ্টি প্রতিবন্ধী শিক্ষা সেবা পাচ্ছে না; ৮৯% উত্তরদাতার রাজনৈতিক কোন জ্ঞান নেই। গবেষণায় আরো লক্ষ্যনীয় যে, মাত্র ১% দৃষ্টি প্রতিবন্ধী মানুষ তাদের নিয়মিত কাজকর্মে অন্যের উপর নির্ভরশীল; ৪৭% দৃষ্টি প্রতিবন্ধী নিজেদের ইন্দ্রিয় বলয়ের মাধ্যমে তাদের প্রতিবন্ধিতাকে উপেক্ষা করেন; নিজেরাই সবক্ষেত্রে সক্ষম যদি তাদের যথাযথ সামাজিকীকরণ উপকরণ দেয়া হয়।

গবেষক উল্লেখ করেন যে, দৃষ্টি প্রতিবন্ধীদের স্বার্থে প্রণীত শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ ব্যস্থাপনার সুযোগ সুবিধা এদেশে যথেষ্ট নয়। দেখা যায় যে, দৃষ্টি প্রতিবন্ধী বান্ধব যেসব প্রশিক্ষণমূলক ব্যবস্থাপনা কিংবা দৃষ্টি প্রতিবন্ধীদের জন্য পরিচালিত শিক্ষা ব্যবস্থাপনার সুযোগ সুবিধার ব্যবস্থা করা হয়েছে তা প্রয়োজনের তুলনায় পর্যাপ্ত না। এদেশে মূলত কেন্দ্রমূখী অর্থাৎ ঢাকা কিংবা ঢাকার আশে পাশকে কেন্দ্র করেই এদেশের দৃষ্টি প্রতিবন্ধী সেবামূলক ব্যবস্থাপনা বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে আবর্তিত হয়েছে। ফলে দেশের অন্যান্য বিভাগ জেলা কিংবা প্রত্যন্ত অঞ্চলের দৃষ্টি প্রতিবন্ধিরা প্রায় ক্ষেত্রে বলা যায় যে, অসহায়ত্বের শিকার যা তাদের জীবন যাপন ব্যবস্থাপনাকে দারিদ্র্য থেকে দরিদ্রতম স্তরে পৌছে দেয়ার ক্ষেত্রে একটি বিরাট ভূমিকা রাখবে। তিনি উত্তরদাতাদের সামাজিক চ্যালেঞ্জ হিসেবে সামাজিক

গ্রহণযোগ্যতার অভাব (২৯%); সামাজিক নিরাপত্তার সুবিধা অপ্রতুলতা ও প্রাপ্তিতে বাধা (৭৮%); শিক্ষা সুবিধা প্রাপ্তিতে বাধা (৯৭%); খেলাধুলা ও বিনোদনমূলক কার্যক্রমে অংশগ্রহন সীমিত সুযোগ (৮৬%) এবং বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধে বাধা (৬৬%) বলে মতামত দিয়েছেন। অর্থনৈতিক চ্যালেঞ্জগুলোর মধ্যে কর্মসংস্থানের অভাব (৯৬%); মূলধনের অভাব (৯৭%); বৃত্তিমুলক প্রশিক্ষণের অভাব (৯৩%); আয়ের ক্ষেত্রে সহযোগী মনোভাবের অভাব (৫৬%); রাজনৈতিক চ্যালেঞ্জের প্রকৃতির আওতায় রাজনৈতিক কর্মকান্ডে অংশগ্রহণের সুযোগ না থাকা (৯২%); রাজনৈতিক মনোনয়ন প্রাপ্তিতে প্রতিবন্ধিতাজনিত বাধা (৯০%); রাজনৈতিক বিষয়ে বিভিন্ন সিদ্ধান্ত গ্রহনের ক্ষেত্রে সুযোগের অভাব (৯৫%); এবং নেতৃত্ব প্রদানের ক্ষেত্রে দৃষ্টি প্রতিবন্ধিতাই বাধা (৮২%) উত্তরদাতা উল্লেখ করেছেন। মনস্তাত্ত্বিক চ্যালেঞ্জের মধ্যে দুঃখবোধ (৮২%) দৃষ্টি প্রতিবন্ধিতা আত্ম মর্যাদা পারিবারিক ও সামাজিক জীবনের বিঘ্নতা (৩৫%); অন্যের কাজের উপর নির্ভরশীলতা (৯০%); এবং নিজের প্রতিবন্ধিতাই সমস্ত কাজের ক্ষেত্রে বাধা (৯২%) বলে উত্তরদাতা মতামত দিয়েছেন।

সাক্ষাৎকার, ফোকাস দল আলোচনা এবং মূল তথ্যদাতার সাক্ষাৎকার এর মধ্যমে প্রাপ্ত ফলাফলের মাধ্যমে গবেষক দৃষ্টি প্রতিবন্ধীদের জন্যে Livelihood Approach এর আওতায় ২৩টি সুপারিশ উল্লেখ করেছেন। বিশেষভাবে দৃষ্টি প্রতিবন্ধীদের শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ কার্যক্রম, কর্মসংস্থান, বিনোদন ব্যবস্থা, নেতৃত্ব প্রদান সক্ষমতা আইন, স্থানীয় ও পরিবারের ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি এবং সর্বোপরি সরকারের প্রতি আইন, নীতি ও বহুমাত্রিকতা কার্যক্রম গ্রহনের সুপারিশ করেছেন। উক্ত গবেষণায় যেসব সীমাবদ্ধতা লক্ষ্য করা যায় তা হলো- গবেষণার ফলাফলে Livelihood Approach অর্থাৎ তাত্ত্বিক কাঠামোর আলোকে যে ফ্রেমওয়ার্কটি ব্যবহার করেছেন তার প্রায়োগিক দিক থেকে বিশ্লেষিত হয় নাই। গবেষণায় প্রতিবন্ধী ব্যক্তিগণ পরিবারে আত্মীয় স্বজন ও প্রতিবেশী এবং সমাজে কি ধরণের হেয় প্রতিপন্ন হচ্ছে, নেতিবাচক ধারণা বা বৈষম্যের শিকার হচ্ছে সে সংক্রান্ত তথ্যের অপর্যাপ্ততা রয়েছে। গবেষণার উদ্দেশ্যনুযায়ী সামাজিক জীবন যাপন, দক্ষতা অপারাগতা, আর্থিক অবস্থান নিজস্ব চিন্তাভাবনা ইত্যাদি বিষয় উল্লেখ থাকলেও ফলাফলে বিশ্লেষিত হয়নি। গবেষণার গুনগত তথ্য উপস্থাপনের জন্যে অর্থাৎ ফোকাস দল আলোচনা ও মূল তথ্যদাতার সাক্ষাৎকার পৃথকভাবে উপস্থাপন হয় নি।

Jean-Francois Henri (2004) তার প্রবন্ধ **Performance Measurement and Organizational Effectiveness: Bridging the Gap** সাংগঠনিক কার্যকারিতা এবং কর্মদক্ষতা পরিমাপের মধ্যকার সম্পর্ক ও শূন্যতা নিয়ে আলোচনা করেছেন। তিনি উল্লেখ করেছেন যে, সাংগঠনিক কার্যকারিতা বিভিন্ন সাংগঠনিক তত্ত্ব থেকে উদ্ভব হয়েছে এবং কর্মদক্ষতা পরিমাপক ব্যবস্থাপনা থেকে এসেছে। কোন প্রতিষ্ঠানের কার্যকারিতার জন্যে বিভিন্ন ধরণের মডেল, ধারণাগত বিশ্লেষণ, ফোকাস এবং উৎপত্তিগত দিক নিয়ে তিনি আলোচনা করেছেন।

সারণি ২.১ Models of organizational effectiveness

Model	Conceptualization of the organization	Focus	Advocates
1- Goal model	Organization as a rational set of arrangements oriented toward achieving goals.	Accomplishment of outcomes (ends)	Etzioni 1960
2- System model	Organization as an open system (input, transformation, output)	Inputs, acquisition of resources and internal processes (means)	Yuchtman and Seashore 1967
3- Strategic constituencies model	Organizations as internal and external constituencies that negotiate a complex set of constraints, goals and referents.	Response to the expectations of powerful interest groups that gravitate around the organization	Connolly et al. 1980
4- Competing values model	Organization as a set of competing values which create multiple conflicting goals.	Three dimensions of competing values: - Internal vs external focus - Control vs flexibility concern - Ends vs means concern	Quinn and Rohrbaugh 1983
5- Ineffectiveness model	Organization as a set of problems and faults.	Factors that inhibit successful organizational performance	Cameron 1984

উৎস: Goodman et al. (19977), Cameron (1984)

উপরোক্ত ৫টি সাংগঠনিক কার্যকারিতার মডেলের মধ্যে দ্বান্দ্বিক পার্থক্য ও সম্পর্কের অবস্থান বিশ্লেষণ করেছেন। তবে কোন একটি মডেল উৎকৃষ্ট হিসেবে সংগঠনের কার্যকারিতা বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে তা গ্রহণ করা যাবে না। অন্যদিকে Performance measurement and management control এর ক্ষেত্রে ৫টি পর্যায়ের কথা উল্লেখ করেছেন তা হচ্ছে সিদ্ধান্ত গ্রহণ, নিয়ন্ত্রণ, সংকেত প্রদান, শিক্ষা ও শিক্ষণ, বাহ্যিক যোগাযোগ ইত্যাদি। বেশীরভাগ গবেষকগণ Performance measurement কে সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং বাহ্যিক যোগাযোগের ওপর গুরুত্ব দিয়েছেন তবে এক্ষেত্রে ১৯৯০ দশকে সংকেতায়ন এবং শিক্ষণ, মনিটরিং কৌশলকে প্রাধান্য দিয়েছেন। আবার ম্যানেজমেন্ট একাউন্টিং সাহিত্য সমীক্ষায় Performance

measurement প্রতিষ্ঠানের আর্থিক তথ্য পরিকল্পনায় ও নিয়ন্ত্রণকে Cybernetic view এবং Holistic view অধীনে বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

চিত্র ২.১ Evolution of performance measurement

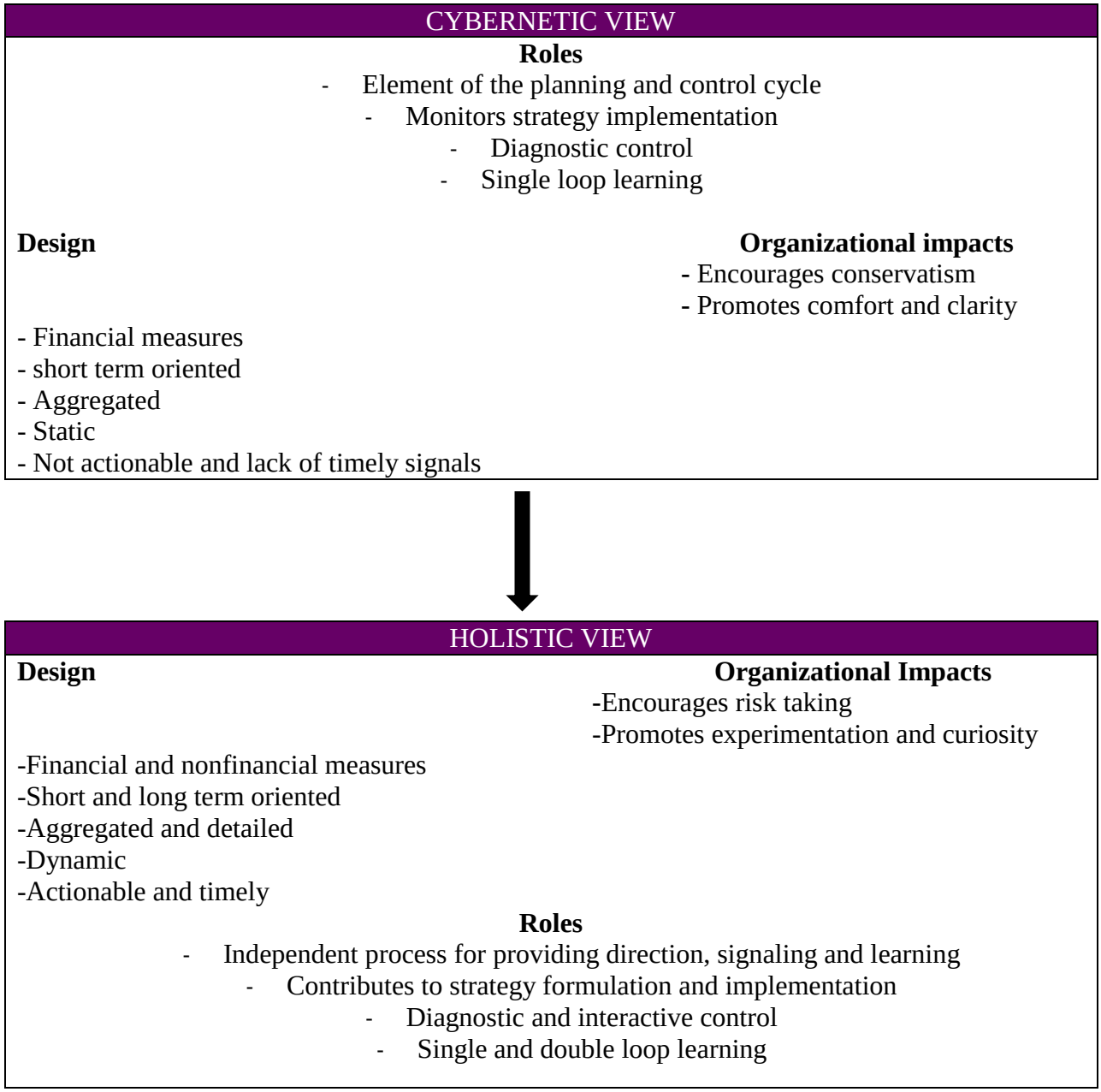

Cybernetic approach সাধারণত ১। স্টেকহোল্ডারদের আগ্রহের আলোকে প্রতিষ্ঠানের প্রধান উদ্দেশ্য নির্ধারণ করতে হবে। ২। প্রতিষ্ঠানের কৌশলসমূহ এবং পরিকল্পনা নির্ধারণ করতে হবে, সেই অনুযায়ী কর্ম প্রক্রিয়া এবং কর্মকান্ড নির্ধারণ করতে হবে। ৩। সকলের কর্মদক্ষতা মূল্যায়ন করতে হবে এবং পুরস্কৃত করতে হবে। ৪। ফিডব্যাক প্রদান যাতে সকলে শিখতে পারে ও

কার্যকরি কৌশল গ্রহণের জন্যে। সংশোধন ও মোটিভিশনের সুযোগ থাকতে হবে অন্যদিকে Kaplan & Nortor (1992-1996) উল্লেখ করেছেন যে, "Performance measurement contributes to strategy formulation and implementation by revealing the links between goals, strategy, lag and operationalizes strategic priorities (Nanni et al. 1992).

Haya Itzhaky (1995) তার প্রকাশিত প্রবন্ধ Can social work intervention increase organizational effectiveness? দেখিয়েছেন যে ক্লায়েন্ট অংশগ্রহণ এবং প্রতিষ্ঠানের কার্যকারিতার মধ্যে একটি কার্যকরি সম্পর্ক রয়েছে যা কিনা কমিউনিটি একাত্মতা বৃদ্ধি পায়। Bavely and York (১৯৯৫) দেখেছেন যে, ক্লাইন্ট অংশগ্রহণের মধ্যে একটি আউটকাম ক্ষেত্রে কতটুকু প্রভাব পড়ে তা তারা যাচাই করেননি। Itzhaky and York (1994) দেখেছেন যে, প্রতিষ্ঠানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় যদি ক্লাইন্ট ষ্টেকহোল্ডার এবং সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্যমাত্রা আইনের ক্ষেত্রে এর প্রভাব পড়ে। সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে সকলের অংশগ্রহণ নীতি যেমন- কার্যকরী নীতি গ্রহণে, কর্মসূচীর গ্রহণযোগ্যতা এবং বাস্তবায়নের সহায়ক ভূমিকা পালন করে থাকে। Itzhaky and York (1994); Miller and Morge (1986); and Enez et al. (1985) উল্লেখ করেছেন যে, Community Belongings (CB) মধ্যস্ততাকারী চলক হিসেবে প্রতিষ্ঠানের অংশগ্রহণ এবং কার্যকারীতা দুইয়ের মধ্যে সম্পর্ক নির্ণয় করেনি। একজন ব্যক্তি যখন কোন প্রতিষ্ঠানের সিদ্ধান্ত গ্রহণের পর্যায়ে অংশগ্রহণ করে থাকে তখন তার মধ্যে ঐ প্রতিষ্ঠানের প্রতি একাত্মতা, দায়বদ্ধতা এবং ব্যক্তিগত প্রচেষ্টা, শ্রম, অর্থ দেয়ার জন্যে মানসিকভাবে প্রস্তুত থাকে এবং সাংগঠনিক কর্মপরিধি ও উৎপাদন ব্যবস্থা বা প্রতিষ্ঠানের ডেলিভারি সার্ভিসের মান উন্নত হয়ে থাকে। উক্ত হাইপোথেসিসকে সামনে রেখে ২টি গ্রুপকে নির্বাচন করা হয় যাদের আর্থ-সামাজিক অবস্থা, বয়স, বৈবাহিক অবস্থা, শিক্ষা অর্থনৈতিক অবস্থা সমমানের। ১ম গ্রুপকে একত্রে কিভাবে কাজ করা যায়; সিধান্ত নেয়া যায় সেই সম্পর্কে জ্ঞান দক্ষতা প্রদান করা হয়। সকল স্টাফদের একত্রে সিদ্ধান্ত গ্রহণে আংশগ্রহণ, সকল পর্যায়ে সদস্যদের অংশগ্রহণ বিষয়টি উপলব্ধি করার জন্যে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করা হয়। এই মডেলে ক্লাইন্ট, ষ্টাফ, ষ্টেকহোল্ডার সিদ্ধান্ত প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করে, নীতি নির্ধারণে মতামত প্রদান করে এবং প্রতিষ্ঠানের সকল কাজে সম্পৃক্ত হয়। অন্যদিকে ২য় মডেলে ২য় গ্রুপ ক্লাইন্ট, স্টাফ ও ষ্টেকহোল্ডারদেরকে সিদ্ধান্ত গ্রহণ পর্যায়ে কর্মসূচী প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে কোন ক্ষেত্রেই অংশগ্রহণের সুযোগ প্রদান করা হয়না। পরবর্তিতে ৩টি পর্যায়ে ফলাফল বিশ্লেষণ করা হয়-

1. Intrinsic process variables concerned with client's feelings

2. Extrinsic activity variables concerning the activities

3. Economic variables concerned within the economic viability

উপরোক্ত ৩টি ক্ষেত্রেই দেখা গিয়েছে যে, সিদ্ধান্তে অংশগ্রহণের পর্যায়ে কোন প্রতিষ্ঠানের কার্যকারীতার ওপর ইতিবাচক প্রভাব ফেলছে। আর সেসব ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠানের অংশগ্রহণের সুযোগ কম বা সুযোগ দেয়া হয় না সেইসব প্রতিষ্ঠানের উপরোক্ত ৩টি ক্ষেত্রেই

নেতিবাচক প্রভাব পড়েছে। এক্ষেত্রে Bavely and York (1995) কমিউনিটি অর্গানাইজেশন থিওরির প্রেক্ষিতে তারা Community Belongings কে ৩টি উপাদানের সমন্বয়ের ওপর প্রভাবের ক্ষেত্রে উল্লেখ করেছেন-

1. Identification: Pride in living community pride children live in the community pride in the organizations of the community
2. Involvement: Willingness to invest personal effects as a member of the community
3. Loyalty: Affection for and attachment to the community

পরিচালিত গবেষণার ফলে দেখা যায় যে, A significant difference between participant and non-participants as to the outputs. The average and standard deviation show that the participants perceive the outputs as higher than the non-participants.

অংশগ্রহণকারী দল এবং নন-অংশগ্রহণকারী দলের মধ্যে প্রতিষ্ঠানের আউটপুটের ক্ষেত্রে তাৎপর্যপূর্ণ পার্থক্য রয়েছে এক্ষেত্রে অংশগ্রহণকারী দলের গড় এবং স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশন (মান বিভেদাংক) প্রতিষ্ঠানের আউটপুট লক্ষ্য আইনে অনেক বেশী। The comparison between participants and non-participants according to the Community Belongings variables. অংশগ্রহণকারী দল এবং নন-অংশগ্রহণকারী দলের মধ্যকার কমিউনিটি একাত্মতাবোধের মধ্যে তাৎপর্যপূর্ণ পার্থক্য লক্ষ্যনীয়। To examine the connection between CB and organizational outputs within each group. CB এবং সংগঠনের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের ক্ষেত্রে ২টি দলের ফলাফল যাচাই করা হয়। সেখানেও দেখা গিয়েছে যে, সিবি এর মাধ্যমে সংগঠনের বিভিন্ন আউটপুট অর্জনের উচ্চমাত্রা সম্পর্ক বিদ্যামান রয়েছে অংশগ্রহণকারী দলের মধ্যে। সুতরাং প্রাপ্ত ফলাফল বিশ্লেষণ করলে নিসন্দেহে বলা যায়, ষ্টাফ, কমিউনিটি ও জনগণ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিগণ সংগঠনের নীতি নির্ধারণ, কর্ম পন্থা নির্ধারণ, প্রক্রিয়া কর্মসুচী প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে অংশগ্রহণ একটি গুরুত্বপূর্ণ চলক ও হাতিয়ার এতে কোন প্রতিষ্ঠানের সাংগঠনিক কাঠামোকে একদিকে শক্তিশালী করে, লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে সহায়ক ভূমিকা পালন করে। সংগঠনের প্রতি একাত্মতাবোধ বৃদ্ধি করে তাতে যে কোন কর্মসূচীতে সক্রিয় অংশগ্রহণ করে থাকে। সুতরাং কোন প্রতিষ্ঠানে ক্লাইন্টদের সকল ক্ষেত্রে অংশগ্রহণ, ম্যানেজমেন্ট শক্তিশালীকরণ, পেশাগত মনোভাব বৃদ্ধির মাধ্যমে ঐ সংগঠনের আউটপুট বৃদ্ধি পায় ও কার্যকারিতা বৃদ্ধি পায়। সুতরাং সারাবিশ্বে সকল সমাজসেবামূলক প্রতিষ্ঠানে সংগঠনের কার্যকারীতার ক্ষেত্রে Models of client participation গ্রহণ করতে হবে। উল্লেখিত প্রবন্ধ পর্যালচনার ভিত্তিতে মৈত্রী শিল্পে নিয়োজিত স্টাফ, কর্মকর্তা, কর্মচারীগণ নীতি নির্ধারনে কর্মসূচী প্রণয়নে, পরিকল্পনা প্রণয়নে এবং অন্যান্য ক্ষেত্রে কতটুকু অংশগ্রহণের সুযোগ পাচ্ছে তা উদঘাটন করা এবং কিভাবে অংশগ্রহণ নীতি মডেলটি মৈত্রী শিল্পে বাস্তবায়িত করা যায় সেই সম্পর্কে সুপারিশ তুলে ধরা হল।

***মান্নান* (১৯৯৬) *তাঁর* "The situation with focus on care and rehabilitation of disables"** উপর একটি গবেষণার সার সংক্ষেপ উল্লেখ করেছেন। উক্ত গবেষণায় ১১৮ জন পুরুষ এবং ৮২ জন মহিলা মিলে ৫টি দল (শারীরিক, মানসিক, শ্রবণ, দৃষ্টি, ও বাক প্রতিবন্ধী) থেকে উদ্দেশ্যমূলক নমুনায়নের মাধ্যমে ঢাকা শহরের বিভিন্ন এলাকা থেকে নমুনা নির্বাচন করেছেন। তিনি তার গবেষণায় উল্লেখযোগ্য ফলাফলের ক্ষেত্রে উল্লেখ করেছেন যে, বেশী সদস্য সংখ্যক পরিবারে

প্রতিবন্ধি ব্যক্তির হার বেশী। প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের বৃত্তিমূলক ও কারিগরি শিক্ষার মাধ্যমে নিজস্ব কর্মসংস্থানের উপর গুরুত্ব দিয়েছেন। ১০০ জন প্রতিবন্ধীর মধ্যে ৫% প্রতিবন্ধী কোন চিকিৎসা নেননি; ৫৫% অপর্যাপ্ত সেবা গ্রহণ করেছেন। তিনি চিকিৎসা ব্যবস্থার উন্নয়নের কথা উল্লেখ করছেন। তার গবেষণায় তিনি উল্লেখ করেছেন ১৬% প্রতিবন্ধী এখনও পর্যন্ত কবিরাজি চিকিৎসা গ্রহণ করেছেন; খুব কমসংখ্যক প্রতিবন্ধী বিনোদনমূলক কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করেছেন; ৩৫% পরিবারের সদস্যরা প্রতিবন্ধীদের প্রতি নেতিবাচক ধারণা পোষণ করেন; ৩৮% পরিবারের সদস্যরা সহযোগিতা করে থাকেন; ৫৪% কিছু কিছু ক্ষেত্রে সহযোগিতা করেন; ৯% একেবারেই সহযোগিতা করেন না। এসব প্রতিবন্ধী সামাজিকভাবে আলাদা হয়ে বসবাস করছে; ৬৫% প্রতিবন্ধির কোন বন্ধু/প্রতিবেশীর সাথে সম্পর্ক নাই। সামাজিক পরিস্থিতি বিবেচনায় বাংলাদেশে প্রতিবন্ধীদের অবস্থা তেমন ভালো নয়। প্রতিবন্ধী সংক্রান্ত নীতিমালা সমস্টিভিত্তিক পুনর্বাসনকেন্দ্র, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ও প্রশিক্ষণ চিকিৎসা সেবা আরো উন্নত করতে হবে বলে তিনি সুপারিশ করেছেন। অধ্যাপক বশিরা মান্নান তার গবেষণায় প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের চাহিদা, বর্তমান চ্যালেঞ্জসমুহ প্রাপ্ত সুযোগ সুবিধার উপর আলোকপাত করছেন। কেবলমাত্র ৫ ধরণের প্রতিবন্ধিতা এবং ঢাকা শহরকে কেন্দ্র করে গবেষণাটি পরিচালিত হয়েছে। প্রতিবন্ধী ব্যক্তিগণ ব্যক্তিগত পর্যায়ে, পারিবারিক পর্যায়ে, রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে সমস্যা এবং সুযোগ সুবিধা সমুহ বিশ্লেষিত হয়নি। গবেষণার উদ্দেশ্য ছিল- প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের পারিবারিক জীবন সম্পর্কে জানা; প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সামাজিক জীবনের বিভিন্ন দিক উদঘাটন; প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সামাজিক ও পারিবারিক জীবনের সমস্যা জানা; এবং বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রমে এবং নীতি পরিকল্পনা প্রণয়নে ভবিষ্যৎ সুপারিশ করা।

Rino J. Patti (1988) তার প্রকাশিত প্রবন্ধে **Managing for Service Effectiveness in Social Welfare: Toward a Performance Model** শীর্ষক প্রবন্ধে উল্লেখ করেছেন যে, সমাজকল্যাণমূলক প্রতিষ্ঠানের কার্যকারীতা নির্ভর করছে বহুবিধ চলকের ওপর যা কিনা ব্যবস্থাপনা আচরণকে এবং বাহ্যিক নিয়ন্ত্রক উপাদানমসমূহ প্রতিষ্ঠানের কার্যকারীতা ও ফলদায়কতার ওপর প্রভাবিত করে থাকে। তাই প্রত্যক ব্যবস্থাপককে অবশ্যই কিভাবে প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনার সুবিধা, সম্পদ আহরণ, নীতি গ্রহণ, কর্মকৌশল নির্ধারণ, সাংগঠনিক আচরণ অনুশীলন করবে সেই সংক্রান্ত বিষয়ে তিনি আলোকপাত করেছেন। তিনি সেবা কার্যকারীতার ক্ষেত্রে ৩টি বিষয় উল্লেখ করেছেন। প্রথমত, কাম্য ফলদায়কতা প্রাপ্তির জন্যে সংগঠনের কি কি পরিবর্তন করতে হবে, কোথায় কোথায় পরিবর্তন আনতে হবে তা চিহ্নিত করা অর্থাৎ অপ্রত্যাশিত আচরণ ও পরিবেশ পরিবর্তনের জন্যে করণীয় নির্ধারণ এবং পরিবর্তন। দ্বিতীয়ত, কোন সংগঠনের কার্যকারীতা নির্ভর করে তার সেবা প্রদানের গুনগত মানের ওপর অর্থাৎ প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্য অর্জনের জন্যে কি ধরণের কৌশল, পদ্ধতি অনুশীলন করছে, সেবার মান নির্ণায়ক ব্যবহার করছে, প্রবেশগম্যতা, সময়ানুবর্তীতা, সামঞ্জস্যতা, মানবকল্যাণমূখীতা, কারিগরি দক্ষতা ইত্যাদি বিবেচনা করা হয়েছে। তৃতীয়ত, সেবাগ্রহীতাদের সন্তুষ্টি, সেবাগ্রহীতারা কতটুকু সেবা গ্রহণ করতে পারছে এবং সেবাগ্রহীতা কিভাবে সেবাকে গ্রহণ করছে। সেবার কার্যকারীতা বা প্রভাব মূল্যায়ন বিভিন্ন বিষয়ের ওপর ওতপ্রোতভাবে জড়িত, কখনো কখনো সেবার মানের ওপর, আয়-ব্যয়ের ফলদায়কতার ওপর নির্ভরশীলতা, সেবাগ্রহীতাদের সন্তুষ্টির ওপর, উৎপাদন কার্যকারীতার ওপর, সম্পদ আহরণের ওপর, এবং কর্মচারীদের সন্তুষ্টির ওপর নির্ভর করে।

তিনি উল্লেখ করেছেন সমাজকল্যাণমূলক প্রতিষ্ঠানের সেবার কার্যকারীতা নির্ভর করবে সাধারণ জনগণের জীবনযাত্রা কতটুকু পরিবর্তন করা যাচ্ছে, সামাজিক অবস্থার কতটুকু পরিবর্তন হলো, সাধারণ মানুষের সক্ষমতা কতটুকু অর্জিত হলো তার ভিত্তিতে

কারণ মানবসেবামূলক প্রতিষ্ঠানের অন্যতম লক্ষ্য নয় যে, সম্পদ আহরণ, সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহার অথবা সংগঠনের কর্মকর্তা কর্মচারীদের সন্তুষ্টি অর্জন অথবা সংগঠনকে লাভজনক প্রতিষ্ঠানে পরিণত করে থাকে। বরং সমাজকল্যাণমূলক প্রতিষ্ঠানের কার্যকারীতা নির্ভর করে কিভাবে প্রতিষ্ঠানের অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক পরিবেশ নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনার ভিত্তিতে সেবাগ্রহীতাদের মানসম্মত সেবা প্রদান করা যাবে। এই কারণে তিনি তার প্রবন্ধে উল্লেখ করেছেন যে, সমাজকল্যাণমূলক প্রতিষ্ঠানের সেবার প্রভাব বা কার্যকারীতা অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠানের কার্যকারীতা বিশ্লেষণের আদলে করা সম্ভব নয় কারণ সম্যাজকল্যাণমূলক প্রতিষ্ঠানের মধ্যে সেবার ধরণের মধ্যে ভিন্নতা পরিলক্ষিত হয়। উদ্দেশ্যের ভিত্তিতে সমাজকল্যাণমূলক প্রতিষ্ঠানের সাধারণত ৫টি ধরণ পরিলক্ষিত হয় যেমন- ১। সামাজিক নিয়ন্ত্রণমূলক এজেন্সি যার প্রাথমিক সেবার ধরণ হচ্ছে সমাজে বিচ্যুত আচরণ ও বিশৃঙ্খলা নিয়ন্ত্রণ; ২। সামাজিক সেবা ও যত্ন যার অন্যতম উদ্দেশ্য হচ্ছে শারীরিক ও মানসিকভাবে অথবা যেসব ব্যক্তি নিজেদের সেবা যত্ন ও পরিচর্যা করতে অক্ষম তাদের জন্যে বাসস্থানসহ আয়ের ব্যবস্থা করা যেমন- প্রবীণ নিবাস, নার্সিং হোম, শিশু নিবাস, মানসিক স্বাস্থ্য সেবা কেন্দ্র ইত্যাদি; ৩। সামাজিকীকরণ ও প্রতিরোধমূলক যার অন্যতম উদ্দেশ্য হচ্ছে দক্ষতা বৃদ্ধি, প্রশিক্ষণ প্রদান, আয় ও কর্মসংস্থানের ব্যবস্থাকরণ, ও মানবসম্পদে রুপান্তরিতকরণ; ৪) পুনরুদ্ধার ও পুনর্বাসন যার অন্যতম দিক হচ্ছে স্বাভাবিক জীবনে ব্যক্তিকে ফিরিয়ে এনে তার ভূমিকা পালনে সহায়তা প্রদান ও পুনর্বাসনে সহায়তা প্রদান; ৫) এডভোকেসি ও সামাজিক পরিবর্তন যার অন্যতম লক্ষ্য হচ্ছে সামাজিক অবস্থার পরিবর্তনের মাধ্যমে সমাজের উন্নয়ন সাধন, যেমন- সম্পদে প্রবেশগম্যতা, অসমতা দূরীকরণ, সম-অংশগ্রহণ, সমান সুযোগ সুবিধা প্রদান, প্রান্তিক জনগোষ্ঠির উন্নয়নের অন্তর্ভুক্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের কৌশল নির্ধারণ। লেখক দেখিয়েছেন যে সেবার কার্যকারীতা নিশ্চিতকরণের জন্য প্রশাসনিক লেভেলগুলোতে বিশেষ করে নির্বাহী লেভেল, কার্যকরী লেভেল এবং তত্ত্বাবধান লেভেল কিছু নির্দিস্ট কার্যক্রম অনুসরণ করতে হয়। নিচে সেই কার্যক্রম সম্পর্কে উল্লেখ করা হল-

সারণি ২.২ Illustrative managerial activities associated with service effectiveness at several administrative levels

Administrative Level	Selected Activities/Behaviors
Executive level	- Articulate (within & without) client benefit as a prime criterion of agency performance - Mobilize support of external constituents as a criterion measure - Build organizational structure which allows for decentralized program decisions - Allocate resources for research and development - Require service effectiveness data as justification for plan and budget submissions
	- Selecting technologies (with subordinate advice) that work or appear to

Program level	base on documented evidence in comparable settings - Provide opportunity for staff participation in design & implementation of service intervention - Develop performance standards related to service effectiveness - Define indicators of performance & a system for capturing information about them - Provide feedback to subunits about performance or standards - Identify staff competencies necessary to deliver the service technology & recruit personnel - Develop personnel system to attract & reward competent staff
Supervisory level	- Set performance targets with workers, determine resources, time etc. needed to achieve targets - Clarify roles & expectations for each staff person - Provide specific advice about goal related methods & procedures - Give feedback regarding worker performance - Identify skills needed to achieve performance targets & provide resources to acquire training etc. - Mediate, divert or insulate staff from demands or conditions which may undermine service effectiveness efforts - Provide opportunities for staff autonomy & discretion within agreed upon parameters

তিনি উল্লেখ করেছেন কোন প্রতিষ্ঠানের সার্ভিস আউটকাম বা কার্যকারীতা নির্ভর করবে উক্ত প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য, ভিশন, মিশন, ও সেবার ধরণের ও প্রভাবের ওপর। সুতরাং মৈত্রী শিল্প একটি সেবামূলক ও পূনর্বাসনমূলক প্রতিষ্ঠান যা শারীরিক প্রতিবন্ধীদের জীবনমান উন্নয়ন, কর্মসংস্থান, প্রশিক্ষণ, ও পুনর্বাসনের মাধ্যমে মানব সম্পদে রূপান্তরিত করে। পাশাপাশি তাদের চাকুরি প্রদানের মাধ্যমে আয়ের ব্যবস্থা করার জন্যে কাজ করে যাচ্ছে। এই ধরণের প্রতিষ্ঠানের সেবার প্রভাব মূল্যায়নের ক্ষেত্রে বিবেচ্য বিষয় হলো- শারীরিক প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জীবন ও জীবিকার ওপর প্রশিক্ষণ, আয়, ব্যয়, কর্মসংস্থান এবং মানবসম্পদে রূপান্তরকরণের ক্ষেত্রে মৈত্রী শিল্পের প্রভাব যাচাই করা তেমনিভাবে উক্ত প্রতিষ্ঠানের অভ্যন্তরীণ বিষয়সমূহ যেমন- অর্থ যোগান, অর্থ সংগ্রহ, কার্যকারীতা, সক্ষমতা অর্জন, সেবার ও পণ্যের গুনগত মান নির্ণয়, উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা অর্জন, বিতরণ, বাজারজাতকরণের ভিত্তিতে ভবিষ্যৎ

কর্মকৌশল ও কর্মপরিকল্পনা নির্ধারণ যা প্রতিবন্ধীদের জীবনমান উন্নয়নে আরো বেশী গতিশীল, টেকসই, বিস্তৃতকরণ, ও অন্তর্ভূক্তিকরণ, এবং ব্যবস্থাকরণের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় তথ্য উদঘাটন করা।

উল্লেখিত প্রবন্ধ বর্তমানে পরিচালিত গবেষণার ক্ষেত্রে Managerial activities associated with service effectiveness at several administrative levels management practices and organizational arrangement সংক্রান্ত তথ্য উদঘাটনের জন্য দিক নির্দেশনা প্রদানে সহায়তা করবে। এছাড়া শারীরিক প্রতিবন্ধীদের জীবনযাত্রার ওপর মৈত্রী শিল্পের প্রভাব যাচাই করতে হলে শুধুমাত্র প্রতিবন্ধীদের জীবনযাত্রা সংক্রান্ত তথ্য উদঘাটন করলেই হবে না বরং মৈত্রী শিল্পের অভ্যন্তরীণ পরিবেশ, সম্পদ আহরণ, সেবার বিস্তৃতি, কর্ম পরিবেশ, সহায়ক সেবা সমূহ বিদ্যমান চ্যালেঞ্জ সমূহ, ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনা, প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনা, সাংগঠনিক আচরণ, উৎপাদন বিতরণ, আধুনিক প্রযুক্তি, যন্ত্রপাতি, কাঁচামাল সরবরাহ ইত্যাদি বিষয় সম্পর্কিত তথ্য উদঘাটন প্রয়োজন যা কিনা মৈত্রী শিল্পের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা প্রণয়ন ও নীতি নির্ধারনে সহায়তা করবে।

সারণি ২.৩ Selected criteria of effectiveness employed in types of social welfare organizations

Type of organization	**Client/status condition**	**Quality of service**	**Client satisfaction**
Social control	Reductions in offending behaviors	Due process for perpetrators, humane treatment, provision for rehabilitation	As expressed in non-compliance, resistance to regulations
Social care & maintenance	Maintenance clients in most favorable status	Individual care, humane treatment, provision for rehabilitation	As expressed in cooperation with staff and regulations
Socialization & prevention	Acquisition of new skills, normal development	Attitudes, skills of caretakers	As expressed in demand, attendance, perceptions of service
Restoration & rehabilitation	Return to role functioning	Credentials of staff, intensity of treatment	As expressed in participation, discontinuance rates & perceptions of service

Advocacy & social change	Improved access to resources, power, status	Responsiveness to client needs, client/member involvement in decision making	As expressed in member support, e.g. contributions of time and money

Rino J. Patti (১৯৮৭) তার প্রকাশিত প্রবন্ধ **Managing for Service Effectiveness in Social Welfare Organizations** উল্লেখ করেছেন যে, সমাজকল্যাণমূলক প্রশাসন কিভাবে তার সেবাগ্রহীতাদের সর্বাত্মক ও কাম্য পর্যায়ে সেবা প্রদান করতে পারবে সেই দিকে দৃষ্টি দিয়ে থাকেন। এই প্রবন্ধের মুল উদ্দেশ্য হলো ব্যবস্থাপনা আচরণ সমূহ এবং কার্যকরী গুনগত সেবাগ্রহীতাদের সেবা প্রদানের মধ্যকার সম্পর্ক নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। অর্থাৎ প্রশাসক আচরণ মনোভাব অনুশীলন এবং কর্মকৌশল কিভাবে একটি প্রতিষ্ঠানের উৎপাদন, বাজারজাতকরণ এবং লক্ষ্যভুক্ত সেবাগ্রহীতাদের কাছে নিয়ে যেতে পারে সেই বিষয়গুলো গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করা হয়েছে। কোন প্রতিষ্ঠানে সেবা কার্যকরীকরণের ক্ষেত্রে ৩টি বিষয়ের উপর আলোকপাত করা হয়েছে। প্রথমত, সেবাগ্রহীতা এবং তার পরিবারের আচরণ, চিন্তা, মনোভাব, দক্ষতার পর্যায়, সামাজিক মর্যাদা ইত্যাদি বিষয়ে সচেতন করতে হবে এবং সাথে সাথে ক্লাইন্ট সিস্টেমের সাথে প্রতিষ্ঠানের কর্মকৌশল, পরিকল্পনা, সমন্বয়, নতুন নতুন সার্ভিসগ্রহণ, সম্পদের পুনর্বন্টন সম্পদের গতিশীলতা ও আহরণ এবং সেবাগ্রহীতার অনুযায়ী সার্ভিসের পরিধি বৃদ্ধিকরণ বিবেচনা করতে হবে। দ্বিতীয়ত, সেবা সমূহের কার্যকারীতা নির্ভর করবে প্রতিষ্ঠান কতটুকু এবং কিভাবে সেবার লক্ষ্য আইনের নিমিত্তে গৃহীত কৌশলসমূহ পরিকল্পনায় এবং পদ্ধতিসমূহে প্রয়োগ করছে অর্থাৎ সময়ানুবর্তীতা, সামঞ্জস্যতা, প্রবেশগম্যতা, মানবিকতা, কারিগরি সক্ষমতা ইত্যাদি। তৃতীয়ত, সেবাগ্রহীতার সন্তুষ্টি অর্থাৎ প্রতিষ্ঠানে কর্মরত ব্যক্তিদের সন্তুষ্টি এবং যারা সেবা গ্রহণ করছে তাদের সন্তুষ্টি। উল্লেখিত প্রবন্ধে প্রবন্ধকার নিম্নোক্ত বিষয়াবলী সমাজকল্যাণমূলক প্রতিষ্ঠানের সেবার কার্যকারীতার ক্ষেত্রে গুরুত্ব দিয়েছেন।

- Service effectiveness
- Elements of effectiveness-oriented management
- Infusing values
- Selecting service technologies
- Specifying and measuring effectiveness criteria
- Applying standard and
- Determining management practices and organizational arrangement

Service effectiveness

সেবার কার্যকারীতার ক্ষেত্রে যে সেবা ডেলিভারি করা হচ্ছে তা কতজন ব্যক্তির কাছে পৌছাচ্ছে, উপকৃতদের সংখ্যা এবং যথাযথ সেবাগ্রহীতার কাছে যাচ্ছে কিনা, সম্পদ আহরণ বা পুনরুৎপাদন হচ্ছে কিনা, এবং সম্পদের পুনর্বন্টন বা কর্তন করা যাচ্ছে কিনা তা

নির্ধারণ করা। বর্তমান কার্যকরী ফলদায়কতা সেবাসমূহ পরিচালনার ক্ষেত্রে কোন প্রতিষ্ঠানের উৎপাদন, কার্যকারীতা এবং সম্পদ আহরণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। উপরিউক্ত বিষয় ছাড়া কোন প্রতিষ্ঠান কার্যকরী সেবা প্রদান করতে পারবে না। অন্যদিকে একজন ব্যবস্থাপক কিভাবে কার্যকরী সেবাপ্রদানে অবদান রাখতে পারবে এক্ষেত্রে তিনি ০৬টি দিকের কথা উল্লেখ করেছেন- ১) প্রতিষ্ঠানের সুনির্দিস্ট, সুস্পষ্ট ও অর্থবহ মিশন ও ভিশন চিহ্নিত করতে হবে; ২) সার্ভিস টেকনোলোজিগুলো সুনির্দিস্ট করতে হবে; ৩) সেবার উৎপাদন/ফলাফল সূচক নির্ধারণ এবং পরিমাপের জন্যে কৌশল নির্ধারণ; ৪) প্রত্যশা অনুযায়ী প্রাপ্তির মানদন্ড মূল্যায়ন; ৫) সাংগাঠনিক ব্যবস্থাপনা নির্ধারণ এবং প্রতিষ্ঠানে কর্মরত কর্মকর্তা-কর্মচারীদের উদ্বুদ্ধমূলক ব্যবস্থা যা প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্য অর্জনে সহায়ক; এবং ৬) পারফর্মেন্সের মূল্যায়নের ধরণ সংগৃহীত রাখতে হবে।

Infusing Values

প্রতিষ্ঠানের মূল্যবোধের ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য, লক্ষ্য, লক্ষ্যভুক্ত জনগোষ্ঠী, সেবা প্রদান, প্রশাসনিক কাঠামো, দক্ষ জনবল, কারিগরি ও প্রয়োজনীয় মেশিনারীজ যন্ত্রপাতির সরবরাহ, মূলধন ও সম্পদ আহরণ, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা বিদ্যমান থাকবে। তাছাড়া কর্মকর্তা-কর্মচারীদের প্রণোদনা, উদ্বুদ্ধকরণ, সন্তুষ্টি বিষয়ে ব্যবস্থাপক সচেতন থাকবেন। তাদের সমস্যা সমাধানের দক্ষতা, ভালো কাজের পুরষ্কার, কর্মকর্তা-কর্মচারীদের মূল্যবোধ বুঝতে হবে, তাদের আগ্রহের প্রাধান্য দেয়া অর্থাৎ ধারাবাহিক যোগাযোগ, তত্ত্বাবধায়নের ভিত্তিতে শক্তিশালী সম্পর্ক গড়ে তুলতে হবে যাতে কর্মকর্তাগণ ও কর্মচারীগণ প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে সহায়ক ভূমিকা পালন করতে পারে।

Selecting service technologies

প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের নিমিত্তে এবং যথাসময়ে সার্ভিস প্রদানের লক্ষ্যে প্রযুক্তিগত দিকের উন্নয়ন ও নিশ্চিত সরবরাহ থাকতে হবে। এক্ষেত্রে উৎপাদনের জন্যে যে ধরণের মেশিনারীজ প্রয়োজন তার সরবরাহ এবং তা পরিচালনার জন্যে দক্ষ ও অভিজ্ঞ জনবলের পর্যাপ্ততা থাকতে হবে। প্রয়োজনে বিভিন্ন ধরণের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থার মাধ্যমে অভ্যন্তরীণ জনবলের সক্ষমতা অর্জন করার ব্যবস্থা থাকতে হবে। বাইরের বিশেষজ্ঞের ব্যবস্থাও রাখতে হবে। কমিউনিটির কাছে সার্ভিস পৌছানোর লক্ষ্যে প্রযুক্তিগত দিকের উন্নয়ন ঘটাতে হবে এবং যথাসময়ে সেবাসমূহ যাতে পেতে পারে তার ব্যবস্থা করতে হবে।

Specifying and measuring effective criteria

কোন প্রতিষ্ঠানের সেবার কার্যকারিতা নির্ণয়ের জন্যে সুনির্দিস্ট একক কোন ফর্মূলা নাই। তবে অবশ্যই সেবাগ্রহীতার কাছে সেবাসমূহ কতটুকু কার্যকর বলে মনে করছে, সেবাপ্রাপ্তিতে কোন ধরণের সমস্যা হচ্ছে কিনা, সেবাগ্রহীতার সেবা সম্পর্কে মনোভাব নির্ণয়ের জন্যে মূল্যায়ন ফর্ম তৈরি করতে হবে এবং তা প্রয়োগ করতে হবে। কর্মকর্তা/কর্মচারীদের কর্মসন্তুষ্টি, কর্ম পরিবেশ, কর্মসম্পর্ক, কর্ম ঘন্টা, এবং অন্যান্য বিষয়াবলী দিয়ে মূল্যায়ন ফর্ম ব্যবস্থা করতে হবে যাতে ভবিষ্যতে একজন ব্যবস্থাপক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রদেয় সেবার কার্যকারিতা এবং প্রতিষ্ঠানের কর্মরত ব্যক্তিদের কর্মের সন্তুষ্টির কার্যকারিতা নির্ণয় করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারে।

Applying standards

অন্যান্য সংগঠনের সাথে তুলনা করে নিজেদের সেবার মান কি ধরণের নির্ধারন করা হবে তা নির্ধারণ করতে হবে। প্রয়োজনে Evidence based research এর ব্যবস্থা করতে হবে এবং অতীতের সার্ভিস সেবার মানের সাথে তুলনা করতে হবে।

Determining management practice and organizational arrangement

সেবা প্রদানের কার্যকারিতা বা প্রতিষ্ঠানের প্রদেয় সেবামানের কার্যকারিতা অনেকাংশে নির্ভর করে সাংগঠনিক ব্যবস্থাপনা এবং সাংগঠনিক অনুশীলন ও প্রশাসনিক অনুশীলনের উপর। সাংগঠনিক ব্যবস্থাপনা এমনভাবে নিরূপণ করতে হবে যেন প্রত্যক ব্যক্তির সাথে সংযোগ থাকে, সহযোগিতা থাকে, চেইন ইন কমান্ড থাকে, তত্ত্বাবধান ও মনিটরিং থাকে, তথ্যের আদান প্রদান নিচ থেকে উপরে অথবা উপর থেকে নীচে হয়ে থাকে। আত্মশিক্ষণমূলক ব্যবস্থা ও পেশাগত উন্নয়নমূলক ব্যবস্থা থাকতে হবে। সেবাগ্রহীতার কাছ থেকে প্রাপ্ত কোন তথ্য যাতে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির কাছে যথাসময়ে পৌছায় ইত্যাদির ব্যবস্থা সংগঠনের মধ্যে এবং প্রশাসনিক প্রক্রিয়া অনুশীলনের সুযোগ রাখতে হবে। এক্ষেত্রে 1) clearing desired performance outcome, 2) identifying tasks and activities that are instrumental in achieving these outcomes, 3) providing specific feedback to workers regarding what they do well and so well, recognizing and rewarding successful behaviors and outcomes; 4) providing incentives to workers who improve their practice competencies and achieve service objectives with clients.

Obtaining environmental support for effectiveness-oriented programs

সমাজকল্যাণমূলক প্রতিষ্ঠানের অনেকাংশে কার্যকারিতা নির্ভর করে বাইরের সম্পদ আহরণের ওপর। অর্থাৎ অভ্যন্তরীণ সক্ষমতা এবং বাহ্যিক সম্পদ আহরণের সক্ষমতার পরিবেশ তৈরি করতে পারলে কর্মসুচীর ফলদায়কতা অনেকাংশে সহজলভ্য হয়। এ কারণে সাংগঠনিক ব্যবস্থাপনায় পরিবেশ এমনভাবে তৈরি করতে হবে যাতে কর্মসূচীর ফলদায়কতা লক্ষ্যভূক্ত জনগোষ্ঠীর সন্তুষ্টি অর্জনে সহায়ক বিধায় যাতে নীতি নির্ধারক গণ ও বাহ্যিক অর্থ সম্পদ দাতাগোষ্ঠী আকৃষ্ট হয়। সম্পদ বরাদ্দের ক্ষেত্রে এবং নীতি পরিবর্তনের ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠানের মধ্যেকার সম্পর্ক বাড়াতে হবে এবং অন্যের ওপর নির্ভরশীলতা কমাতে হবে বিভিন্ন ধরণের আউটসোর্সিং এর মাধ্যমে। এছাড়া সমাজসেবায় সম্পদ আহরণের ক্ষেত্রে বিভিন্ন কর্পোরেট এজেন্সির সাথে যোগাযোগ স্থাপন করার ভিত্তিতে প্রয়োজনীয় নীতিমালা গ্রহণ ও পরিবর্তনে উদ্বুদ্ধকরণ। সুতরাং সমাজসেবামূলক প্রতিষ্ঠানের সেবার কার্যকারিতা বৃদ্ধি করা একমাত্র উদ্দেশ্য নয় কারণ সমাজের মঙ্গল সাধন, মানব সম্পদের উন্নয়ন যা সামাজিক উন্নয়ন অর্থের মানদন্ড অর্জন করা সম্ভব নয়। একারণে প্রবন্ধকার উল্লেখ করেছেন যে, সমাজকল্যাণমূলক সংগঠন কিভাবে প্রদেয় সেবামূলক ব্যবস্থার কার্যকারীতা আনয়ন করতে পারে এবং তার জন্যে বিবেচ্য বিষয়গুলো কি হতে পারে সেদিকে আলোকপাত করেছেন। উল্লেখিত প্রবন্ধিটি বর্তমান গবেষণায় পর্যালোচনার উদ্দেশ্য হচ্ছে মৈত্রী শিল্প বর্তমানে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় কর্তৃক ২০০১ সাল থেকে পরিচালিত হচ্ছে। বিশেষ করে এই প্রতিষ্ঠানের অন্যতম লক্ষ্যভূক্ত জনগোষ্ঠী হচ্ছে প্রতিবন্ধী ব্যক্তির জীবনমান উন্নয়ন, তাদের কর্মসংস্থান এবং কল্যাণ আনয়ন। প্রতিষ্ঠানের যাত্রার সময়কালীন কানাডার সহযোগিতায় কার্যক্রম শুরু করেছিল কিন্তু পরবর্তিতে প্রশাসনিক প্রক্রিয়ায় ও সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে এই

প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম ব্যহত হয়। বর্তমানে নতুন আঙ্গিকে নতুনভাবে প্রতিষ্ঠানের কিছু কর্মসুচীকে ঢেলে সাজানো হয়েছে বিধায় পূর্বের তুলনায় মৈত্রী শিল্প আজ একটি লাভজনক প্রতিষ্ঠানে রূপান্তরিত হয়েছে। সুতরাং একটি প্রতিষ্ঠান কিভাবে অধিকতর কার্যকরী হবে সাংগঠনিক ব্যবস্থাপনা কি ধরণের থাকা প্রয়োজন, লক্ষ্যভুক্ত জনগোষ্ঠীর সেবা প্রাপ্তির সন্তুষ্টি নির্ধারন, ভবিষ্যতে সম্পদ আহরণ এবং কলোবর বৃদ্ধিকরণের ক্ষেত্রে প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনা কিভাবে কার্যকরী সেবা প্রদানে সহায়ক হতে পারে সেই বিষয়গুলো বিশ্লেষিত হয়েছে যা কিনা পরিচালিত গবেষণার ক্ষেত্রে দিক নির্দেশনা ও চলক নির্ধারনে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে।

শারীরিক প্রতিবন্ধী সুরক্ষা ট্রাস্ট, মৈত্রী শিল্প

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়াধীন শারীরিক প্রতিবন্ধী সুরক্ষা ট্রাস্ট, মৈত্রী শিল্প প্রতিবন্ধী বান্ধব একটি প্রতিষ্ঠান। উক্ত প্রতিষ্ঠানের আওতায় দেশ সেরা বোতলজাত বিশুদ্ধ মুক্তা পানি ও মৈত্রী প্লাস্টিক পণ্য উৎপাদন ও বিপণন করা হয়। এ উৎপাদন ও বিপণন প্রক্রিয়ার সাথে যে সকল কর্মকর্তা/কর্মচারী জড়িত রয়েছেন তাদের সিংহভাগ প্রতিবন্ধী। এ প্রতিষ্ঠানের একটি অনন্য বৈশিষ্ট্য হচ্ছে প্রতিবন্ধীদের দ্বারা উৎপাদিত মুক্তা বোতলজাত বিশুদ্ধ পানি ও মৈত্রী প্লাস্টিক পণ্যের বিক্রয়লবদ্ধ সমুদয় আয় প্রতিবন্ধীদের কল্যাণেই ব্যয় করা হয়ে থাকে। প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের পুনর্বাসন করার লক্ষ্যে ১৯৮০ সালে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে সমাজসেবা অধিদপ্তরের আওতায় সুইডিস ইন্টারন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট অথরিটি (সিডা) এর আর্থিক ও কারিগরি সহায়তায় টঙ্গীতে শারীরিক প্রতিবন্ধীদের জন্য বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ ও পূনর্বাসন কেন্দ্র স্থাপন করা হয়। পরবর্তীতে সুইডেন-বাংলাদেশ বন্ধুত্বের নিদর্শন স্বরূপ শিল্প উৎপাদন ইউনিটটি "মৈত্রী শিল্প" নামে পরিচিতি লাভ করে। পরে ১২ ডিসেম্বর ১৯৯০ সাল থেকে এটি "শারীরিক প্রতিবন্ধী সুরক্ষা ট্রাস্ট"- এর আওতায় পরিচালিত হচ্ছে। বর্তমানে উক্ত প্রতিষ্ঠান থেকে "মুক্তা" ব্র্যান্ডের বিশুদ্ধ পানি সরবরাহ ও বাজারজাতকরণ এবং বিভিন্ন ধরণের প্ল্যাস্টিক পণ্য উৎপাদনের মাধ্যমে সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে বাজারজাতকরণ করছে। অনেকে প্রতিবন্ধীদেরকে সামাজিক, সাংস্কৃতিক, ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন কর্মকান্ডের জন্য প্রতিবন্ধকতা মনে করে। কিন্তু মৈত্রী শিল্প প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষভাবে গড়ে তুলছে ফলে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের মৈত্রী শিল্পে বা বাইরের অন্যান্য প্রতিষ্ঠানে কর্মসংস্থান ও আয় বৃদ্ধির মাধ্যমে তাদের জীবনমান উন্নয়নে বিশেষ ভূমিকা পালন করছে। এতে শুধুমাত্র প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জীবনমান উন্নয়ন হচ্ছে তা নয় পাশাপাশি জাতীয় আয়ে অবদান রাখছে। বর্তমানে এই প্রতিষ্ঠানে ২০০ জনের অধিক শারীরিক, বাক ও শ্রবণ এবং দৃষ্টি প্রতিবন্ধী কাজ করে যাচ্ছে (মৈত্রী শিল্প; ২০২৩)। প্রতিবন্ধীদের জীবনমান উন্নয়ন ও অধিক কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় ও প্রতিবন্ধীদের প্রতি তাঁর মানবিকতাবোধ থেকে তাঁর সরকার মৈত্রী শিল্পের আধুনিকায়ন ও সম্প্রসারণে 'শারীরিক প্রতিবন্ধীদের জন্য শিল্প উন্নয়ন ও আধুনিকায়ন' শীর্ষক উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন করে। এছাড়াও বিগত ১২ (বারো) বছরে (২০০৯-২০২০) প্রতিবন্ধীদের জীবনমান উন্নয়নে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর অনুশাসন অনুযায়ী মৈত্রী শিল্পের আমূল পরিবর্তন ও সংস্কারের মধ্য দিয়ে শারীরিক প্রতিবন্ধী সুরক্ষা ট্রাস্ট, মৈত্রী শিল্প আজ রুগ্ন শিল্প হতে প্রতিবন্ধীদের একটি লাভজনক প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছে। ২০০৯ সালে প্রতিষ্ঠানটি অনেক খারাপ অবস্থায় ছিল যেখানে কর্মকর্তা/কর্মচারীদের নয় মাস বেতন বোনাস দিতে পারে নাই। পরে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর আর্থিক সহায়তায় প্রতিষ্ঠানটি ঘুরে দাঁড়িয়েছে। বর্তমান নির্বাহী পরিচালক জনাব মোঃ সেলিম খান, যুগ্ম সচিব এর নেতৃত্বে নতুনভাবে প্রাণ ফিরে পেয়েছে। তিনি মৈত্রী শিল্পের প্রত্যক কর্মকর্তা/কর্মচারীদের মজুরী কাঠামো থেকে বেতন কাঠামোতে নিয়ে আসেন এবং ব্যাংকের মাধ্যমে বেতন পরিশোধ করেন। ফলশ্রুতিতে মৈত্রী শিল্প একটি

লাভজনক প্রতিষ্ঠানে রূপান্তরিত হয় এবং তারই স্বীকৃতি স্বরূপ ২০২০ সালে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কাছ থেকে জাতীয় শুদ্ধাচার পুরস্কার লাভ করেন।

মৈত্রী শিল্পের বর্তমান উৎপাদন কার্যক্রমঃ

মৈত্রী শিল্পের বর্তমান উৎপাদন কার্যক্রম প্রধানত দুই ভাগে বিভক্ত- মুক্তা ড্রিংকিং ওয়াটার এবং মৈত্রী প্লাস্টিক সামগ্রী।

চিত্র ২.২ মুক্তা পানি

মুক্তা ড্রিংকিং ওয়াটারঃ বর্তমান সরকারের সহায়তায় মৈত্রী শিল্পের উন্নয়ন ও আধুনিকায়ন প্রকল্পের আওতায় মুক্তা ড্রিংকিং ওয়াটার প্লান্ট স্থাপন করা হয়। আমেরিকান বিশ্ববিখ্যাত ওয়াটার পিউরিফিকেশন এন্ড বটলিং প্লান্ট মেশিনারীজ প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠান ইউনিভার্সেল একুয়া টেকনোলজিস ইনকর্পোরেট হতে আমদানিকৃত মুক্তা ড্রিংকিং ওয়াটার প্লান্ট। মুক্তা বোতলজাত সুপেয় পানি এই অত্যাধুনিক মেশিন দ্বারা ১১ টি ধাপে "রিভার্স অসমোসিস পদ্ধতিতে" পরিশোধিত হয়। উৎপাদন কাজে নিয়োজিত ব্যক্তিবর্গের সার্বক্ষণিকভাবে হাইজেনিক চেক, পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতা ও স্বাস্থ্যসম্মত পরিবেশ নিশ্চিত করা হয়। প্রতি ব্যাচে উৎপাদিত মুক্তা বোতলজাত সুপেয় পানি ল্যাবরেটরিতে পরীক্ষা ও গুনগত মান নিয়ন্ত্রণ করা হয়ে থাকে। মুক্তা বোতলজাত বিশুদ্ধ পানির মিনারেল কম্পোজিশন বাজারে প্রচলিত অন্যান্য বোতলজাত পানির তুলনায় ভারসাম্যপূর্ণ যা মানবদেহের জন্য সম্পূর্ণ নিরাপদ ও স্বাস্থ্যসম্মত।

চিত্র ২.৩ প্লাস্টিক পণ্য সামগ্রী

মৈত্রী প্লাস্টিক সামগ্রীঃ মৈত্রী শিল্পে প্লাস্টিক সামগ্রী উৎপাদন বিভাগে দৈনন্দিন ব্যবহার্য বিভিন্ন ধরণের প্লাস্টিক দ্রব্যাদি যেমন- গামলা, জগ, মগ, থালা, বাটি, গ্লাস, বিভিন্ন ঢাকনাযুক্ত কন্টেইনার, ডাবল কালার স্যুপ বাটি, কোট হ্যাংগার, টিফিন বক্স, ঝুড়ি, প্লাস্টিক ট্রে, বেবী বাস্কেট, স্বচ্ছ গ্লাস, ডিনার ট্রে, সালাদ/ডেজার্ট বাটি তৈরি করা হচ্ছে। বিভিন্ন ধরণের কম্পিউটারাইজড সেমি-অটোমেটিক মেশিন এর মাধ্যমে ফুডগ্রেড কাঁচামালে এ সকল পণ্য তৈরি করা হয় যা আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন ও স্বাস্থ্যসম্মত। প্রতিবন্ধীদের দ্বারা উৎপাদিত এ সকল প্লাস্টিক সামগ্রী "মৈত্রী ব্র্যান্ড" নামে সাধারণ ভোক্তা, বিভিন্ন বাণিজ্যিক

প্রতিষ্ঠান ও সরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহের চাহিদা অনুযায়ী সরবরাহ করা হয়ে থাকে।

সারণি ২.৪ মৈত্রী শিল্পের উৎপাদন

বিগত ৫ বছর	বিষয়বস্তু	পরিমাণ
২০১৭-২০১৮	মৈত্রী শিল্পের প্লাস্টিক পণ্য	১২৫,০০,০০০ পিস
	মুক্তা ড্রিঙ্কিং ওয়াটার	১৬০,০০,০০০ লিটার
২০১৮-২০১৯	মৈত্রী শিল্পের প্লাস্টিক পণ্য	১৮,০০,০০০ পিস
	মুক্তা ড্রিঙ্কিং ওয়াটার	৩০,০০,০০০ লিটার
২০১৯-২০২০	মৈত্রী শিল্পের প্লাস্টিক পণ্য	১৮,৪৫,৪১৬ পিস
	মুক্তা ড্রিঙ্কিং ওয়াটার	৩৯,৮১,২৮৬ লিটার
২০২০-২০২১	মৈত্রী শিল্পের প্লাস্টিক পণ্য	২০,৮৩,০০০ পিস
	মুক্তা ড্রিঙ্কিং ওয়াটার	৩৫,৭৬,০০০ লিটার
২০২১-২০২২	মৈত্রী শিল্পের প্লাস্টিক পণ্য	১৯,৪৭,৬৭৭ পিস
	মুক্তা ড্রিঙ্কিং ওয়াটার	৪২,৮৭,৯৯৯ লিটার
২০২২-২০২৩	মৈত্রী শিল্পের প্লাস্টিক পণ্য	১৮,০০,০০০ পিস
	মুক্তা ড্রিঙ্কিং ওয়াটার	৪৫,০০,০০০ লিটার

উৎসঃ মৈত্রী শিল্প; ২০২৩

সারণি ২.৫ মৈত্রী শিল্পের বিপণন

বিগত ৫ বছর	বিষয়বস্তু	টাকা
২০১৯-২০২০	মৈত্রী শিল্পের প্লাস্টিক পণ্য	১৩৭,৮০,৬৯৬/-
	মুক্তা ড্রিঙ্কিং ওয়াটার	৩৬২,১৩,২৪২/-
২০২০-২০২১	মৈত্রী শিল্পের প্লাস্টিক পণ্য	১ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা
	মুক্তা ড্রিঙ্কিং ওয়াটার	২ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা
২০২১-২০২২	মৈত্রী শিল্পের প্লাস্টিক পণ্য	২ কোটি ২০ লক্ষ টাকা
	মুক্তা ড্রিঙ্কিং ওয়াটার	৪ কোটি ৩০ লক্ষ টাকা
২০২২-২০২৩	মৈত্রী শিল্পের প্লাস্টিক পণ্য	২ কোটি টাকা
	মুক্তা ড্রিঙ্কিং ওয়াটার	৩ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা

উৎসঃ মৈত্রী শিল্প; ২০২৩

চিত্র ২.৪ পণ্যের মূল্য তালিকা

মৈত্রী শিল্পের অন্যান্য কার্যক্রমঃ

- প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সমাজের মূলস্রোতধারায় অন্তরভুক্ত করার জন্য শিল্প বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে দক্ষ মানব সম্পদে রূপান্তর করা।
- প্রতিবন্ধীদের আর্থ-সামাজিক সুরক্ষার লক্ষ্যে তাদের কর্মসংস্থান ও পুনর্বাসন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা।
- প্রতিবন্ধী শিক্ষিত ব্যক্তিদের সামাজিক নিরাপত্তার অংশ হিসেবে 'প্রতিবন্ধী মেধাবৃত্তি' প্রদান।

সারণি ২.৬ মৈত্রী শিল্পের প্রশিক্ষণ ও কর্মসংস্থান

বিগত ৫ বছর	বিষয়বস্তু	অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা	সময়কাল
২০১৭-২০১৮	প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত প্রতিবন্ধী ব্যক্তি	২৯০ জন	৩ মাস
	কর্মসংস্থান প্রাপ্ত প্রতিবন্ধী ব্যক্তি	২২০ জন	
২০১৮-২০১৯	প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত প্রতিবন্ধী ব্যক্তি	৩০০ জন	৩ মাস
	কর্মসংস্থান প্রাপ্ত প্রতিবন্ধী ব্যক্তি	২৩৫ জন	
২০১৯-২০২০	প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত প্রতিবন্ধী ব্যক্তি	৩১০ জন	৩ মাস
	কর্মসংস্থান প্রাপ্ত প্রতিবন্ধী ব্যক্তি	২৫০ জন	
২০২০-২০২১	প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত প্রতিবন্ধী ব্যক্তি	৩২০ জন	৩ মাস
	কর্মসংস্থান প্রাপ্ত প্রতিবন্ধী ব্যক্তি	২৬০ জন	
২০২১-২০২২	প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত প্রতিবন্ধী ব্যক্তি	৩৩০ জন	৩ মাস
	কর্মসংস্থান প্রাপ্ত প্রতিবন্ধী ব্যক্তি	২৭০ জন	

উৎসঃ মৈত্রী শিল্প; ২০২৩

জনবল কাঠামোঃ মৈত্রী শিল্পে বর্তমানে ২০০ জনের বেশী জনবল কাজ করছেন তাঁর মধ্যে ৯০% প্রতিবন্ধী ব্যক্তি বাকি ১০% সাধারণ ব্যক্তি।

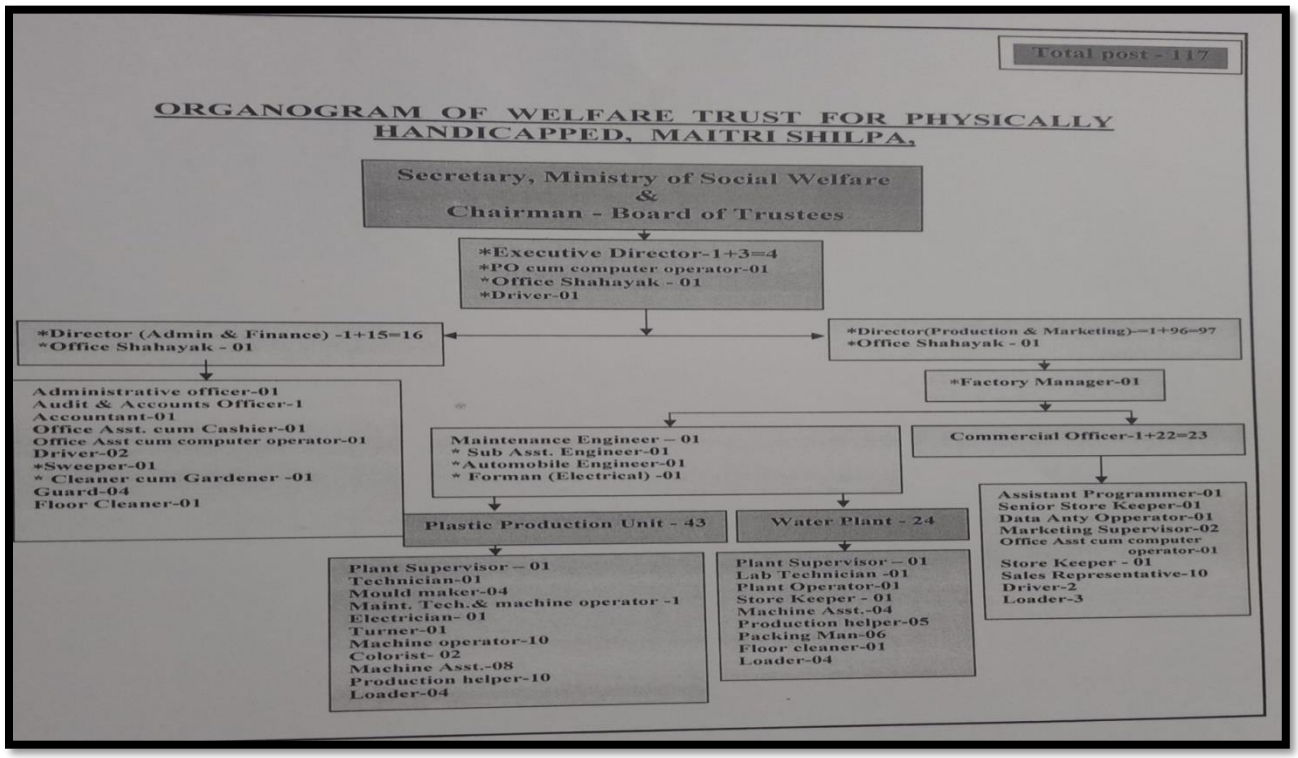

চিত্র ২.৫ জনবল কাঠামো

তৃতীয় অধ্যায়- গবেষণার তাত্ত্বিক ভিত্তি

গবেষণার তাত্ত্বিক ভিত্তি আলোচনা করতে গিয়ে দেখা যায় যে, প্রতিবন্ধিতা নিয়ে সারা বিশ্বে অনেকগুলো মডেল বিকাশ লাভ করেছে যেমন- বদান্যতা মডেল, ধর্মীয়/নৈতিকতা মডেল, চিকিৎসা মডেল, সামাজিক মডেল, অধিকার ভিত্তিক মডেল, সামাজিক ও রাজনৈতিক মডেল, অর্থনৈতিক মডেল, বিশেষজ্ঞ বা পেশাগত মডেল, সেবাগ্রহীতার ক্ষমতায়ন মডেল, পুনর্বাসন মডেল, বাজারভিত্তিক মডেল ইত্যাদি। কিন্তু গবেষণার উদ্দেশ্যের সাথে সামঞ্জস্য রেখে উক্ত গবেষণায় স**ামাজিক মডেল, অধিকার ভিত্তিক মডেল, এবং পুনর্বাসন মডেল অনুসরণ করা হয়েছে। এছাড়া প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জীবনমান উন্নয়নের দিক বিবেচনা করার জন্য সাস্টেইনেবল লাইভলিহুড এপ্রোচ** নিয়ে আলোকপাত করা হয়েছে। পাশাপাশি প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের চাহিদা ও সন্তুষ্টি বিশ্লেষণের জন্য আব্রাহাম মাসলোর চাহিদা তত্ত্ব অনুসরণ করা হয়েছে। অন্যদিকে মৈত্রী শিল্পের কার্যক্রম মূল্যায়নের জন্য SWOT Analysis করা হয়েছে। নিচে বিস্তারিত আলোচনা করা হল-

সামাজিক মডেল

চিকিৎসা মডেলের বিপরীত মডেল হলো সামাজিক মডেল। এই মডেলে প্রতিবন্ধী ব্যক্তির শারীরিক বা মানসিক ত্রুটি বা সীমাবদ্ধতার চেয়ে সামাজিক ও পরিবেশগত প্রতিবন্ধিতাকে বেশী গুরুত্ব দিয়ে থাকে। প্রতিবন্ধী ব্যক্তিরা যে সকল সমস্যাগুলো বেশী অনুভব করে তার মধ্যে সমাজের ত্রুটিযুক্ত কারণগুলো বেশী দায়ী থাকে। অর্থাৎ প্রতিবন্ধিতা হলো সমাজ সৃষ্ট, অর্জিত নয়। প্রতিবন্ধী ব্যক্তি নিজের শারীরিক বা মানসিক অক্ষমতার জন্যে সমাজের কাছ থেকে বিভিন্ন ধরণের নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি, অবকাঠামোগত ত্রুটি এবং প্রাতিষ্ঠানিক সীমাবদ্ধতাকে দায়ী করেন। একজন প্রতিবন্ধি ব্যক্তি স্বাভাবিক মানুষের মত বিভিন্ন ক্ষেত্রে সম অংশগ্রহণের সুযোগ পাই না, যা সমাজের মানুষ বাধার সৃষ্টি করে। সামাজিক মডেল মনে করে প্রতিবন্ধিতা যতটা না ব্যক্তির নিজের সমস্যা তার চেয়ে বড় সমস্যা সমাজ কর্তৃক আরোপিত। সমাজের বিভিন্ন কার্যক্রমে অংশগ্রহনে বৈষম্য, অধিকার অস্বীকার, এবং অর্থনৈতিক নির্ভরশীলতা তৈরির মাধ্যমে তাদের অক্ষম করে তোলা হয়। কাজেই প্রতিবন্ধীদের মূলস্রোতধারায় নিয়ে আসতে হলে সামাজিক বাধা দূর করে প্রতিবন্ধিবান্ধব সমাজ ব্যবস্থা গড়ে তুলতে হবে। প্রতিবন্ধীদের অধিকারের প্রতি ইতিবাচক দৃষ্টি নিবদ্ধ করে তাদের জন্য সামাজিক পরিবর্তনের ওপর গুরুত্বরোপ করতে হবে। (Oliver, 1981; 28) সামাজিক দিকগুলোর প্রতি বিশেষভাবে জোর প্রদান করার মাধ্যমে কিভাবে ভৌত ও সামাজিক পরিবেশ নির্দিস্ট কিছু লোকের জন্য সীমাবদ্ধতা আরোপ করে তা চিহ্নিত করতে হবে। প্রতিবন্ধীদের এই সীমাবদ্ধতা দূর করার জন্য প্রয়োজন সামাজিক কার্যক্রম, সমাজের সম্মিলিত প্রচেষ্টা, এবং সামাজিক অংশগ্রহণ। প্রতিবন্ধীদের জন্য ব্যবহার উপযোগী ভৌত পরিবেশ, প্রবেশগম্যতা, আইন ও নীতিমালা প্রয়োগ এবং বৈচিত্র গ্রহণযোগ্যতার উপর নির্ভর করে প্রতিবন্ধিতা সম্পর্কে ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গির বাস্তবায়ন করা। উক্ত মডেলটি প্রতিবন্ধীদের জীবনমান উন্নয়নের জন্য দৃস্টিভঙ্গিগত, পরিবেশগত, প্রাতিষ্ঠানিক প্রতিবন্ধকতা অপসারণ করা এবং অন্যান্য সাধারণ জনগণের মত অধিকার ভোগের সুযোগ দিবে তাহলে এই সমাজে কোন প্রতিবন্ধিতা থাকবে না। গবেষণার ফলাফল থেকে দেখা যায়, প্রতিবন্ধীদের প্রতি বর্তমানে সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন হয়েছে। সমাজের মানুষ এখন প্রতিবন্ধীদের ইতিবাচক দৃস্টিভঙ্গিতে দেখে তার কারণ হিসেবে উল্লেখ করা যায়- মৈত্রী শিল্পে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে কর্মসংস্থানে যুক্ত হওয়ার মাধ্যমে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিরা নিজের আয় নিজে করতে পারছে পাশাপাশি পরিবারে আর্থিকভাবে অবদান রাখছে। প্রতিবন্ধী ব্যক্তি শুধুমাত্র নিজেরা উপকৃত হচ্ছে তা নয় পাশাপাশি দেশের অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। মৈত্রী শিল্পের মাধ্যমে প্রতিবন্ধীরা অনেক বেশী উপকৃত হচ্ছে ফলে প্রতিবন্ধীদের প্রতি সমাজের একটি নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গির ব্যাপক পরিবর্তন পরিলক্ষিত হচ্ছে। তাই প্রতিবন্ধীদের জন্য এই সামাজিক মডেল যুক্তিযুক্ত।

সারণি ৩.১ সামাজিক মডেল

সামাজিক মডেল	করণীয়
- সামাজিক ও পরিবেশগত অবস্থাকে প্রতিবন্ধিতার ক্ষেত্রে বেশী গুরত্ব দেয়া - সমাজের নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি অবাঠামোগত ত্রুটি, প্রাতিষ্ঠানিক সীমাবদ্ধতা - সম অংশগ্রহণের সুযোগের অভাব - বৈষম্য, অধিকার বঞ্চিত, অর্থনৈতিক নির্ভরশীলতা ইত্যাদি দায়ী করা হয়েছে	- ভৌত পরিবেশ ও অবকাঠামোগত প্রবেশগম্যতা - আইন ও নীতিমালায় প্রতিবন্ধীদের সম-অংশগ্রহণ ও সম সুযোগ প্রদান - সামাজিক কার্যক্রমসহ ইতিবাচক ও সহায়ক পরিবেশ সৃস্টি - জীবনমান উন্নয়নের জন্যে দৃষ্টিভঙ্গিগত কর্ম পরিবেশগত ও প্রাতিষ্ঠানিক প্রতিবন্ধকতা অপসারণ করা।

অধিকার ভিত্তিক মডেল

বদান্যতা মডেলের বিপরীত হলো এই অধিকার ভিত্তিক মডেল এবং সামাজিক মডেলের সাথে অনেক বেশী সম্পর্কিত। এই মডেলে মনে করা হয় জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে সকল মানুষ সমান এবং সকলেই সমান অধিকার ভোগ করবে। কোন অজুহাতেই কোন ব্যক্তিকে তার অধিকার থেকে বঞ্চিত করা যাবে না। সমতা, বৈষম্যহীনতা, সমঅংশগ্রহণ, প্রবেশগম্যতা, একীভূতকরণ ইত্যাদি এই মডেলের গুরুত্বপুর্ণ দিক। এই মডেলকে মানবাধিকার মডেল নামেও অভিহিত করা হয়। মৌলিক মানবাধিকার নীতিমালার ওপর ভিত্তি করে মডেলটি গড়ে উঠেছে যা মানবাধিকারকে গুরুত্ব দিয়ে থাকে এবং মানবাধিকার বাস্তবে পরিণত করতে হয় বিশেষ করে দুর্বল ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জন্যে যাদের অধিকারগুলো প্রায়ই লঙ্ঘিত হয়। এই মডেলে আরো মনে করা হয়, কোন ব্যক্তিই করুনা বা দয়ার পাত্র নয় বরং পূর্ণ অধিকার ভোগ করার স্বাধীনতা সবারই রয়েছে। প্রতিবন্ধীদের মর্যাদা ও সম অধিকারের প্রতি পূর্ণ শ্রদ্ধা নিশ্চিত করার জন্য সামাজিকভাবে সৃস্ট বাধা দূরীকরণে রাস্ট্রের দায়িত্ব রয়েছে। A human rights approach adds value because it provides a normative framework of obligations that has legal power to render government accountable (Robinson, 2002). প্রতিবন্ধীরা সমাজের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ হওয়া সত্ত্বেও তারা সমাজের মুলস্রোতধারা থেকে বিচ্ছিন্ন এবং মানবাধিকার থেকে বঞ্চিত। তাদের মানুষ হিসেবে যেসব অধিকার ভোগের কথা রয়েছে সেই অধিকার প্রতিষ্ঠার প্রতি গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে। কারণ এই অধিকার তাদের প্রতি কোন দয়া বা করুণা নয়। যে কারণে এই মডেলে তাদের অধিকার সমুন্নত রাখতে সক্ষম করে তোলে এবং বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা গ্রহণের জন্য সক্রিয় করে তুলে। অধিকার ভিত্তিক মডেলে প্রতিবন্ধী এবং সাধারণ মানুষদের ভিন্ন চোখে দেখা হয় না, কোন পার্থক্য করা হয় না। অধিকার ভিত্তিক মডেল শুধুমাত্র স্বাস্থ্যকে গুরুত্ব দেয় না, বরং সামাজিক অন্যান্য বিষয়াদি যেমন- প্রবেশগম্যতা, যোগাযোগ, শিক্ষা, প্রশিক্ষণ, বিনোদনসহ সব ধরণের বিষয়টি জড়িত। পাশাপাশি প্রতিবন্ধী ব্যক্তির সামাজিক নিরাপত্তা, আবাসন ও সড়কের নিরাপত্তা, অর্থনৈতিক সুরক্ষার বিষয়কেও গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করেছেন। অধিকার ভিত্তিক মডেলের দুইটি উপাদানের কথা উল্লেখ

করেছেন- প্রথমত, প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সকল ধরণের বৈষম্য থেকে রক্ষা করে তাদের অধিকার নিশ্চিত করতে হবে; দ্বিতীয়ত, কার্যকর কর্মসূচী ও নীতিমালার মাধ্যমে দীর্ঘদিন ধরে চলে আসা প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের প্রতিকূল পরিবেশের অবসান ঘটানো (প্রতিবন্ধিতা ও মানবাধিকার, ২০০৯; ৭৫)। প্রতিবন্ধিতার এই মডেলের সাথে বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ নং ১৫, ১৭, ২০ এবং ২৯ অনুচ্ছেদে অন্যান্য নাগরিকদের সাথে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সমসুযোগ ও অধিকার প্রদান করা হযেছে। সংবিধান হল সকল নাগরিক এর অধিকারের রক্ষাকবজ। উপরের চারটি অনুচ্ছেদ দ্বারা প্রতিবন্ধীদের সাংবিধানিক অধিকার দেওয়া হয়েছে। সংবিধানের ১৫(ঘ) অনুচ্ছেদ দায়-দায়িত্বের অংশ হিসেবে ২০০৫-০৬ অর্থ বছর হতে অসচ্ছল প্রতিবন্ধী ভাতা কর্মসূচি প্রবর্তন করা হয়। শুরুতে ১,০৪,১৬৬ জন প্রতিবন্ধী ব্যক্তিকে জনপ্রতি মাসিক ২০০ টাকা হারে ভাতা প্রদানের আওতায় আনা হয়।

পুনর্বাসন মডেল

এই মডেল চিকিৎসা মডেলের মত। প্রতিবন্ধিতার কারণে একজন প্রতিবন্ধী ব্যক্তির যে যে বিষয়ে সীমাবদ্ধতা রয়েছে বা যেসব সেবার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে সেই প্রতিবন্ধী ব্যক্তিকে একজন পুনর্বাসন পেশার ব্যক্তির মাধ্যমে প্রশিক্ষণ, কর্মসংস্থান, থেরাপি, কাউন্সেলিং এবং অন্যান্য সেবার ব্যবস্থা করা। দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধের পর যখন যোদ্ধাহত প্রতিবন্ধীদের সমাজে পুনর্বাসনের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছে তখনি এই মডেলটির উদ্ভব হয়। বর্তমানে মৈত্রী শিল্পের মাধ্যমে যে কারিগরি প্রশিক্ষণ প্রদানের পর কর্মসংস্থানের মাধ্যমে পুনর্বাসন করা হয় সেটি এই মডেল থেকে ডিজাইন করা হয়েছে। প্রতিবন্ধী ব্যক্তি পুনর্বাসনের মাধ্যমে সে পূর্বের জায়গায় ফিরিয়ে নিয়ে আসা হল এই মডেলের মূল উদ্দেশ্য।

সারণি ৩.২ পুনর্বাসন মডেল

পুনর্বাসন মডেল	করণীয়
- প্রতিবন্ধিতার বিশেষ সীমাবদ্ধতার ওপর এবং প্রয়োজনীয়তার ওপর আলোকপাতকরণ - প্রশিক্ষণ থেরাপি, কাউন্সেলিং ও অন্যান্য সেবার ব্যবস্থাকরণ - স্বনির্ভরতা অর্জনে সাহায্যকরণ	- উপযুক্ত প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসনমূলক ব্যবস্থা ব্যবস্থাকরণ - ব্যক্তির বিশেষ চাহিদা ও বিশেষ সীমাবদ্ধতা এবং প্রয়োজনীয়তার ওপর ভিত্তি করে সেবার ব্যবস্থাকরণ - পর্যাপ্ত থেরাপি, কাউন্সেলিং ও চিকিৎসার ব্যবস্থাকরণ - ব্যক্তির পুনর্বাসনের ক্ষেত্রে অর্থনৈতিক চাহিদার পরিপূরণ ও সেবার ব্যবস্থাকরণ

Abraham Maslow Needs Theory

আব্রাহাম মাসলোর চাহিদা তত্ত্ব অনুযায়ী প্রত্যক মানুষের মৌলিক চাহিদা থাকে যেমন- খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা, চিকিৎসা, বিনোদন ইত্যাদি। মৌলিক চাহিদা পূরণের পরে মানুষ তাঁর জীবনের নিরাপত্তা চাই যেমন- সামাজিক নিরাপত্তা, অর্থনোইতিক নিরাপত্তা, আইনগত নিরাপত্তা ইত্যাদি। মানুষের নিরাপত্তা নিশ্চিত হলে মানুষ অন্যের কাছ থেকে ভালোবাসা, বন্ধুত্ব, আদর, সোহাগ ইত্যাদি প্রত্যাশা করে। অন্যের কাছ থেকে ভালবাসা পাওয়ার মানুষের মধ্যে সামাজিক মর্যাদা, স্বাধীনতা, সম্মান, দায়ত্ববোধ, প্রাধান্য, প্রভুত্ব ইত্যাদি বিষয়ের প্রতি চাহিদা সৃষ্টি হয়। সর্বশেশ মানুষের মাখে আত্ব সন্তুষ্টি, আত্ম-মর্যাদা, কর্তৃত্ব ইত্যাদির চাহিদা তৈরি হয়। ঠিক একই রকম্ভাবে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে আব্রাহাম মাসলো যে সমস্ত চাহিদার কথা উল্লেখ করেছেন তাঁর সকলের উপ্স্থিত আছে। উক্ত গবেষণায় দেখিয়েছেন মৈত্রী শিল্পে যোগদানের পর থেকে তাদের চাহিদাগুলো আস্তে আস্তে পূরণ হচ্ছে। আগে যেখানে প্রতিবন্ধীদের চাহিদা পূরণের কোন সুযোগ ছিল না। সে ক্ষেত্রে মৈত্রী শিল্প বিশেষ ভূমিকা পালন করছেন।

চিত্র ৩.১ Abraham Maslow Needs Theory

চিত্র ৩.২ সাসটেনেবল লাইভলিহুড এপ্রোচ ফ্রেমওয়ার্ক (Sustainable Livelihood Approach Framework)

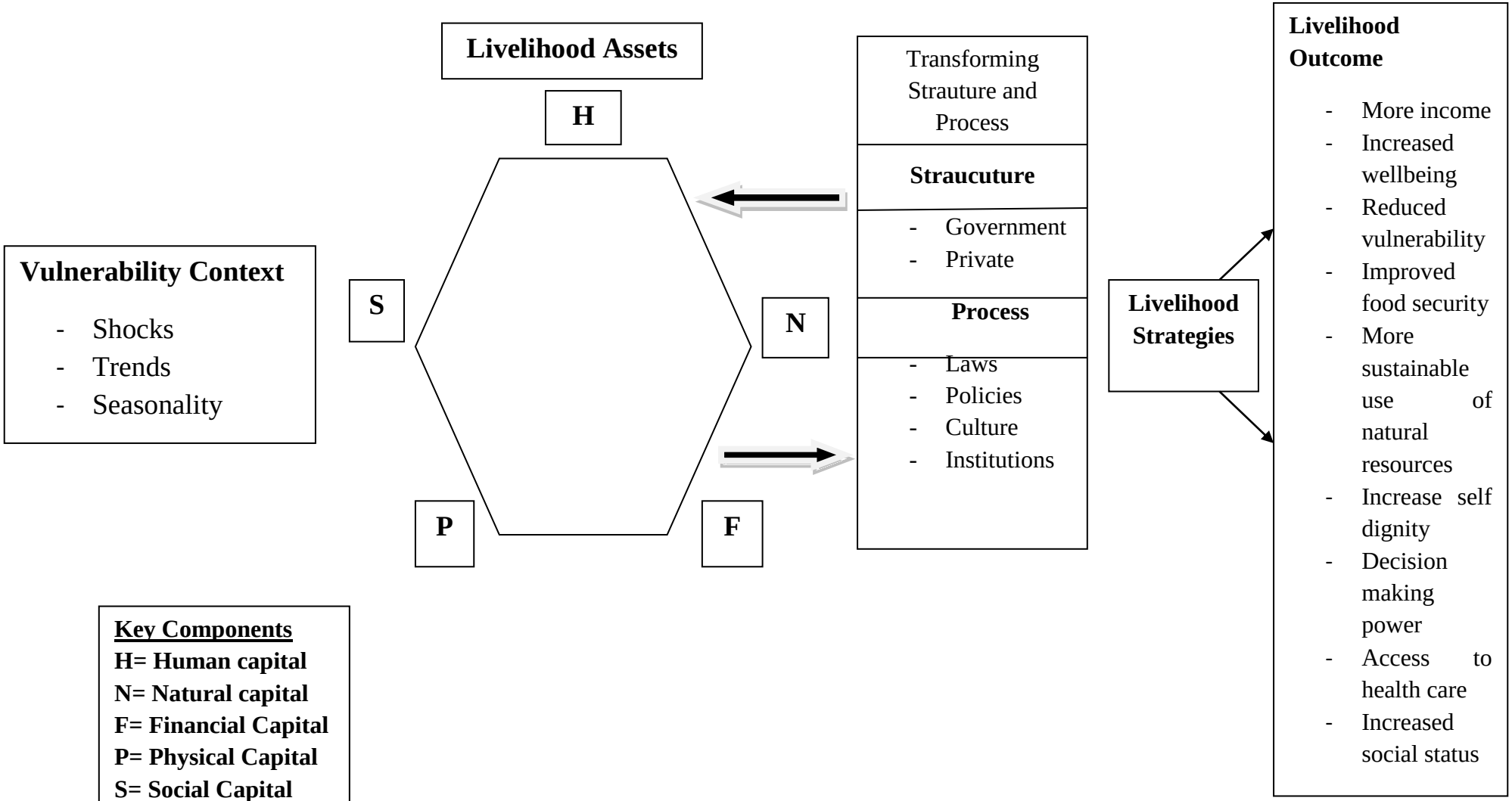

সারণি ৩.৩ লাইভলিহুড এপ্রোচ (Livelihood Approach)	
Human capital	Skill, Knowledge, Ability to labour, good health
Social capital	Increase self esteem, social dignity, networks, relationship with others
Financial capital	Salary, income, expenditure, savings, loan, demand and supply, assets
Physical capital	Transportation, Shelter, Housing, Canteen, Lift, Toilet, Machineries
Service capital	Accessibility, vulnerability, resilience, food security

সারণি ৩.৪ Application of the Framework to Physically Disable in Moitree Shilpa in Tongi Gazipur

Vulnerability context	Access to assets	Structures and process	Strategies	Outcome
- Economic shocks - Social shocks - Political shocks - Physical shocks - Financial shocks - Mental shocks	- Lack of education - Lack of training and entrepreneurship skills - Poor access to credit transportation - Poor access to market - Poor infrastructure system for disability - Lack of ownership of land, money - No entry for everywhere	- Empowerment and gender dynamics - Statutory/constitution - Laws - Policies - Culture - Institution	- Training - Employment - Income generating activites - Leadership development - Marketing - Production - Community networking - Creation market demand of production - More production - Modern technology - Giving information	- More income - Improved food security - Access to health care - Purchase of consumption - Decision making power - Increased social status - Increased well being - Reduced vulnerability

এই এপ্রোচটি সক্ষম প্রতিবন্ধি ব্যক্তিদের উন্নয়নের জন্য ব্যবহার করা যেতে পারে। এই এপ্রোচের মূল উদ্দেশ্য হলো দরিদ্র ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর মধ্যে যে ধরণের দৃষ্টিভঙ্গি বিদ্যমান বিশেষ করে প্রতিবন্ধীদের ক্ষেত্রে দারিদ্র্যের বোঝা লাঘব করে তাঁর মধ্যে যে প্রতিভা ও সক্ষমতা বিকাশ সাধন করে সমাজে স্বাভাবিক জীবন যাপনে সক্ষম করে তোলা। চ্যাম্বার ও কোনওয়ে (১৯৯২) এর মতে "Livelihood comprises the capabilities, assets and activities required for a means of living. A livelihood is sustainable when it copes with and recovers from stress and shocks and maintains or enhances its capabilities and assets both now and in the future…"

মানুষ বিভিন্ন কারণে যে কোন সময় প্রতিবন্ধিতার সম্মুখীন হতে পারে যা তাকে সাধারণ জীবনযাপন থেকে আলাদা করে ফেলতে পারে পাশাপাশি অক্ষম করে তুলতে পারে। তাঁর এই নাজুক অবস্থা থেকে সক্ষমতার মাধ্যমে বিকাশ সাধনে বাইরের বা অন্যের হস্তক্ষেপের মাধ্যমে জীবনমান উন্নয়ন করা। একজন প্রতিবন্ধি ব্যক্তির নাজুকতার অবস্থার প্রেক্ষিত থেকে বলা যায় যে, প্রতিবন্ধিতা এমন এক প্রকারের বাঁধা যা তাঁর জন্মগত সূত্রে বা অন্য কোন রোগাক্রান্তে হওয়ার প্রেক্ষিতে সৃষ্টি হতে পারে, যা তাঁর জীবনযাত্রা ও জীবিকা প্রবাহে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে থাকে এবং এ কারণে সে তাঁর কাঙ্ক্ষিত জীবন মান অর্জনে ব্যর্থ হয় যা তাদেরকে এক ভয়াবহ দারিদ্র্যময় জীবনের দিকে ঠেলে দেয়। সাস্টেইনেবল লাইভলিহুড এপ্রোচ এর প্রধান ও মূলে রয়েছে মানুষ। এখানে মানুষের সামর্থ/শক্তিকে পুঁজি বা সম্পদ হিসেবে বিবেচনা করা হয়। যা পরবর্তীতে মানুষের অর্জন হিসেবে সুষম জীবনযাত্রা নিশ্চিত করে। কিন্তু একটা নির্দিস্ট লক্ষ্য অর্জনে মানুষের সামর্থকে কাজে লাগানোর জন্যে আগে তৈরি করা দরকার, আর এজন্যে এই খাতে কিছু মাত্রায় সম্পদ প্রাথমিক ধাপেই বিনিয়োগ করা জরুরী। অর্থাৎ এই এপ্রোচ যে মানব মুলধন (Human capital) এর কথা বলে তাঁর আওতায় আছে (Skill, Knowledge, Ability to labour and good health) একইভাবে ভৌত পুজির কথাও বলা হয়েছে যার আওতায় আছে (Transport, Shelter House, Access to Information). অন্যদিকে এই এপ্রোচ আর্থিক পুজির কথাও উল্লেখ করেছেন যার আওতায় রয়েছে (Availability of Cash or Equivalent) যা মানুষকে পছন্দনীয় লাইভলিহুড কৌশল বেচে নিয়ে কাঙ্ক্ষিত জীবনমান উন্নয়নে সহায়তা করে। এই কৌশলটি প্রতিবন্ধি ব্যক্তিদের জীবনমান নিশ্চিত করার জন্যেও একইভাবে কাম্য। DFID প্রণীত Sustainable Livelihood Framework এ পুঁজিগুলোকে পর্যাপ্ত মাত্রায় বদল করার বিষয়ে গুরুত্ব দেয়া হয়েছে, যা মূলত একটি সমাজ বা দেশের প্রচলিত বা প্রবর্তিত প্রতিষ্ঠান, সংগঠন, নীতি ও আইন প্রণয়ন এর মাধ্যমে সংগঠিত হবে। Structures can be described as the hardware (private and public organizations) that set and implement policy and legislation deliver services, trade and perform all manner of other functions that affect livelihood (DFID; 2000).

প্রতিবন্ধীদের ক্ষেত্রে বিশেষ ও কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ সঙ্গত কারনেই কাম্য। প্রতিবন্ধকতাকে হেয় করে বা অবহেলা করে কাঙ্ক্ষিত Livelihood Outcome অর্জন ও দারিদ্র্য মুক্তির জন্য একটা দেশের সরকারি বা বেসরকারি উদ্যোগ গ্রহণ, আইন প্রণয়ন, নীতি প্রনয়নও কার্যকর প্রয়োগ সাধনের জন্য কাঠামোগত গঠনের প্রয়োজন সর্বাগ্রে। Livelihood strategies comprise the range and combination of activities and choices that people

undertake in order to achieve their livelihood goals (DFID; 2000). এই বিষয়টি মূলত একটি গতিশীল প্রক্রিয়া, যা মানুষের সমন্বিত কার্যক্রমের মাধ্যমে ভিন্ন ভিন্ন সময় ও ভিন্ন ভিন্ন ভৌগলিক অর্থনৈতিক ধাপের উঠা নামার সাথে ভিন্ন ভিন্ন রুপ পরিগ্রহণ করে। অন্যদিকে Livelihood Outcomes বলতে মূলত- More income (cash), increased wellbeing (health status, access to service, self-esteem etc.) reduce vulnerability (better resilience through increase in assets status), improved food security (increase in financial capital in order to buy food) প্রভৃতি। সমাজের প্রতিটা মানুষই লাইভলিহুড আউটকামগুলোর যথার্থ প্রাপ্তি নিজের ক্ষেত্রে নিশ্চিত করার লক্ষ্যে জীবন-যাপন প্রক্রিয়ার লড়ে চলে। মূলত একটি সুষম জীবন মান নিশ্চিত করতে কিংবা দারিদ্র্য মুক্তির লক্ষ্যে সাসটেইনেবল লাইভলিহুড এপ্রোচ-এ যে পরিমাণ পুঁজি বিনিয়োগের কথা বলা হয়েছে এবং ঐ পুঁজিগুলোকে একটা ভাসমান অবস্থান দূরীকরণের স্বার্থে দাড় করানোর জন্যে যে সরকারি, বেসরকারি ও ব্যক্তিগত কাঠামো তথা উদ্যোগ যা আবার নীতি, আইন, সংস্কৃতি প্রভৃতির মাধ্যমে লাইভলিহুড এসেট তৈরি করে দিতে ভূমিকা রাখে এবং এগুলোর মাধ্যমে চূড়ান্ত পর্যায়ে লাইভলিহুড আউটকাম অর্জনের স্বার্থে বিষয়টি বিবেচিত হয়েছে তা যে কোন সমাজের প্রতিবন্ধীদের দারিদ্র্য মুক্তির লক্ষ্যে বিবেচিত হতে পারে যথার্থভাবে।

Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats (SWOT)

মৈত্রী শিল্পের কার্যক্রম মূল্যায়নের ক্ষেত্রে গবেষণায় SWOT Analysis **করেছেন। সেক্ষেত্রে মৈত্রী শিল্পের অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক চক্ষ চিহ্নিতকরণ করেছেন। চলক চিহ্নিতকরণের পর চলকের সবল দিক, দুর্বল দিক, সুবিধা এবং হুমকি নিয়ে পুঙ্কানুপুঙ্কভাবে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। অভ্যন্তরীণ চলকের মধ্যে রয়েছে- জনবল, অবকাঠামো, কর্ম পরিবেশ, কর্ম সন্তুষ্টি, কর্মের উপকরণ ও আসবাবপত্র, পরিস্কার পরিছন্নতা, প্রতিবন্ধীদের প্রতি অন্যান্য কর্মকর্তা কর্মচারীদের আচার আচরণ, ব্যবহার, মনোভাব, সেবা প্রাপ্তির প্রক্রিয়া (সময়, ব্যয়, পরিদর্শন), আর্থিক ব্যবস্থাপনা, প্রচার প্রচারণা, বার্ষিক কার্যক্রম, উদ্বুদ্ধমূলক কার্যক্রম, সহশিক্ষা কার্যক্রম, পেশাগত সম্পর্ক, পদন্নোতি, বোনাস ও অন্যান্য সুবিধা। অন্যদিকে বাহ্যিক চলকের মধ্যে অন্তরভুক্ত বিষয়গুলো হল- বিদেশী সহায়তা/অনুদান, প্রতিবন্ধীদের সংখ্যা ও চাহিদা, বাইরের লোকজনের হীনমন্যতা, পুনর্বাসন ও ফলোআপ, কর্ম সৃষ্টি, কর্ম মূল্যায়ন, বাজারজাতকরণ, উৎপাদিত পণ্যের চাহিদা ও যোগান, অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের সাথে সমন্বয়, বিনোদনের সুযোগ সুবিধা, এবং অন্যান্য বিষয়াবলী।**

SWOT			
Strengths	Weaknesses	Opportunities	Threats
অভ্যন্তরীণ চলক		বাহ্যিক চলক	
- জনবল - অবকাঠামোগত উন্নয়ন - কর্ম পরিবেশ - কর্ম সন্তুষ্টি - কর্মের উপকরণ আসবাবপত্র ও অন্যান্য - পরিস্কার পরিছন্নতা - প্রতিবন্ধীবান্ধব - প্রতিবন্ধীদের প্রতি অন্যান্য কর্মকর্তা কর্মচারীদের আচার আচরণ, ব্যবহার, মনোভাব - সেবা প্রাপ্তির প্রক্রিয়া (সময়, ব্যয়, পরিদর্শন) - দক্ষ জনবল - আর্থিক ব্যবস্থাপনা - প্রচার প্রচারণা - বার্ষিক কার্যক্রম - উদ্বুদ্ধমূলক কার্যক্রম - সহশিক্ষা কার্যক্রম - পেশাগত সম্পর্ক - পদন্নোতি, বোনাস ও অন্যান্য সুবিধা	- জনবল - অবকাঠামোগত উন্নয়ন - কর্ম পরিবেশ - কর্ম **সন্তুষ্টি** - কর্মের উপকরণ আসবাবপত্র ও অন্যান্য - পরিস্কার পরি**ছ**ন্নতা - প্রতিবন্ধীবান্ধব - প্রতিবন্ধীদের প্রতি অন্যান্য কর্মকর্তা কর্মচারীদের আচার আচরণ, ব্যবহার, মনোভাব - সেবা প্রাপ্তির প্রক্রিয়া (সময়, ব্যয়, পরিদর্শন) - দক্ষ জনবল - আর্থিক ব্যবস্থাপনা - প্রচার প্রচারণা - বার্ষিক কার্যক্রম - উদ্বুদ্ধমূলক কার্যক্রম - সহশিক্ষা কার্যক্রম - পেশাগত সম্পর্ক - পদন্নোতি, বোনাস ও অন্যান্য সুবিধা	- **বিদেশী সহায়তা/অনুদান** - **প্রতিবন্ধীদের সংখ্যা ও চাহিদা** - **বাইরের লোকজনের হীনমন্যতা** - **পুনর্বাসন ও ফলোআপ** - **কর্ম সৃষ্টি** - **কর্ম মূল্যায়ন** - **বাজারজাতকরণ** - **উৎপাদিত পণ্যের চাহিদা ও যোগান** - **অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের সাথে সমন্বয়** - **বিনোদনের সুযোগ সুবিধা** - **অন্যান্য**	- **বিদেশী সহায়তা/অনুদান** - **প্রতিবন্ধীদের সংখ্যা ও চাহিদা** - **বাইরের লোকজনের হীনমন্যতা** - **পুনর্বাসন ও ফলোআপ** - **কর্ম সৃষ্টি** - **কর্ম মূল্যায়ন** - **বাজারজাতকরণ** - **উৎপাদিত পণ্যের চাহিদা ও যোগান** - **অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের সাথে সমন্বয়** - **বিনোদনের সুযোগ সুবিধা** - **অন্যান্য**

সারণি ৩.৫ SWOT Analysis

চতুর্থ অধ্যায়- গবেষণার পদ্ধতি

৪.১ গবেষণার মূল পদ্ধতি বা এপ্রোচ

বর্তমান গবেষণাটি মূলত প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম মূল্যায়ন সম্পর্কিত গবেষণা। গবেষণায় গুনগত ও পরিমাণগত এপ্রোচ যৌথভাবে ব্যবহার করা হয়েছে। প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম মূল্যায়নের জন্য গবেষণার গুণগত এপ্রোচ বেশীরভাগ ক্ষেত্রে ব্যবহার করে গবেষণা কর্মটি পরিচালনা করা হয়েছে পাশাপাশি মৈত্রী শিল্পে যেসকল প্রতিবন্ধী কাজ করছেন তাদের কাছ থেকে মতামত গ্রহণের মাধ্যমে মুল্যায়নের জন্য পরিমাণগত এপ্রোচ ব্যবহার করা হয়েছে। তবে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে কোন প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম মূল্যায়নের জন্য গবেষণার গুনগত এপ্রোচ অনেক বেশী কার্যকর। এছাড়া প্রাথমিক ও গৌণ উভয় উৎস থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হবে। গবেষণার গুনগত এপ্রোচের মূল পদ্ধতি হিসেবে কেস স্টাডি (Case Study), ফোকাস দল আলোচনা (Focus Group Discussion-FGD) ও মূল তথ্যদাতার সাক্ষাতকার (Key Informants Interview-KIIs) ব্যবহার করা হয়েছে। পরিমাণগত এপ্রোচের জন্য সামজিক নমুনা জরিপ পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়েছে। তথ্য সংগ্রহের সময় সামাজিক নমুনা জরিপের জন্য কাঠামোবদ্ধ সাক্ষাৎকার অনুসূচী এবং কেস স্টাডি, ফোকাস দল আলোচনা ও মূল তথ্যদাতার সাক্ষাতকার নির্দেশিকা ব্যবহার করা হয়েছে।

৪.২ তথ্য সংগ্রহের উৎস সমূহ

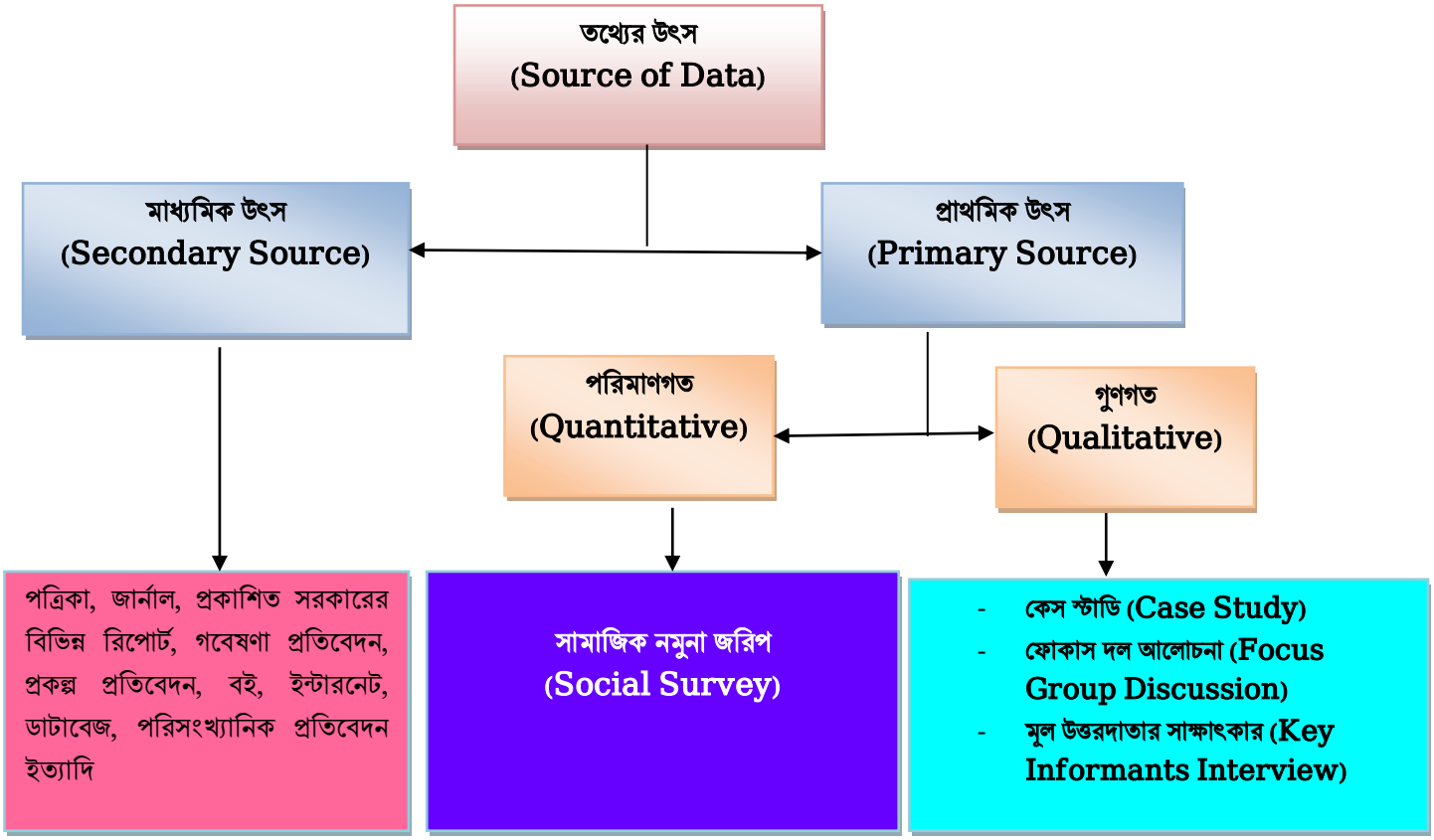

চিত্র ৪.১ তথ্য সংগ্রহের উৎস সমূহ

৪.৩ গবেষণার এলাকা, নমুনায়ন ও নমুনা নির্বাচন

উক্ত গবেষণায় পরিমাণগত তথ্যের জন্য উদ্দেশ্যমূলক নমুনায়নের মাধ্যমে ৫০ জন প্রতিবন্ধী ব্যক্তির কাছ থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। সেক্ষেত্রে নমুনা নির্বাচনের ক্ষেত্রে মৈত্রী শিল্পে কর্মরত প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের প্রতিবন্ধিতার ধরণ, মাত্রা, পদ মর্যাদা, বয়স, লিঙ্গ ইত্যাদি বৈশিষ্ট্য বিবেচনা করে উদ্দেশ্যমূলকভাবে নির্বাচন করা হয়েছে। যা মৈত্রী শিল্পে কর্মরত ২০০ জন কর্মকর্তা/কর্মচারীর মধ্যে প্রতিনিধিত্ব করে। মূলত যে সমস্ত প্রতিবন্ধী ব্যক্তি মৈত্রী শিল্প থেকে প্রশিক্ষণ গ্রহণের পর মৈত্রী শিল্পে যোগদান করেছেন তাদের কাছ থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। গুনগত তথ্যের জন্য যে সকল শারীরিক প্রতিবন্ধী (৫ জন), বাক ও শ্রবণ প্রতিবন্ধী (২ জন), আংশিক দৃস্টি প্রতিবন্ধী (১ জন), এবং বিক্রয় প্রতিনিধি (২ জন) জনবল হিসেবে নিয়োগ পেয়েছেন তাদের কাছ থেকে কেস স্টাডির মাধ্যমে প্রাথমিক তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। এছাড়া মৈত্রী শিল্পে কর্মরত কর্মকর্তা, কর্মচারী, সেবা গ্রহীতা, প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের নিয়ে ০২টি ফোকাস দল আলোচনা পরিচালনা করা হয়েছে। পাশাপাশি মৈত্রী শিল্পে কাজ করে এই ধরণের ০৪ জন স্টেকহোল্ডারদের কাছ থেকে মূল তথ্যদাতার সাক্ষাতকার নেয়া হয়েছে।

সারণি ৪.১ গবেষণার এপ্রোচ, পদ্ধতি, নমুনা ও তথ্য সংগ্রহের কৌশল

গবেষণার মূল এপ্রোচ	গবেষণায় ব্যবহৃত পদ্ধতি সমূহ	নমুনা	তথ্য সংগ্রহের কৌশল
পরিমাণগত এপ্রোচ	**সামাজিক নমুনা জরিপ**	৫০ জন প্রতিবন্ধী ব্যক্তি যারা মৈত্রী শিল্পে কাজ করছেন (বয়স, শিক্ষা, পদমর্যাদা, প্রতিবন্ধিতার ধরণ, মাত্রা অনুযায়ী উদ্দেশ্যমূলকভাবে নমুনা নির্বাচন করা হয়েছে)	কাঠামোবদ্ধ সাক্ষাৎকার অনুসূচীর মাধ্যমে সরাসরি সাক্ষাৎকার গ্রহণ
গুনগত এপ্রোচ	**কেস স্টাডি**	শারীরিক প্রতিবন্ধী- ৫ জন বাক ও শ্রবণ প্রতিবন্ধী- ২ জন আংশিক দৃষ্টি প্রতিবন্ধী- ১ জন বিক্রয় প্রতিনিধি- ২ জন	কেস স্টাডি নির্দেশিকার মাধ্যমে সরাসরি সাক্ষাৎকার গ্রহণ
	ফোকাস দল আলোচনা	২ টি (অংশগ্রহণকারী- প্রতিবন্ধী ব্যক্তি, কর্মকর্তা ও কর্মচারী মৈত্রী শিল্প, পরিবেশক বা ডিলার, মৈত্রী শিল্পের সেবা গ্রহীতা ও অন্যান্য)	ফোকাস দল আলোচনার নির্দেশিকার মাধ্যমে সরাসরি মতামত গ্রহণ
	মূল তথ্যদাতার সাক্ষাতকার	নির্বাহী পরিচালক-১ জন প্রশিক্ষক- ১ জন বাণিজ্যিক কর্মকর্তা-১ জন বিপণন কর্মকর্তা- ১ জন	মূল তথ্যদাতার সাক্ষাতকার নির্দেশিকার মাধ্যমে সরাসরি মতামত গ্রহণ

৪.৪ তথ্য সংগ্রহের কৌশল

- ***ফোকাস দল আলোচনা-*** বর্তমান গবেষণায় ফোকাস দল আলোচনার মাধ্যমে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্যে প্রদেয় মৈত্রী শিল্পের সেবার কার্যকারিতা, প্রভাব, সীমাবদ্ধতা খুজে বের করা এবং সেবার মান বৃদ্ধির জন্যে সুপারিশমালা প্রদান করা হয়েছে। এই গবেষণায় ২ টি ফোকাস দল আলোচনা সম্পন্ন করা হবে। প্রত্যক ফোকাস দল আলোচনায় সর্বোচ্চ ১০ জন অংশগ্রহণকারী (প্রতিবন্ধী ব্যক্তি, কর্মকর্তা ও কর্মচারী মৈত্রী শিল্প, পরিবেশক বা ডিলার, মৈত্রী শিল্পের সেবা গ্রহীতা ও অন্যান্য) অংশগ্রহণ করেছেন। এই ফোকাস দল আলোচনা পরিচালনার জন্য ফোকাস দল আলোচনা নির্দেশিকা প্রস্তুত করা হয়েছে। প্রত্যক আলোচনায় একজন ফ্যাসিলিটেটর এবং একজন নোট সংগ্রহকারী ছিল যারা উক্ত আলোচনা সুন্দরভাবে পরিচালনা করেছেন। ফ্যাসিলিটেটর ফোকাস দল আলোচনা পরিচালনা করেছেন এবং নোট সংগ্রহকারী গুরুতবপূর্ণ তথ্য সংগ্রহ করেছেন লিখিত এবং মৌখিকভাবে এবং অংগশগ্রহণকারীর প্রত্যক তথ্য গোপনীয়তার সহিত সংরক্ষণ করা হয়েছে।
- ***কেস স্টাডি-*** গবেষণায় গুনগত তথ্য সংগ্রহের জন্যে ১০টি কেস স্টাডি সম্পন্ন করা হয়েছে। উক্ত কেস স্টাডির মাধ্যমে মৈত্রী শিল্প থেকে সেবা প্রাপ্ত প্রতিবন্ধী ব্যক্তি বা তার পরিবারের সামগ্রিক বিষয় সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে পাশাপাশি প্রাপ্ত সেবার কি কি সুবিধা এবং অসুবিধা আছে সেগুলো চিহ্নিত করা হয়েছে। কেস স্টাডি পরিচালনার জন্যে কেস স্টাডি নির্দেশিকা প্রস্তুত করা হয়েছে।
- ***পূর্ব পরীক্ষণ-*** গবেষণায় ব্যবহৃত তথ্য সংগ্রহের পরিমাণগত এবং গুনগত কৌশলগুলো গবেষণা এলাকায় পূর্ব পরীক্ষণ করা হয়েছে। পূর্ব পরীক্ষণ করার পর কৌশলগুলো যাচাই বাছাই করে সংযোজন এবং পরিমার্জন করে চূড়ান্ত তথ্য সংগ্রহের জন্য প্রস্তুত করা হয়েছে।
- ***প্রশিক্ষণ-*** মাঠ পর্যায়ে তথ্য সংগ্রহের জন্য কিছু তথ্য সংগ্রহকারী নির্বাচন করে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। উক্ত প্রশিক্ষণে গবেষণার উদ্দেশ্য, পদ্ধতি, তথ্য সংগ্রহের কৌশলগুলো সম্পর্কে পূর্নাঙ্গ ধারণা দেয়া হয়েছে। কিভাবে তথ্য সংগ্রহ করবে সে সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহকারীকে কাঠামোবদ্ধ সাক্ষাৎকার অনুসূচী সম্পর্কে নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে এবং কিভাবে উত্তরদাতার কাছ থেকে তথ্য সংগ্রহ করবে, কিভাবে প্রশ্ন করবে, উত্তর কিভাবে রেকর্ড করবে এবং সাক্ষাৎকার কিভাবে শেষ করবে ইত্যাদি বিষয় নিয়ে পরামর্শ প্রদান করা হয়েছে।
- ***মাঠ পর্যায়ে সাক্ষাৎকার অনুসূচী সংশোধন ও পরিমার্জন-*** মাঠ পর্যায়ে তথ্য সংগ্রহের সময় তথ্য সংগ্রহে কোন রকম ভুলভ্রান্তি সংঘটিত হলে সাথে সাথে সংশোধন করে পুনরায় তথ্য সংগ্রহে মনোনিবেশ করা হয়েছে। অথবা কোন পূরণকৃত সাক্ষাৎকার অনুসূচিতে ভুলভ্রান্তি হলে পুনরায় সংশোধন করে তথ্য সংগ্রহ কার্যক্রম চালিয়ে যাওয়া হয়েছে।

৪.৫ তথ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ, বিশ্লেষণ ও ফলাফল উপস্থাপন

প্রাপ্ত উপাত্ত যথাযথভাবে সম্পাদন করা হয়েছে। উপাত্তের সকল ধরণের ভুলত্রুটি সম্পাদনের পর বিশ্লেষণের জন্য পরিসংখ্যানিক পদ্ধতি সামাজিক বিজ্ঞানের জন্য পরিসংখ্যানগত প্যাকেজ প্রোগ্রাম (Statistical Package for the Social Sciences-SPSS) ব্যবহার করা হয়েছে। উক্ত প্যাকেজ প্রোগ্রাম ব্যবহারের মাধ্যমে বিভিন্ন বৈশিষ্টের ভিত্তিতে শ্রেণীকরণ, সারণীকরণ, দ্বি-চলক বিশিষ্ট ছক তৈরি করে তুলনামূলক বিশ্লেষণ, কেন্দ্রীয় প্রক্রিয়াকরণ যেমন- গড়, মধ্যক, প্রচুরক নির্ণয়, শতকরা নির্ণয়, দুইটি বা তার অধিক চলকের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক নির্ণয়, কোরিলেশন দেখানোর মাধ্যমে উপাত্ত বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

বিশ্লেষিত উপাত্ত ছক, সারণি, চিত্র, বার ডায়াগ্রাম, পাই চিত্র, তথ্য চিত্র ইত্যাদির মাধ্যমে সুন্দরভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে এবং প্রাপ্ত তথ্য যথাযথভাবে সম্পাদনের মাধ্যমে SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, and Threats) এপ্রোচের মাধ্যমে এবং থিমাটিক বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

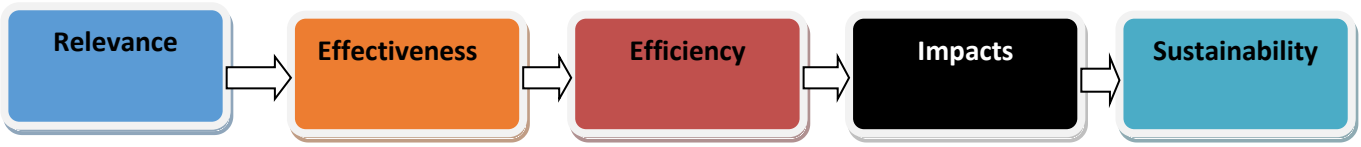

উক্ত গবেষণায় তথ্য বিশ্লেষণের জন্য নিচের ট্রাইএঙ্গুলেশন মেথড ব্যবহার করা হবে যাতে গবেষণার প্রাথমিক ও গৌন তথ্য বিশ্লেষণে সমন্বয় থাকে।

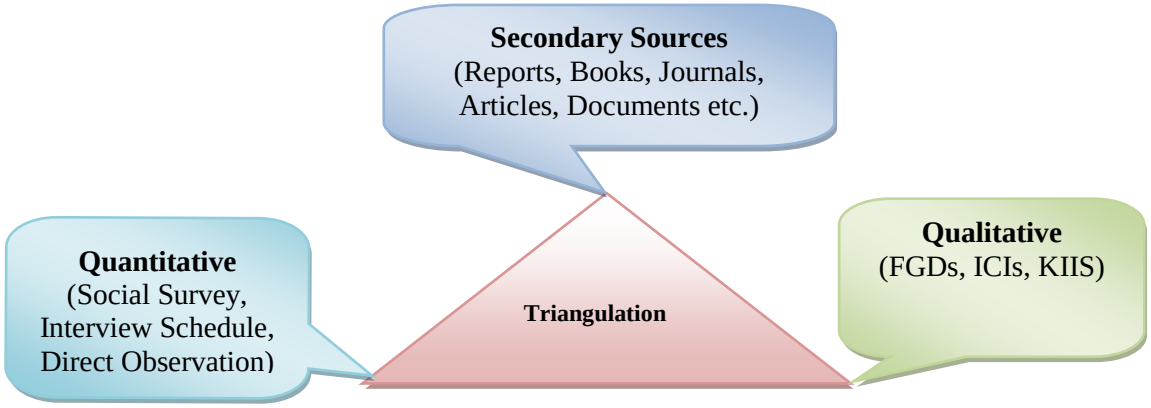

চিত্র ৪.২ ট্রাইএঙ্গুলেশন পদ্ধতি

৪.৬ গবেষণার নৈতিক মানদণ্ড

গবেষণাটি পরিচালনা করতে গিয়ে গবেষণার কিছু নৈতিক মানদণ্ড মেনে চলতে হয়েছে তার মধ্যে অন্যতম হল-

- লিখিত অনুমতি নেওয়া সাপেক্ষে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে (Written Approval);
- উত্তরদাতার কাছে গবেষণার উদ্দেশ্য এবং উপকারিতা সম্পর্কে ব্যাখ্যা করা হয়েছে (Explain the objectives of the study);
- সকল সাক্ষাৎকার প্রদানকারী এবং অংশগ্রহণকারীর মৌখিক সম্মতি নেয়া হয়েছে (Take verbal consent from the respondents);
- তথ্য প্রদানকারীর গোপনীয়তা রক্ষার জন্যে গবেষক দল সকল অংশগ্রহণকারীর ছদ্মনাম ব্যবহার করেছেন (Using pseudo name and maintaining with confidentiality);
- তথ্যের গোপনীয়তা রক্ষার জন্যে তথ্য সংগ্রহকারী শুধুমাত্র উত্তরদাতার (প্রতিবন্ধী ব্যক্তি) কাছ থেকে তথ্য সংগ্রহ করেছেন এবং অন্য কোন ব্যক্তির হস্তক্ষেপ গ্রহণযোগ্য হয় নি (No intervention from others); এবং
- মিথ্যা তথ্য বা ভূল তথ্য পরিহার করা হয়েছে এবং ক্রস চেক করা হয়েছে (Avoid fraud and wrong information as well as cheque cross-cutting)।

পঞ্চম অধ্যায়- গবেষণার প্রাপ্ত ফলাফল উপস্থাপন এবং বিশ্লেষণ

পরিমাণগত তথ্য বিশ্লেষণ ও উপস্থাপন

প্রতিবন্ধি ব্যক্তিদের জীবনমান উন্নয়নে মৈত্রী শিল্পের কতটুকু প্রভাব রয়েছে তা এই গবেষণার মাধ্যমে নিরূপণ করা হয়েছে। উক্ত গবেষণার মূল উদ্দেশ্য হলো প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জীবনমান উন্নয়নে মৈত্রী শিল্পের কার্যক্রম কি ধরনের এবং কতটুকু প্রভাব (কর্মসংস্থান, আয়, প্রশিক্ষণ, অর্থনৈতিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে) ফেলছে তা চিহ্নিতকরণের মাধ্যমে ভবিষ্যৎ দিকনির্দেশনা প্রদান করা। সে ক্ষেত্রে মৈত্রী শিল্প প্রতিষ্ঠানের প্রদানকৃত সেবার ধরন, প্রকৃতি, পরিধি, জনবল কাঠামো এবং ব্যবস্থাপনা, আর্থিক দিক নিয়ে SWOT Analysis করা হয়েছে। তথ্য সংগ্রহের জন্য সেমি স্ট্রাকচার প্রশ্নপত্র ব্যবহার করে মৈত্রী শিল্পে কর্মরত প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের উপর জরিপ পরিচালনা করা হয়েছে অন্যদিকে অধিকতর ব্যাখ্যা এবং গভীর পর্যালোচনার লক্ষ্যে কেস স্টাডি KIIS এবং FGD এর মাধ্যমে গুণগত তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। Livelihood Approach এর মাধ্যমে মৈত্রী শিল্প থেকে সেবা প্রাপ্ত প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের আর্থ-সামাজিক অবস্থা পূর্বের এবং বর্তমান (পেশা, আয়, ব্যয়, সঞ্চয়, ঋণ, সম্পদ, প্রশিক্ষণ, চিকিৎসা, পুনর্বাসন, চিত্ত বিনোদন, সামাজিক মর্যাদা ইত্যাদি) সম্পর্কে প্রাপ্ত তথ্য বিশ্লেষন করা হয়েছে।

৫.১ উত্তরদাতা এবং উত্তরদাতার পারিবারিক, জনমিতিক ও ভৌত-অবকাঠামোগত তথ্যাবলী

সারণি ৫.১.১ খানা প্রধান সম্পর্কিত তথ্য

উত্তরদাতা কি খানা প্রধান	গণসংখ্যা	শতকরা হার
হ্যাঁ	৪৩	৮৬.০
না	৭	১৪.০
মোট	৫০	১০০
খানা প্রধান না হলে, খানা প্রধানের সাথে সম্পর্ক		
পিতা	১	১৪.৩
সন্তান	৪	৫৭.১
ভাই	২	২৮.৬
মোট	০৭	১০০

উত্তরদাতাদের জনমিতিক ও পারিবারিক তথ্যাবলী সম্পর্কিত বিশ্লেষণে দেখা যাচ্ছে উত্তরদাতাদের মধ্যে খানা প্রধানের ভূমিকা পালন করছেন ৮৬ জন। খানা প্রধান নয় এমন উত্তরদাতার সংখ্যা হচ্ছে শতকরা ১৬ জন। এক্ষেত্রে খানা প্রধানের সাথে তাদের সম্পর্ক হচ্ছে সন্তান অথবা ভাই অথবা পিতা কিন্তু পরিবারের মূল দায়িত্বে নাই।

সারণি ৫.১.২ উত্তরদাতার আদি-নিবাস সম্পর্কিত তথ্যাবলী

বিভাগ	গণসংখ্যা	শতকরা হার
ঢাকা	২৯	৫৮.০
চট্টগ্রাম	১	২.০
খুলনা	৭	১৪.০
বরিশাল	২	৪.০
রাজশাহী	৪	৮.০
রংপুর	২	৪.০
ময়মনসিংহ	৫	১০.০
মোট	৫০	১০০.০

উত্তরদাতাগণের আদি-নিবাস সংক্রান্ত তথ্য বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, ৫০ জন উত্তরদাতার মধ্যে সর্বোচ্চ ২৯ জন ঢাকা বিভাগের বাসিন্দা এবং এ ধরণের উত্তরদাতার শতকরা হার ৫৮ শতাংশ, উল্লেখ্য যে ঢাকা বিভাগের অধিকাংশ উত্তরদাতা গাজীপুর জেলার বাসিন্দা। সর্বনিম্ন উত্তরদাতার সংখ্যা পাওয়া যায় চট্টগ্রাম বিভাগে, এক্ষেত্রে একজন মাত্র উত্তরদাতার আদি নিবাস চট্টগ্রাম এবং এর শতকরা হার ২%। শতকরা (১৪%) দ্বিতীয় সর্বোচ্চ উত্তরদাতার আদি নিবাস খুলনা বিভাগে, ময়মনসিংহ বিভাগ এবং রাজশাহী বিভাগ থেকে আগত উত্তরদাতার হার যথাক্রমে ১০% ও ৮%। বরিশাল বিভাগ ও রংপুর বিভাগ থেকে এসেছেন উত্তরদাতা সমসংখ্যক এবং শতকরা হার ৪%। প্রাপ্ত তথ্য অনুসারে, উত্তরদাতাগণের মধ্যে সকল বিভাগের অংশগ্রহণ থাকলেও ঢাকা বিভাগের সুস্পষ্ট প্রাধান্য পরিলক্ষিত হয় এবং মৈত্রীশিল্প গাজীপুরে অবস্থিত হওয়ায় অধিকাংশ উত্তরদাতা গাজীপুর থেকে আগত।

সারণি ৫.১.৩ উত্তরদাতার লিঙ্গ, ধর্ম এবং বয়স সম্পর্কিত তথ্যাবলী

লিঙ্গ	**গণসংখ্যা**	**শতকরা হার**
পুরুষ	৪৮	৯৬.০
মহিলা	২	৪.০
মোট	৫০	১০০
ধর্ম		
ইসলাম	৪৪	৮৮.০
হিন্দু	৫	১০.০
খ্রিস্টান	১	২
মোট	৫০	১০০
বয়স		
১০-১৯	১	২.০৪
২০-২৯	১২	২৪.৪৮
৩০-৩৯	২০	৪০.৮১
৪০-৪৯	১২	২৪.৪৮
৫০-৫৯	৪	৮.১৬
মিসিং	১	২.০৪
মোট	৫০	১০০

উত্তরদাতার লিঙ্গের ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে শতকরা ৯৬ জন উত্তরদাতা পুরুষ এবং শতকরা ৪ জন উত্তরদাতা নারী। KIIs থেকে জানা যায় যে মৈত্রী শিল্পে ২০০ জন কর্মকর্তা অথবা কর্মচারী কর্মরত রয়েছেন। **এরমধ্যে মোট কর্মরত নারীর সংখ্যা হচ্ছে ৫ জন।** ১ জন কম্পিউটার অপারেটর, ১ জন বিতরণ ও সেলসে আছেন, ২ জন ক্লিনার হিসেবে কাজ করেন এবং ১ জন অফিস সহকারী।

ধর্মের ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে যে শতকরা ৮৮ জন ইসলাম ধর্মালম্বী, সনাতন ধর্মে বিশ্বাসী শতকরা ১০ জন। এবং মাত্র শতকরা ২ জন খ্রিস্টান ধর্মালম্বী।

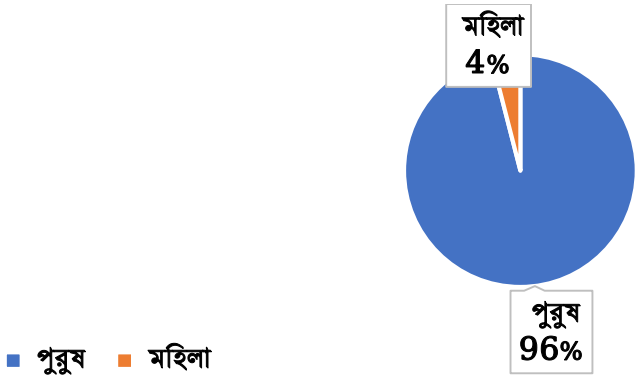

চিত্র ৫.১ উত্তরদাতার লিঙ্গ সম্পর্কিত তথ্যাবলী

উত্তর দাতাদের বয়স সংক্রান্ত তথ্য দেখা যাচ্ছে যে সর্বোচ্চসংখ্যক উত্তরদাতার বয়স ৩০-৩৯ বছর বয়সের মধ্যে। এদের সংখ্যা হচ্ছে শতকরা ৪০.৮১ জন । এরপরে শতকরা ২৪.৪৮ জন উত্তরদাতার বয়স হচ্ছে ৪০ থেকে ৪৯ বছরের মধ্যে । একইভাবে শতকরা ২৪.৪৮ জন উত্তরদাতার বয়স হচ্ছে ২০ থেকে ২৯ বছরের মধ্যে এবং শতকরা ৮ জন উত্তরদাতার বয়স সীমা রয়েছে ৫০ থেকে ৫৯ বছরের মধ্যে । **উত্তরদাতাদের গড় বয়স হচ্ছে ৩৭.৬৩ বছর।**

সারণি ৫.১.৪ উত্তরদাতার বৈবাহিক অবস্থা, শিক্ষাগত যোগ্যতা এবং পেশা সম্পর্কিত তথ্যাবলী

বৈবাহিক অবস্থা	**গণসংখ্যা**	**শতকরা হার**
অবিবাহিত	১০	২০.০
বিবাহিত	৩৯	৭৮.০
বিধবা/বিপত্নিক	১	২.০০
মোট	**৫০**	**১০০.০**
শিক্ষাগত যোগ্যতা		
পড়তে পারে	১	২.০
প্রাথমিক	৪	৮.০
জে এস সি	২৮	৫৬.০
এস এস সি	৪	৮.০
এইচ এস সি	২	৪.০
স্নাতক	৫	১০.০
স্নাতকোত্তর	২	৪.০
পাওয়া যায়নি	৪	৮.০
মোট	**৫০**	**১০০**
পেশা		
চাকুরি(সরকারি/বেসরকারি)	৫০	১০০

বিবাহ সংক্রান্ত তথ্যাবলী

উত্তরদাতাদের বৈবাহিক মর্যাদা সম্পর্কিত তথ্যে দেখা যাচ্ছে যে, **বেশিরভাগ উত্তরদাতাই বিবাহিত** এবং এদের **সংখ্যা হচ্ছে শতকরা ৭৮ জন।** অপরদিকে শতকরা ২০ জন উত্তরদাতা অবিবাহিত এবং শতকরা দুইজন উত্তরদাতা বিধবা অথবা বিপত্নীক আছেন। কেস স্টাডি থেকে প্রাপ্ত তথ্য থেকে জানা যায়, অধিকাংশ উত্তরদাতা জানান বিবাহের ক্ষেত্রে নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি ছিল এবং এখন পর্যন্ত সমাজে অনেকে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সাথে বৈবাহিক বন্ধনে আবদ্ধ হতে চায় না, পরিবার সহজভাবে গ্রহণ করে না, আত্মীয়-স্বজন নানা ধরনের কটুক্তি করে । এক্ষেত্রে ওয়ার্কারদের প্রশিক্ষণ বিভাগে কর্মরত জনাব আজিজুর রহমান খান বলেন যে -

"আমি শারীরিক ভাবে সামান্য সমস্যাগ্রস্থ, আমার হাটুতে একটু সমস্যা। এ কারণে আমার ভাইয়ের সাথে কোন পরিবারের মেয়ে বিয়ে দিতে চায়নি" । এক্ষেত্রে পরিচ্ছন্নতাকর্মী জোবায়দা খাতুন বলেন -

"মৈত্রী শিল্পে কাজ করতে এসে জনাব জহিরুল ইসলাম এর সাথে পরিচয় হয়, সে অপারেটর সহকারি হিসেবে কাজ করে, যখন আমাকে পছন্দ করেছে তখন আমার শাশুড়ি বিয়েতে রাজি হয়নি কারণ বলেছিল মেয়ের ছেলে-মেয়ে প্রতিবন্ধী হবে, ভবিষ্যৎ বংশধর আবার প্রতিবন্ধী হবে। পরে নির্বাহী সচিব স্যার আমাদের বিবাহের ব্যবস্থা করেন" ।

সুতরাং একজন নারী যিনি প্রতিবন্ধী সন্তান জন্ম দিয়েছেন, তিনিও তার ছেলেকে আরেকজন প্রতিবন্ধী নারীর সাথে বিবাহ দিতে চান না। এফজিডি, কেস স্টাডি এবং কেআইআইএস থেকে প্রাপ্ত তথ্যে বেশির ভাগ উত্তরদাতা বিবাহের ক্ষেত্রে নানা জটিলতা, নেতিবাচক সম্পর্ক, কটুক্তি, ও অপ্রত্যাশিত আচরণের অভিজ্ঞতা বর্ণনা করেছেন ।

বিবাহ সম্পর্কে মোহাম্মদ ফিরোজ মিনা জানান যে -

"মূলত আমার বিয়ে হয়েছে মৈত্রী শিল্প চাকুরী পাওয়ার কারণে, চাকরি পাওয়ার আগে অনেক বিয়ে করার চেষ্টা করেছিলাম কিন্তু প্রতিবন্ধিতার কারণে কাজ করতে পারি নাই, আমার বিয়ে করাও হয়নাই। এখন চাকরি থাকায় বিয়ের পর আত্মীয়-স্বজন ও শ্বশুরবাড়ির লোকজন সম্মান করে"।

অপরদিকে সুমন মিয়া এখনো অবিবাহিত, এপ্রসঙ্গে সে জানায় যে –

"এখন বিয়ে করার কোনো পরিকল্পনা নেই, কারণ নিজেকে আরো বেশী প্রতিষ্ঠা করতে হবে । আমার জন্য এখন অনেক বিয়ের প্রস্তাব আসে, কারন আমার একটি ভালো চাকরি আছে । যদি আমি মৈত্রী শিল্পে চাকরি না করতাম তাহলে আমার পক্ষে বিয়ে করা সম্ভব হত না, কারণ প্রতিবন্ধী বলে কেউ আমার সাথে মেয়ের বিয়ে দিত না"।

কেস স্টাডি থেকে প্রাপ্ত গুণগত তথ্যে দেখা যায় যে, **প্রায় সকল উত্তরদাতা বিয়ের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধীতার কারণে বাধা ও নেতিবাচক অবস্থার সম্মুখীন হয়েছিল**। কিন্তু মৈত্রী শিল্পে কর্মসংস্থান থাকাতে এখন আর ততটা বাধাগ্রস্ততার শিকার হচ্ছেন না বরং কর্মে নিয়োজিত আছেন বলে অনেকেই এখন বিয়ে দিতে আগ্রহী হয়েছে । এক্ষেত্রে পুরুষ বা নারী যেই হোক না কেন প্রচলিত সমাজ ব্যবস্থায় পঙ্গু ব্যক্তির বিবাহের ক্ষেত্রে নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি ভাব বিরাজমান রয়েছে।

শিক্ষাগত যোগ্যতা

উত্তরদাতার শিক্ষাগত যোগ্যতার ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে যে সর্বোচ্চসংখ্যক উত্তরদাতা পড়াশোনা করেছেন অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত। এদের সংখ্যা হচ্ছে শতকরা ৫৬ জন এবং এরপরের ক্রমেই রয়েছে শতকরা ১০ জন এস এস সি ও শতকরা ৮ জন প্রাথমিক বিদ্যালয় শেষ

করেছেন। স্নাতকোত্তর ডিগ্রি সম্পন্ন করেছেন শতকরা চারজন উত্তরদাতা। শতকরা ৮ শতাংশ এর থেকে কোনো উত্তর পাওয়া যায়নি এবং তারা হচ্ছে মূক ও বধির প্রতিবন্ধী।

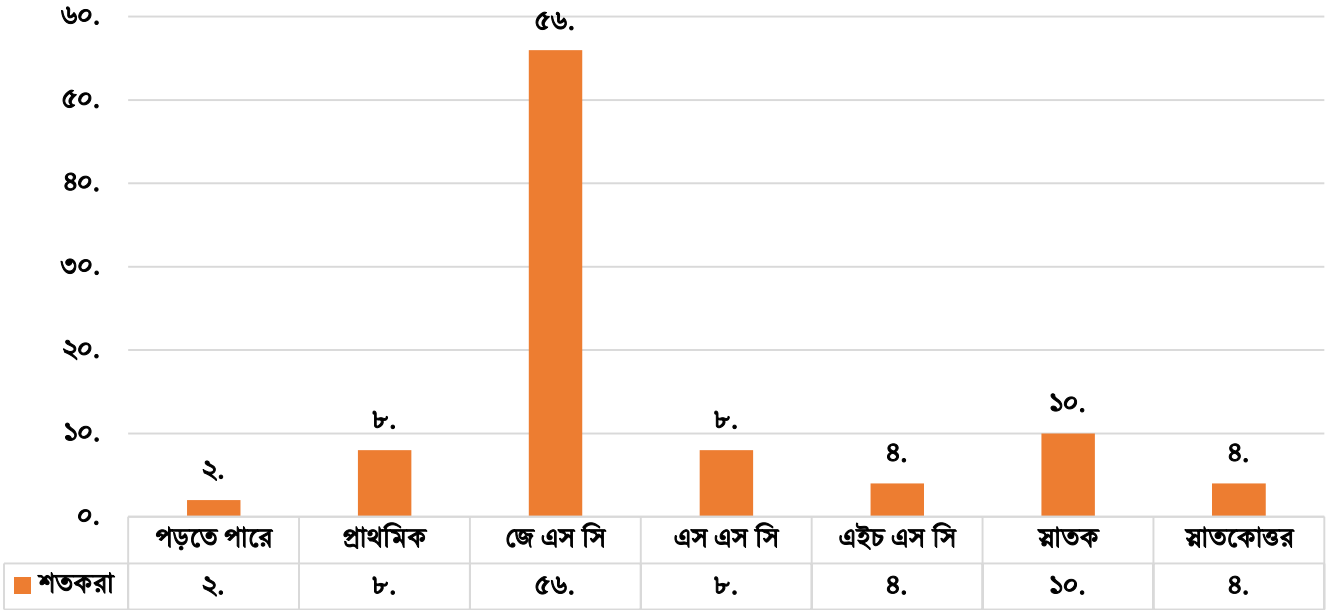

চিত্র ৫.২ উত্তরদাতার শিক্ষাগত যোগ্যতা

সারণি ৫.১.৫ উত্তরদাতার পরিবারের সদস্য সংখ্যা, লিঙ্গ এবং বয়স সম্পর্কিত তথ্যাবলী

পরিবারের সদস্য	গণসংখ্যা	শতকরা হার
২-৩	৬২	৩২.৮০
৪-৫	৯৩	৪৯.২০
৬-৭	৩৮	২০.১০
মোট	**১৮৯**	**১০০**
পরিবারের গড় সদস্য ৩.৭৮ জন		
লিঙ্গ		
পুরুষ	৯৯	৫২.৩৮
মহিলা	৯০	৪৭.৬২
মোট	**১৮৯**	**১০০**
বয়স		
০-১	৬	৩.১৭
২-১২	২৬	১৩.৭৫
১৩-১৭	১৫	৭.৯৩
১৮-৩০	৫৭	৩০.১৫
৩১-৪৫	৫২	২৭.৫১
৪৬-৬৫	২৭	১৪.২৮
৬৫ এর অধিক	৬	৩.১৭
মোট	**১৮৯**	**১০০**
পরিবারের সদস্যদের গড় বয়স ৩০.৩১ বছর		

***একাধিক উত্তর**

উত্তরদাতাদের পরিবারের সদস্য সংখ্যা সম্পর্কিত তথ্যাবলী দেখা যাচ্ছে যে, পরিবারের গড় সদস্য সংখ্যা হচ্ছে ৩.৭৮ জন। পূর্ববর্তী গবেষনায় দেখা যায় যে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের পরিবারে সদস্য সংখ্যা বেশি হওয়ার প্রবণতা রয়েছে (মান্নান বশিরা, ১৯৯৬) ৫০ জন উত্তরদাতার মোট পরিবারের সদস্যসংখ্যা হচ্ছে ১৮৯ জন এর মধ্যে ৪-৫ জন সদস্য বিশিষ্ট পরিবারের সংখ্যা সর্বাধিক । এদের শতকরা হার হচ্ছে ৪৯.২০ জন, এবং এরপরের অবস্থানে রয়েছে ২-৩ জন সদস্য বিশিষ্ট পরিবার। এরূপ পরিবারের সংখ্যা হচ্ছে শতকরা ৩২.৮০ জন, ৬-৭ জন সদস্য বিশিষ্ট পরিবারের সংখ্যা হচ্ছে মাত্র শতকরা ২০.১০ জন। লিঙ্গ সম্পর্কিত প্রাপ্ত তথ্যে দেখা যায়, শতকরা ৫২.৩৮ জন উত্তরদাতা পুরুষ, এবং শতকরা ৪৭.৬২ জন হচ্ছে মহিলা সদস্য । বিবিএস ২০২০ থেকে প্রাপ্ত তথ্যমতে নারী ও পুরুষের অনুপাত ১০০:১০০.২০ অন্যদিকে গবেষণায় প্রাপ্ত তথ্য মতে পরিবারের পুরুষ ও মহিলা সদস্যের অনুপাত হচ্ছে ১.১০ জন যা জাতীয় তথ্যের সাথে সামঞ্জস্য রাখে।বাড়ির সদস্যদের গড় বয়স হচ্ছে ৩০.৩১ বছর। যা নির্দেশ করে বেশির ভাগ উত্তরদাতা যুব /যুবা শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত।

সারণি ৫.১.৬ পরিবারের সদস্যদের বৈবাহিক অবস্থা, শিক্ষাগত যোগ্যতা এবং পেশা সম্পর্কিত তথ্যাবলী

বৈবাহিক অবস্থা	**গনসংখা**	**শতকরা**
অবিবাহিত	৬১	৩২.২৭
বিবাহিত	১১৯	৬২.৯৬
তালাকপ্রাপ্ত	০	০
বিধবা/বিপত্নিক	৩	১.৫৮
মিসিং	৬	৩.১৭
মোট	**১৮৯**	**১০০**
শিক্ষাগত যোগ্যতা		
নিরক্ষর	৪	২.০৬
পড়তে পারে	৩	১.৫৮
স্বাক্ষর	২৫	১৩.২২
প্রাথমিক	২৪	১২.৬৯
জে এস সি	৪৫	২৩.৮৯
এস এস সি	৩৫	১৮.৫১
এইচ এস সি	১৮	৯.৫২
স্নাতক	১৩	৬.৮৭
স্নাতকোত্তর	৫	২.৬৪
পাওয়া যায়নি	১৭	৮.৯৯
মোট	**১৮৯**	**১০০**
পেশা		
কৃষি	৮	৪.২৩
গৃহিণী	৫০	২৬.৪৬
দিন মজুর	২	১.০৫
চাকরিজীবী (সরকারি/বেসরকারি)	৫৮	৩০.৬৯
ড্রাইভার/হেলপার	১	০.৫২
অবসরপ্রাপ্ত	৬	৩.১৭
ছাত্র	৩৫	১৮.৫১
ব্যবসায়ী (বৃহৎ/মাঝারি/ক্ষুদ্র	২	১.০৫
শিশু বয়সী এবং তথ্য পাওয়া যায়নি	২৭	১৪.২৮
মোট	**১৮৯**	**১০০**

***একাধিক উত্তর**

উত্তরদাতা গণের পরিবারের বৈবাহিক অবস্থা সম্পর্কিত তথ্যে দেখা যাচ্ছে যে শতকরা ৬২.৯৯ জন উত্তরদাতা পরিবারের সদস্য বিবাহিত এবং অবিবাহিত সদস্য হচ্ছে শতকরা ৩২.২৭ জন। শতকরা ১.৫৮ জন উত্তরদাতা পরিবারের সদস্য বিধবা অথবা বিপত্নীক রয়েছে । উল্লেখ্য যে তালাকপ্রাপ্ত এরূপ পরিবারের সদস্য পাওয়া যায়নি। শিক্ষাগত যোগ্যতা সম্পর্কিত তথ্যে দেখা যাচ্ছে যে, শতকরা ২২.৭৩ জন উত্তরদাতা পরিবারের সদস্য জেএসসি পাস, এবং এসএসসি পাস হচ্ছে শতকরা ১৭.৪৬ জন, প্রাথমিক বিদ্যালয় পর্যন্ত পড়াশোনা শেষ করেছে শতকরা ১১.৬৪ ভাগ, এবং পড়তে ও স্বাক্ষর করতে পারে এরূপ উত্তরদাতা পরিবারের সদস্য সংখ্যা হচ্ছে শতকরা ১৩.৫৮ জন উত্তরদাতা পরিবারের সদস্যদের মধ্যে স্নাতক এবং স্নাতকোত্তর ডিগ্রিধারী রয়েছে যথাক্রমে শতকরা ৬.৮৭ জন এবং ২.৬৪ জন । অর্থাৎ শিক্ষাগত মর্যাদার ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে যে, প্রতিবন্ধী সদস্যরা পরিবারের মধ্যে শিক্ষার দিক থেকে কিছুটা পিছিয়ে রয়েছে। পরিবারের পেশা সম্পর্কিত প্রাপ্ত তথ্য বিশ্লেষণে দেখা যাচ্ছে যে, শতকরা ২৬.৪৬ জন গৃহিণী, কৃষি কাজে নিয়োজিত আছেন শতকরা ৪.২৩ জন, দিনমজুর হিসেবে আছেন শতকরা ১.০৫ জন, ব্যবসায় আছেন শতকরা ১.০৫ জন এবং ড্রাইভার হিসেবে কাজ করছেন শতকরা ০.৫২ জন। এক্ষেত্রে সর্বোচ্চসংখ্যক উত্তরদাতার পরিবারের সদস্যরা সরকারি কিংবা বেসরকারি চাকরিতে নিয়োজিত আছেন যা শতকরা ৬০.৬৯ জন। শতকরা ১৮.৫১ জন হচ্ছে ছাত্র-ছাত্রী।

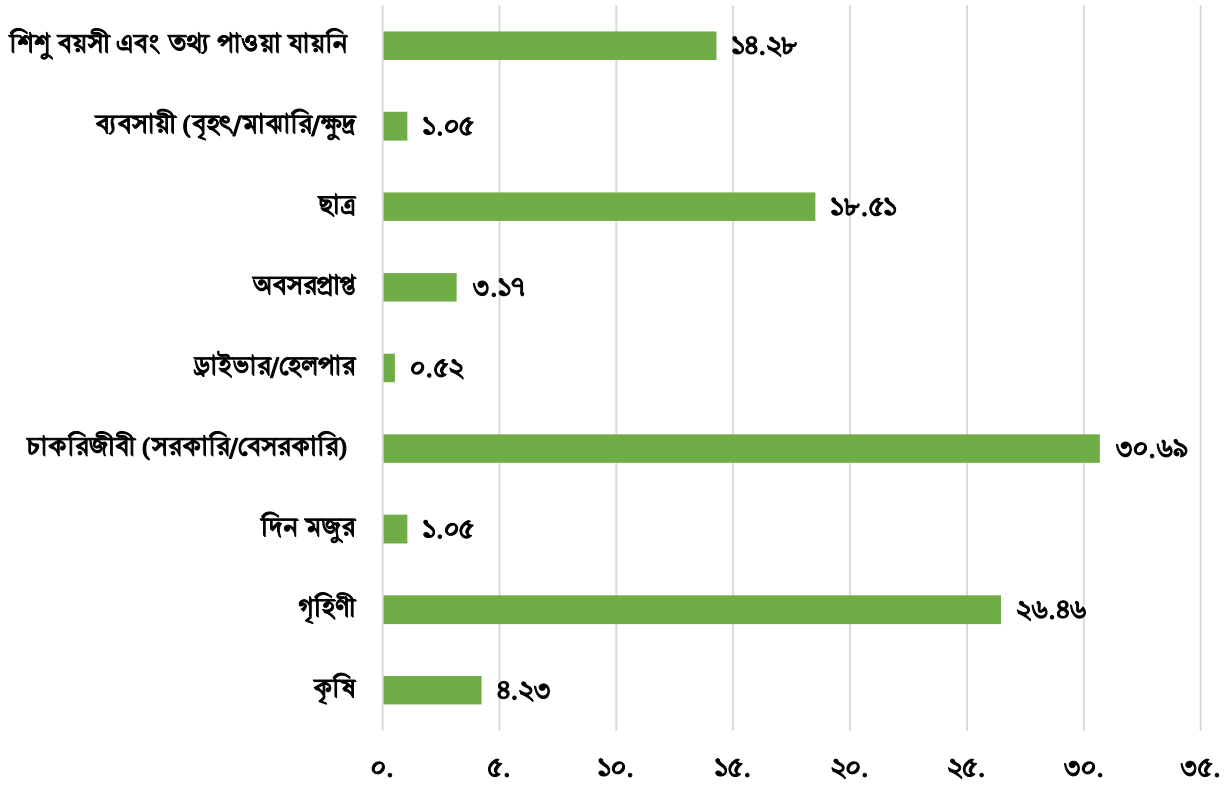

চিত্র ৫.৩ উত্তরদাতার পরিবারের সদস্যদের পেশা

৫.২ উত্তরদাতার প্রতিবন্ধিতা সম্পর্কিত তথ্যাবলী

সারণি ৫.২.১ উত্তরদাতার *প্রতিবন্ধিতার* কারণ, *ধরণ*, মাত্রা, শনাক্ত এবং চিকিৎসা সংক্রান্ত তথ্য

প্রতিবন্ধিতার কারণ	গনসংখ্যা	শতকরা হার
জন্মগত	২০	৪০.০
রোগ (Typhoid)	১২	২৪.০
সড়ক দুর্ঘটনা	১০	২০.০
অন্যান্য দুর্ঘটনা	৮	১৬.০
মোট	৫০	১০০
উত্তরদাতার প্রতিবন্ধিতার ধরণ, মাত্রা, শনাক্ত এবং চিকিৎসা সংক্রান্ত তথ্য		
অটিজম	১	২.০
শারীরিক প্রতিবন্ধীতা	২৮	৫৬.০
দৃষ্টি প্রতিবন্ধীতা	৭	১৪.০
বাক প্রতিবন্ধীতা	৭	১৪.০
বুদ্ধি প্রতিবন্ধীতা	১	২.০
শ্রবণ প্রতিবন্ধীতা	৫	১০.০
শ্রবণ ও দৃষ্টি প্রতিবন্ধীতা	১	২.০
মোট	৫০	১০০
প্রতিবন্ধিতার মাত্রা		
তীব্র	২৫	৫০.০
মাঝারি	১৯	৩৮.০
মৃদু	৪	৮.০
পাওয়া যায়নি	২	৪.০
মোট	৫০	১০০
কিভাবে আপনি বা আপনার পরিবারের সদস্য প্রতিবন্ধী হিসেবে সনাক্তকরণ করা হয়েছে?		
ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা	২	৪.০
ডাক্তারের মাধ্যমে	৩২	৬৪.০
আত্মীয় স্বজনের দৃস্টিতে	১	২.০
জন্মগতভাবে	১৩	২৬.০
অন্যান্য (সড়ক দুর্ঘটনা)	২	৪.০
মোট	৫০	১০০
প্রতিবন্ধিতার জন্য কোথায় চিকিৎসা দেয়া হয়েছিল?		
সাধারণ হাসপাতাল	৪২	৮৪.০
প্রতিবন্ধী হাসপাতাল	৩	৬.০
গ্রামের ডাক্তার	১০	২০
হোমিওপ্যাথি চিকিৎসক	১২	২৪
কবিরাজ	১৩	৪.০
তথ্য পাওয়া যায়নি	১	২.০
মোট	৮১	

*** একাধিক উত্তর**

মৈত্রী শিল্পে নিয়োজিত ব্যক্তিদের মধ্যে শতকরা ৯০ জন কোনো-না-কোনো প্রতিবন্ধিতার শিকার । শতকরা ১০ জন ব্যক্তি স্বাভাবিক । প্রতিষ্ঠান পরিচালনার জন্য সুস্থ ও স্বাভাবিক ব্যক্তির প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। প্রতিবন্ধিতার ধরনের ক্ষেত্রে লক্ষণীয় যে, শারীরিক এবং মাঝারি মাত্রার প্রতিবন্ধীদের সংখ্যাই বেশি। শতকরা ৫৬ জন উত্তরদাতা শারীরিক প্রতিবন্ধী, পায়ে অসুবিধা অথবা হাতে অসুবিধা। শতকরা ১৪ জন উত্তরদাতা দৃষ্টি প্রতিবন্ধী এবং সমসংখ্যক উত্তরদাতা হচ্ছে বাকপ্রতিবন্ধী । শতকরা দশজন হচ্ছে শ্রবণ প্রতিবন্ধী এবং অটিজম ও বুদ্ধিপ্রতিবন্ধী ২ শতাংশ, তুলনামূলকভাবে যা নগণ্য সংখ্যক। দৃষ্টি ও শ্রবণ প্রতিবন্ধী উভয় ধরণের প্রতিবন্ধীদের সংখ্যা তুলনামূলকভাবে কম দেখা গিয়েছে, শতকরা ২.১ জন। প্রতিবন্ধিতার মাত্রাগত তথ্যে দেখা যাচ্ছে যে, শতকরা ৫০ জন উত্তরদাতা তীব্র মাত্রা বলে উল্লেখ করেছেন, মাঝারি মাত্রা ও মৃদু মাত্রার প্রতিবন্ধীদের সংখ্যা হচ্ছে যথাক্রমে শতকরা ৮ জন ও ২ জন । শতকরা ৪ জন উত্তর দাতার কাছ থেকে কোন ধরনের উত্তর পাওয়া যায়নি। পর্যবেক্ষণকৃত তথ্যে দেখা যাচ্ছে মাঝারি এবং মৃদু প্রতিবন্ধীদের সংখ্যাই বেশি যদিও উত্তর দাতাগণ তীব্র মাত্রার প্রতিবন্ধিতার কথা উল্লেখ করেছেন উল্লেখ্য যে এন্ডিডি প্রতিবন্ধীদের সংখ্যা মৈত্রী শিল্পে নগণ্যসংখ্যক নিয়োজিত রয়েছে।

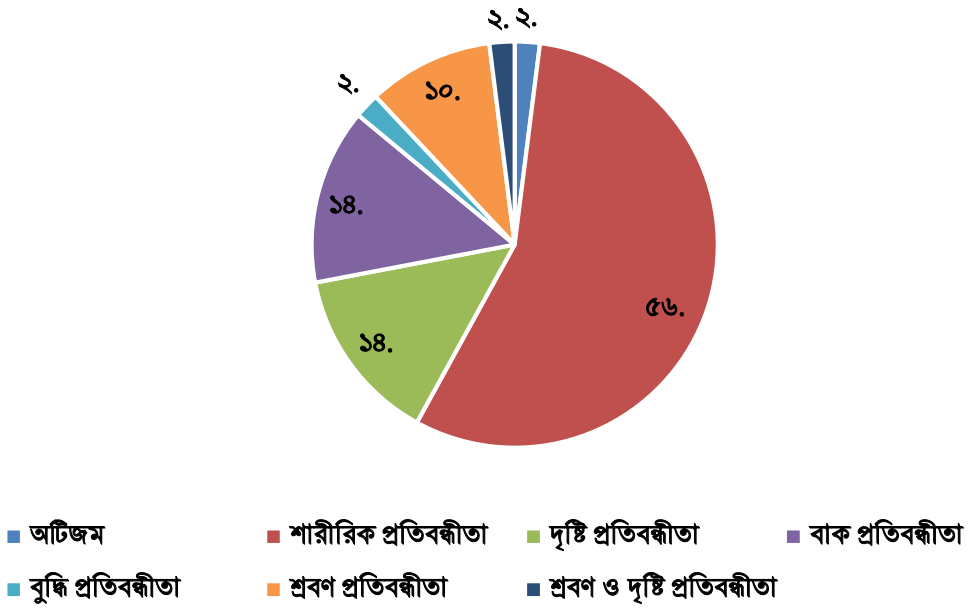

চিত্র ৫.৪ প্রতিবন্ধিতার ধরণ

প্রতিবন্ধীতার কারণ সম্পর্কিত তথ্যাবলী

প্রতিবন্ধিতার কারণ সম্পর্কিত তথ্যে দেখা যাচ্ছে যে, শতকরা ৪০ জন উত্তরদাতা জন্মকালীন সময়ে প্রতিবন্ধিতার শিকার হয়েছে। টাইফয়েড জ্বরে ও ভুল চিকিৎসার কারণে প্রতিবন্ধিতার শিকার হয়েছে শতকরা ২৪ জন উত্তরদাতা, সড়ক দুর্ঘটনায় শতকরা ২০ জন, দুর্ঘটনাজনিত কারণে শতকরা ১৬ জন প্রতিবন্ধিতার শিকার হয়েছে। উল্লেখ্য যে মূক ও বধির প্রতিবন্ধীরা জন্মকালীন সময় হতেই প্রতিবন্ধী আবার কিছু সংখ্যকের পায়ে বা হাতে বিভিন্ন ধরনের জন্মকালীন সমস্যা রয়েছে। তবে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক উত্তরদাতা টাইফয়েড জ্বরে এবং ভুল চিকিৎসার কারণে প্রতিবন্ধিতার সম্মুখীন হয়েছে বলে জানিয়েছে। কেস স্টাডি থেকে প্রাপ্ত তথ্যে উত্তরদাতা

গণ উল্লেখ করেছেন যে, শৈশবকালীন টাইফয়েড জ্বরে বা ভুল চিকিৎসার কারণে তারা প্রতিবন্ধিতার শিকার হয়েছেন । প্রতিবন্ধিতা শনাক্তকরণ সম্পর্কিত তথ্যে দেখা যাচ্ছে যে শতকরা ১৬৪ জন উত্তরদাতা স্থানীয় পর্যায়ে চিকিৎসকের মাধ্যমে শনাক্ত হয়েছেন, ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে শতকরা ৪ জন, এবং আত্মীয়-স্বজনের মাধ্যমে শতকরা ২ জন উত্তরদাতা প্রতিবন্ধী হিসেবে শনাক্ত হয়েছেন। অন্যান্য ক্ষেত্রে শতকরা ৪ জন উত্তরদাতা সড়ক দুর্ঘটনার দ্বারা প্রতিবন্ধিতার সম্মুখীন হয়েছেন।

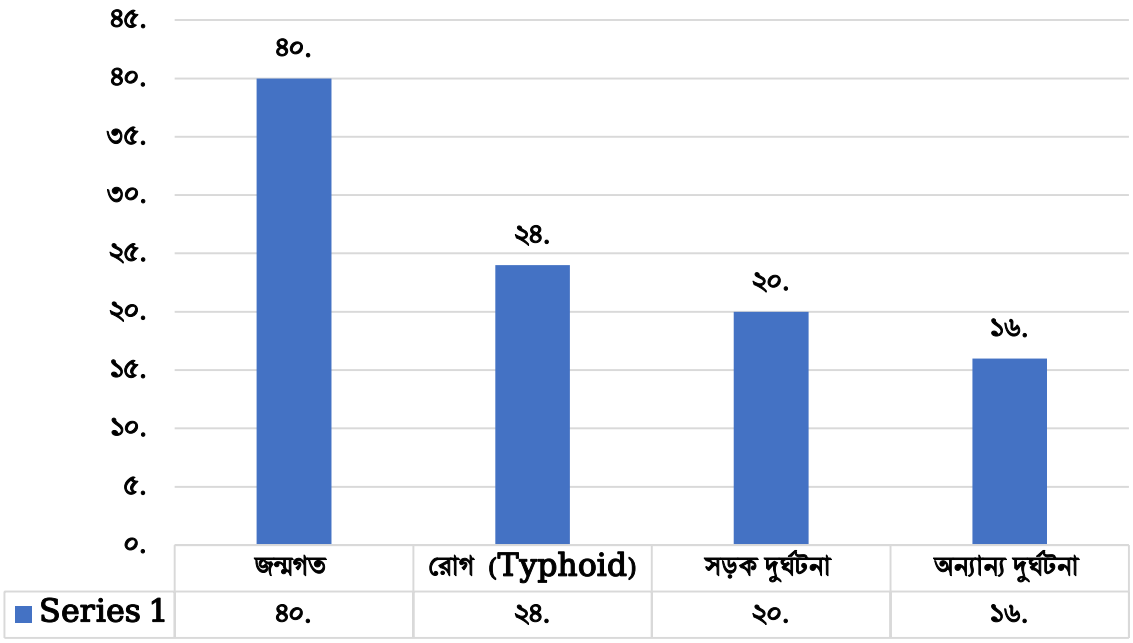

চিত্র ৫.৫ প্রতিবন্ধিতার কারণ

মোহাম্মদ ফিরোজ মিনা বলেন যে -

"ছোটবেলা একবার অনেক জ্বর হয়েছিল সেই জ্বরের পর থেকে আমার ডান হাত এবং ডান পা অবশ হয়ে যায় এবং আমার মেরুদন্ডে সমস্যা করতে থাকে"। তার প্রতিবন্ধিতা সম্পর্কে তিনি আরো বলেন –

"বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ে জার্মান থেকে একজন ডাক্তার এসেছিলেন, আমার প্রতিবন্ধীতার চিকিৎসার জন্য সেই ডাক্তার কে দেখিয়েছিলাম, সে বলেছিল চিকিৎসার জন্য প্রায় তিন লাখ টাকার দরকার হবে, টাকার অভাবে আমি চিকিৎসা করাতে পারিনাই, ফলে আমার এই শারীরিক প্রতিবন্ধিতা আজীবন রয়ে যায়" ।

প্রতিবন্ধিতার কারণ সম্পর্কে **মোঃ সুমন মিয়া** জানান যে –

"ছোটবেলায় কাঁপুনি দিয়ে অনেকদিন জ্বর ছিল, এলাকার লোকজন বলতো বাতাস লেগেছে তাই প্রতিবন্ধিতা হয়েছে ।এলাকায় চিকিৎসা করানোর পাশাপাশি সাভারের সিআরপি তে চিকিৎসা করেছি কিন্তু ভালো হয় নাই । এখন প্রতিবন্ধিতা নিয়ে আর কোনো চিকিৎসা করিনা"।

প্রতিবন্ধিতা এবং এর চিকিৎসা সংক্রান্ত বিষয়ে **মোহাম্মদ আরিফুজ্জামান** গুরুত্বপূর্ণ তথ্য প্রদান করেছেন। তিনি জানান যে, জন্মলগ্ন থেকেই তার এক পা অস্বাভাবিক ছিল এবং কোমরে একটি টিউমার ছিল, জন্মের পরে ৪০ দিন বয়সে ঢাকার বিএসএমএমইউ তে টিউমার এ অস্ত্রোপচার করার সময়ে চিকিৎসক ভুলে পায়ের রগ কেটে ফেলেন এবং তিনি আরেকটি পাও হারান, ফলে তাকে পঙ্গুত্ব

বরণ করতে হয়। বর্তমানে হুইলচেয়ারে সম্পূর্ণ ভাবে চলাফেরা করতে হয়। বরিশালের বরগুনা জেলার অধিবাসী মোহাম্মদ উজির হাওলাদার জানান যে, জন্মলগ্ন থেকেই তার পা একটি ঠিক ছিল না, সময়মতো উপযুক্ত চিকিৎসার অভাবে পা আর ঠিক হয়নি। শারীরিক প্রতিবন্ধিতা সম্পর্কে তিনি বলেন –

"ডাক্তার বলেছিল লোহার জুতা পড়িয়ে রাখলে ঠিক হয়ে যাবে, সে সময়ে আব্বার সৌদি আরবে কাজ করতে যাওয়ার কথা ছিল তাই আর চিকিৎসা করায় নাই, লোহার জুতাও আর কেনা হয় নাই । বর্তমানে আমার অনেক টাকা থাকলেও আমার প্রতিবন্ধিতা আর ভালো হবে না"।

অর্থাৎ উপরোক্ত কেস স্টাডি বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে **ভুল চিকিৎসা, অজ্ঞতা, অসচেতনতা ও সময়মত চিকিৎসা না করার কারণে অনেকেই প্রতিবন্ধিতার সম্মুখীন হয়েছেন।** বিয়াল্লিশ বছর বয়সী মোঃ মিজানুর রহমান মোল্লা জানান যে, জন্মের এক বছর পর তিনি পোলিও রোগে আক্রান্ত হয়েছিলেন, গ্রামের কবিরাজি চিকিৎসা করানো হয়েছিল উপকার হয় নি। এরপর থেকে দীর্ঘদিন কোন চিকিৎসা নেওয়া হয় না, টাকার অভাবে চিকিৎসা করতে পারে নাই, যার ফলে প্রতিবন্ধিতা নিয়ে সারা জীবন চলতে হবে । তিনি বলেন –

"এখন মৈত্রী শিল্পে যোগাযোগ করার পর মনে হচ্ছে প্রতিবন্ধী হয়ে ভালোই হয়েছে, যদি প্রতিবন্ধী না হতাম তাহলে এই ধরনের প্রতিষ্ঠানে চাকরি করতে পারতাম না"।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে প্রতিবন্ধিতা কখনো কখনো অভিশাপ না হয়ে জীবনে আশীর্বাদ হয়েছে বলে অনেকেই মনে করেন। প্রতিবন্ধীদের জন্য চিকিৎসা গ্রহণ সম্পর্কিত প্রাপ্ত তথ্যে শতকরা ৮৪ জন জানিয়েছেন যে তারা সাধারণ হাসপাতালে চিকিৎসা গ্রহণ করেছেন ।প্রতিবন্ধী সেবা প্রদান করে এরূপ হাসপাতালে চিকিৎসা গ্রহণ করেছেন শতকরার ৬জন উত্তরদাতা, এছাড়া গ্রাম্য ডাক্তার-কবিরাজ, ও হোমিওপ্যাথি চিকিৎসকের মাধ্যমে চিকিৎসা গ্রহণ করেছেন এদের সংখ্যা খুবই নগণ্য।

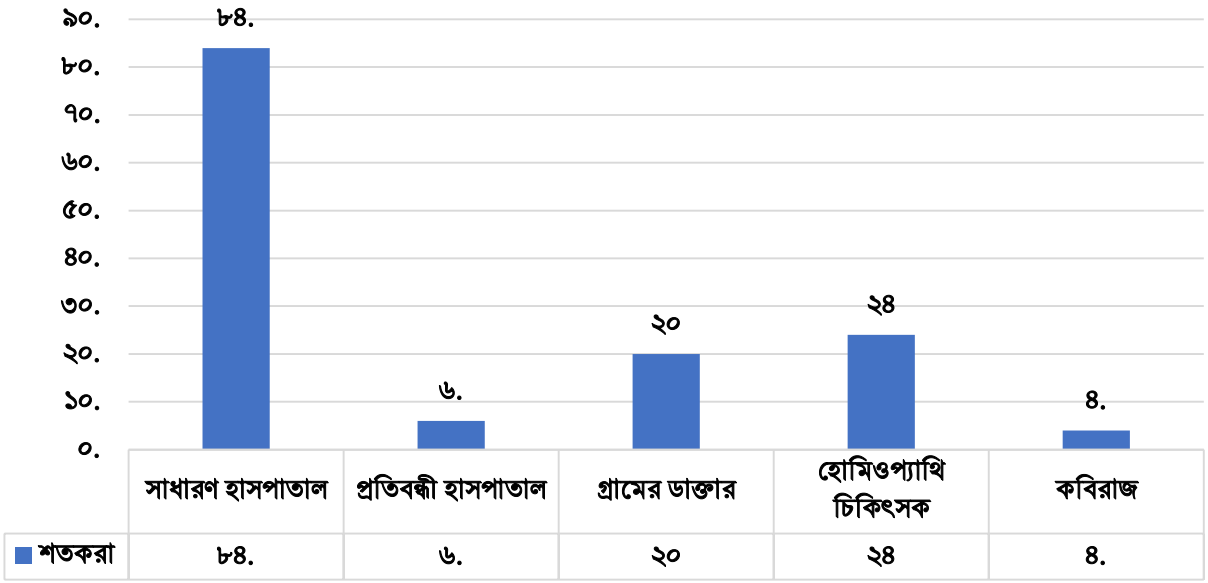

চিত্র ৫.৬ প্রতিবন্ধিতার চিকিৎসা

সারণি ৫.২.২ উত্তরদাতার আবাসস্থল (*বাসস্থানের ধরণ*, মালিকানা, পানির ব্যবস্থা, *বিদ্যুৎ সুবিধা*, *টয়লেট সুবিধা* এবং *গ্যাস সুবিধা*) সম্পর্কিত তথ্যাবলী

বর্তমান অবস্থা			পূর্বের অবস্থা	
বাসস্থানের ধরণ	**গণসংখ্যা**	**শতকরা হার**	**গণসংখ্যা**	**শতকরা হার**
কাঁচা	৫	১০.০	২১	৪২.০
সেমি পাকা	১৯	৩৮.০	২২	৪৪.০
পাকা	২৬	৫২.০	৭	১৪.০
মোট	৫০	১০০	৫০	১০০
বাসস্থানের মালিকানা				
নিজস্ব	১২	২৪	৬	১২
ভাড়া	৩৪	৬৮.০	৪৪	৮৮
সরকার কর্তৃক প্রদত্ত	২	৪.০	০	০
অন্যান্য *অফিস থেকে প্রাপ্ত এবং কোয়ার্টার	২	৪.০	০	০
মোট	৫০	১০০	৫০	১০০
পানির ব্যবস্থা				
টিউবওয়েল]	৪৬	৯২.০	২৯	৫৮.০
নদী	১	২.০	১১	২২
সাপ্লাই পানি	৩	৬.০	১০	২০
মোট	৫০	১০০	৫০	১০০
বিদ্যুৎ সুবিধা				
বৈদ্যুতিক লাইন	৫০	১০০	৪০	৮০.০
বৈদ্যুতিক লাইন নাই	০	০	১০	২০.০
মোট	৫০	১০০	৫০	১০০
টয়লেট সুবিধা				
ব্যক্তিগত	৩২	৬৪.০	১৫	৩০.০
সাধারণ	১৫	৩০.০	৩০	৬০.০
উন্মুক্ত	৩	৬.০	৫	১০.০
মোট	৫০	১০০	৫০	১০০
গ্যাস সুবিধা				
গ্যাস লাইন	৩৪	৬৮.০	১৬	৩২
সিলেন্ডারর	১১	২২.০	৪	৮
অন্যান্য * (মাটির চুলা)	৫	১০.০	৩০	৬০
মোট	৫০	১০০	৫০	১০০

জীবনযাত্রার মানোন্নয়নের অন্যতম দিক হচ্ছে উত্তরদাতাগণের বাসস্থানের ধরন এর মালিকানা, পানির ব্যবস্থা ও ব্যবহারের উৎস, বিদ্যুৎ সুবিধা, টয়লেটের অবস্থা, গ্যাস সুবিধা এবং অন্যান্য সুযোগ-সুবিধার কতটুকু পরিবর্তন সাধিত হয়েছে তা যাচাই করা। উল্লেখিত সংশ্লিষ্ট তথ্যে দেখা যাচ্ছে যে, উত্তরদাতাগণের পূর্বের আবাসন ব্যবস্থা, পানীয়, বিদ্যুৎ, টয়লেট ও গ্যাস ব্যবহারের ক্ষেত্রে **বর্তমানে যথেষ্ট উন্নতি সাধিত হয়েছে** ।এক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে যে, পূর্বে প্রায় সকলেই ভাড়া বাসায় বাস করতো(৮৮%) এবং মাত্র ৬% নিজস্ব মালিকানায় বাড়ি ছিল । বর্তমানে নিজস্ব বাড়িতে বসবাস করছে শতকরা ২৪ জন, অপরদিকে ভাড়া বাড়িতে বসবাস করছে শতকরা ৬৮ জন। সরকার কর্তৃক প্রদত্ত বাসায় বসবাস করছে শতকরা চারজন এবং অফিস থেকে প্রদত্ত কোয়ার্টারে বসবাস করছে শতকরা ৪ জন । অর্থাৎ পূর্বের তুলনায় **বর্তমানে নিজস্ব মালিকানায় বাড়িতে বসবাস করার সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে**, ভাড়া বাড়িতে বসবাস করার সংখ্যা হ্রাস পেয়েছে। উপরন্তু সরকার কর্তৃক প্রদত্ত বাড়িতে এবং অফিস থেকে প্রদত্ত কোয়াটারে আবাসিক সুবিধা গ্রহন করছেন এরূপ উত্তরদাতার সংখ্যা পূর্বে ছিল না বর্তমানে তা শতকরা আটজন। অন্যদিকে বর্তমানে উত্তরদাতার **শতকরা ৫৫ জনের বাসস্থানের ধরন পাকা এবং সেমিপাকা হচ্ছে শতকরা ৩৮ জনের ও শতকরা ১০ জন কাঁচা বাড়িতে বসবাস করছে** এক্ষেত্রে পূর্বে শতকরা ৪২ জন কাঁচা শতকরা ৪৪ জন সেমিপাকা এবং শতকরা ১৪ জনের পাকা বাসস্থান ছিল পানি ব্যবহারের উৎসের ক্ষেত্রে বর্তমানে শতকরা ৯২ জন উত্তরদাতা টিউবওয়েলের পানি ব্যবহার করছে যা পূর্বে ছিল শতকরা ৫৮ জন এছাড়া সাপ্লাই পানি ব্যবহার করছে শতকরা ৬ জন পূর্বে এক্ষেত্রে ছিল শতকরা ২০ জন এখানে উল্লেখযোগ্য নদীর উৎস থেকে পানি ব্যবহার করছে এরূপ উত্তরদাতা বর্তমানে নাই বললেই চলে অতীতে ছিল শতকরা ২২ জন । টয়লেট ব্যবহারের ক্ষেত্রে উত্তরদাতাদের পরিবর্তন লক্ষণীয়, **অতীতে ব্যক্তিগত টয়লেট ব্যবহারকারীর সংখ্যা ছিল শতকরা ৩০ জন বর্তমানে তার দ্বিগুণের বেশি সংখ্যক উত্তরদাতা ব্যক্তিগত টয়লেট ব্যবহার করছেন এদের সংখ্যা হচ্ছে শতকরা ৬৪ জন ।** পূর্বে সাধারণ টয়লেট ব্যবহারকারীর সংখ্যা ছিল ৬০ জন,বর্তমানে তা শতকরা ৩০ জন, উন্মুক্ত টয়লেট ব্যবহারকারীর সংখ্যা মাত্র ৬ জন যা পূর্বে ছিল ১০ জন । যেহেতু টঙ্গী স্টেশন রোড ঢাকার খুব কাছে তাই বৈদ্যুতিক সুবিধা পূর্বে থেকেই ছিল এক্ষেত্রে পূর্বে শতকরা ৮০ জনের বৈদ্যুতিক সুবিধা ছিল বর্তমানে তা শতভাগ। অর্থাৎ সকল উত্তরদাতার বাসায় বৈদ্যুতিক সংযোগ রয়েছে । রান্নায় গ্যাসের সুবিধার ক্ষেত্রে **শতকরা ১৬ জনের বাসায় গ্যাসের লাইনের সুবিধা ছিল বর্তমানে তা বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়িয়েছে শতকরা ৬৮ জন** এবং সিলিন্ডার ব্যবহারকারীর সংখ্যা হচ্ছে শতকরা ২২ জন। গুরুত্বপূর্ণ এইযে পূর্বে বেশিরভাগ উত্তরদাতাই মাটির চুলায় রান্না করতেন বর্তমানে সকলেই গ্যাসের চুলায় রান্না করেন মাত্র পাঁচজন উত্তরদাতা মাটির চুলায় রান্না করছেন।

৫.৩ উত্তরদাতার অর্থনৈতিক অবস্থা (Financial Capital) সম্পর্কিত তথ্যাবলী

মৈত্রী শিল্পে নিয়োজিত ব্যক্তিদের জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন নিরূপণের ক্ষেত্রে Livelihood Model/Approach এর অর্থনৈতিক অবস্থা (Financial Capital) পরিমাপ করা হয়েছে । এক্ষেত্রে উত্তরটা তো এর পূর্বের কর্মসংস্থান বা পেশা কি ছিল, মাসিক বেতন, উত্তরদাতা ও তার পরিবারের আয়, ব্যয়, সঞ্চয়, ঋণ ও সম্পদ; সঞ্চয়,ঋণ এবং সম্পদের উৎস এবং উত্তরদাতা ও উত্তরদাতার পরিবারের আয় ব্যয় সঞ্চয় ঋণ ও সম্পদের ক্ষেত্রে মৈত্রী শিল্পের প্রভাব সম্পর্কিত তথ্যাবলী বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

সারণি ৫.৩.১ উত্তরদাতার পদবী ও চাকুরির সময়কাল সম্পর্কিত তথ্যাবলী

পদবী	গণসংখ্যা	শতকরা হার
ল্যাব টেকনিশিয়ান	১	২.০
শিক্ষানবীশ	২	৪.০
ক্লীনার	২	৪.০
প্রশিক্ষক	১	২.০
লোডার	১৫	৩০
মেশিন সহকারী	১২	২৪.০
প্যাকিং ম্যান	৩	৬.০
পরিকল্পনা তত্ত্বাবধায়ক	১	২.০
উৎপাদন সহকারী	১২	২৪.০
স্টোর অফিসার	১	২.০
মোট	৫০	১০০
সময়কাল		
১-৫ বছর	১৭	৩৪.০
৫-১০ বছর	৭	১৪.০
১০-১৫ বছর	৭	১৪.০
১৫-২০ বছর	১২	২৪.০
২০ বছরের বেশি	৭	১৪.০
মোট	৫০	১০০
গড় সময় কালঃ ১১ বছর		

উত্তরদাতার বর্তমান পেশার পদমর্যাদা ভিত্তিক তথ্য বিশ্লেষণে দেখা যায় যে মৈত্রী শিল্পে নিয়োজিত সর্বোচ্চ সংখ্যক উত্তরদাতা অর্থাৎ শতকরা ৩০ জন লোডার পদে কাজ করছেন, এর পরের অবস্থানে আছে সমসংখ্যক শতকরা ২৪ জন মেশিন সহকারী এবং উৎপাদন সহকারি, শতকরা ৬ জন প্যাকিং ম্যান পদে কাজ করছেন, শিক্ষানবিস এবং ক্লিনার পদে সমসংখ্যক অর্থাৎ শতকরা চারজন কাজ করছেন। তাছাড়া ল্যাব টেকনিশিয়ান, প্রশিক্ষক, পরিকল্পনা তত্ত্বাবধায়ক, এবং স্টোর অফিসার পদে সমসংখ্যক অর্থাৎ শতকরা দুইজন করে কর্মরত আছেন।

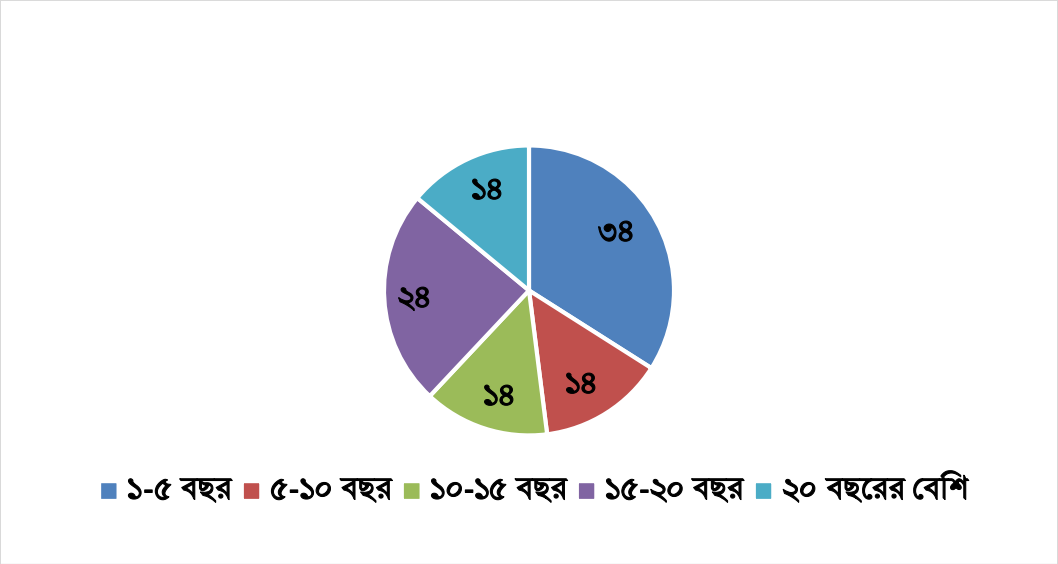

চিত্র ৫.৭ চাকুরির সময়কাল

অন্যদিকে উত্তরদাতার কর্মকাল সম্পর্কিত তথ্যাবলী বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে অধিক সংখ্যক (শতকরা ৩৪ ভাগ) উত্তরদাতাই এক থেকে পাঁচ বছর যাবৎ এই প্রতিষ্ঠানে কর্মরত আছেন। তথ্য বিশ্লেষণে আরো পাওয়া যায় উল্লেখযোগ্য সংখ্যক উত্তরদাতা এই প্রতিষ্ঠানে দীর্ঘদিন যাবত কর্মরত আছেন এক্ষেত্রে শতকরা ২৪ ভাগ ১৫-২০ বছর এবং শতকরা ১৪ ভাগ ২০ বছরেরও বেশি সময় ধরে এই প্রতিষ্ঠানে কর্মরত রয়েছে। অন্যদিকে সম সংখ্যক উত্তরদাতা যথাক্রমে ৫-১০ বছর এবং ১০-১৫ বছর সময়কাল যাবত এই প্রতিষ্ঠানে কর্মরত রয়েছে। **তথ্য অনুযায়ী উত্তরদাতাগন গড়ে প্রায় ১১ বছর যাবত এই প্রতিষ্ঠানের কর্মে নিয়োজিত রয়েছে।**

সারণি ৫.৩.২ উত্তরদাতার অতীত এবং বর্তমান পেশার তুলনামূলক বিশ্লেষণ

বর্তমান পেশা			অতীত পেশা		
পেশা	**গণসংখ্যা**	**শতকরা হার**	**পেশা**	**গণসংখ্যা**	**শতকরা হার**
ল্যাব টেকনিশিয়ান	১	২.০	বেসরকারি চাকরি	১৪	২৮.০
শিক্ষানবীশ	২	২.০	ব্যবসা	৪	৮.০
ক্লীনার	২	৪.০	কৃষি	৪	৮.০
প্রশিক্ষক	১	২.০	ইলিক্ট্রিশিয়ান	২	৪.০
লোডার	১৫	৩০	রং মিস্ত্রি	২	৪.০
মেশিন সহকারী	১২	২৪.০	কর্মহীন	২৪	৪৮.০
প্যাকিং ম্যান	৩	৬.০			
পরিকল্পনা তত্ত্বাবধায়ক	১	২.০			
উৎপাদন সহকারী	১২	২৪.০			
স্টোর অফিসার	১	২.০			
মোট	৫০	১০০	মোট	৫০	১০০
আগে উত্তরদাতাদের মধ্যে ৪৮% কাজ ছিল না বর্তমানে তারা সবাই কর্মজীবী					

উত্তরদাতার পূর্বের এবং বর্তমান পেশা সম্পর্কে তো তথ্যাবলি বিশ্লেষণে দেখা যায় যে মৈত্রী শিল্পে নিয়োজিত হওয়ার পূর্বে প্রায় না বা **শতকরা ৪৮ ভাগ উত্তরদাতা কোনো পেশার সাথে জড়িত ছিল না বা তাদের কোন ধরনের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ ছিল না।** শতকরা ২৮ ভাগ বিভিন্ন শিল্প প্রতিষ্ঠানে বেসরকারি চাকরি , সমসংখ্যক (শতকরা ৮ ভাগ) উত্তরদাতা ব্যবসা এবং কৃষি কাজ এবং একই সংখ্যক (শতকরা ৪ ভাগ) উত্তরদাতা ইলেকট্রিশিয়ান এবং রংমিস্ত্রির কাজে জড়িত ছিলো। পূর্বের এবং বর্তমান পেশা সম্পর্কিত তথ্যাবলী বিশ্লেষণ করে দেখা যায় যে বর্তমানে সকলেই মৈত্রী শিল্পে কর্মরত রয়েছে। পূর্বের এবং বর্তমান পেশা সম্পর্কিত তথ্যাবলী বিশ্লেষণে স্পষ্ট প্রতিয়মান হয় যে,প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে মৈত্রী শিল্প বেশ তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। যার ফলে যাদের পূর্বে চাকরি ছিল না বা ছিল কিন্তু নিশ্চয়তা ছিল না তাদের সকলের চাকরির নিশ্চয়তা এবং অর্থনৈতিক নিরাপত্তা আরো সুদৃঢ় হয়েছে। যা প্রতিবন্ধীদের কর্মকালের তথ্যের দিকে তাকালে স্পষ্টভাবে দেখা যাচ্ছে। কারণ প্রতিবন্ধী উত্তরদাতাগন দীর্ঘ সময় যাবত এ প্রতিষ্ঠানে কর্মরত আছেন এবং তাদের গড় কর্মকাল প্রায় ১১ বছর।

উল্লেখ্য মৈত্রী শিল্পে কর্মে নিয়োজিত ব্যক্তিদের বেতন কাঠামো ষষ্ঠ গ্রেড থেকে ২০তম গ্রেড পর্যন্ত সরকারি বেতন স্কেল ২০১৫ কার্যকর/ বলবৎ আছে। প্রথম থেকে পঞ্চম গ্রেড পর্যন্ত সরকার মৈত্রী শিল্পের বাইরে থেকে সরকারি প্রতিষ্ঠানে কর্মরত ব্যক্তিদের মধ্য থেকে নিয়োগ দিয়ে থাকেন। এই প্রসঙ্গে প্রশিক্ষক সহকারী আমিনুর রহমান বলেন যে,

> *" বর্তমান নির্বাহী পরিচালক আসার পূর্বে মৈত্রী শিল্পে নিয়োজিত কর্মচারীগণ কেউ গ্রেড অনুযায়ী আবার কেউ মজুরি বৃদ্ধিতে মাসিক বেতন পেয়ে থাকতো। ফলশ্রুতিতে একই প্রতিষ্ঠানে একই অভিজ্ঞতা মূল দক্ষতা পূর্ণ ব্যক্তি কেউ 'গ্রেড' অনুযায়ী মাসিক বেতন পেতো আবার কেউ কাজের পারিশ্রমিক হিসেবে 'মজুরি'পেতো। বেতন কাঠামোর মধ্যে এই বৈষম্য নিয়ে প্রায়ই মৈত্রী শিল্পে নিয়োজিত ব্যক্তিদের মধ্যে ঝগড়া বিবাদ মারামারি অসন্তুষ্টি সর্বোপরি শিল্পে বিশৃংখলা তৈরি হতো।* বর্তমান নির্বাহী পরিচালকের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় এবং সরকারের সহযোগিতায় মৈত্রী শিল্পে নিয়োজিত সকলকে গ্রেড অনুযায়ী মাসিক বেতন দেওয়া হয়ে থাকে।"

উৎপাদন সহকারি মোহাম্মদ আরিফুজ্জামান বলেন যে,

"প্রায় ৩০ বছর জগতের প্রতিষ্ঠানে কাজ করছেন। এই প্রসঙ্গে তিনি বলেন যে "এই বেতন কাঠামোর সমতা বৃদ্ধি করার ফলে এখানে কর্মপরিবেশ অনেক উন্নত হয়েছে, নিজেদের মধ্যে আন্তঃ কলহ এবং বেতন বৈষম্য দূর হয়েছে, এবং কর্মে মনোনিবেশ বৃদ্ধি পেয়েছে"

সারণি ৫.৩.৩ উত্তরদাতার বর্তমান আয় সম্পর্কিত তথ্যাবলী

বর্তমান আয়	গণসংখ্যা	শতকরা হার
৫০০০-১০০০০	৩	৬.০
১০০০০-১৫০০০	১৪	২৮.০
১৫০০০-২০০০	৫	১০.০
২০০০০-২৫০০০	১৯	৩৮.০
২৫০০০-৩০০০০	৬	১২.০
৩০০০০+	৩	৬.০
মোট	৫০	১০০
গড় আয় ২৫৩১৩.২৮ টাকা		

বর্তমানে কর্মরত ব্যক্তিদের আয় সম্পর্কিত তথ্যাবলী বিশ্লেষণ করে দেখা যায় যে, শতকরা ২৮ জন উত্তরদাতা জানিয়েছে তাদের মাসিক আয় ১০ হাজার থেকে ১৫ হাজার টাকার মধ্যে। তবে সর্বোচ্চ সংখ্যক উত্তরদাতার (৩৮%) আয় হচ্ছে ২০ থেকে ২৫ হাজার টাকার মধ্যে। অন্যদিকে শতকরা ১২ জন উত্তরদাতার আয় ২৫ থেকে ৩০ হাজার টাকার মধ্যে। সমসংখক অর্থাৎ শতকরা ৬ জন উত্তরদাতার আয় যথাক্রমে ৩০,০০০ বা তদূর্ধ্ব টাকা এবং ৫ থেকে ১০ হাজার টাকার মধ্যে।

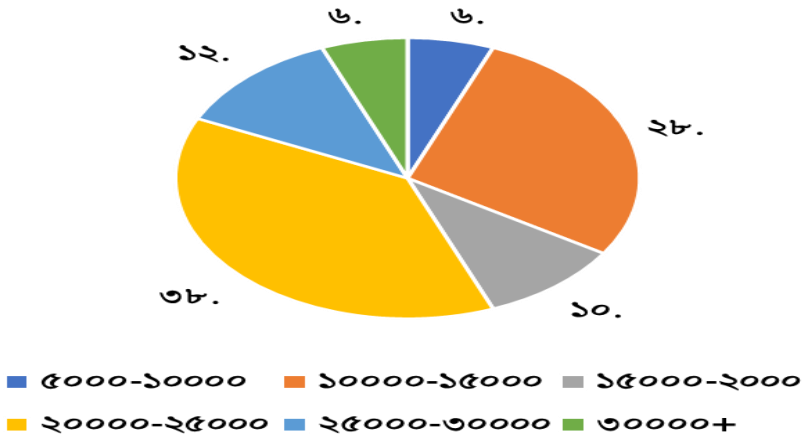

চিত্র ৫.৮ উত্তরদাতার বর্তমান আয়

সারণি ৫.৩.৪ উত্তরদাতার পূর্বের এবং বর্তমান আয় সম্পর্কিত তথ্যের তুলনামূলক বিশ্লেষণ

পূর্বের আয়			বর্তমান আয়		
আয়	**গণসংখ্যা**	**শতকরা হার**	**আয়**	**গণসংখ্যা**	**শতকরা হার**
কোন আয় নেই	২৪	৪৮.০			
১০০০-৫০০০	৪	৮.০	৫০০০-১০০০০	৩	৬.০
৫০০০-১০০০০	২০	৪০.০	১০০০০-১৫০০০	১৪	২৮.০
১০০০০-১৫০০০	২	৪.০	১৫০০০-২০০০	৫	১০.০
			২০০০০-২৫০০০	১৯	৩৮.০
			২৫০০০-৩০০০০	৬	১২.০
			৩০০০০+	৩	৬.০
মোট	৫০	১০০		৫০	১০০০
গড় পূর্বের আয়ঃ ৩৭৪০ টাকা **শুধুমাত্র যাদের আয় ছিল তাদের গড় আয়ঃ ৭১৯২ টাকা**			**গড় বর্তমান আয়ঃ ২৫৩১৩.২৮ টাকা**		

উত্তরদাতার পূর্বের এবং বর্তমান আয় সম্পর্কিত তথ্যের তুলনামূলক বিশ্লেষণে দেখা যায় যে উত্তরদাতার **বর্তমান গড় মাসিক আয় ২৫৩১৩ টাকা হলেও পূর্বে তাদের গড় আয় ছিল মাত্র ৩৭৪০ টাকা।** যেখানে শতকরা ৪৮ ভাগ উত্তরদাতার কোন আয় ছিল না এবং যাদের আয় ছিল তাদের গড় আয় হিসেব করে দেখা গেছে তাদের গড় আয়ও স্বল্প মাত্র ৭১৯২ টাকা। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই প্রায় শতকরা ৪০ ভাগ উত্তরদাতার আয় ছিল মাত্র ৫-১০ হাজার টাকার মধ্যে এবং খুবই অল্পসংখ্যক উত্তরদাতার আয় ছিল ১০-১৫ হাজার টাকার মধ্যে যা শতকরা মোট উত্তরদাতার ৪ ভাগ।

যেহেতু বেশি সংখ্যক উত্তরদাতার সরকারি ভাতা ছাড়া কোন আয় ছিল না তাই মোট আয়ের পার্থক্যটা অত্যন্ত বেশি। যে সকল উত্তরদাতা কোন না কোন কর্মে নিয়োজিত ছিল তারা নির্দিষ্ট মাসিক হারে অথবা গ্রেড অনুযায়ী নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ পেত না, আয়ের এবং কর্মের কোন নিরাপত্তা ছিল না। **পূর্বে যেখানে গড় আয় মাত্র ৩৭৪০ টাকা ছিল, এখন তাদের বর্তমান আয় প্রায় ৭ গুনের কাছাকাছি হয়ে ২৫৩১৩ টাকা দাড়িয়েছে।**

সুতরাং প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের কর্মসংস্থান এবং আয় বৃদ্ধির ক্ষেত্রে মৈত্রী শিল্পের ভূমিকা অত্যন্ত ইতিবাচক এবং সন্তোষজনক। কর্মরত সকলেরই (শতভাগ) পূর্বের তুলনায় আয় বৃদ্ধি পেয়েছে, পূর্বে যেখানে প্রায় ৫০ ভাগ লোকের কোন কর্মসংস্থান ছিল না সেখানে তাদের কর্মসংস্থান তৈরি হয়েছে। বিশেষ করে এটি গুরুত্বপূর্ণ যে, মৈত্রী শিল্পের **কাজের সুযোগ পাওয়াতে প্রত্যেক উত্তর দাতাই অত্যন্ত সন্তুষ্ট বলে মতামত প্রকাশ করেছেন। কর্মনিরাপত্তা এবং পারস্পরিক সহযোগিতার কথা প্রায় সকল উত্তর দাতাই উল্লেখ্য করেছেন।** অংশগ্রহণমূলক পর্যবেক্ষণকৃত তথ্যের ভিত্তিতে বলা যায় উত্তরদাতাগণ সকলেই কাজ করার সুযোগ পেয়েছে, তাদের কাছে বেতনের চেয়ে এটাই বেশি মানসিক স্বস্তি ও শান্তির অনুভূতি। এছাড়া চাকরির নিরাপত্তা রয়েছে স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানের মত চাকরি থেকে অবসরে গেলে পেনশন গ্র্যাচুয়িটি ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা পাচ্ছে। এটাই তাদের পরবর্তীতে বৃদ্ধকালীন বয়সে আর্থিক ও সামাজিক নিরাপত্তা দিবে বলে মতামত প্রকাশ করেন। এক্ষেত্রে মোঃ মিযানুর রহমান মোল্লা বলেন যে,

"আমি প্রতিবন্ধী সমাজে উপেক্ষিত ছিলাম অবহেলা করতো পরিবারের সকলে প্রতিবন্ধী দেইখা কেউই কাজ দিত না এখন কাজ করছি কেউ আমাকে অহন অবহেলা করে না পরিবারের বা আত্মীয়-স্বজনেরা সম্মান দেয়া থাকে মতামতের গুরুত্ব দিয়ে থাকে এটা আমার কাছে অনেক কিছু আল্লাহ মুখ তুইলা তাকাইছে।"

আবার তিনি আরো বলেন যে,

"আমার প্রতিবন্ধিতার কারণে আমাকে কেউ বিয়ে করতে চাইত না। যখন এ প্রতিষ্ঠানে কাজ পেলাম তখন থেকে মানুষজন আর আগের মত কথা শোনায় না ,তবুও কাজ পাওয়ার পর অনেক সময়ই কটুক্তি করে থাকে। এরপরেও আমি মনে করি, আমি নিজে আয় করি আমার মানসিক শক্তি পাই, অন্যের উপর নির্ভরশীল হয়ে থাকতে হবে না এটাই জীবনে আমার মত হতভাগা প্রতিবন্ধীর বিশাল পাওয়া।"

সারণি ৫.৩.৫ উত্তরদাতার ব্যয় সম্পর্কিত তথ্যাবলী

ব্যয়	গণসংখ্যা	শতকরা হার
৫০০০-১০০০০	৬	১২
১০০০০-১৫০০০	১৪	২৮
১৫০০০-২০০০০	৩	৬
২০০০০-২৫০০০	২০	৪০
২৫০০০-৩০০০০	২	৪
৩০০০০+	৪	৮
৩০০০০০	১	২
মোট	৫০	১০০
গড় বর্তমান ব্যয়ঃ ২৪৭৯৯.২৮০ টাকা		

উত্তরদাতার ব্যয় সম্পর্কিত তথ্যাবলী: উত্তরদাতার ব্যয় সম্পর্কিত তথ্যাবলী বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় সর্বোচ্চ সংখ্যক অর্থাৎ শতকরা ৪০ ভাগ উত্তরদাতার গড় ব্যয় ২০-২৫ হাজার টাকার মধ্যে। ঠিক এর পরবর্তীতেই শতকরা ২৮ ভাগ উত্তরদাতার গড় ব্যয় ১০-১৫ হাজার টাকার মধ্যে। শতকরা ৬ ভাগ উত্তরদাতার ব্যয় ১৫০০০-২০০০০ টাকার মধ্যে।উল্লেখ্য শতকরা ১২ ভাগ পরিবারের ব্যয় ৫-১০ হাজার টাকার যা সর্বনিম্ন পরিমাণ ব্যয় হলেও যৌথভাবে শতকরা ১০ ভাগ পরিবারের ব্যয় ৩০ হাজার টাকার অধিক। তথ্য বিশ্লেষণে দেখা যাচ্ছে উত্তরটা তার গড় ব্যয় ২৪ হাজার ৭৯৯ টাকা যা মোট গড় আয়ের প্রায় সমান। অতএব এটা বলা যায় যে উত্তরদাতাদের সঞ্চয়ের পরিমাণ যথেষ্ট কম। তারা যা আয় করতে পারে তার প্রায় সবটাই ব্যয় হয়ে যায়।

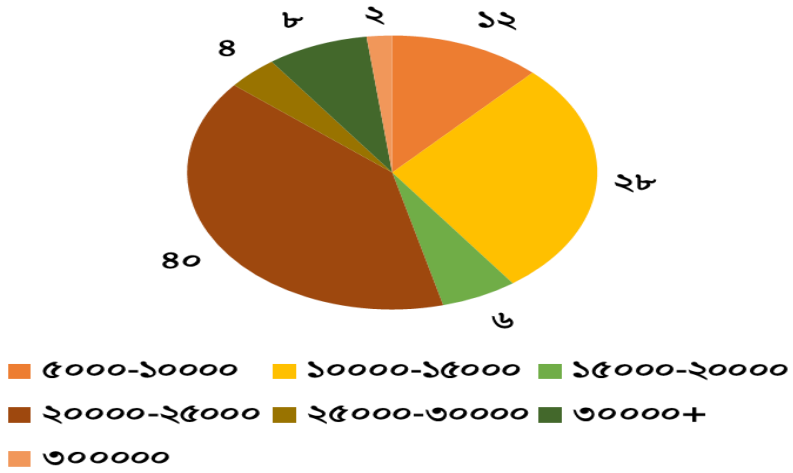

চিত্র ৫.৯ উত্তরদাতার বর্তমান ব্যয়

সারণি ৫.৩.৬ উত্তরদাতার সঞ্চয় *সম্পর্কিত তথ্যাবলী*

সঞ্চয়	গণসংখ্যা	শতকরা হার
কোন সঞ্চয় নেই	৪৫	৯০
১০০০০-২০০০০	২	৪
২০০০০-১০০০০০	১	২
১০০০০০-১২০০০০	১	২
মোট	৪৯	৯৮
মিসিং	১	২
মোট	৫০	১০০
সঞ্চয় আছে মাত্র ৮ ভাগ উত্তর দাতার। গড় সঞ্চয় ৫১০২ টাকা		

যেহেতু প্রায় অধিকাংশ ক্ষেত্রেই উত্তরদাতার আয় এবং ব্যয় সমান ছিল এবং গড় ব্যয় গড় আয়ের কাছাকাছি ছিল। সেহেতু এটা অনুমিত যে উত্তরদাতার সঞ্চয়ের পরিমাণ কম। উত্তরদাতার সঞ্চয় সম্পর্কিত তথ্যাবলী বিশ্লেষণ করলে একই ধরনের চিত্র দেখা যায়। শতকরা মাত্র আট ভাগ উত্তর দিতাম সঞ্চয় রয়েছে যেখানে ১০-২০ হাজার টাকার মত সঞ্চয় আছে মাত্র চার ভাগ উত্তরদাতার

এবং সমসংখ্যক ,শতকরা ২ ভাগ করে, উত্তরদাতার মাসিক সঞ্চয় ২০ থেকে ১ লাখ এবং ১ লাখ থেকে ১ লাখ ২০ হাজার টাকার মধ্যে।

সারণি ৫.৩.৭ উত্তরদাতার ঋণ সম্পর্কিত তথ্যাবলী

ঋণের পরিমাণ	গনসংখ্যা	শতকরা হার
কোন ঋণ নেই	২৮	৫৬
১০০০০-১০০০০০	৯	১৮
১০০০০০-২০০০০০	৫	১০
৩০০০০০-৪০০০০০	৪	৮
৪০০০০০-৫০০০০০	১	২
৫০০০০০+	২	৪
মোট	৪৯	৯৮
মিসিং	১	২
মোট	৫০	১০০
গড় বর্তমান ঋনঃ ১০৩৯৭৯ টাকা Standard Deviation: 188682.32		

উত্তর দাতা ঋণ সম্পর্কিত তথ্য বলে বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, অর্ধেকেরও বেশি সংখ্যক অর্থাৎ শতকরা ৫৬ ভাগ উত্তরদাতা কোন ঋণ নেই। যাদের ঋণ রয়েছে তাদের মধ্যে সর্বোচ্চ সংখ্যক অর্থাৎ শতকরা ১৮ ভাগ উত্তরদাতার ঋণ ১-১০০০০ টাকার মধ্যে এবং শতকরা ১০ ভাগ উত্তরদাতার ঋণ ১০ থেকে ২০ হাজার টাকার মধ্যে। অন্যদিকে তিন থেকে চার লাখ এবং চার লাখ থেকে পাঁচ লাখ টাকার মতো ঋণ রয়েছে যথাক্রমে শতকরা ৮ এবং ২ ভাগ উত্তরদাতার। তাছাড়া পাঁচ লাখ টাকার বেশি ঋণ রয়েছে এমন উত্তরদাতার সংখ্যা শতকরা ৪ জন।

উত্তরদাতার গড় ঋণ প্রায় ১ লাখ ৩ হাজার ৯৭৯ টাকা হলেও Std deviation খুবই অসম ঋণ বণ্টন বা কারো অধিক মাত্রায় ঋণ এবং কারো স্বল্প মাত্রায় ঋণকে নির্দেশ করে যেমন কিছু সংখ্যক উত্তরদাতার ঋণ ৩ থেকে ৪ লাখ টাকার মধ্যে হলেও বেশি সংখ্যক উত্তরদাতার ঋণ মাত্র ১ থেকে ১০ হাজার টাকার মত।

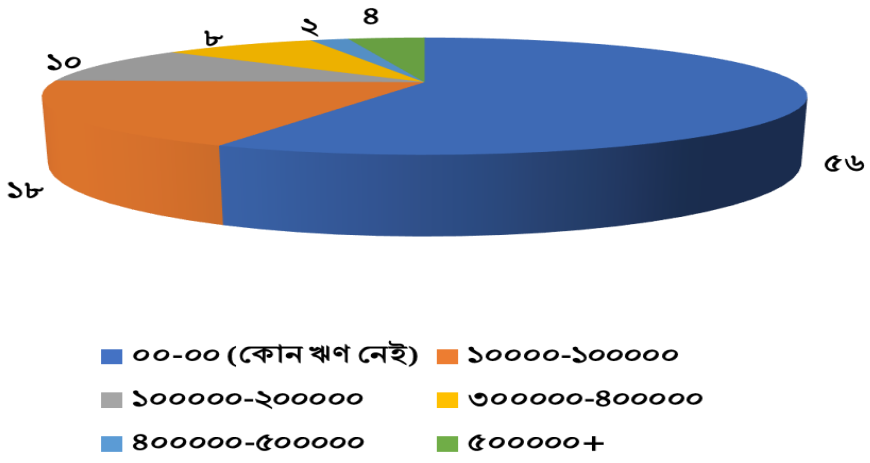

চিত্র ৫.১০ উত্তরদাতার বর্তমান ঋণ

সারণি ৫.৩.৮ উত্তরদাতার পূর্বের এবং বর্তমান ঋণের *তুলনামূলক বিশ্লেষণ*

পূর্বের ঋণ			বর্তমান ঋণ		
ঋণ	**গণসংখ্যা**	**শতকরা হার**	**ঋণ**	**গণসংখ্যা**	**শতকরা হার**
কোন ঋণ নেই	৪৬	৯২.০	কোন ঋণ নেই	২৮	৫৬
১০০০০	২	৪.০	১০০০০-১০০০০০	৯	১৮
৫০০০০	২	৪.০	১০০০০০-২০০০০০	৫	১০
			২০০০০০-৩০০০০০	০	০০
			৩০০০০০-৪০০০০০	৪	৮
			৪০০০০০-৫০০০০০	১	২
			৫০০০০০+	২	৪
			মোট	৪৯	৯৮
			মিসিং	১	২
মোট	৫০	১০০	মোট	৫০	১০০
গড় পূর্বের ঋণঃ ২৪০০ টাকা শুধুমাত্র যাদের ঋণ আছে তাদের গড় ঋণঃ ৩০০০০ টাকা			**গড় বর্তমান ঋণ-১০৩৯৭৯ টাকা**		

উত্তরদাতার পূর্বের এবং বর্তমান ঋণ সম্পর্কিত তথ্যাবলী বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, **পূর্বে শতকরা প্রায় ৯২ ভাগ উত্তরদাতার কোন ঋণ ছিল না।** যা নির্দেশ করে পূর্বে উত্তরদাতা সম্পদ বা চাকরি না থাকার কারণে তারা কোন প্রকার ঋণ সুবিধা গ্রহণ করতে পারত না। যেখানে পূর্বে মাত্র ৮% লোক ঋণ গ্রহণ করার সক্ষমতা বা ঋণের সুবিধা পেত এখন তা **প্রায় ৫ গুণেরও বেশি বৃদ্ধি পেয়ে শতকরা ৪৪ ভাগ উত্তরদাতা ঋণের সুবিধা পাচ্ছে।** তাছাড়া যে শতকরা ৫৬ শতাংশ লোকের ঋণ নেই তাদের কর্মসংস্থানের ফলশ্রুতিতে বর্তমানে তাদের কোন ঋণ গ্রহণ করার প্রয়োজন পড়ে না। অর্থাৎ মৈত্রী শিল্পে চাকরি গ্রহণ করার ফলশ্রুতিতে তারা ঋণ সুবিধা পেতে সক্ষম হয়েছে। **তাছাড়া পূর্বের যে স্বল্প সংখ্যক উত্তরদাতা ঋণ সুবিধা পেয়ে থাকতো তাদের গড় ঋণ মাত্র ৩০০০ টাকা ছিল। অন্যদিকে বর্তমানে শিল্পে নিয়োজিত উত্তরদাতার গড় ঋণ ১ লাখ ৩৯৭৯ টাকা।**

সারণি ৫.৩.৯ *উত্তরদাতার মোট সম্পদ* সম্পর্কিত তথ্যাবলী

সম্পদের পরিমাণ	গনসংখা	শতকরা
কোন সম্পদ নেই	৯	১৮.০
১০০০-১০০০০	১৪	২৮.০
১০০০০-২০০০০	৮	১৬.০
২০০০০-৩০০০০	৪	৮.০
৩০০০০-৫০০০০	৪	৮.০
৫০০০০-১,০০,০০০	৫	১০.০
১০০০০০-২০০০০০	২	৪.০
৫,০০,০০০	২	৪.০
৬,০০,০০০	১	২.০
১০০,০০,০০০	১	২.০
মোট	৫০	১০০
গড় সম্পদঃ ৮৯৪৬৩৪.১৪ টাকা Standard Deviation: 2016431.37		

উত্তরদাতার মোট সম্পদ সম্পর্কিত তথ্যাবলী বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে শতকরা ৯ ভাগ উত্তরদাতার কোন কোন ধরনের সম্পত্তি নেই বাকি ৯১ ভাগ উত্তরদাতার যে সম্পদ রয়েছে তারমধ্যে সর্বোচ্চ সংখ্যক শতকরা ২৮ ভাগ উত্তরদাতা সম্পদের পরিমাণ ১ থেকে ১০ হাজার টাকা এবং শতকরা ১৬ ভাগ উত্তরদাতার সম্পদের পরিমাণ ১০ থেকে ২০ হাজার টাকা। অন্যদিকে শতকরা ৫০০০০ থেকে ১ লাখ টাকার মধ্যে সম্পদের পরিমাণ শতকরা ১০ ভাগ উত্তরদাতার থাকলেও, ২০ থেকে ৩০ হাজার এবং ৩০ থেকে ৫০ হাজার টাকার মধ্যে সম্পদ রয়েছে একই সংখ্যক (শতকরা ৮ ভাগ) উত্তরদাতার, আবার ১ লাখ থেকে ২ লাখ এবং ৫ লাখ টাকার সম্পদ রয়েছে একই সংখ্যক (শতকরা ৪ ভাগ) উত্তরদাতার। তাছাড়া কিছু সংখ্যক উত্তরদাতার সম্পদের পরিমাণ অত্যাধিক বেশি যেমন সমসংখ্যক (শতকরা ২) ভাগ উত্তরদাতার মোট সম্পদের পরিমাণ যথাক্রমে ৬ লাখ এবং ১ কোটি টাকার মত। উত্তর দাদাদের গড় সম্পদের পরিমাণ ৮ লাখ ৯৪ হাজার ৬৩৪ টাকা। তবে এক্ষেত্রে অত্যাধিক স্ট্যান্ডার্ড ডিভিয়েশন অসম পরিমাণ সম্পদের মালিকানাকে নির্দেশ করে। এক্ষেত্রে বলা যায় কারো সম্পদ অত্যাধিক বেশি যেমন এক কোটি টাকা এবং কারো সম্পদ অত্যাধিক কম যেমন এক থেকে দশ হাজার টাকার মত।

সারণি ৫.৩.১০ উত্তরদাতার পূর্বের সম্পদ এবং বর্তমান সম্পদ সম্পর্কিত তুলনামূলক বিশ্লেষণ

পূর্বের সম্পদ			বর্তমান সম্পদ		
সম্পদ	**গণসংখ্যা**	**শতকরা হার**	**সম্পদ**	**গণসংখ্যা**	**শতকরা হার**
কোন সম্পদ নেই	৪৬	৯২.০	কোন সম্পদ নেই	৯	১৮.০
৩০০০০	২	৪.০	১০০০-১০০০০	১৪	২৮.০
৩০০০০০	২	৪.০	১০০০০-২০০০০	৮	১৬.০
			২০০০০-৩০০০০	৪	৮.০
			৩০০০০-৫০০০০	৪	৮.০
			৫০০০০-১,০০,০০০	৫	১০.০
			১০০০০০-২০০০০০	২	৪.০
			৫,০০,০০০	২	৪.০
			৬,০০,০০০	১	২.০
			১০০,০০,০০০	১	২.০
মোট	**৫০**	**১০০**	**মোট**	**৫০**	**১০০**
গড় পূর্বের সম্পদঃ ১৩২০০ টাকা			**গড় বর্তমান সম্পদঃ ৮৯৪৬৩৪.১৪ টাকা**		

উত্তরদাতার পূর্বের এবং বর্তমান সম্পদের তুলনামূলক বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে **পূর্বে প্রায় সকলেই অর্থাৎ শতকরা ৯২ ভাগ উত্তরদাতার কোন সম্পদ ছিল না এবং শতকরা মাত্র ৮ ভাগ উত্তরদাতা সম্পদ থাকলেও ৪ শতাংশের মাত্র ৩০ হাজার টাকা এবং বাকি চার শতাংশের মাত্র ৩ লাখ টাকার মত সম্পদ ছিল। অন্যদিকে বর্তমানে ৮২ শতাংশ উত্তরদাতা সম্পদ রয়েছে যা পূর্বের তুলনায় দশ গুণেরও বেশি।** অর্থাৎ মৈত্রী শিল্পে কাজে নিয়োজিত হওয়ার পর তাদের সম্পদের পরিমাণ ব্যাপক হারে বৃদ্ধি পেয়েছে। যেখানে পূর্বে গড় সম্পদের পরিমণ ছিল মাত্র ১৩২০০ টাকা তা প্রায় সাত গুন বৃদ্ধি হয়ে ৮৯৪৬৩৪ টাকায় দারিয়েছে।

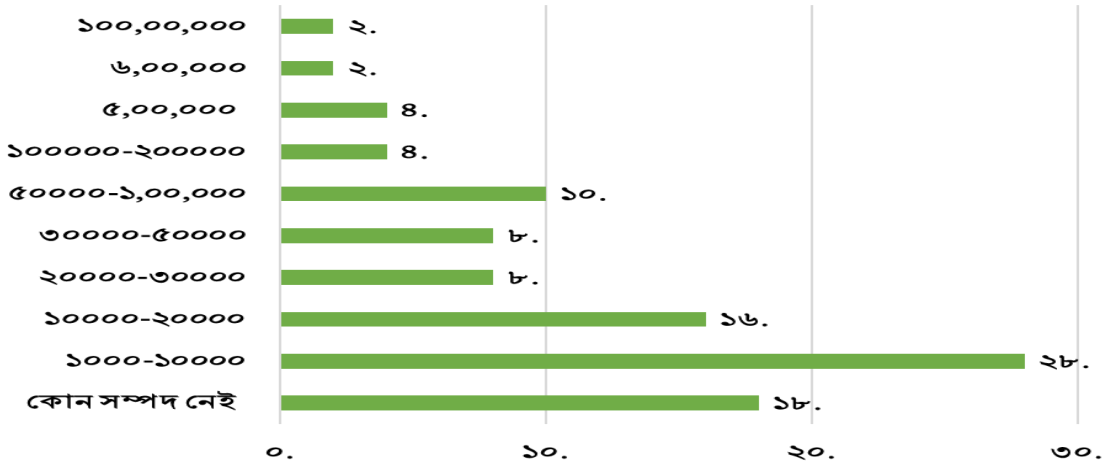

চিত্র ৫.১১ উত্তরদাতার বর্তমান সম্পদ

সারণি ৫.৩.১১ কাই-স্কয়ার টেস্টের মাধ্যমে শিক্ষা ও পদমর্যাদার সম্পর্ক নির্ণয়

Chi-Square Tests			
	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)
Pearson Chi-Square	67.330[a]	48	.034
Likelihood Ratio	45.644	48	.570
Linear-by-Linear Association	3.056	1	.080
Cramer's V	.520		
N of Valid Cases	46		
a. 60 cells (95.2%) have expected count less than 5. The minimum expected count is .02.			

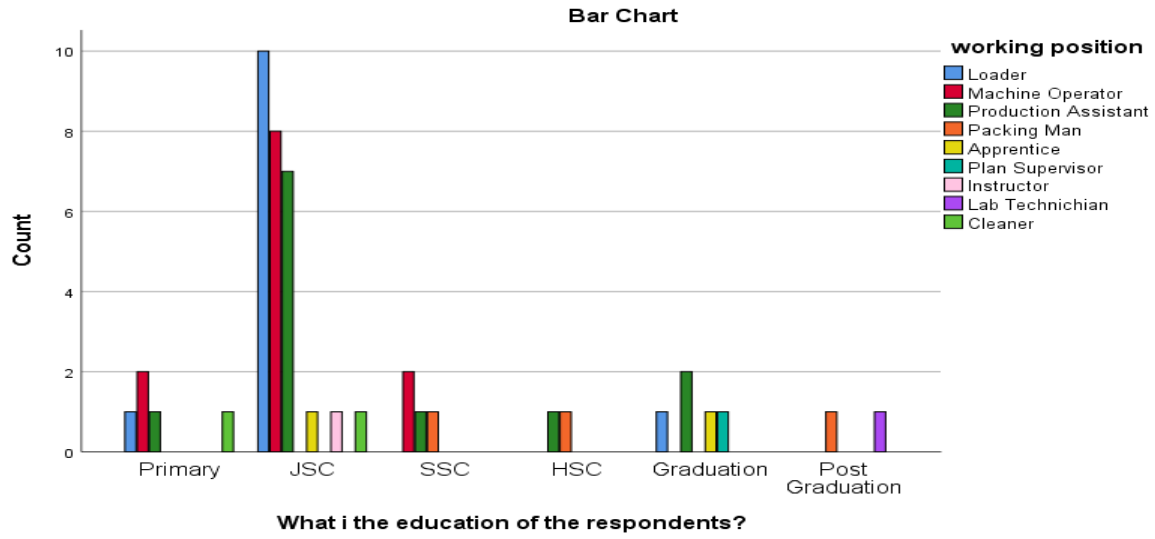

Comment: A Chi-square test for independence with α=0.05 was used to assess whether education was related to job the positions. The Chi-square test was statistically significant, p (0.014) <0.05 with Cramer's coefficient 0.52, indicating that there's a strong relationship between education and Job position. The data showed that if the educational qualification increases the individual get better job position.

সারণি ৫.৩.১২ এনোভা টেস্টের মাধ্যমে শিক্ষা ও বেতনের সম্পর্ক নির্ণয়

Correlations			
		Education 2	What is your monthly salary
Education 2	Pearson Correlation	1	.544**
	Sig. (2-tailed)		.000
	N	46	46
What is your monthly salary	Pearson Correlation	.544**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	
	N	46	50
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).			

Comment: The r value is .544 which indicates there is a moderate level of positive relationship between Education and Salary. Salary increases with the upper level of education.

সারণি ৫.৩.১৩ সঞ্চয়, ঋণ এবং সম্পদের উৎস সমূহ সম্পর্কিত তথ্যাবলী

সঞ্চয়ের উৎস সমূহ	গণসংখ্যা	শতকরা হার
নগদ	১	২.০
ব্যাংক	২	৪.০
এন জি ও	১	২.০
সঞ্চয় নাই	৪৫	৯০.০
সঞ্চয়ের অন্যান্য উৎসসমূহ	১	২.০
মোট	৫০	১০০
ঋণের উৎস সমূহ		
ব্যাংক লোন	১৬	৩০.২
এন জি ও লোন	২	৩.৮
ঋণ দাতার নিকট লোন	২	৩.৮
সংগঠনের নিকট লো্ন	১	১.৯
ঋণ নাই	৩২	৬০.৪
মোট	৫৩	১০০
সম্পদের উৎস সমূহ সম্পর্কিত তথ্যাবলী		
নগদ অর্থ	২	৪.১
ভূমি	২৪	৪৯.০
গহনা	৫	১০.২
গবাদি পশু	৫	১০.২
গাছপালা	২	৪.১
আসবাব পত্র	১১	২২.৪
মোট	৪৯	১০০

***একাধিক উত্তর**

সঞ্চয়ের উৎস সমূহ সম্পর্কিত তথ্যাবলী বিশ্লেষন করলে দেখা যায় যে, যদিও খুবই অল্প সংখ্যক অর্থাৎ শতকরা মাত্র ৮ ভাগ উত্তরদাতার সঞ্চয় রয়েছে, তাদের তথ্য বিশ্লেষনে দেখা যায় ১ জন (২৫%) নগদ টাকায়, ২ জন (৫০%) ব্যাংকে এবং ১ জন (২৫%) এনজিও তে সঞ্চয় করে থাকে।

উত্তরদাতার ঋণের উৎস সমূহ বিশ্লেষন করলে দেখা যায় যে, অধিকাংশ উত্তরদাতা ব্যাংক থেকে ঋণ গ্রহণ করেছে। এক্ষেত্রে শতকরা **৭২.৭২ ভাগ উত্তরদাতা ব্যাংক থেকে ঋণ গ্রহণ করে থাকে। মূলত তাদের চাকরি থাকার পরিপ্রেক্ষিতেই তারা ব্যাংকে ঋণ সুবিধা গ্রহনের সুযোগ পাচ্ছে।** পূর্বে কোনো ইনকাম বা বন্ধক রাখার মতো সম্পত্তি না থাকায় তারা ব্যাংক ঋণ থেকে বঞ্চিত হতো। অন্যদিকে শতকরা ১৩.৬৩ ভাগ উত্তরদাতা এনজিও থেকে ঋণ সুবিধা গ্রহন করছে। তাছাড়া শতকরা ৯.০৯ ভাগ এবং ৪.৫৪ ভাগ উত্তরদাতা যথাক্রমে মহাজনী ঋণ বা ঋণ দাতার নিকট থেকে লোন এবং সংগঠন থেকে ঋণ সুবিধা নিচ্ছে। স্পদের উৎস সমুহ সম্পর্কিত তথ্যাবলী বিশ্লেষণ করে দেখা যায় যে, সর্বাধিক সংখ্যক উত্তরদাতার সম্পদের উৎস ভূমি অর্থাৎ প্রায় ৫০ ভাগ উত্তরদাতার সম্পদ ভূমি কেন্দ্রিক। এর পরবর্তীতে আসবাব পত্র সম্পদের উৎস হিসেবে দেখিয়েছেন শতকরা ২২.৪ জন এবং সমসংখ্যক (শতকরা ১০.২ ভাগ) উত্তরদাতা জানিয়েছে গবাদিপশু এবং গহনা তাদের সম্পদের উৎস। এছাড়া অল্প সংখ্যক অর্থাৎ ৪.১ ভাগ উত্তরদাতার সম্পদের উৎস নগদ জমা এবং গাছপালা।

সারণি ৫.৩.১৪ উত্তরদাতা ও উত্তরদাতার পরিবারের আয়, ব্যয়, সঞ্চয়, ঋণ ও সম্পদের ক্ষেত্রে মৈত্রী শিল্পের প্রভাব সম্পর্কিত তথ্যাবলী

আয় বৃদ্ধি পেয়েছে কিনা?	গণসংখ্যা	শতকরা হার
আগের মত	৪	৮.০
পূর্বের তুলনায় মোটামুটি বৃদ্ধি পেয়েছে	১২	২৪
পূর্বের তুলনায় বৃদ্ধি পেয়েছে	৩৪	৬৮
মোট	৫০	১০০
সম্পদের পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছে কিনা?		
আগের মত	১০	২০
পূর্বের তুলনায় মোটামুটি বৃদ্ধি পেয়েছে	১২	২৪
পূর্বের তুলনায় বৃদ্ধি পেয়েছে	২৭	৫৪
হ্রাস পেয়েছে	১	২
মোট	৫০	১০০
সঞ্চয়ের পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছে কিনা?		
আগের মত	২৫	৫০
পূর্বের তুলনায় মোটামুটি বৃদ্ধি পেয়েছে	১১	২২
পূর্বের তুলনায় বৃদ্ধি পেয়েছে	১৩	২৬
হ্রাস পেয়েছে	১	২
মোট	৫০	১০০
ঋণের পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছে কিনা?		
আগের মত	১৬	৩২
পূর্বের তুলনায় মোটামুটি বৃদ্ধি পেয়েছে	১২	২৪
পূর্বের তুলনায় বৃদ্ধি পেয়েছে	১৩	২৬
হ্রাস পেয়েছে	৯	১৮
মোট	৫০	১০০
খাদ্য নিরাপত্তা বৃদ্ধি পেয়েছে কিনা?		
আগের মত	৩	৬
পূর্বের তুলনায় মোটামুটি বৃদ্ধি পেয়েছে	৭	১৪
পূর্বের তুলনায় বৃদ্ধি পেয়েছে	৪০	৮০
মোট	৫০	১০০
ক্রয়ক্ষমতা বৃদ্ধি পেয়েছে কিনা?		
আগের মত	১	২
পূর্বের তুলনায় মোটামুটি বৃদ্ধি পেয়েছে	৮	১৬
পূর্বের তুলনায় বৃদ্ধি পেয়েছে	৩৯	৭৮
হ্রাস পেয়েছে	২	৪
মোট	৫০	১০০
অর্থনৈতিক ঝুঁকি হ্রাস পেয়েছে কিনা?		
আগের মত	৯	১৮

পূর্বের তুলনায় মোটামুটি বৃদ্ধি পেয়েছে	৬	১২
পূর্বের তুলনায় বৃদ্ধি পেয়েছে	২	৪
হ্রাস পেয়েছে	৩৩	৬৬
মোট	৫০	১০০

উত্তরদাতা ও উত্তর দত্তের পরিবারের আয়, ব্যয়, সঞ্চয়, ঋণ ও সম্পদের ক্ষেত্রে মৈত্রী শিল্পের প্রভাব সম্পর্কিত তথ্যাবলী বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, পূর্বের তুলনায় আয় এবং সম্পর্ক বৃদ্ধি পেয়েছে যথাক্রমে শতকরা ৬৮ এবং ৫৪ জনের। পূর্বের তুলনায় মোটামুটি আয় এবং সম্পদ বৃদ্ধি পেয়েছে একই সংখ্যক (শতকরা ২৪ জন) উত্তরদাতার এছাড়া আয় এবং সম্পদের পরিমাণ আগের মতই রয়েছে যথাক্রমে শতকরা ৮ এবং ২০ জন উত্তরদাতার। উল্লেখযোগ্য ভাবে বড় সংখ্যক উত্তরদাতার সঞ্চয় না থাকলেও পূর্বের তুলনায় সঞ্চয়ের পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছে বলে জানিয়েছেন শতকরা ২৬ জন এবং মোটামুটি বৃদ্ধি পেয়েছে শতকরা ২২ জন উত্তরদাতা। উল্লেখ্য আগের মতই সঞ্চয়ের পরিমাণ রয়েছে শতকরা ৫০ শতাংশ উত্তরদাতা তাছাড়া খুবই অল্প সংখ্যক (শতকরা ২ জন) উত্তরদাতা জানিয়েছে তাদের সঞ্চয়ের পরিমাণ আগের তুলনায় হ্রাস পেয়েছে।

মৈত্রী শিল্পে চাকরির সুবাদে ঋণ গ্রহণের সক্ষমতা অর্জন করায় অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দেখা যাচ্ছে যে উত্তরদাতাদের গ্রহণের পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছে। এক্ষেত্রে শতকরা ২৬ জন উত্তরদাতার ঋণ পূর্বের তুলনায় বৃদ্ধি পেলেও ২৪ জন উত্তরদাতা জানিয়েছে তাদের ঋণ পূর্বের তুলনায় মোটামুটি বৃদ্ধি পেয়েছে এবং হ্রাস পেয়েছে শতকরা ১৮ জনের।

উত্তরদাতাদের কাছে খাদ্য নিরাপত্তা এবং ক্রয়ক্ষমতা বৃদ্ধি সম্পর্কিত তথ্যাবলী বিশ্লেষণ করে দেখা যায় যে স্পষ্টত উত্তরদাতাদের খাদ্য নিরাপত্তা এবং ক্রয় ক্ষমতা বৃদ্ধি পেয়েছে। খাদ্য নিরাপত্তা এবং ক্রয় ক্ষমতা পূর্বের বৃদ্ধি পেয়েছে যথাক্রমে শতকরা ২৬, ৭৮ এবং ৮০ জনের, পুর্বের তুলনায় মুটামুটি বৃদ্ধি পেয়েছে যথাক্রমে শতকরা ১৪ এবং ১৬ জনের। এছাড়া অল্প সংখ্যক (যথাক্রমে শতকরা ৬ এবং ২ জন) উত্তরদাতা জানিয়েছে তাদের খাদ্য নিরাপত্তা এবং ক্রয়ক্ষমতা আগের মতই আছে । উল্লেখ্য শতকরা ৪ জন উত্তরদাতা জানিয়েছে তাদের ক্রয়ক্ষমতা হ্রাস পেয়েছে।

উত্তরদাতার অর্থনৈতিক ঝুঁকি হ্রাস সম্পর্কিত তথ্য বিশ্লেষন করলে দেখা যায় যে, **অধিকাংশ উত্তরদাতার অর্থনৈতিক ঝুঁকি কমে গিয়েছে**। এক্ষেত্রে শতকরা ৬৬ জন উত্তরদাতা জানিয়েছে পূর্বের তুলনায় তাদের অর্থনৈতিক ঝুঁকি হ্রাস পেয়েছে। তাছাড়া অর্থনৈতিক ঝুঁকি বৃদ্ধি পেয়েছে, পূর্বের তুলনায় মোটামুটি বৃদ্ধি পেয়েছে এবং আগের মতই আছে যথাক্রমে শতকরা ৪, ৬ এবং ১৮ জনের।

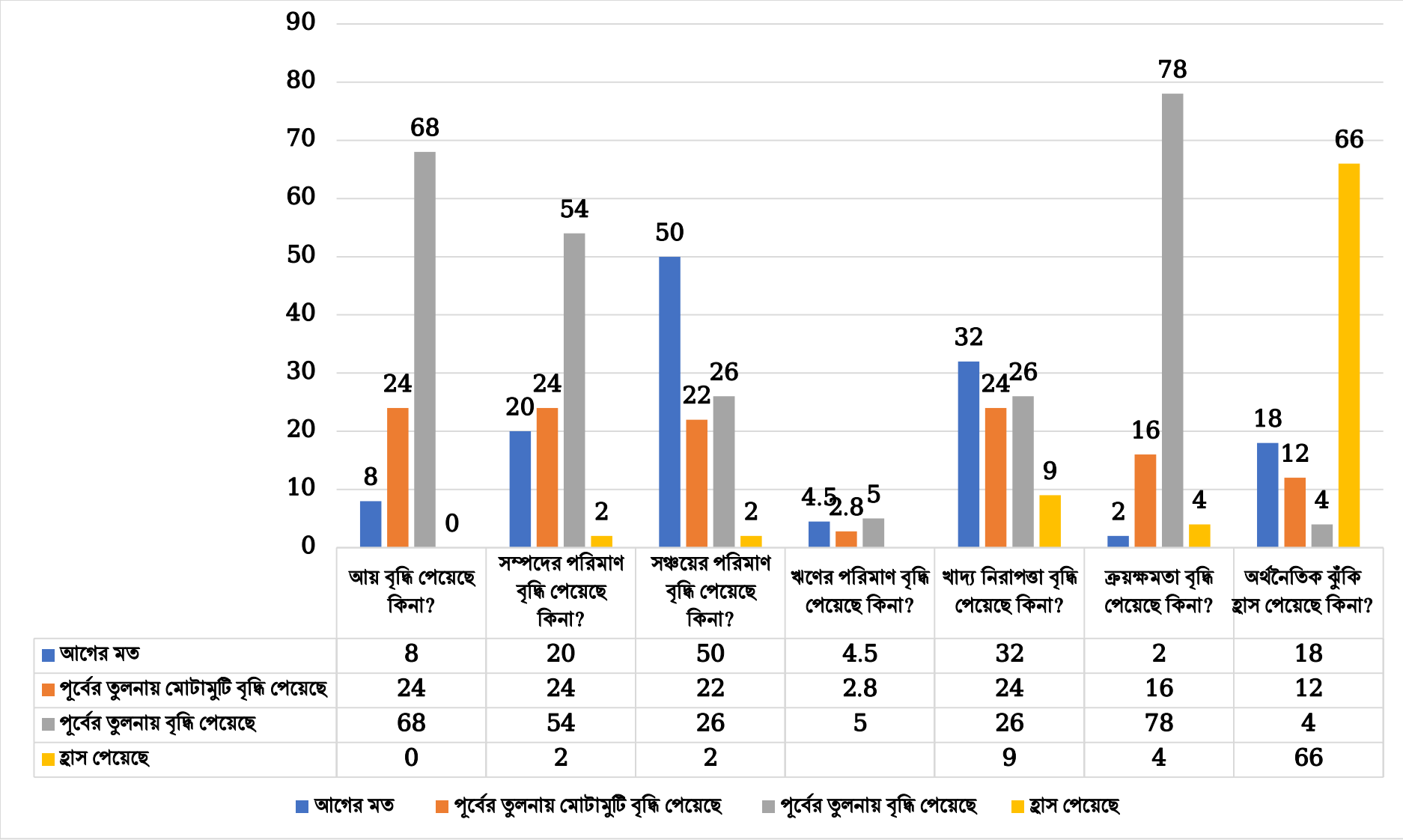

	আয় বৃদ্ধি পেয়েছে কিনা?	সম্পদের পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছে কিনা?	সঞ্চয়ের পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছে কিনা?	ঋণের পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছে কিনা?	খাদ্য নিরাপত্তা বৃদ্ধি পেয়েছে কিনা?	ক্রয়ক্ষমতা বৃদ্ধি পেয়েছে কিনা?	অর্থনৈতিক ঝুঁকি হ্রাস পেয়েছে কিনা?
আগের মত	8	20	50	4.5	32	2	18
পূর্বের তুলনায় মোটামুটি বৃদ্ধি পেয়েছে	24	24	22	2.8	24	16	12
পূর্বের তুলনায় বৃদ্ধি পেয়েছে	68	54	26	5	26	78	4
হ্রাস পেয়েছে	0	2	2		9	4	66

চিত্র ৫.১২ উত্তরদাতা ও উত্তরদাতার পরিবারের আয়, ব্যয়, সঞ্চয়, ঋণ ও সম্পদের ক্ষেত্রে মৈত্রী শিল্পের প্রভাব সম্পর্কিত তথ্যাবলী

৫.৪ উত্তরদাতার মানবীয় সম্পদ (Human Capital) সম্পর্কিত তথ্যাবলী

সারণি ৫.৪.১ উত্তরদাতা ও উত্তরদাতার পরিবারের শিক্ষা, প্রশিক্ষণ, স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা, কর্মক্ষমতা সম্পর্কিত তথ্যাবলী

উত্তরদাতা ও উত্তরদাতার পরিবারের শিক্ষা সম্পর্কিত তথ্যাবলী		
আপনার পরিবারের ছেলে মেয়েরা স্কুলে যায় কিনা?	**গণসংখ্যা**	**শতকরা হার**
হ্যাঁ	২৫	৫০
না	২৩	৪৬
তথ্য পাওয়া যায়নি	২	৪
মোট	৫০	১০০
উত্তর হ্যাঁ হলে কোন ধরণের স্কুল পড়াশোনা করছে?		
সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	৮	৩২
মাধ্যমিক বিদ্যালয়	১১	৪৪
কলেজ	৫	২০
বিশ্ববিদ্যালয়	১	৪
মোট	২৫	১০০
উত্তর না হলে কি কারণে স্কুলে যায় না		
বয়স হয়নি	৮	৩৩.৩
সন্তান হয়নি	৮	৩৩.৩
উত্তরদাতা অবিবাহিত	৮	৩৩.৩
মোট	২৪	১০০
আপনি নিজে কি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পড়াশুনা করেছেন?	**গণসংখ্যা**	**শতকরা হার**
হ্যাঁ	৪৮	৯৬
তথ্য পাওয়া যায়নি	২	৪
মোট	৫০	১০০
উত্তর হ্যাঁ হলে কোন ধরণের স্কুল		
সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	৬	১২
মাধ্যমিক বিদ্যালয়	৩২	৬৪
উচ্চ মাধ্যমিক পর্যন্ত	৫	১০
মাদ্রাসা	১	২
বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত (ডিগ্রি/অনার্স/মাস্টার্স)	৪	৮
তথ্য পাওয়া যায়নি	২	৪
মোট	৫০	১০০
উত্তর না হলে কি কারণে স্কুলে যায় না		
প্রযোজ্য নয় কারন সবাই স্কুলে গিয়েছে		
উত্তরদাতা ও উত্তরদাতার পরিবারের শিক্ষা, প্রশিক্ষণ, স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা সহায়তা সম্পর্কিত তথ্যাবলী		
আপনি বা আপনার পরিবারের সদস্য মৈত্রী শিল্প থেকে শিক্ষা সহায়তা পান কিনা?	**গণসংখ্যা**	**শতকরা হার**
হ্যাঁ	১৮	৩৬
না	৩০	৬০

তথ্য পাওয়া যায়নি	২	৪
মোট	৫০	১০০
উত্তর হ্যাঁ হলে কোন ধরণের? *একাধিক নির্বাচন যোগ্য		
শিক্ষা উপবৃত্তি	৭	৩০.৪৩
উপকরণ সহায়তা	১০	৪৩.৪৭
বিশেষ সহায়তা	৬	২৬.০৮
মোট	২৩	১০০
আপনি বা আপনার পরিবারের সদস্য মৈত্রী শিল্প থেকে কোনো প্রশিক্ষণ পেয়েছেন কিনা?		
হ্যাঁ	৪৭	৯৪
না	৩	৬
মোট	৫০	১০০
উত্তর হ্যাঁ হলে কোন ধরণের? *একাধিক নির্বাচন যোগ্য		
আত্ম-কর্মসংস্থানমূলক	২৪	৫১.০৬
আয় বর্ধনমূলক	১০	২১.২৭
কৃষি মূলক	১	২.১২
প্রতিবন্ধিতা দূরীকরণ সম্পর্কিত	১	২.১২
কারিগরি প্রশিক্ষণ	৩০	৬৩.৮২
তথ্য পাওয়া যায়নি	৩	৬.৩৯
মোট	৬৯	
আপনার বা আপনার পরিবারের প্রতিবন্ধী সদস্যদের চিকিৎসার জন্যে মৈত্রী শিল্প থেকে কোন সহায়তা পান কিনা?		
হ্যাঁ	২৩	৪৬
না	২৭	৫৪
মোট	৫০	১০০
উত্তর হ্যাঁ হলে, মৈত্রী শিল্প থেকে কোন ধরণের চিকিৎসা সহায়তা পেয়ে থাকেন *একাধিক নির্বাচন যোগ্য		
স্বাস্থ্য পরিক্ষা	৩	১১.৫৩
অর্থনৈতিক সহায়তা	২৩	৮৮.৪৬
মোট	২৬	১০০
আপনার পরিবারের বর্তমানে স্বাস্থ্যগত অবস্থা কেমন?		
অনেক ভালো	৫	১০
ভালো	১২	২৪
মোটামুটি	৩৩	৬৬
মোট	৫০	১০০

মানবীয় সম্পদের ক্ষেত্রে শিক্ষা হচ্ছে গুরুত্বপূর্ণ নিয়ামক, যা একজন মানুষকে মানব সম্পদে রূপান্তরিত করে এবং সক্ষমতা বিকাশ পূর্বক ক্ষমতায়ন গড়ে তুলে। এক্ষেত্রে উত্তরদাতা এবং তার পরিবারের ছেলে মেয়েরা স্কুলে যায় কিনা এ সংক্রান্ত তথ্যে দেখা যাচ্ছে যে, শতকরা ৫০ জন উত্তরদাতার ছেলেমেয়েরা “স্কুলে যাচ্ছে” এবং শতকরা ৪৬ জন উত্তরদাতার ছেলেমেয়েরা “স্কুলে যাচ্ছেনা”। উল্লেখ্য

যে এরমধ্যে ৮ জন উত্তরদাতা পরিবারের সন্তানের শহরের স্কুলে পড়ালেখার/স্কুলে যাওয়ার বয়স হয়নি, ৮ জন উত্তরদাতার এখন পর্যন্ত সন্তান হয়নি বা নেই এবং সমসংখ্যক উত্তরদাতা অববাহিত আছেন।সুতরাং শিক্ষা সম্পর্কে প্রাপ্ত তথ্য বিশ্লেষণ করলে দেখা যাচ্ছে **যে উত্তরদাতাগণের স্কুলগামী বয়সের সকল ছেলেমেয়েরা পড়াশোনা করছে, যা কিনা জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন এবং সন্তানদের শিক্ষা বিষয়ে উত্তরদাতাদের ইতিবাচক মনোভাব প্রকাশ করে।**

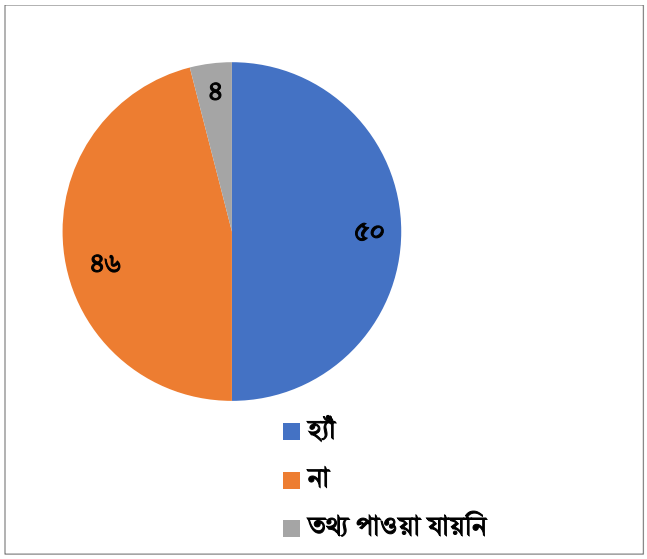

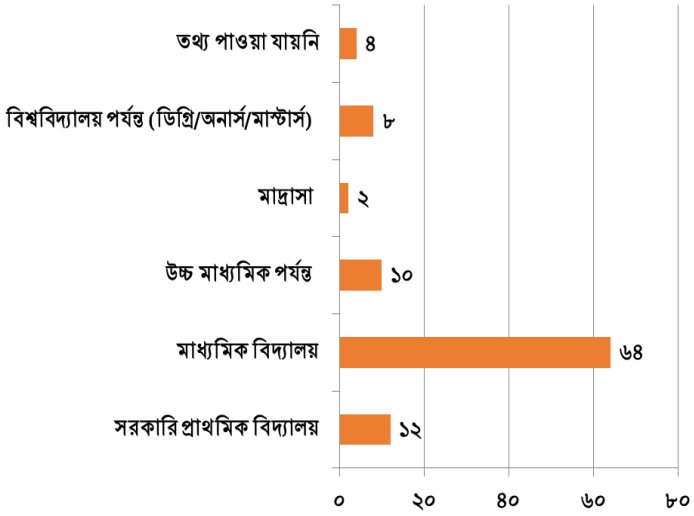

চিত্র ৫.১৩ উত্তরদাতার সন্তান স্কুলে যায় কি না এবং স্কুলের ধরণ

উত্তরদাতার পরিবারের শিক্ষার ক্ষেত্রে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে (৩২%), মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে (৪৪%), কলেজে (২০%) এবং বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে (৪%) অধ্যয়ন করছে। উত্তরদাতা নিজে কি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে পড়াশোনা করেছেন? এর উত্তরে শতকরা ৯৬ জন উত্তরদাতা জানিয়েছেন তারা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে শিক্ষা গ্রহণ করেছেন। তবে এক্ষেত্রে ৪% থেকে কোন উত্তর পাওয়া যায়নি। সর্বোচ্চসংখ্যক উত্তরদাতা জানিয়েছেন (৬৪%) তারা মাধ্যমিক বিদ্যালয় পর্যন্ত পড়াশোনা করেছেন। সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পড়াশোনা করেছেন শতকরা ১২ জন উত্তরদাতা এবং শতকরা ১০ জন উত্তরদাতা জানিয়েছেন তারা উচ্চ মাধ্যমিক পর্যন্ত পড়াশোনা করেছেন। উল্লেখ্য যে প্রতিবন্ধীদের মধ্যে মাদরাসায় পড়াশোনা করেছেন মাত্র শতকরা ২ জন। এক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে মৈত্রী শিল্পে যারা নিয়োজিত আছেন তারা সকলেই কম বেশি শিক্ষিত। **এক্ষেত্রে শিক্ষার সাথে পদমর্যাদা এবং শিক্ষার সাথে বেতনের অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ একটি সম্পর্ক রয়েছে।** শিক্ষার সাথে বেতনের সম্পর্ক হচ্ছে, r=+০.৫৪৪। যার অর্থ দাঁড়ায় শিক্ষা ও বেতনের মধ্যে মধ্যম মানের উপরে একটি সম্পর্ক রয়েছে। অন্যদিকে শিক্ষার সাথে পদমর্যাদার সম্পর্ক আছে কিনা তা যাচাই করার জন্য একটি “Chi-square test” ব্যবহার করা হয়।এর ফলাফল পরিসংখ্যানগতভাবে তাৎপর্যপূর্ণ। এক্ষেত্রে Chi-square test এর ফলাফল হচ্ছে p(0.014<0.05) cramers value=0.52 **যা নির্দেশ করছে শিক্ষার সাথে পদমর্যাদার একটি শক্তিশালী সম্পর্ক রয়েছে।**

সুতরাং উপরোক্ত তথ্য থেকে প্রমাণিত হচ্ছে, যদি কোন ব্যক্তির শিক্ষাগত যোগ্যতা বেশি থাকে তাহলে চাকুরীর ক্ষেত্রে তাঁর পদমর্যাদা ও বেশি হবে। প্রতিবন্ধী উত্তরদাতাদের শিক্ষা সংক্রান্ত তথ্যের ভিত্তিতে তাদের পরিবারের সদস্যদের এবং সন্তানদের শিক্ষা গ্রহণে

আগ্রহী ও উদ্বুদ্ধকরণ করা যেতে পারে। শিক্ষা সম্পর্কিত কেস স্টাডিতে মোহাম্মদ আরিফুজ্জামান জানান যে, চাকুরীর পাশাপাশি প্রতিবন্ধিতার সকল চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করে আরিফুজ্জামান নিজের লেখাপড়া অব্যাহত রেখেছেন। তিনি শেরপুর সরকারি কলেজ থেকে ডিগ্রী পাস করে বর্তমানে মাস্টার্সে অধ্যায়নরত আছেন। শিক্ষাক্ষেত্রে মৈত্রী শিল্পের অবদান সম্পর্কে তিনি বলেন –

"যারা মৈত্রী শিল্প অস্থায়ী চাকুরী করে তারা শিক্ষার জন্য কোন ভাতা বা সহায়তা পায়না, তবে যখন পরীক্ষা থাকে তাকে প্রতিষ্ঠান তখন ছুটি দিয়ে পরীক্ষা দেয়ার সুযোগ করে দেয়, এছাড়াও প্রতিষ্ঠান বিভিন্ন প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করে প্রয়োজন অনুযায়ী"।

কেস স্টাডিতে জোবেদা জানান –

"আমার মায়ের দৃঢ়তার কারণে কষ্ট করে আমি উচ্চমাধ্যমিক পর্যন্ত পড়াশোনা করেছি, অনেকেই ব্যঙ্গ করত, বাজে মন্তব্য করতো, কিন্তু আমি সেগুলোতে কর্ণপাত করিনি। সরকারি প্রতিবন্ধী ভাতা এবং অন্যদের সহযোগিতার মাধ্যমে আমি আমার পড়াশোনা শেষ করেছিলাম, যদিও আমার উচ্চশিক্ষার ইচ্ছা ছিল কিন্তু ভাইরা কোন জায়গা জমি দেয় নাই বাবা মারা গিয়েছিল ছোটবেলায় তাই নিরুপায় হয়ে পড়াশোনা বন্ধ করে ঢাকায় চাকরি আর প্রশিক্ষণ নেয়ার জন্য চলে এসেছি। তবে আমি আমার সন্তানদেরকে অবশ্যই পড়াশোনা করাব, উচ্চশিক্ষিত করব, মানুষ করব, যত কষ্ট হোক না কেন। আমি পড়াশোনা করতে পারিনাই ছেলে মেয়েকে দিয়ে সেই আশা পূর্ণ করব, তারা বড় স্যার হইবো আমি দেখব"।

উত্তরদাতা অথবা তার পরিবারের সদস্যগণ মৈত্রী শিল্প থেকে কোনো শিক্ষা সহায়তা পান কিনা এ তথ্যে দেখা যাচ্ছে যে, শতকরা ৩৬ জন উত্তরদাতা জানিয়েছেন, তারা সহায়তা পান। এরমধ্যে রয়েছে শিক্ষা উপবৃত্তি(৭ জন), উপকরণ সহায়তা(১১ জন) এবং বিশেষ সহায়তা(৬ জন)। প্রশিক্ষণ দক্ষতা বৃদ্ধি, সক্ষমতা অর্জন এবং চাকুরী প্রাপ্তির অন্যতম চাবিকাঠি ।

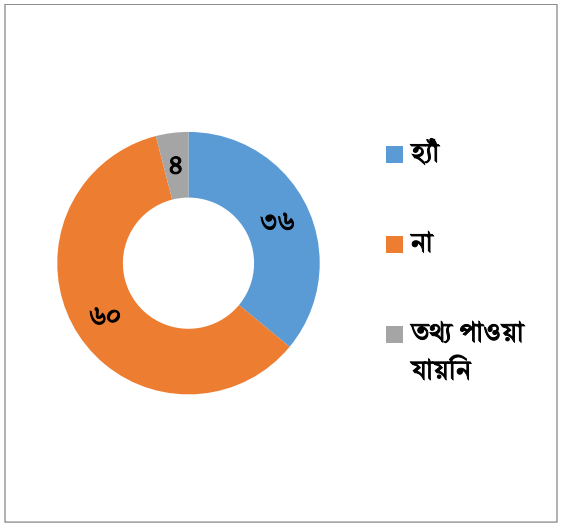

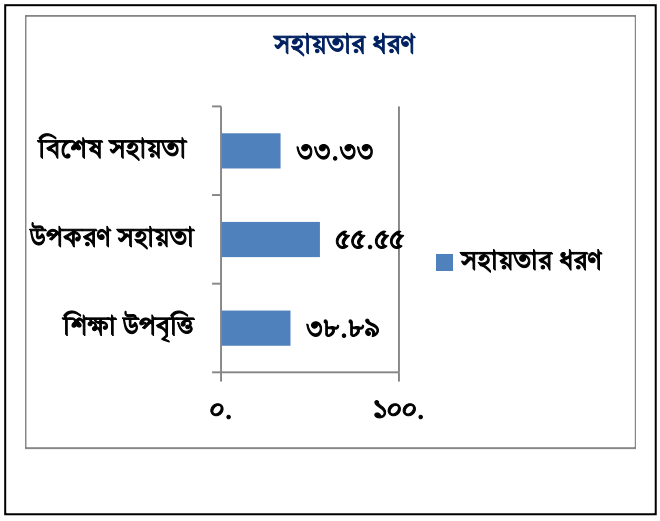

চিত্র ৫.১৪ মৈত্রী শিল্প থেকে শিক্ষা সহায়তা পায় কিনা এবং শিক্ষা সহায়তার ধরণ

প্রশিক্ষণ সম্পর্কিত তথ্যে দেখা যাচ্ছে যে, প্রায় সকল উত্তরদাতা মৈত্রী শিল্প থেকে একাধিকবার প্রশিক্ষণ গ্রহন করেছেন, এদের সংখ্যা হচ্ছে শতকরা ৯৪ জন। উত্তরদাতাগণ বিভিন্ন বিষয়ে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছেন। মাত্র শতকরা ৬ জন উত্তরদাতা জানিয়েছেন তারা কোন বিষয়ে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেননি । তবে এ ক্ষেত্রে মৈত্রী শিল্পে প্রশিক্ষক হিসেবে কর্মরত মোঃ আজিজুর রহমান খান জানান যে, মৈত্রী শিল্পে নিয়োজিত সকলকে কাজে নিযুক্ত হওয়ার পরে অপারেশনে যাওয়ার পূর্বে প্রথমে যন্ত্রপাতি ও কাঁচামাল সম্পর্কে প্রশিক্ষিত করা

হয়ে থাকে তারপরে সরাসরি কাজে নিযুক্ত করা হয়। অভিজ্ঞদের সাথে সহকারি হিসেবে প্রথমে কাজ করে তারপরে আস্তে আস্তে মেশিনারিজ পরিচালনা করতে পারলে তখন তাঁকে দায়িত্ব দেয়া হয়ে থাকে। এরপরেও যখনই কোন কর্মচারী কোন ধরনের সমস্যার সম্মুখীন হন অথবা উৎপাদন ব্যাহত হয়, মেশিনের কোন সমস্যা হয় তখনই তাদেরকে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়। প্রতিদিন ৭৮ জন কে ধারাবাহিকভাবে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়ে থাকে। প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রে উত্তরদাতাদের মধ্যে আত্মকর্মসংস্থান মূলক ২৪ জন, আত্মগঠনমূলক ১০ জন, কারিগরি প্রশিক্ষণ ৩০ জন(সর্বোচ্চ সংখক উত্তরদাতা), প্রতিবন্ধিতা দূরীকরণ সম্পর্কিত ১২ জন, কৃষি সংক্রান্ত ১ জন এবং ৩ জনের কাছ থেকে কোনো তথ্য পাওয়া যায়নি ।

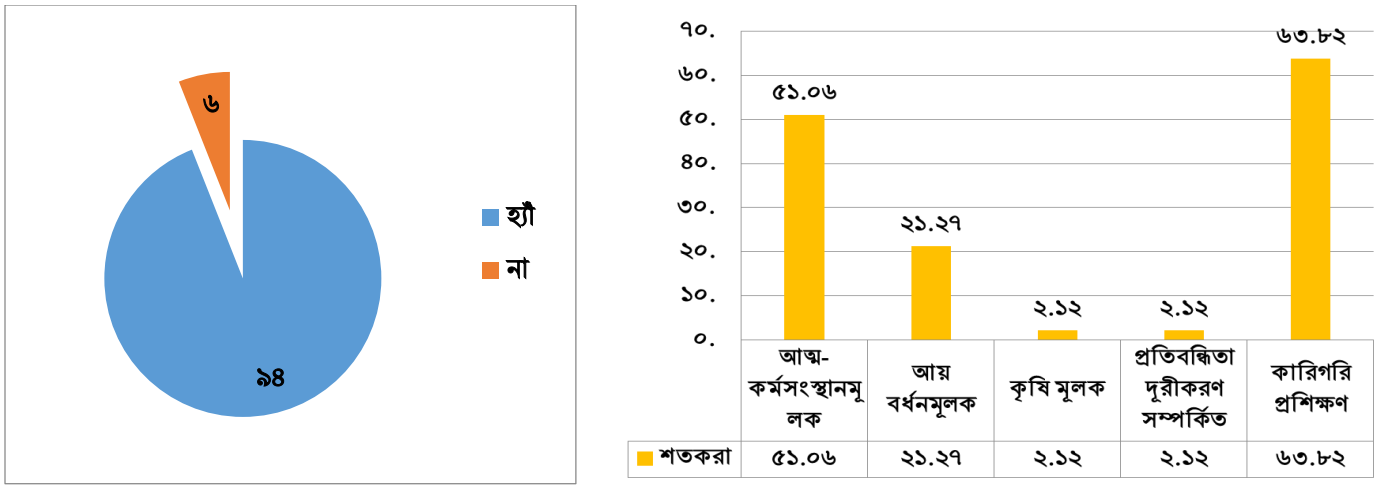

চিত্র ৫.১৫ উত্তরদাতা বা উত্তরদাতার পরিবারের সদস্য মৈত্রী শিল্প থেকে কোনো প্রশিক্ষণ পেয়েছেন কিনা এবং প্রশিক্ষণের ধরণ

প্রশিক্ষণ কেবলমাত্র মৈত্রী শিল্প থেকে গ্রহণ করেছে তা নয় এক্ষেত্রে বিষয় যে পাশেই অবস্থিত সমাজসেবা অধিদপ্তর এর সমাজসেবা অফিস কর্তৃক অনেকেই বিভিন্ন বিষয়ের উপর প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছেন ।প্রশিক্ষণ সম্পর্কে কেস স্টাডিতে জনাব হাফিজুর রহমান(স্টোর অফিসার, ৫০ বছর বয়স) *নামে* একজন উত্তরদাতা জানান যে –

"আমার মেজ ভাইয়ের সেনাবাহিনীতে চাকরি করতেন তার মাধ্যমে আমি জানতে পারি ঢাকায় প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য প্রশিক্ষণের মাধ্যমে কাজ করার সুযোগ আছে, পরে আমি আমার এলাকার সমাজসেবা অফিসারের সাথে যোগাযোগ করে এক বছরের মেকানিক্যাল ওয়ার্কশপ এর উপরে প্রশিক্ষণের জন্য মৈত্রী শিল্পে চলে আসি, প্রশিক্ষণের পরে সরাসরি আমি মৈত্রী শিল্পে চাকরি করি। আমি নিজেও এস এস সি পাস করে মৈত্রী শিল্পের প্রশিক্ষণের মাধ্যমে যোগদান করি। প্রথমে চাকুরীর বেতন ছিল মাত্র ৬৫০০ টাকা, এখন বেতন পাই ৩৫০০০ টাকা। চাকরির বয়স শেষ হবে ২০২৯ সালে"।

তিনি আরো বলেন যে –

"মৈত্রী শিল্পে প্রতিবন্ধী কর্মকর্তা এবং কর্মচারীদের জন্য প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা থাকত, আমি নিজেও জাপানে লিডারশিপের উপর প্রশিক্ষণ নিয়েছি, কিন্তু এখন এই ধরনের প্রশিক্ষণ দেয়া হয় না । ফলে কর্মকর্তা-কর্মচারীদের কর্মদক্ষতা বৃদ্ধি পাবে না, তাই প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য দেশের অভ্যন্তরে এবং বাইরে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা জরুরি। এতে উৎপাদনের গুণগত মান বৃদ্ধি পাবে, উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে এবং কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সন্তুষ্টি বৃদ্ধি পাবে"

এ প্রসঙ্গে লোডার এর কাজে নিয়োজিত ২৩ বছরের সুমন মিয়া বলেন যে –

"মৈত্রী শিল্প যোগদান করার পূর্বে আমি এলাকায় ৫/৬ মাস সিম নিবন্ধন এর কাজ করেছি, পরে সমাজসেবা অফিসারের মাধ্যমে জানতে পারি প্রতিবন্ধীদের জন্য মৈত্রী শিল্পে এক বছরের প্রশিক্ষণের মাধ্যমে চাকরির সুযোগ আছে। আমি সাথে সাথেই মৈত্রী শিল্প মেশিনারিজের উপহার এক বছরের প্রশিক্ষণ গ্রহণ করি, পরে অস্থায়ী ভিত্তিতে প্লাস্টিক পণ্য উৎপাদন ইউনিট এ কাজ করি। বর্তমানে আমার চাকুরী স্থায়ী হয়েছে এক বছর যাবত"।

২৪ বছর বয়সী মোহাম্মদ আরিফুজ্জামান জানান যে, মৈত্রী শিল্পে যোগদানের পূর্বে তিনি সাভার নবীনগরে একটি খাবারের হোটেলে কাজ করতেন খাবার হোটেলের কাজ করা তার পক্ষে অনেক কঠিন ছিল তারপরেও জীবনের তাগিদে কাজ করতে হতো হোটেলে কাজ করার সময় গ্রামেরই আরেক প্রতিবন্ধী ব্যক্তি জনাব শাহেদুজ্জামান ভাইয়ের মাধ্যমে সমাজসেবা বিভাগের টেকনিক্যাল ওয়ার্কশপ সম্বন্ধে জানতে পারেন, ওয়ার্কশপে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে ১৯৯৮ সালে মৈত্রী শিল্প যোগদান করে বর্তমানে ব্লো মেশিন সহকারি হিসেবে কাজ করছেন।

এ প্রসঙ্গে মোহাম্মদ উজির হাওলাদার বলেন –

"জন্মের পরে প্রতিবন্ধী বলে কোন লেখাপড়া করা হয়ে উঠেনি, মৈত্রী শিল্পের যোগদানের পূর্বে সমাজসেবা থেকে বিভিন্ন বিষয়ে প্রশিক্ষণ নিয়েছি, এই প্রশিক্ষণ আমাকে মৈত্রী শিল্পে কাজে নিয়োজিত হতে সহায়তা করেছে, এছাড়া মৈত্রী শিল্পে থাকা অবস্থায় প্রয়োজন অনুযায়ী বিভিন্ন বিষয়ে প্রশিক্ষণ নিয়েছি যা আমার কাজের দক্ষতা আগের তুলনায় বাড়িয়ে দিয়েছে।"

প্রশিক্ষণ সম্পর্কে কেআইআইএস থেকে প্রাপ্ত তথ্য বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, বিগত পাঁচ বছরে মৈত্রী শিল্প থেকে প্রশিক্ষণ এবং কর্মসংস্থানের ব্যাবস্থা করা হয়েছে। নিচে তথ্য উল্লেখ করা হল-

বিগত ৫ বছরের প্রশিক্ষণ সম্পর্কিত তথ্য

বিগত ৫ বছর	বিষয়বস্তু	অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা	সময়কাল
২০১৭-২০১৮	**প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত প্রতিবন্ধী ব্যক্তি**	**২৯০ জন**	**৩ মাস**
	কর্মসংস্থান প্রাপ্ত প্রতিবন্ধী ব্যক্তি	**২২০ জন**	
২০১৮-২০১৯	**প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত প্রতিবন্ধী ব্যক্তি**	**৩০০ জন**	**৩ মাস**
	কর্মসংস্থান প্রাপ্ত প্রতিবন্ধী ব্যক্তি	**২৩৫ জন**	
২০১৯-২০২০	**প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত প্রতিবন্ধী ব্যক্তি**	**৩১০ জন**	**৩ মাস**
	কর্মসংস্থান প্রাপ্ত প্রতিবন্ধী ব্যক্তি	**২৫০ জন**	
২০২০-২০২১	**প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত প্রতিবন্ধী ব্যক্তি**	**৩২০ জন**	**৩ মাস**
	কর্মসংস্থান প্রাপ্ত প্রতিবন্ধী ব্যক্তি	**২৬০ জন**	
২০২১-২০২২	**প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত প্রতিবন্ধী ব্যক্তি**	**৩৩০ জন**	**৩ মাস**
	কর্মসংস্থান প্রাপ্ত প্রতিবন্ধী ব্যক্তি	**২৭০ জন**	

উৎসঃ মৈত্রী শিল্প; ২০২৩

এক্ষেত্রে এফজিডি কর্তৃক প্রাপ্ত তথ্যে দেখা যাচ্ছে যে, এই শিল্পে নিয়োজিত হওয়ার পূর্বে মৈত্রী শিল্পের পাশেই অবস্থিত সমাজসেবা অফিস যা কিনা সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অধীনে পরিচালিত সেখান থেকে অনেকেই টেকনিক্যাল বা কারিগরি প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছে । এক্ষেত্রে কেউ কেউ এক বা একাধিক প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছে, এরপর মৈত্রী শিল্পে নিয়োজিত হওয়ার পর পুনরায় প্রশিক্ষণ গ্রহণ করার পর উৎপাদনে জড়িত হয়েছে। কর্মে নিয়োজিত থাকা অবস্থায় যখন প্রয়োজন হয় তখনই প্রশিক্ষণ দেয়া হয়ে থাকে। প্রশিক্ষণ মৈত্রী শিল্পে একটি ধারাবাহিক প্রক্রিয়া হিসেবে চলমান থাকে ।

স্বাস্থ্য এবং চিকিৎসা সংক্রান্ত প্রাপ্ত তথ্যে দেখা যাচ্ছে যে, পরিবারের সদস্যদের এবং উত্তর দাতাদের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ কোনো অসুস্থতা নেই। স্বাভাবিক পর্যায়ের অসুস্থতা যেমন, জ্বর-কাশি, গ্যাস্ট্রিক, টেনশন, ডায়াবেটিস, নিউমোনিয়া, মাথাব্যথা, ডায়রিয়া, চোখে ছানি এসব অসুস্থতা উল্লেখ করেছেন। উল্লেখযোগ্য যে, শারীরিক প্রতিবন্ধীদের সন্তান সন্তানাদি প্রতিবন্ধী হয়ে জন্মগ্রহণ করেনি, এ কারণে উত্তর দাতাদের মধ্যে মানসিক প্রশান্তি বিরাজ করছে।তবে প্রতিবন্ধী উত্তর দাতাগণ কেস স্টাডি এবং এফজিডি আলোচনায় জানিয়েছেন যে, মৈত্রী শিল্পের মধ্যে একটি চিকিৎসাকেন্দ্র থাকলে তাদের অনেক সুবিধা হত। কারণ বাইরে চলাচলে অনেক অসুবিধা হয়, বাইরে ডাক্তারের কাছে যাওয়া, সিরিয়াল দেয়া ইচ্ছা গ্রহণ করা এতে অনেক সময় ও অর্থ ব্যয় হয় এবং চলাফেরা তো অসুবিধা হয়। তাই অভ্যন্তরীণ পর্যায়ে যদি একজন এমবিবিএস ডাক্তার, নার্স ও ফার্মেসি থাকতো তাহলে আরো ভালো হতো। এ প্রসঙ্গে মোঃ আজিজুর রহমান খান (প্রশিক্ষক) বলেন যে –

“আমাদের এলাকায় আশেপাশের হাসপাতাল/ ক্লিনিক এর সাথে চিকিৎসার বিষয়ে একটা চুক্তি থাকলেও আমরা স্বল্প সময়ে ও অল্প ব্যয়ে চিকিৎসা গ্রহণ করতে পারতাম।”

এ প্রসঙ্গে অন্য একজন উত্তরদাতা মত দেন যে –

“সরকারি হাসপাতালগুলোতে প্রতিবন্ধীদের চিকিৎসার জন্য একটা প্রতিবন্ধী চিকিৎসা কর্ণার থাকতে পারে, এতে আমরা সকল প্রতিবন্ধীরা চিকিৎসা সুবিধা পাব, প্রধানমন্ত্রী প্রতিবন্ধীদের জন্য প্রতিবন্ধী ভাতা, বীমা, প্রশিক্ষণ সহ অনেক কিছু করেছেন, আমরা তার দ্বারা উপকৃত হয়েছি। তিনি প্রতিবন্ধীদের কথা বুঝেন এবং প্রতিবন্ধীবান্ধব।”

মৈত্রী শিল্পে নিয়োজিত ফ্যাক্টরি সুপারভাইজর মোহাম্মদ মহসীন আলী জানান যে, মৈত্রী শিল্পের উদ্যোগে মাঝে মাঝে চিকিৎসা ক্যাম্পের আয়োজন করা হয়ে থাকে, শুধুমাত্র কর্মকর্তা-কর্মচারী নয়, ক্যাম্পে পরিবারের সকল সদস্যদের বিনামূল্যে চিকিৎসা প্রদান করা হয়ে থাকে। গত রোজার মাসে (এপ্রিল ২০২৩) মেডিকেল ক্যাম্প ব্যবস্থার মাধ্যমে চিকিৎসা সেবা প্রদান করা হয়েছে, পূর্বের তুলনায় মৈত্রী শিল্পে অনেক সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধি করা হচ্ছে । ভবিষ্যতে চিকিৎসক নিয়োগ করা যায় কিনা সে বিষয়েও পরিকল্পনা রয়েছে। উল্লেখ্য যে, মৈত্রী শিল্প সকল কর্মকর্তা/কর্মচারীদের জন্য সরকারি বেতন কাঠামো অনুযায়ী নির্ধারিত চিকিৎসা ভাতা দেয়া হয় কিন্তু সেই ভাতা তাদের কাছে অপর্যাপ্ত মনে হয় কারণ শারীরিক প্রতিবন্ধীদের চিকিৎসা ব্যয় অন্যান্য স্বাভাবিক মানুষের তুলনায় বেশী খরচ হয় এবং পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের জন্য চিকিৎসা ব্যয় নির্বাহ করতে হয় তাই তাদের জন্য বাড়তি চিকিৎসা ভাতা প্রদান করা যেতে পারে।

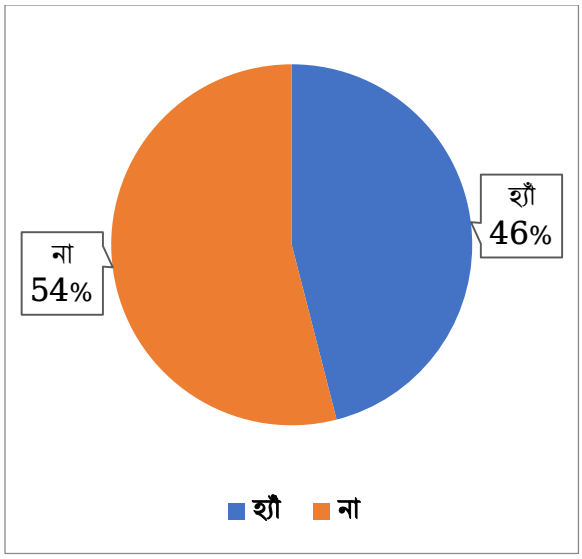

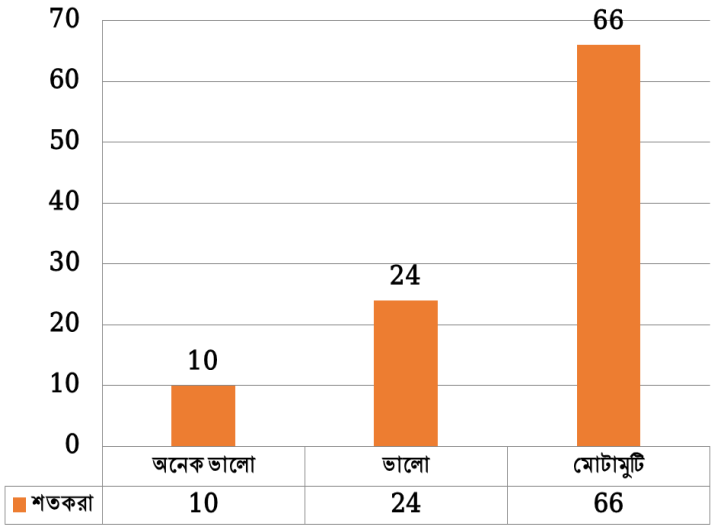

চিত্র ৫.১৬ চিকিৎসার জন্যে মৈত্রী শিল্প থেকে কোন সহায়তা পায় কিনা এবং বর্তমানে স্বাস্থ্যগত অবস্থা

সারণি ৫.৪.২ উত্তরদাতা ও উত্তরদাতার পরিবারের শিক্ষা, প্রশিক্ষণ, স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা, কর্মক্ষমতার উপর মৈত্রী শিল্পের প্রভাব সম্পর্কিত তথ্যাবলী

আপনার ও আপনার পরিবারের শিক্ষার ক্ষেত্রে কোন পরিবর্তন হয়েছে কিনা?	গণসংখ্যা	শতকরা হার
আগের মত	৫	১০
মোটামুটি	১২	২৪
বৃদ্ধি পেয়েছে	৩৩	৬৬
মোট	৫০	১০০
সমস্যা সমাধানের দক্ষতা বৃদ্ধি পেয়েছে কিনা?		
আগের মত	১	২
মোটামুটি	৬	১২
বৃদ্ধি পেয়েছে	৪৩	৮৬
মোট	৫০	১০০
সম্পর্ক উন্নয়নের ক্ষেত্রে সহায়তা করেছে কিনা?		
আগের মত	২	৪
মোটামুটি	১০	২০
বৃদ্ধি পেয়েছে	৩৮	৭৬
মোট	৫০	১০০
নেতৃত্ব ও সাংগঠনিক দক্ষতা বৃদ্ধি পেয়েছে কিনা?		
আগের মত	২	৪
মোটামুটি	৮	১৬
বৃদ্ধি পেয়েছে	৪০	৮০

মোট	৫০	১০০
পেশাগত দক্ষতা উন্নয়নের ক্ষেত্রে সহায়তা করেছে কিনা?		
মোটামুটি	৯	১৮
বৃদ্ধি পেয়েছে	৪১	৮২
মোট	৫০	১০০
স্বাস্থ্য ও চিকিৎসার ক্ষেত্রে কোন পরিবর্তন সাধন হয়েছে কিনা?		
আগের মত	৫	১০
মোটামুটি	৮	১৬
বৃদ্ধি পেয়েছে	৩৭	৭৪
মোট	৫০	১০০
সচেতনতা বৃদ্ধি পেয়েছে কিনা?		
মোটামুটি	৫	১০
বৃদ্ধি পেয়েছে	৪৫	৯০
মোট	৫০	১০০
কর্মক্ষমতা বৃদ্ধি পেয়েছে কিনা?		
মোটামুটি	২	৪
বৃদ্ধি পেয়েছে	৪৮	৯৬
মোট	৫০	১০০
আত্ম-উপলব্দি, আত্ম-মর্যাদা, আত্ম-বিশ্বাস ইত্যাদি		
আগের মত	১	২
মোটামুটি	৬	১২
বৃদ্ধি পেয়েছে	৪৩	৮৬
মোট	৫০	১০০

উত্তরদাতা ও উত্তরদাতার পরিবারের সদস্যদের শিক্ষা, প্রশিক্ষণ, স্বাস্থ্য-চিকিৎসা, কর্মদক্ষতা এবং কর্মক্ষমতা বৃদ্ধির ক্ষেত্রে মৈত্রী শিল্পের প্রভাব সম্পর্কিত তথ্যাবলী বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, উল্লেখযোগ্য সংখ্যক উত্তরদাতা উল্লেখিত ক্ষেত্রসমূহে "পূর্বের তুলনায় বৃদ্ধি পেয়েছে" বলে মতামত প্রকাশ করেছেন। শিক্ষার ক্ষেত্রে শতকরা ৬৬ জন উত্তরদাতা জানিয়েছেন যে তাদের সচেতনতা পূর্বের তুলনায় বৃদ্ধি পেয়েছে। "মোটামুটি বৃদ্ধি পেয়েছে" শতকরা ২৪ জন, এবং মাত্র শতকরা ১০ জন জানিয়েছে "আগের মত রয়েছে"। লক্ষণীয় যে প্রতিবন্ধীদের সন্তানগণ সকলেই স্কুল বা কলেজ এ পড়াশোনা করছেন। উত্তরদাতাগণের মধ্যে অনেকে বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা চালিয়ে যাচ্ছেন। সমস্যা সমাধানের দক্ষতা বৃদ্ধির ক্ষেত্রে সর্বোচ্চসংখ্যক উত্তরদাতা জানিয়েছেন যে, পূর্বের তুলনায় বর্তমানে যেকোনো সমস্যা সমাধানের দক্ষতা বৃদ্ধি পেয়েছে । এদের সংখ্যা হচ্ছে শতকরা ৮৬ জন। মোটামুটি বৃদ্ধি পেয়েছে জানিয়েছেন শতকরা ১২ জন, এবং মাত্র একজন উত্তরদাতা(২%) জানিয়েছেন সমস্যা সমাধানে তার দক্ষতা আগের মত রয়েছে। **সুতরাং সমস্যা সমাধানের দক্ষতা ও ক্ষমতা উন্নয়নে (Problem solving skill and capacity) মৈত্রীশিল্পের গুরুত্বপূর্ণ অবদান রয়েছে। নেতৃত্ব ও সাংগঠনিক দক্ষতা বৃদ্ধির ক্ষেত্রে শতকরা ৮০ জন উত্তরদাতা জানিয়েছেন পূর্বের তুলনায় তাদের নেতৃত্ব ও সাংগঠনিক দক্ষতা বৃদ্ধি পেয়েছে।** এক্ষেত্রে মোঃ হাফিজুর রহমান জানান যে –

"আমাদের এখানে ব্যবস্থাপনা পরিচালনার ওপর প্রশিক্ষণ দেয়া হয়ে থাকে, সাংগঠনিক নেতৃত্ব ও কাঠামোর উপর প্রশিক্ষণ দেয়া হয়ে থাকে। প্রতিষ্ঠানে কিভাবে সকল কাজ করতে হবে পারস্পারিক সম্পর্ক, দায়িত্ববোধ ইত্যাদি বিষয়ক প্রশিক্ষণ দেয়া হয়ে থাকে ধারাবাহিকভাবে। একারণে কাজের পরিবেশ খুবই ভালো ,কেউ কাউকে কটূক্তি অথবা ব্যঙ্গ করে না, উৎপাদন ব্যাহত হয় না। আমরা জানি, দায়িত্ব সময়মতো পালন করতে হবে না হলে ঠিকমত আমরা বেতন পাবো না, আমরা সবাই মিলে একত্রে কাজ করে থাকি কারণ এটা প্রতিবন্ধীদের প্রতিষ্ঠান"।

নেতৃত্ব এবং সাংগঠনিক দক্ষতা মোটামুটি বৃদ্ধি পেয়েছে বলে জানিয়েছেন মাত্র শতকরা ১৬ জন এবং আগের মত আছে বলে উল্লেখ করেছেন শতকরা ৪ জন উত্তরদাতা । পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধি পেয়েছে বলে উল্লেখ করেছেন শতকরা ৮২ জন উত্তরদাতা। এক্ষেত্রে মোটামুটি বৃদ্ধি পেয়েছে বলে জানিয়েছেন শতকরা ১৮ জন এবং আগের মতো রয়েছে এরূপ উত্তরদাতার সংখ্যা পাওয়া যায়নি । অর্থাৎ প্রাপ্ত তথ্য থেকে বলা যায় যে, মৈত্রী শিল্পে নিয়োজিত সকল উত্তরদাতারই দক্ষতা-অভিজ্ঞতা এবং বিকাশ পূর্বের তুলনায় বৃদ্ধি পেয়েছে। যা নির্দেশ করে মানবসম্পদের বিকাশের ক্ষেত্রে মৈত্রী শিল্প গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা ক্ষেত্রে কি ধরনের পরিবর্তন সাধিত হয়েছে এ প্রসঙ্গে শতকরা ৭৪ জন উত্তরদাতা এবং ১৬ জন উত্তরদাতা জানিয়েছেন যে "আগের চেয়ে বৃদ্ধি পেয়েছে" ও "মোটামুটি বৃদ্ধি পেয়েছে" এ প্রসঙ্গে ফিরোজ মিনা (৩১ বছর, উৎপাদন সহকারি, ছদ্মনাম) বলেন যে –

"মাঝেমধ্যে এই প্রতিষ্ঠানে হেলথ ক্যাম্পের আয়োজন করে রোগ সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টি করা হয়ে থাকে"।

চিকিৎসা ও স্বাস্থ্য সেবার ক্ষেত্রে মৈত্রী শিল্পের অবদানের বিষয়ে মুহাম্মদ আরিফুজ্জামান (২৪বছর, উৎপাদন সহকারি) জানান যে,

"স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা ভাতা নিয়ে মৈত্রী শিল্পের কোন কার্যক্রম নাই, তবে কর্মরত কর্মকর্তা এবং কর্মচারীদের বড় ধরণের রোগ হলে প্রতিষ্ঠান সহায়তা করে থাকে, আমার কোন রোগ হয় নাই তাই কোন ধরণের সহায়তা লাগে নাই"।

মোহাম্মদ উজির হাওলাদার (৪০ বৎসর, বরগুনা) জানান যে,

"মৈত্রী শিল্প থেকে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য কোন ধরনের স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা ভাতা পাওয়া যায়না, তবে বছরখানেক আগে আমি পাইলসে আক্রান্ত হলে আমাকে এক লক্ষ টাকা লোন দেয়া হয় যা প্রতিমাসে আমার বেতন থেকে কর্তন করে নেয়া হয়, মৈত্রী শিল্পী লোনের ব্যবস্থা না থাকলে আমার পক্ষে চিকিৎসা নেয়া একেবারেই সম্ভব হতো না"।

উত্তরদাতাদের "সামগ্রিক সচেতনতা বৃদ্ধি পেয়েছে" কিনা এরূপ প্রশ্নে সকল উত্তরদাতা জানিয়েছেন তাদের পূর্বের তুলনায় সামাজিক পরিবেশ, সুযোগ-সুবিধা, অধিকার, বিভিন্ন ধরনের সমস্যা সমাধানের উপায়, প্রশিক্ষণ-কর্মসংস্থান, শিক্ষা, চিকিৎসা এবং সরকারি/বেসরকারি সেবা ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয়ে আন্তঃমিথস্ক্রিয়া এবং প্রশিক্ষণ গ্রহণের ফলে পূর্বের তুলনায় অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে। উল্লেখ্য যে "কোন সচেতনতা বৃদ্ধি পায়নি" এ ধরনের উত্তরদাতা পাওয়া যায়নি । এপ্রসঙ্গে ক্লিনার জোবায়দা বেগম জানান যে -

"গ্রামের বাড়িতে ছিলাম শুধুমাত্র ঘরের মধ্যে উঠানে কাজ করতাম আর নানাজনের কটূক্তি এবং প্রতিবন্ধীতা নিয়ে নানা ধরনের ঠাট্টা শুনতাম, এখানে আইসা শুনি আজকে আমাকে কতটা উৎপাদন করতে হবে, ওই পরিমান মাল সাপ্লাই দিতে হবে, স্যারদের সাথে কথা কইতে হবে, সব সময় ভাবি কিভাবে জীবনে উন্নতি করতে হবে, যা আছে আমি তাই নিয়ে বড় হতে হবে। পাশেই সমাজসেবা বিভাগে কত প্রতিবন্ধী আসছে প্রশিক্ষণ নিতে সকলেই ছেলেমেয়েদের স্কুলে পাঠায়, তাদের দেখা দেখি আমি আমার সন্তানদের স্কুলে পাঠাই, মাস্টার রাইখা দিছি, আমি পড়াশোনা করতে পারিনাই বেশিদূর, ওরা পড়াশোনা কইরা মানুষ হইয়া বড় চাকরি করতে

পারবে। এসব চিন্তা-চেতনা আমার মধ্যে আইছে, আগে মইরা যাইতে ইচ্ছা করত ।এখন উন্নত জীবনের স্বপ্ন দেখি, বাইচা থাকার স্বপ্ন দেখি"।

কর্মদক্ষতা, কর্মক্ষমতা এবং আত্মোপলব্ধি, আত্মমর্যাদা ও আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধি পেয়েছে কিনা এক্ষেত্রে প্রায় সকল উত্তরদাতা জানিয়েছেন যে, প্রশিক্ষণ ও কাজের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে পূর্বের তুলনায় কর্মদক্ষতা ও কর্মক্ষমতা যেমন বৃদ্ধি পেয়েছে কর্মে নিয়োজিত থাকার ফলে, আয়-রোজগার করার মাধ্যমে নিজেদের আত্মসম্মানবোধ, মর্যাদাবোধ এবং নিজের উপর আস্থা-বিশ্বাস অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে।

কর্মক্ষমতার ক্ষেত্রে ৫০ জন উত্তরদাতার মধ্যে ৪৮ জন উত্তরদাতা জানিয়েছে "পূর্বের তুলনায় বৃদ্ধি পেয়েছে"। ২ জন উত্তরদাতা জানিয়েছে "মোটামুটি বৃদ্ধি পেয়েছে" তারা এখনো শিক্ষানবীশ হিসেবে কাজ শিখছে।অন্যদিকে আত্মমর্যাদা এবং আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধি পেয়েছে বলে জানিয়েছেন ৫০ জনের মধ্যে ৪৩ জন উত্তরদাতা। ৬ জন উত্তরদাতা জানিয়েছেন "পূর্বের তুলনায় মোটামুটি বৃদ্ধি পেয়েছে" , মাত্র একজন উত্তরদাতা জানিয়েছেন "আগের মত রয়েছে" । আত্মমর্যাদা, আত্মোপলব্ধি, আত্মবিশ্বাস, কর্মক্ষমতা এবং মনস্তাত্ত্বিক বিষয়াবলীর ক্ষেত্রে পরিমানগত তথ্যের চেয়ে অনেক বেশী কার্যকর হচ্ছে গুণগত তথ্য। এ কারণে পরিচালিত কেসস্টাডি , এফজিডি, কেআইআইএস এর মাধ্যমে গুনগত তথ্য সংগ্রহ করে বিষয়গুলো বেশি বিশ্লেষিত হয়েছে । এক্ষেত্রে গবেষণায় কেস স্টাডি এবং এফজিডিতে তা বিশেষভাবে প্রতিফলিত হয়েছে। মোহাম্মদ ফিরোজ মিনা (৩১ বছর বয়সী উৎপাদন সহকারি) জানান যে –

"মৈত্রী শিল্পী যোগদান করার পূর্বে আমার অনেক কষ্ট করে জীবন নির্বাহ করতে হতো, আমার বাবা পরিবারের সকল খরচ জোগাড় করতো, আমার ভবঘুরের মত অবস্থা ছিল, কিভাবে জীবন যাপন করবো, বিয়ে করবো ইত্যাদি বিষয় মাথায় ঘুরপাক করত, যার কারণে আমার মধ্যে হতাশা, দুশ্চিন্তা, সামাজিক চাপ, এ জাতীয় নেতিবাচক অবস্থা বেশী ছিল। কিন্তু মৈত্রী শিল্পে চাকুরী করার পর থেকে এই ধরনের দুশ্চিন্তা আর করতে হয় নাই, আমার মধ্যে এখন হীনমন্যতা আর কাজ করে না, এ বিষয়ে আর চিন্তা নাই। নিজেই সিদ্ধান্ত নিতে পারি। পূর্বের তুলনায় আমার আত্মবিশ্বাস বেড়েছে, সমাজে মর্যাদা বৃদ্ধি পেয়েছে, আত্মীয়স্বজনের কাছে দাম পেয়ে থাকি, শশুর শাশুড়ি বউ সকলেই গুরুত্ব দিয়ে থাকে। আমার বিয়ে হয়েছে মৈত্রী শিল্পে চাকরি পাওয়ার কারণে, চাকুরী পাবার আগে অনেক বিয়ে করার চেষ্টা করেছিলাম, প্রতিবন্ধীতার কারণে কোন কাজ করতে পারি নাই, বিয়ে করাও হয় নাই। বিয়ের পর শ্বশুর বাড়িতে আমার সম্মান বৃদ্ধি পেয়েছে"।

এ প্রসঙ্গে হাফিজুর রহমান (৫০ বছর বয়সী স্টোর অফিসার) জানান যে - বর্তমানে তার মনস্তাত্ত্বিক অবস্থা অনেক ভালো, এখন সে নিজে আয় করে। তিনি আরো বলেন –

"তবে চিন্তা হয় যে যখন চাকুরীর বয়স শেষ হয়ে যাবে তখন কিভাবে জীবন যাপন করব, আমার চাকুরী জাতীয়করণ করা হয় নাই ।অন্যদিকে ছেলেমেয়েরা মাস্টার্সে পড়াশোনা করে এখনো চাকুরীতে যোগদান করেনি, তবে মৈত্রী শিল্প যোগদান করার পূর্বে দুশ্চিন্তা অনেক বেশি ছিল, তখন হতাশা, উদ্বিগ্নতা, মূল্যহীনতা, সামাজিক বঞ্চনা ইত্যাদি অনেক বেশি ছিল, জীবনে অনেক অনিশ্চয়তা ছিল, মৈত্রী শিল্পে কাজ করে তা দূর হয়েছে, মৈত্রী শিল্প আমার আলো"।

চাকুরী পেয়ে বরগুনার অধিবাসী মুহাম্মদ উজির হাওলাদার এভাবে তার অভিব্যক্তি বর্ণনা করেছেন যে –

"চাকরি পেয়ে সামাজিকভাবে আগের চেয়ে ভালো আছি, চাকুরী পাওয়ার পূর্বে হতাশা বিষন্নতাতা-ও অবসাদগ্রস্থতা অনেক বেশি ছিল, চাকরি পাওয়ার আগে চিন্তা করতাম কি করব, কি খাব, এখন ওসব চিন্তা আর নাই। কারণ মাস শেষে বেতন আসে যা দিয়ে আমার সংসার চলে যায়, আগে ছোটবেলায় মায়ের কোলে যেরকম আদরে ছিলাম বর্তমানে মৈত্রী শিল্পে স্যাররা সেভাবে রাখে"।

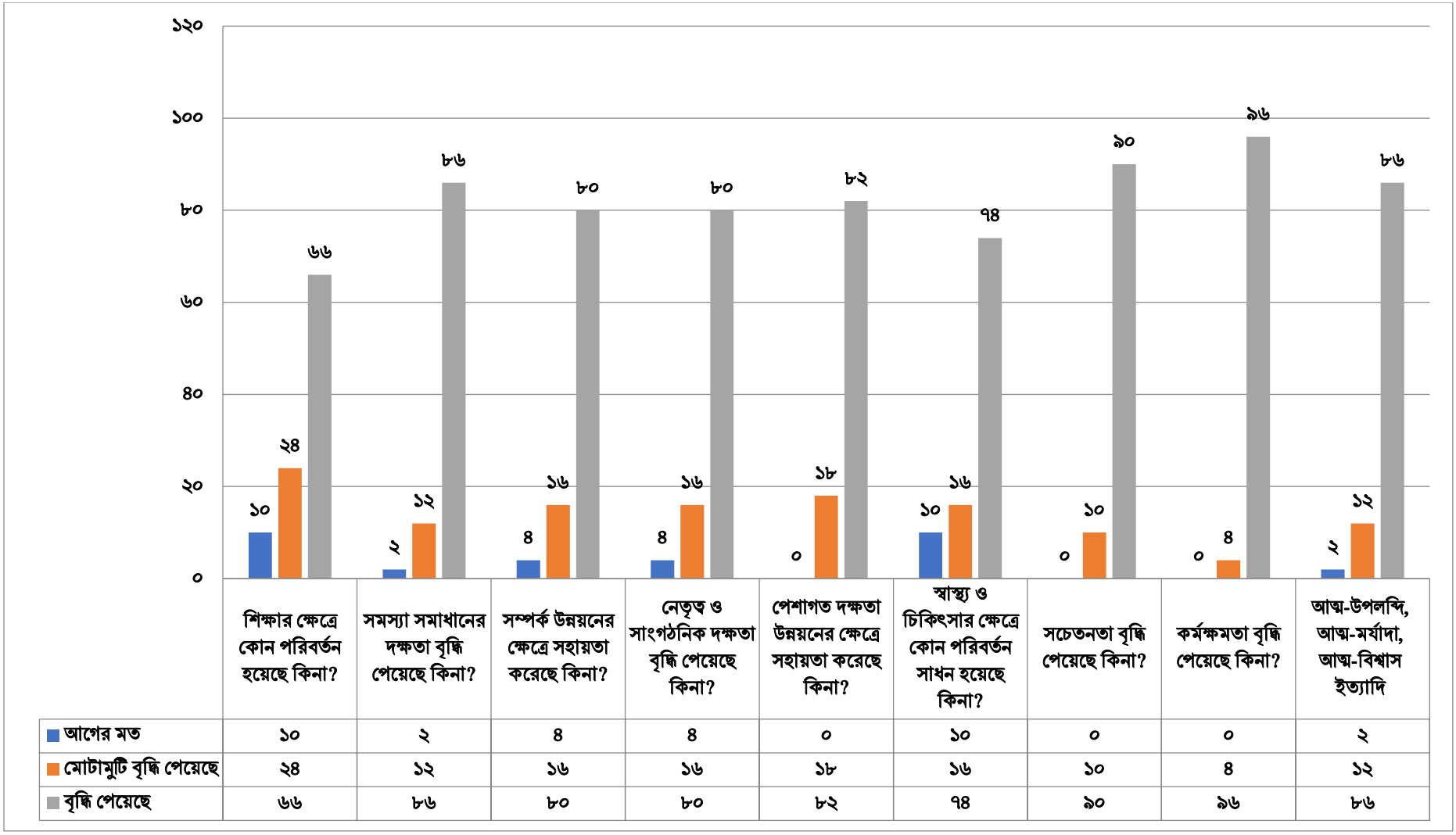

	শিক্ষার ক্ষেত্রে কোন পরিবর্তন হয়েছে কিনা?	সমস্যা সমাধানের দক্ষতা বৃদ্ধি পেয়েছে কিনা?	সম্পর্ক উন্নয়নের ক্ষেত্রে সহায়তা করেছে কিনা?	নেতৃত্ব ও সাংগঠনিক দক্ষতা বৃদ্ধি পেয়েছে কিনা?	পেশাগত দক্ষতা উন্নয়নের ক্ষেত্রে সহায়তা করেছে কিনা?	স্বাস্থ্য ও চিকিৎসার ক্ষেত্রে কোন পরিবর্তন সাধন হয়েছে কিনা?	সচেতনতা বৃদ্ধি পেয়েছে কিনা?	কর্মক্ষমতা বৃদ্ধি পেয়েছে কিনা?	আত্ম-উপলব্দি, আত্ম-মর্যাদা, আত্ম-বিশ্বাস ইত্যাদি
আগের মত	১০	২	৪	৪	০	১০	০	০	২
মোটামুটি বৃদ্ধি পেয়েছে	২৪	১২	১৬	১৬	১৮	১৬	১০	৪	১২
বৃদ্ধি পেয়েছে	৬৬	৮৬	৮০	৮০	৮২	৭৪	৯০	৯৬	৮৬

চিত্র ৫.১৭ উত্তরদাতা ও উত্তরদাতার পরিবারের শিক্ষা, প্রশিক্ষণ, স্বাস্থ্য ও চিকিৎসার উপর মৈত্রী শিল্পের প্রভাব

৫.৫ উত্তরদাতার সামাজিক সম্পদ (Social Capital) সম্পর্কিত তথ্যাবলী

উত্তরদাতা ও উত্তরদাতার পরিবারের সামাজিক অবস্থা ও মর্যাদার ক্ষেত্রে মৈত্রী শিল্পের প্রভাব সম্পর্কিত তথ্যাবলী।

উত্তরদাতা এবং উত্তরদাতার পরিবারের সামাজিক অবস্থা ও মর্যাদা, সামাজিক অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ, সিদ্ধান্ত গ্রহণে অংশগ্রহণ, সামাজিক গতিশীলতা, বিবাহের ক্ষেত্রে দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তন এবং অন্যদের কাছে গ্রহণযোগ্যতা ও সমর্থন বৃদ্ধি পেয়েছে কিনা এ সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয় তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। কারণ প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নে সামাজিক প্রভাব নির্ণয় করার চেষ্টা করা হয়েছে।

সারণি ৫.৫.১ উত্তরদাতা ও উত্তরদাতার পরিবারের সামাজিক অবস্থা ও মর্যাদার ক্ষেত্রে মৈত্রী শিল্পের প্রভাব সম্পর্কিত তথ্যাবলী

সামাজিক অবস্থা ও অবস্থান পরিবর্তন হয়েছে কিনা?	গণসংখ্যা	শতকরা হার
আগের মত	১	২
মোটামুটি বৃদ্ধি পেয়েছে	৯	১৮
আগের তুলনায় বৃদ্ধি পেয়েছে	৪০	৮০
মোট	৫০	১০০
সামাজিক মর্যাদার পরিবর্তন হয়েছে কিনা?		
আগের মত	১	২
মোটামুটি বৃদ্ধি পেয়েছে	১০	২০
আগের তুলনায় বৃদ্ধি পেয়েছে	৩৯	৭৮
মোট	৫০	১০০
সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার ক্ষমতা বৃদ্ধি পেয়েছে কিনা?		
আগের মত	১	২
মোটামুটি বৃদ্ধি পেয়েছে	১৫	৩০
আগের তুলনায় বৃদ্ধি পেয়েছে	৩৪	৬৮
মোট	৫০	১০০
সামাজিক অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে পরিবর্তন হয়েছে কিনা?		
আগের মত	৩	৬
মোটামুটি বৃদ্ধি পেয়েছে	১৬	৩২
বৃদ্ধি পেয়েছে	৩১	৬২
মোট	৫০	১০০
সামাজিক যোগাযোগ বৃদ্ধি পেয়েছে কিনা?		
আগের মত	১	২
মোটামুটি বৃদ্ধি পেয়েছে	১৩	২৬
আগের তুলনায় বৃদ্ধি পেয়েছে	৩৬	৭২
মোট	৫০	১০০
বিবাহের ক্ষেত্রে দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন হয়েছে কিনা?		
আগের মত	৯	১৮
মোটামুটি বৃদ্ধি পেয়েছে	১৮	৩৬
আগের তুলনায় বৃদ্ধি পেয়েছে	২৩	৪৬
মোট	৫০	১০০
অন্যদের কাছ থেকে সামাজিক সমর্থন বৃদ্ধি পেয়েছে কিনা?		
মোটামুটি বৃদ্ধি পেয়েছে	২৩	৪৬
আগের তুলনায় বৃদ্ধি পেয়েছে	২৭	৫৪
মোট	৫০	১০০

ইসলাম শেখ তৌহিদুল (২০১২) , মান্নান বশিরা (১৯৯৬) এবং অন্যান্য গবেশকদের প্রতিবন্ধীদের নিয়ে পরিচালিত গবেষণায় দেখা যায় যে, প্রতিবন্ধীদের প্রতি নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি বিভিন্ন সামাজিক অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণের বাধা-বিপত্তি, বিবাহের ক্ষেত্রে সমস্যা, সামাজিক সমর্থন ও গ্রহণযোগ্যতার অভাব সর্বোপরি তাদেরকে সামাজিক অবস্থান এবং মর্যাদা স্বাভাবিক মানুষের মত নয়। এক্ষেত্রে তারা বিভিন্ন ধরনের বৈষম্য, অবজ্ঞা, অবহেলা, কটুক্তির শিকার এবং তাদেরকে মর্যাদাহীন হয়ে বসবাস করতে হচ্ছে। পরিচালিত গবেষণায় লক্ষণীয় বিষয় হল যে একজন প্রতিবন্ধী যখন কর্মে নিয়োজিত হয় এবং আয় উপার্জন করে তখন পরিবারে ও সমাজে তার গ্রহণ যোগ্যতা অনেক বৃদ্ধি পায়। তার প্রতি সমাজের, আত্মীয়স্বজনের এবং পাড়া প্রতিবেশীর নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গিও পরিবর্তন সাধিত হয়।

সুতরাং প্রাপ্ত তথ্য বিশ্লেষণে এই সিদ্ধান্তে উপনিত হওয়া যায় যে, মৈত্রী শিল্প প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অর্থনৈতিক সুযোগ-সুবিধা, আয়, ব্যয়, সঞ্চয়, সম্পদ এবং ক্রয় ক্ষমতার সক্ষমতা বৃদ্ধির ক্ষেত্রে যেমন গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছে তেমন সমাজে গ্রহণ যোগ্যতার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন রেখে যাচ্ছে।

সামাজিক সম্পদ (social capital) বা সামাজিক প্রভাব সংক্রান্ত প্রাপ্ত তথ্য বিশ্লেষণে দেখা যায় যে ৭০-৮০ জন উত্তরদাতা জানিয়েছে তাদের সামাজিক অবস্থা ও অবস্থান (Social Condition and position) পূর্বের তুলনায় বৃদ্ধি পেয়েছে এবং শতকরা ১৮ জন উত্তরদাতা জানান যে পূর্বের তুলনায় মোটামুটি বৃদ্ধি পেয়েছে। আগের মত রয়েছে এরও উত্তরটা তার সংখ্যা হচ্ছে শতকরা ২ জন - এর কারণ হচ্ছে শিক্ষানবিশ হিসেবে যে দুইজন কাজ করছে তাদের তেমন উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন হয়নি অল্প কিছুদিন যাবৎ কর্মে নিয়োজিত হয়েছে।

সামাজিক মর্যাদার (social dignity) ক্ষেত্রে শতকরা ৭৮ জন উত্তরদাতা জানিয়েছে তাদের সামাজিক মর্যাদা আগের তুলনায় বৃদ্ধি পেয়েছে এবং শতকরা বিশ জন উত্তরদাতা জানিয়েছে তাদের আগের তুলনায় মোটামুটি বৃদ্ধি পেয়েছে এ প্রসঙ্গে কেস স্টাডি থেকে প্রাপ্ত তথ্য তথ্যের ফিরোজ মিয়া (বয়স ৩১, উৎপাদন সহকারী) জানান যে, "মৈত্রী শিল্পের যোগদানের পূর্বে পরিবার, আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব এবং সমাজ এত বেশি মূল্যায়ন করত না। কিন্তু যখন মৈত্রী শিল্পে যোগদান করে আয় করতে থাকি তখন থেকে পরিবার, আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব এবং সমাজ মূল্যায়ন করতে থাকে। পরিবারের সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষেত্রে আগে আমার আমার বাবা মা নিয়ে থাকতো কিন্তু চাকুরী করার পর থেকে আমার সিদ্ধান্ত আমি নিজে নিয়ে থাকি।"

অন্যদিকে মৈত্রী শিল্পে যোগদান করার ফলে হাফিজুর রহমানের সামাজিক অবস্থার ইতিবাচক পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। পাশাপাশি সামাজিক মর্যাদা আগের চেয়ে বেশি বৃদ্ধি পেয়েছে। সামাজিক অনুষ্ঠান যেমন বিবাহ, খতনা, আলোচনা সভা ইত্যাদি অনুষ্ঠানগুলোতে অংশগ্রহণের পরিমাণ আগের চেয়ে বেশি বৃদ্ধি পেয়েছে। এই সম্পর্কে তিনি বলেন " প্রতিবন্ধী হওয়ার পর আত্মীয়-স্বজনের কাছ থেকে অনেক দূরে ছিলাম তার ইচ্ছা করে আমার সাথে যোগাযোগ রাখতে চাইতো না কারণ আমার সাথে যোগাযোগ করলে তাদের যদি কোন সাহায্য করতে হয় পাশাপাশি আমার মত তাদের যদি কোন প্রতিবন্ধী সন্তান হয়। প্রতিবন্ধীর আত্মীয় পরিচয় তাদের সম্মানের হানি হত। কিন্তু আমার চাকরি হওয়ার পর থেকে আত্মীয় স্বজন এখন যোগাযোগ করে থাকে এবং তাদের বিভিন্ন সামাজিক অনুষ্ঠানে আমাকে দাওয়াত দেয়। "

মোঃ মোতালেব জানান যে, পূর্বে কৃষি কাজ করতেন তিনি বর্তমানে এই চক্রবর্তী আশায় জীবন ও ভবিষ্যতে নিরাপত্তা ও নিশ্চয়তা আগের চেয়ে অনেক বেড়েছে এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন" চাকরির বিষয়টা প্রত্যেক মানুষের জন্যে আলাদা ব্যাপার। কৃষি কাজের সাথে

এর তুলনা চলে না। যখন আমি কৃষিকাজ করতাম তখন মানুষ আমারে কোনো মূল্যায়ন করে নাই। একদিকে প্রতিবন্ধী অন্যদিকে কৃষিকাজ দুইটাই আমার জন্যে ঝামেলা মনে হয়েছিল। কিন্তু মৈত্রী শিল্পে কাজ করার পর থেকে মানুষ এখন মূল্যায়ন করে, কাজ করার পর থেকে সমাজে মর্যাদা এবং অবস্থান অনেক বেড়েছে।"

এছাড়া তিনি আরো জানান যে বিবাহের ক্ষেত্রে মৈত্রী শিল্প অনেক বড় ভূমিকা রেখেছে কারণ অভিভাবক চাকরি দেখে বিয়ে দেখেন তখন প্রতিবন্ধিতা গৌণ হয়ে দাঁড়ায়।

সামাজিক ক্ষমতায়নের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ চলক হচ্ছে সিদ্ধান্ত গ্রহণে অংশগ্রহণ এবং ক্ষমতার বিকাশ সাধন। এক্ষেত্রে দেখা যায় যে শতকরা ৬৮ ভাগ উত্তরদাতা জানিয়েছে পূর্বের তুলনায় তাদের সিদ্ধান্ত গ্রহণে অংশ গ্রহণ বৃদ্ধি পেয়েছে। শতকরা ৩০ জন উত্তরদাতা জানিয়েছে তাদের সিদ্ধান্ত গ্রহণে অংশগ্রহণ পূর্বের তুলনায় মোটামুটি বৃদ্ধি পেয়েছে। পারিবারিক অর্থনৈতিক অথবা সামাজিক বিষয়ে তারা নিজে নিজেদের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারে। এরপর বিভিন্ন ধর্মীয় উৎসব, জাতীয় উৎসব, মেলা, বিবাহ এবং আলোচনা সভায় তারা পূর্বের তুলনায় বর্তমানে অনেক বেশি অংশগ্রহণ করে থাকে। আগে তারা আত্মীয়-স্বজনের বিয়ে বাড়িতে যেত না আত্মীয়-স্বজনই না যাওয়ার জন্য বলে দিত তাতে পরিবারের সম্মানের হানী হবে। এক্ষেত্রে সজীব হোসেন (লোডার, বয়স ২৩)

জানান যে *"আমার বোনকে বিয়ে বাড়িতে দাওয়াত দিছে অথচ আমাকে দাওয়াত দিচ্ছে না নিজেকে তখন এত ছোট মনে হয়েছিল অভিশপ্ত জীবন মনে হয়েছিল। কিন্তু এখন আমাকে হকলেই দাওয়াত দেয়, মূল্য দেয় কথা বলে, চাকুরী করি তা অন্যরা বড় গলায় বলে।"*

সামাজিক আচার অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে শতকরা ৬২ জন উত্তরদাতা জানান যে পূর্বের তুলনায় তারা বিভিন্ন অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করে থাকেন এবং মোটামুটি পর্যায়ে অংশগ্রহণ করে থাকেন এরূপ সদস্য সংখ্যা হচ্ছে শতকরা ৩২ জন। সামাজিক যোগাযোগ বৃদ্ধির ক্ষেত্রে শতকরা ৭২ জন উত্তম দাতা জানিয়েছে তাদের যোগাযোগ আগের তুলনায় অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে এবং শতকরা ২৬ জন উত্তরদাতা জানিয়েছে পূর্বের তুলনায় মোটামুটি বৃদ্ধি পেয়েছে। বিবাহের ক্ষেত্রে দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তন সাধিত হয়েছে বলে জানিয়েছে শতকরা ৮২ জন উত্তরদাতা এক্ষেত্রে আগের মত রয়েছে বলে জানিয়েছে শতকরা ১৮ জন উত্তরদাতা। প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জীবনমান উন্নয়নের ক্ষেত্রে বড় চ্যালেঞ্জ ছিল সামাজিক সমর্থনের অভাব। এক্ষেত্রে আক্তার, তাহমিনা (২০২২) মান্নান, বসিরা, এবং ইসলাম, শেখ তৌহিদুল তাদের পরিচিত পরিচালিত গবেষণায় দেখিয়েছেন যে প্রতিবন্ধীদের সামাজিক সমর্থন এবং তাদের নানা অধিকার প্রদান অত্যন্ত নেতিবাচক। বর্তমানে সরকার কর্তৃক বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ, আইন প্রণয়ন এবং প্রচার-প্রচারণার জন্য প্রতিবন্ধীদের প্রতি সামাজিক সমর্থন বৃদ্ধি পেয়েছে। **এর উদাহরণ প্রতিবন্ধী ভাতা, প্রতিবন্ধী শিক্ষা উপবৃত্তি এবং চিকিৎসা ভাতা ইত্যাদি। বিভিন্ন ভাতা গ্রহণের ফলে প্রতিবন্ধী ব্যক্তির প্রতি আগের দৃষ্টিভঙ্গি যেমন পরিবারে সদস্যদের পরিবর্তন হয়েছে তেমনি সামাজিক সচেতনতার মাধ্যমে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের লুকিয়ে রাখা এবং পরিচয় না দেওয়া সেই দৃষ্টিভঙ্গিরও পরিবর্তন সাধিত হয়েছে।** এক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে শতকরা ৪৬ জন উত্তরদাতা সামাজিক সমর্থন আগের তুলনায় মোটামুটি বৃদ্ধি পেয়েছে বলে জানিয়েছেন এবং শতকরা ৫৪ জন উত্তরদাতা পূর্বের তুলনায় সামাজিক সমর্থন বৃদ্ধি পেয়েছে বলে উত্তর দিয়েছেন।

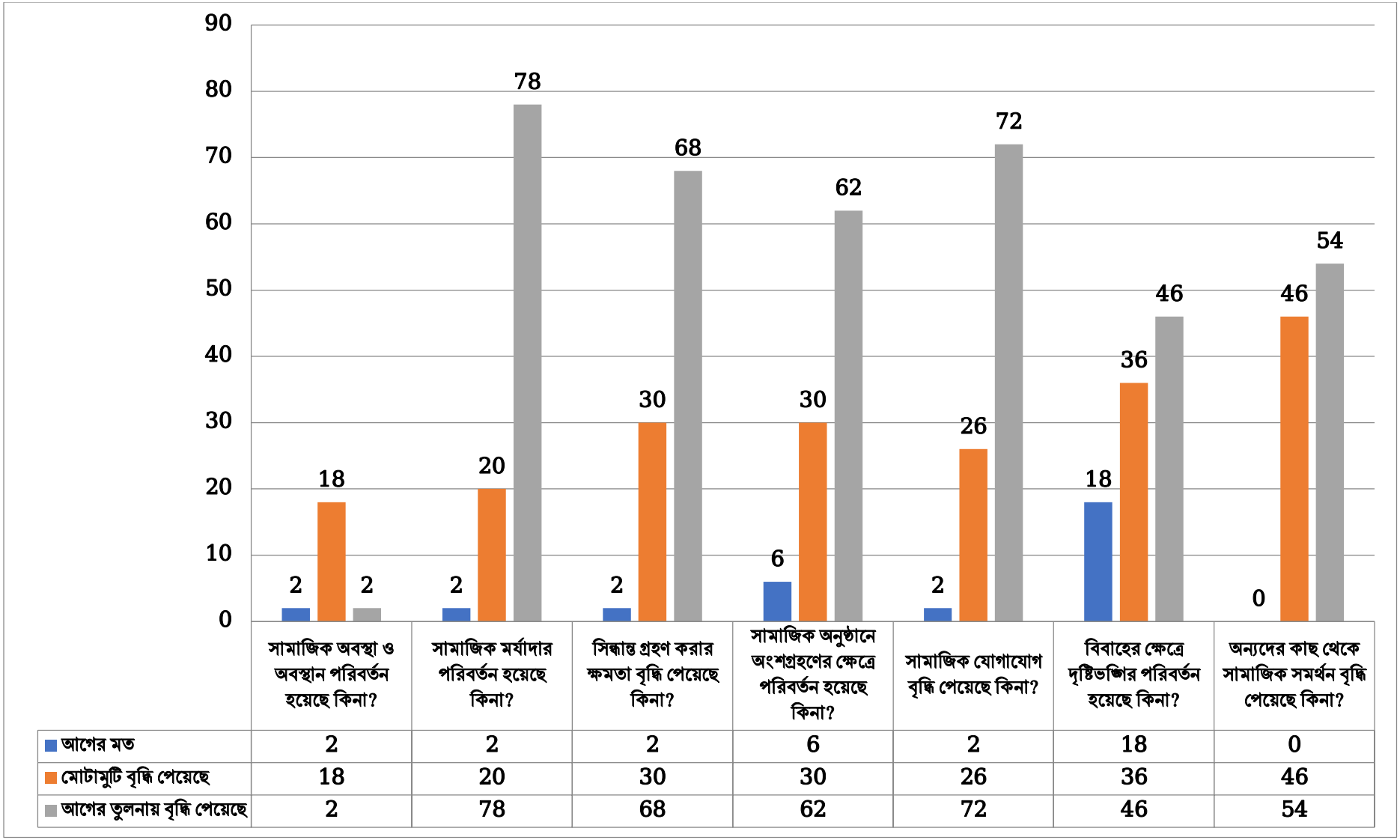

	সামাজিক অবস্থা ও অবস্থান পরিবর্তন হয়েছে কিনা?	সামাজিক মর্যাদার পরিবর্তন হয়েছে কিনা?	সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার ক্ষমতা বৃদ্ধি পেয়েছে কিনা?	সামাজিক অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে পরিবর্তন হয়েছে কিনা?	সামাজিক যোগাযোগ বৃদ্ধি পেয়েছে কিনা?	বিবাহের ক্ষেত্রে দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন হয়েছে কিনা?	অন্যদের কাছ থেকে সামাজিক সমর্থন বৃদ্ধি পেয়েছে কিনা?
আগের মত	2	2	2	6	2	18	0
মোটামুটি বৃদ্ধি পেয়েছে	18	20	30	30	26	36	46
আগের তুলনায় বৃদ্ধি পেয়েছে	2	78	68	62	72	46	54

চিত্র ৫.১৮ উত্তরদাতা ও উত্তরদাতার পরিবারের সামাজিক অবস্থা ও মর্যাদার ক্ষেত্রে মৈত্রী শিল্পের প্রভাব

সারণি ৫.৫.২ উত্তরদাতা ও উত্তরদাতার পরিবারের মনস্তাত্ত্বিক অবস্থার উপর মৈত্রী শিল্পের প্রভাব সম্পর্কিত তথ্যাবলী

হীনমন্যতা	গণসংখ্যা	শতকরা হার
আগের তুলনায় হ্রাস পেয়েছে	৪০	৮০
নাই	৮	১৬
তথ্য পাওয়া যায়নি	২	৪
মোট	৫০	১০০
হতাশা		
আগের তুলনায় হ্রাস পেয়েছে	৪৮	৯৬
নাই	১	২
তথ্য পাওয়া যায়নি	১	২
মোট	৫০	১০০
একাকীত্ব		
আগের তুলনায় হ্রাস পেয়েছে	৪৭	৯৪
নাই	২	৪
তথ্য পাওয়া যায়নি	১	২
মোট	৫০	১০০
মূল্যহীনতা		
আগের তুলনায় হ্রাস পেয়েছে	৪৯	৯৮
তথ্য পাওয়া যায়নি	১	২
মোট	৫০	১০০
উদ্বিগ্নতা		
আগের তুলনায় হ্রাস পেয়েছে	৪৭	৯৪
নাই	২	৪
তথ্য পাওয়া যায়নি	১	২
মোট	৫০	১০০
বিষণ্ণতা		
আগের তুলনায় হ্রাস পেয়েছে	৪৭	৯৪
নাই	২	৪
তথ্য পাওয়া যায়নি	১	২
মোট	৫০	১০০
অপরাধবোধ		
আগের তুলনায় হ্রাস পেয়েছে	৩৮	৭৬
নাই	১১	২২
তথ্য পাওয়া যায়নি	১	২
মোট	৫০	১০০
সামাজিক চাপ ও বঞ্চনা		
আগের তুলনায় হ্রাস পেয়েছে	৪৯	৯৮
তথ্য পাওয়া যায়নি	১	২
মোট	৫০	১০০

উত্তরদাতা এবং উত্তরদাতার পরিবারের মনস্তাত্ত্বিক অবস্থার উপর মৈত্রী শিল্পের প্রভাব সম্পর্কিত প্রাপ্ত তথ্য বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে- হীনমন্যতা (শতকরা ৮০), জনের হতাশা (শতকরা ৯৬ জনের), একাকীত্ব (শতকরা ৯৪ জনের), মূল্যহীনতা (শতকরা ৯৮

জনের), উদ্বিগ্নতা (শতকরা ৯৪ জনের) এবং বিষন্নতা (শতকরা ৯৪ জনের) পূর্বের তুলনায় হ্রাস পেয়েছে। এছাড়া উত্তরদাতাদের মধ্যে অপরাধবোধ হ্রাস পেয়েছে শতকরা ৭৬ জনের এবং সামাজিক চাপ ও বঞ্চনা দূর হয়েছে শতকরা ৯৮ জন উত্তরদাতার।

প্রতিবন্ধীদের নিয়ে পরিচালিত গবেষণা আখতার তাহমিনা, শাহজাহান মোহাম্মদ (২০২২) দেখা গিয়েছে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের মধ্যে এক ধরনের হীনমন্যত, হতাশা, একাকীত্ব, উদ্বিগ্নতা, বিষন্নতা, সামাজিক বঞ্চনা এবং চাপ ও অপরাধবোধ সহ বিভিন্ন ধরনের মনস্তাত্ত্বিক সমস্যার স্বাভাবিক ব্যক্তিদের চেয়ে অনেক বেশি থাকে। এর কারণ প্রতিবন্ধী ব্যক্তি নিজে তা নয় সামাজিক নেতিবাচক অবস্থা, বঞ্চনা এবং বৈষম্য প্রবেশ গম্যতা সহ অন্যান্য সুযোগ-সুবিধার অভাবের কারণে তাদের মধ্যে সবসময়ই মনস্তাত্ত্বিক সমস্যাগুলো বেশি পরিলক্ষিত হয়। এক্ষেত্রে মৈত্রী শিল্প উত্তরদাতাদের নিজেদের এবং পরিবারের সদস্যদের ক্ষেত্রে অবস্থার উন্নয়ন, বেঁচে থাকার আনন্দ হীনতা, হীনমন্যতা, উদ্বিগ্নতা এবং মূল্যহীনতা দূর করার ক্ষেত্রে ইতিবাচক প্রভাব ফেলেছে। প্রাপ্ত তথ্য থেকে প্রমাণিত হচ্ছে যে স্বল্প এবং মধ্যম মাত্রার প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের যদি কাজের ব্যবস্থা করা যায়, প্রশিক্ষিত করা যায় এবং তাদের আয়ের ব্যবস্থা করা যায় তাহলে তাদের অর্থনৈতিক সামাজিক এবং মনস্তাত্ত্বিক অবস্থার যেমন উন্নয়ন হবে তেমনি ভাবে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সাহায্য সহযোগিতা এবং ভাতার জন্য সরকারের ব্যয় সংকুচিত হবে, উৎপাদন বৃদ্ধি হবে, প্রতিবন্ধী ব্যক্তি মানবসম্পদের রূপান্তরিত হয়ে পরিবার ও সমাজে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারবে। বেশিরভাগ কেস স্টাডি থেকে প্রাপ্ত তথ্যে দেখা যায় যে

“মৈত্রী শিল্পের কাজের পূর্বে ভবঘুরে জীবন যাপন করতাম দুশ্চিন্তা হতাশা যন্ত্রণা হীনমন্যতা ভুগতাম আর এখন চাকরি করার পর তার করতে হয় না।মনস্তাত্ত্বিক অবস্থা ভালো আছে কারণ আমি এখন নিজে আয় করি, পরিবারের ভরণ পোষণ করি, ছেলে মেয়ের পড়াশোনা করাতে পারি এবং ভালোভাবে থাকতে পারছি আর কি! অনেকেই প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সাথে মিশতে চাইতো না যদি তার সন্তান প্রতিবন্ধী হয় ! প্রতিবন্ধিতার জন্য নানান ধরনের হতাশা বা দুশ্চিন্তা ছিল কিন্তু মৈত্রী শিল্পে কাজ করার পর তা অনেকাংশেই দূর হয়েছে।“

এভাবে বিভিন্ন ধরনের প্রতিক্রিয়া কেস স্টাডি থেকে পাওয়া যায়। এ প্রসঙ্গে মোঃ সুমন মিয়া (বয়স ২৩ বছর ; লোডার) জানান যে

"আমার বড় ভাই আছে বাবা মারা যাওয়ার পর বিয়ে করে এবং বিয়ে করার পর আমাদের আর খোঁজ খবর রাখে না এমনকি আমার মায়ের খোঁজ খবর পর্যন্ত রাখে না তার মূল কারণ হলো আমার শারীরিক প্রতিবন্ধিতা। আমার এবং আমার মায়ের দায়িত্ব নিতে হবে দেখে বড় ভাই আলাদা বাসা নিয়ে থাকে। আমার বড় ভাই আমার সাথে থাকলে নাকি তার ছেলে মেয়ে প্রতিবন্ধী হবে। বড় ভাইয়ের মেয়ে হয়েছে অনেক বছর হল এখন পর্যন্ত দেখতে পারি নাই। মারও দেখার সুযোগ হয়নি। অথচ বড় ভাইয়ের এক লাখ টাকার মতো ঋনের টাকা আমি পরিশোধ করেছি।"

এ প্রসঙ্গে মোঃ মিজানুর রহমান (বয়স ৪২ বছর মেশিন সহকারি) জানান যে

“মৈত্রী শিল্পে চাকরি পাওয়ার আগে আমি মানসিকভাবে বিপর্যস্ত এবং চরম হতাশাগ্রস্থ ছিলাম। সারাদিন অসুস্থতার মধ্য দিয়ে জীবন যাপন করতাম। পরিবারের সকলের কাছ থেকে কথা শুনতে হতো যা মনে কষ্ট দিতো এখন এখানে কাজ করি সকলের সাথে ভালোভাবে সময় কাটে এবং মানসিকভাবে স্বস্তিবোধ করি।"

মৈত্রী শিল্পে কাজ পাওয়ায় তার অর্থনৈতিক নিরাপত্তা ব্যাপারে যে উদ্যোগ ও দুশ্চিন্তা ছিল তা অনেক কমেছে ফলে এখন নিশ্চিন্তে জীবন যাপন করতে পারছে।

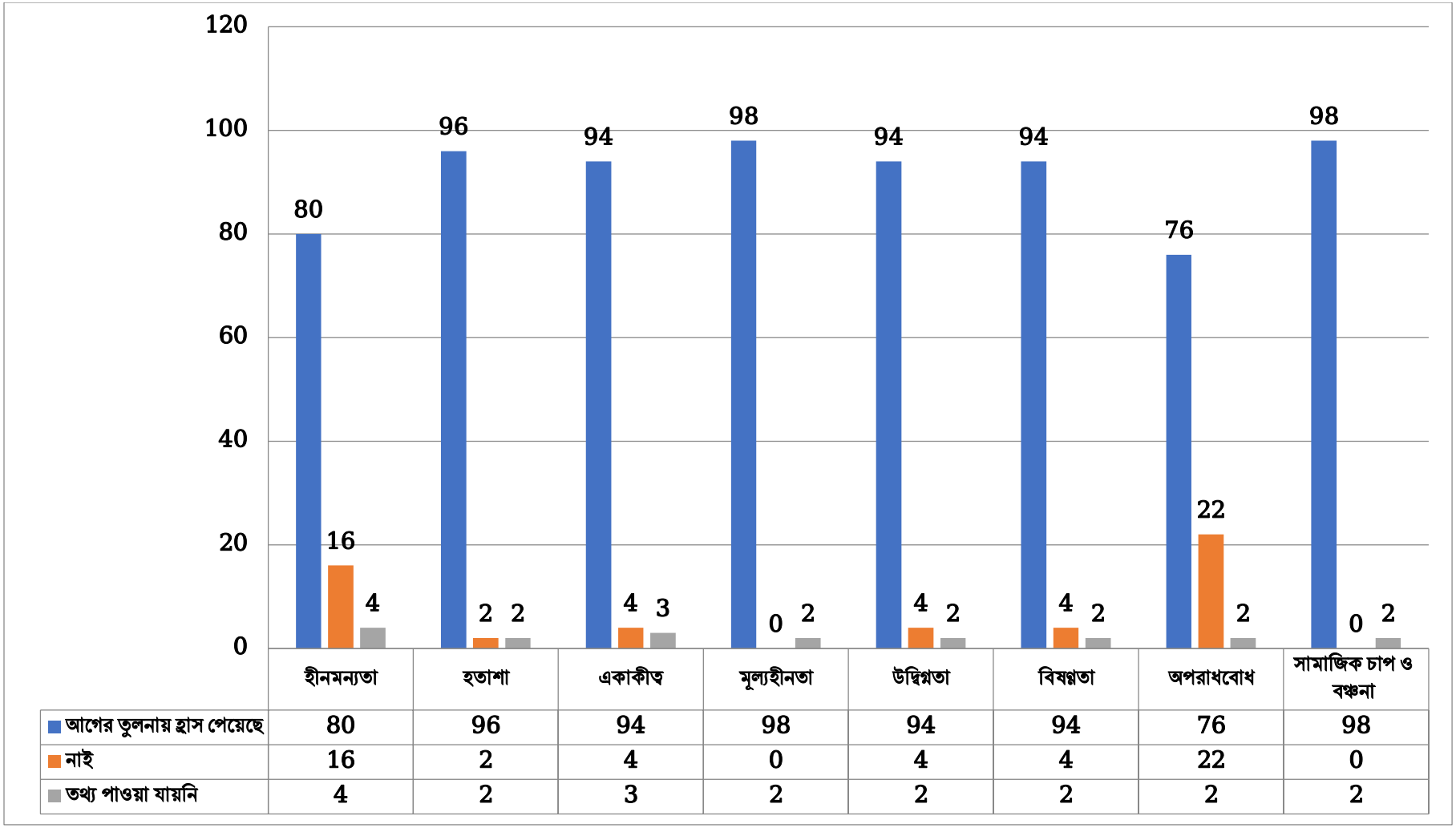

	হীনমন্যতা	হতাশা	একাকীত্ব	মূল্যহীনতা	উদ্বিগ্নতা	বিষণ্ণতা	অপরাধবোধ	সামাজিক চাপ ও বঞ্চনা
আগের তুলনায় হ্রাস পেয়েছে	80	96	94	98	94	94	76	98
নাই	16	2	4	0	4	4	22	0
তথ্য পাওয়া যায়নি	4	2	3	2	2	2	2	2

চিত্র ৫.১৯ উত্তরদাতা ও উত্তরদাতার পরিবারের মনস্তাত্ত্বিক অবস্থার উপর মৈত্রী শিল্পের প্রভাব

৫.৬ মৈত্রী শিল্পের ভৌত-অবকাঠামোগত সম্পদ (Physical Capital) সম্পর্কিত তথ্যাবলী

সারণি ৫.৬.১ মৈত্রী শিল্পের ভৌত-অবকাঠামোগত সুবিধা ও কর্ম পরিবেশের প্রভাব সম্পর্কিত তথ্যাবলী

বসার স্থান, চলাচলের জায়গা, টয়লেট, বিশ্রামাগার, পানি, বিদ্যুৎ, গ্যাস, লিফট, র‍্যাম্প, রেলিং সুবিধা আছে কিনা?	গণসংখ্যা	শতকরা হার
অনেক বেশী পর্যাপ্ত	১	২
পর্যাপ্ত	২৩	৪৬
মোটামুটি পর্যাপ্ত	১৫	৩০
পর্যাপ্ত না	১১	২২
মোট	৫০	১০০
প্রতিবন্ধিতার ধরণ অনুযায়ী সহায়ক উপকরণের ব্যবস্থা আছে কিনা?		
পর্যাপ্ত	৮	১৬
মোটামুটি পর্যাপ্ত	২৯	৫৮
পর্যাপ্ত না	১৩	২৬
মোট	৫০	১০০
প্রতিবন্ধী বান্ধব যন্ত্রপাতি ও প্রযুক্তি শিল্প প্রতিষ্ঠানে আছে কিনা?		
পর্যাপ্ত	১৪	২৮
মোটামুটি পর্যাপ্ত	৩১	৬২
পর্যাপ্ত না	৫	১০
মোট	৫০	১০০
কর্মক্ষেত্রের আসবাবপত্র, নিরাপত্তা ব্যবস্থা, দুর্যোগ প্রশমনের ব্যবস্থা আছে কিনা?		
পর্যাপ্ত	২৪	৪৮
মোটামুটি পর্যাপ্ত	২১	৪২
পর্যাপ্ত না	৫	১০
মোট	৫০	১০০
আবাসিক সুবিধা ও যাতায়াত (পরিবহণ) সুবিধা আছে কিনা?		
মোটামুটি পর্যাপ্ত	৫	১০
পর্যাপ্ত নয়	১৩	২৬
একেবারেই নাই	৩২	৬৪
মোট	৫০	১০০
আলো বাতাস, অক্সিজেন, ভেন্টিলেশন, তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণ, বর্জ্য পদার্থ নিষ্কাশন এর ব্যবস্থা আছে কিনা?		
পর্যাপ্ত	৩২	৬৪
মোটামুটি পর্যাপ্ত	১৩	২৬
পর্যাপ্ত নয়	৪	৮
একেবারেই অপ্রযাপ্ত	১	২
মোট	৫০	১০০
ভাতা সুবিধা (ভ্রমণ, বিনোদন, প্রশিক্ষণ, শিক্ষা, আপ্যায়ন, নববর্ষ, উৎসব ইত্যাদি) আছে কিনা?		
পর্যাপ্ত	২৩	৪৬
মোটামুটি পর্যাপ্ত	১৮	৩৬
পর্যাপ্ত নয়	৮	১৬
তথ্য পাওয়া যায়নি	১	২
মোট	৫০	১০০
ক্যান্টিন, খেলাধুলা, পাঠাগার, জিমনেশিয়াম সুবিধা আছে কিনা?		

পর্যাপ্ত	১	২
মোটামুটি	১	২
পর্যাপ্ত না	২৮	৫৬
একেবারেই অপর্যাপ্ত	৪	৮
নাই	১৬	৩২
মোট	৫০	১০০
কাউন্সেলিং সুবিধা আছে কিনা?		
অনেক বেশী পর্যাপ্ত	৫	১০
পর্যাপ্ত	১৬	৩২
মোটামুটি	৯	১৮
পর্যাপ্ত না	১	২
নাই	১৯	৩৮
মোট	৫০	১০০
ফিজিওথেরাপি, অকুপেশনাল থেরাপি, স্পীচথেরাপির ব্যবস্থা আছে কিনা?		
পর্যাপ্ত	১	২
মোটামুটি	১	২
পর্যাপ্ত না	৭	১৪
একেবারে অপ্ররযাপ্ত	১৮	৩৬
নাই	২২	৪৪
তথ্য পাওয়া যায়নি	১	২
মোটা	৫০	১০০

উত্তরদাতাগনের ভৌত অবকাঠামগত সুবিধা ও প্রাকৃতিক পরিবেশ সংক্রান্ত মৈত্রী শিল্পের প্রভাব সম্পর্কিত তথ্য বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে শিল্প প্রতিষ্ঠানের অভ্যন্তরে বসার স্থান, চলাচলের জায়গা, বিশ্রামাগার, পানি, বিদ্যুৎ, গ্যাস, লিফট, র‍্যাম, রেলিং সুবিধা, সুপেয় খাবার পানির ব্যবস্থা ইত্যাদির ক্ষেত্রে শতকরা ৪৬ জন উত্তরদাতা পর্যাপ্ত এবং শতকরা ৩০ জন উত্তরদাতা মোটামুটি পর্যাপ্ত বলে উল্লেখ্য করেছেন। এক্ষেত্রে পর্যাপ্ত নয় বলে উল্লেখ্য করেছেন শতকরা ২২ জনতার দাতা।

প্রতিবন্ধীদের চলাফেরার জন্য প্রতিবন্ধিতার ধরন অনুযায়ী সহায়ক উপকরনের ব্যবস্থা কতটুকু সহায়ক এবং পর্যাপ্ত কিনা এ প্রসঙ্গে শতকরা ৫৮ জন উত্তরদাতা জানিয়েছেন মোটামুটি সহায়ক ও পর্যাপ্ত এবং শতকরা ২৬ জন উত্তরদাতা জানিয়েছেন বর্তমানে যে ব্যবস্থা আছে তা প্রতিবন্ধিতার ধরন অনুযায়ী সহায়ক নয়।

প্রতিবন্ধীবান্ধব যন্ত্রপাতি ও প্রযুক্তি শিল্প প্রতিষ্ঠানে আছে কিনা জানতে চাইলে এক্ষেত্রে শতকরা ৬২ জন উত্তরদাতা জানিয়েছেন তা মোটামুটি রয়েছে এবং শতকরা ২৮ জন উত্তরদাতা জানিয়েছেন পর্যাপ্ত রয়েছে , এক্ষেত্রে শতকরা মাত্র ১০ জন উত্তরদাতা পর্যাপ্ত নয় বলে উল্লেখ্য করেছেন।

কর্মক্ষেত্রের প্রয়োজনীয় বসার টেবিল, চেয়ার, নিরাপত্তা ব্যবস্থা এবং দুর্যোগ প্রশমনের ব্যবস্থা কতটুকু রয়েছে এ প্রসঙ্গে শতকরা ৪৮ জন উত্তরদাতা জানিয়েছে তা পর্যাপ্ত রয়েছে এবং শতকরা ৪২ জন উত্তরদাতা জানিয়েছে মোটামুটি রয়েছে। পর্যাপ্ত নয় বলে উল্লেখ্য করেছেন মাত্র শতকরা ১০ জন উত্তরদাতা। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য করা যেতে পারে যে যেহেতু মৈত্রী শিল্প প্রতিষ্ঠানে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিরা চাকরিতে নিয়োজিত রয়েছে তাই উঁচু তলা ভবন নির্মাণ করা হয়নি। দোতলা ভবনের নিচ তলায় বেশিরভাগ প্রতিবন্ধী কাজ করে থাকেন এবং উৎপাদন বেশিরভাগ নিচ তলায় হয়ে থাকে। ফ্যাক্টরির বর্জ্য ব্যবস্থা সিটি কর্পোরেশনের ড্রেনেজ ব্যবস্থার সাথে

সংযুক্ত করা আছে ফলশ্রুতিতে পরিবেশের কোন দূষণ হয় না। উৎপাদন ক্ষেত্রের যন্ত্রপাতি ব্যবহারের সময় যথেষ্ট সতর্কতা অবলম্বন করা হয় কোন কর্মচারীকে সরাসরি কোন উৎপাদন যন্ত্র চালাতে দেওয়া হয় না। প্রথমে কয়েক মাস অভিজ্ঞ কর্মীর অধীনে শিক্ষানবিশ হিসেবে কাজ করতে দেয়া হয় তারপরে তাকে মেশিনারিজ পরিচালনা করতে দেয়া হয়।

"কর্মকালীন সময়ে অসতর্কতা অবস্থায় যদি কোন ধরনের দুর্ঘটনা ঘটে তাহলে যথাযথ ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা করা হয়ে থাকে পরিবারকেও সহায়তা করা হয়ে থাকে। " _ফ্যাক্টরি ম্যানেজার জনাব মোঃ মহসিন আলী।

আবাসিক সুবিধা এবং পরিবহন সুবিধার ক্ষেত্রে শতকরা ৬৪ জন উত্তরদাতা জানিয়েছেন মৈত্রী শিল্প কোন ধরনের আবাসিক সুবিধা ও পরিবহন সুবিধা একেবারেই দিয়ে থাকে না। শতকরা ২৬ জন উত্তর দাতা জানিয়েছেন এ ধরনের সুবিধা পর্যাপ্ত নয় এবং শতকরা ১০ জন উত্তরদাতা জানিয়েছেন মোটামুটি পর্যাপ্ত সুবিধার কথা। প্রতিষ্ঠানের মধ্যে আলো, বাতাস, অক্সিজেন, ভেন্টিলেশন,তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা এবং বর্জ্য পদার্থ নিষ্কাশনের পর্যাপ্ত ব্যবস্থা আছে কিনা জানতে চাওয়া হলে এক্ষেত্রে দেখা যায় যে শতকরা ৬৪ জন উত্তরদাতা জানিয়েছেন পর্যাপ্ত ব্যবস্থা রয়েছে। পাশাপশি শতকরা ২৬ জন উত্তরদাতা জানিয়েছে মোটামুটি পর্যায়ে সুবিধার কথা এবং শতকরা ১০ জন উত্তরটা জানিয়েছেন তা পর্যাপ্ত নয়। এক্ষেত্রে গবেষক দল সরেজমিনে লক্ষ্য করেছেন যে, ভবনের উচ্চতা স্বাভাবিক উচ্চতার চেয়ে অনেক বেশি, তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণের জন্য বাড়তি কোন ব্যবস্থা নেয়া হয়নি তবে ফ্যানের ব্যবস্থা রয়েছে। উৎপাদনের স্থান পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন এবং পর্যাপ্ত জায়গা সংকলন রয়েছে পাশাপাশি আলো-বাতাস পর্যাপ্ত রয়েছে।

বিভিন্ন ধরনের ভাতা সুবিধা বিশেষ করে নববর্ষ ভাতা এবং ধর্মীয় উৎসব ভাতা প্রায় সকল কর্মকর্তা কর্মচারী পেয়ে থাকেন। তবে বিনোদন, ভ্রমণ, চিকিৎসা,শিক্ষা এবং আপ্যায়ন ভাতা মৈত্রী শিল্প কর্তৃক ততটা দেওয়া হয় না। যদি কেউ গুরুতর অসুস্থতার সম্মুখীন হয় তখন সকলে মিলে সহায়তা করে থাকে অথবা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক সহায়তা প্রদান করা হয়ে থাকে। এক্ষেত্রে শতকরা ৪৬ জন উত্তরদাতা উল্লিখিত সুবিধাসমূহ পর্যাপ্ত রয়েছে বলে জানিয়েছে, শতকরা ৩৬ জন জানিয়েছেন মোটামুটি পর্যায়ে সুবিধার কথা এবং শতকরা ১৬ জন জানিয়েছেন অপার্যাপ্ত পরিমাণে সুবিধা রয়েছে।

ক্যান্টিন সুবিধা মৈত্রী শিল্পের মধ্যে এখন পর্যন্ত নেই। তাছাড়া খেলাধুলার ব্যবস্থা, পাঠাগার সুবিধা এবং জিমেশিয়াম এর ব্যবস্থা এখনো পর্যাপ্ত নেই বললেই চলে। এ কারণে শতকরা ৬৪ জন উত্তর দাতায় উল্লিখিত সুবিধাদি পর্যাপ্ত নয় ও অপর্যাপ্ত বলে উল্লেখ্য করেছেন। শতকরা ৩২ জন উত্তরদাতা জানিয়েছেন শিল্প প্রতিষ্ঠানের ভিতরে ক্যান্টিন খেলাধুলার ব্যবস্থা বা পাঠাগার নেই। এক্ষেত্রে খুবই অল্প সংখ্যক অর্থাৎ দুইজন উত্তরদাতা জানিয়েছে পর্যাপ্ত ও মোটামুটি হয়েছে। কাউন্সেলিং এবং সাইকোথেরাপির ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে যে শতকরা ৩২ জন উত্তরদাতা মনে করেন পর্যাপ্ত ব্যবস্থা রয়েছে এবং শতকরা ৩৮ জন উত্তরদাতা এ ধরনের সেবা চালু নেই বলে উল্লেখ করেছেন।

পর্যবেক্ষণকৃত এবং কেস স্টাডি থেকে প্রাপ্ত দেখা যাচ্ছে যে মৈত্রী শিল্পে কোন প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত পেশাদার কাউন্সিলর নেই। মাঝেমধ্যে নির্বাহী পরিচালক মহোদয় এবং ফ্যাক্টরি ম্যানেজার কিংবা উর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ বিভিন্ন ধরনের পরামর্শ দিয়ে থাকেন সেটাকেই কাউন্সিলিং হিসেবে উত্তর দাতা এবং বিবেচনা করেছেন। **ফিজিওথেরাপি, অকুপেশনাল থেরাপি এবং স্পিচ থেরাপির সুযোগ সুবিধার ক্ষেত্রে বলা যায় যে এ ধরনের কোন ব্যবস্থা নেই।** এক্ষেত্রে যদিও শতকরার ৩৬ জন উত্তর দাতা জানিয়েছেন একেবারে অপর্যাপ্ত এবং শতকরা ৪৪ জন উত্তরদাতা জানিয়েছেন এ ধরনের সুবিধা নেই। যে সকল উত্তর দাতা জানিয়েছেন অপর্যাপ্ত (১জন) বা পর্যাপ্ত (১জন) বা মোটামুটি (১জন) সুবিধার কথা তাদের এ সকল থেরাপিউটিক্যাল জ্ঞানের অভাব রয়েছে অথবা বিষয়টি

সম্পর্কে অসচেতন। **মৈত্রী শিল্পে কাউন্সিলর, অকুপেশনাল থেরাপিস্ট, ফিজিওথেরাপিস্ট, স্পীচথেরাপিস্ট এবং পর্যাপ্ত বিনোদনের সুযোগ সুবিধা থাকা প্রয়োজন। যেহেতু মৈত্রী শিল্পে অনেক বাক প্রতিবন্ধী, অটিজম এবং বুদ্ধি প্রতিবন্ধী রয়েছে আর বাকি সকলেই শারীরিক প্রতিবন্ধী তাই ফিজিওথেরাপি, স্পিচ থেরাপি এবং ও অকুপেশনাল থেরাপীর প্রয়োজনীয়তা রয়েছে।**

মৈত্রী শিল্পে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের চিকিৎসা এবং থেরাপি প্রদানের জন্য তেমন কোন সুযোগ সুবিধা নাই তবে মাঝে মাঝে প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে হেলথ ক্যাম্পের মাধ্যমে প্রাথমিক চিকিৎসা সুবিধা প্রদান করা হয়। অধিকাংশ প্রতিবন্ধী ব্যক্তি নিজের খরচে চিকিৎসা নিয়ে থাকেন। এই সম্পর্কে মোহাম্মদ ফিরোজ মিনা (ছদ্ম নাম) ৩১ বছর, উল্লেখ্য করেন যে-

"আমি গুলশানের একটি থেরাপি সেন্টার থেকে ছয় মাস থেরাপি নিয়েছিলাম এই থেরাপি সাধারণত বিদেশী ফান্ডে দেয়া হয়েছিল কিন্তু এই থেরাপিতে আমার মেরুদন্ডের জন্য কোন উপকার হয় নাই। কারণ প্রতিদিন মি যদি থেরাপি দিতে না পারি তাহলে থেরাপি দিয়ে কোন লাভ হয় না"।

এই প্রসঙ্গে হাফিজুর রহমান (ছদ্ম নাম) ৫০ বছর বয়সের একজন শারীরিক প্রতিবন্ধী ব্যক্তি বলেন-

"আমাদের চলাচলের জন্য পর্যাপ্ত জায়গা রয়েছে, মালামাল উঠানামার জন্য লিফট রয়েছে, যন্ত্রপাতি এবং প্রযুক্তি সমূহ প্রতিবন্ধী বান্ধব, এবং বসার স্থান ও টয়লেট সুবিধা রয়েছে। কিন্তু আমাদের যাতায়াতের জন্য কোন ধরণের পরিবহন সুবিধা নাই ফলে আমাকে অনেক কষ্ট করে অফিসে যাওয়া আসা করতে হয়। এছাড়া এত বড় একটি প্রতিষ্ঠানে ক্যান্টিন সুবিধা নাই ফলে আমাদের খাবার দাওয়া করতে অসুবিধা হয়"।

মৈত্রী শিল্পে কাজের পরিবেশ সম্বন্ধে মুহাম্মদ আরিফুজ্জামান ২৪ বছর বয়সী একজন প্রতিবন্ধী যুবক বলেন যে,

"সুযোগ সুবিধা যা আছে তা প্রতিবন্ধীদের জন্য পর্যাপ্ত নয়, কারণ ব্যক্তিগতভাবে তার দুই পা না থাকায় সাধারণ টয়লেট ব্যবহার করা তার জন্য কষ্টসাধ্য, কিন্তু ফ্যাক্টরিতে কর্মচারীদের জন্য হাই কমোডযুক্ত টয়লেট এর ব্যবস্থা নাই। তাছাড়া পণ্য পরিবহনের জন্য লিফট থাকলেও প্রতিবন্ধী কর্মীদের চলাচলের জন্য লিফটের সুব্যবস্থা নাই"।

মুহাঃ উজির হাওলাদার মৈত্রী শিল্পে কর্মরত ৪০ বছর বয়সী একজন শারিরীক প্রতিবন্ধী ব্যক্তি জানান যে,

"মৈত্রী শিল্পে বর্তমানে যা সুযোগ সুবিধা আছে তা প্রতিবন্ধীদের কাজ করার জন্য অপ্রতুল হলেও ব্যক্তিগতভাবে কাজ করতে তার কোন অসুবিধা হয়না। তবে তিনি বলেন আবাসিক সুবিধা না থাকায় আসা-যাওয়া করতে একটু অসুবিধা হয়। কর্মক্ষেত্রে কি ধরনের অসুবিধা বা চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করতে হয় এ বিষয়ে প্রশ্ন করলে তিনি বলেন যে উল্লেখযোগ্য কোন সমস্যা কর্মক্ষেত্রে নেই, তবে দ্রব্যমূল্যের উর্দ্ধগতির সাথে বর্তমান বেতন নিয়ে তাল মিলানো কঠিন। ***তিনি আরো বলেন বর্তমান নির্বাহী পরিচালক আসার পর থেকে বেতনসহ সার্বিক সুযোগ সুবিধা আগের তুলনায় অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে।*** *প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জীবনমান উন্নয়নের জন্য মৈত্রী শিল্পের নিজস্ব আবাসনের ব্যবস্থা করা সবচেয়ে জরুরী। এছাড়া বেতনের পরিমাণ সামান্য বৃদ্ধি করার জন্য এবং যাদের প্রমোশন বিভিন্ন জটিলতার কারণে আটকে আছে সেগুলো যথাসময়ে প্রদান করা।"*

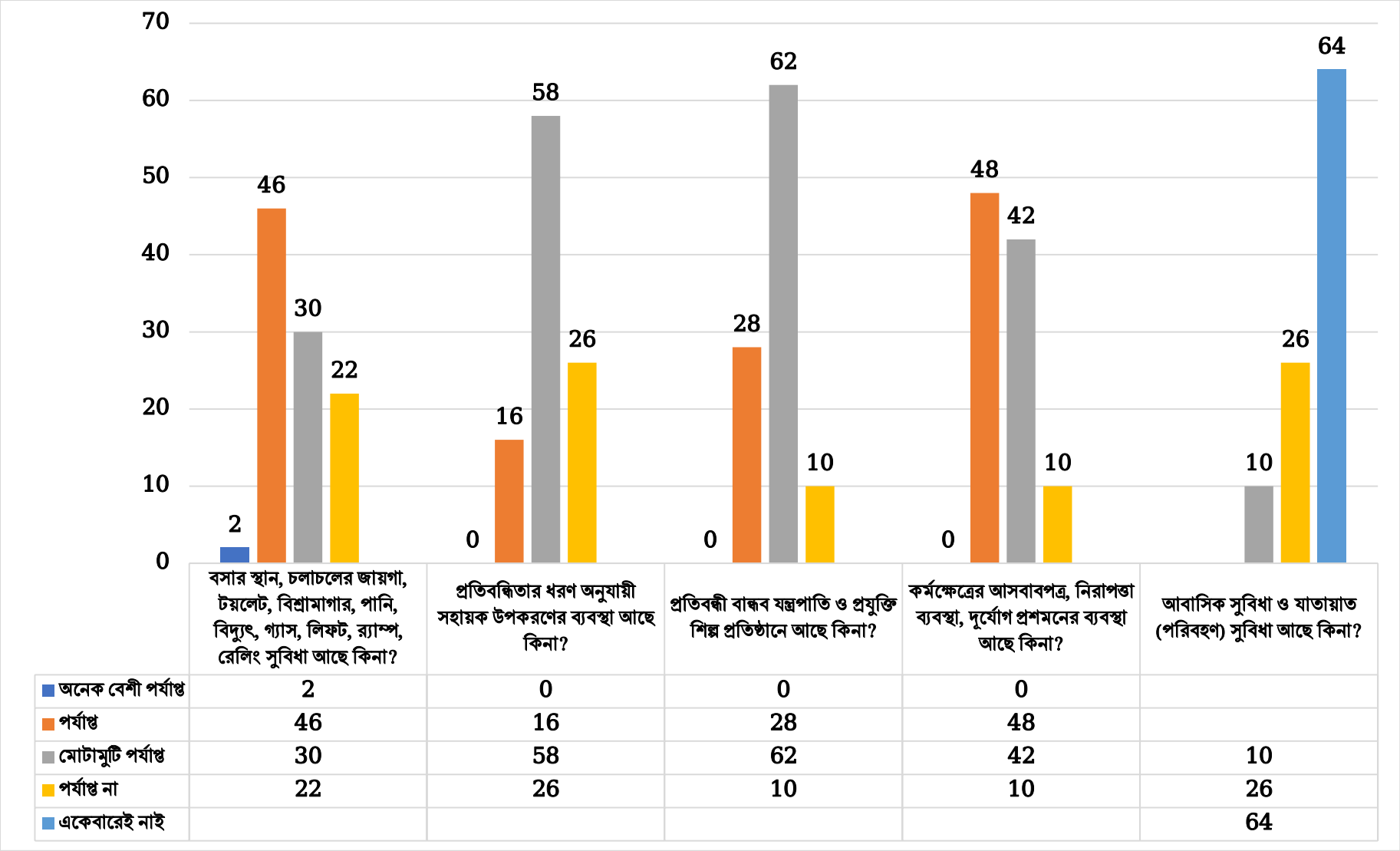

	বসার স্থান, চলাচলের জায়গা, টয়লেট, বিশ্রামাগার, পানি, বিদ্যুৎ, গ্যাস, লিফট, র‍্যাম্প, রেলিং সুবিধা আছে কিনা?	প্রতিবন্ধিতার ধরণ অনুযায়ী সহায়ক উপকরণের ব্যবস্থা আছে কিনা?	প্রতিবন্ধী বান্ধব যন্ত্রপাতি ও প্রযুক্তি শিল্প প্রতিষ্ঠানে আছে কিনা?	কর্মক্ষেত্রের আসবাবপত্র, নিরাপত্তা ব্যবস্থা, দুর্যোগ প্রশমনের ব্যবস্থা আছে কিনা?	আবাসিক সুবিধা ও যাতায়াত (পরিবহণ) সুবিধা আছে কিনা?
অনেক বেশী পর্যাপ্ত	2	0	0	0	
পর্যাপ্ত	46	16	28	48	
মোটামুটি পর্যাপ্ত	30	58	62	42	10
পর্যাপ্ত না	22	26	10	10	26
একেবারেই নাই					64

চিত্র ৫.২০ মৈত্রী শিল্পের ভৌত-অবকাঠামোগত সুবিধা ও কর্মপরিবেশের প্রভাব

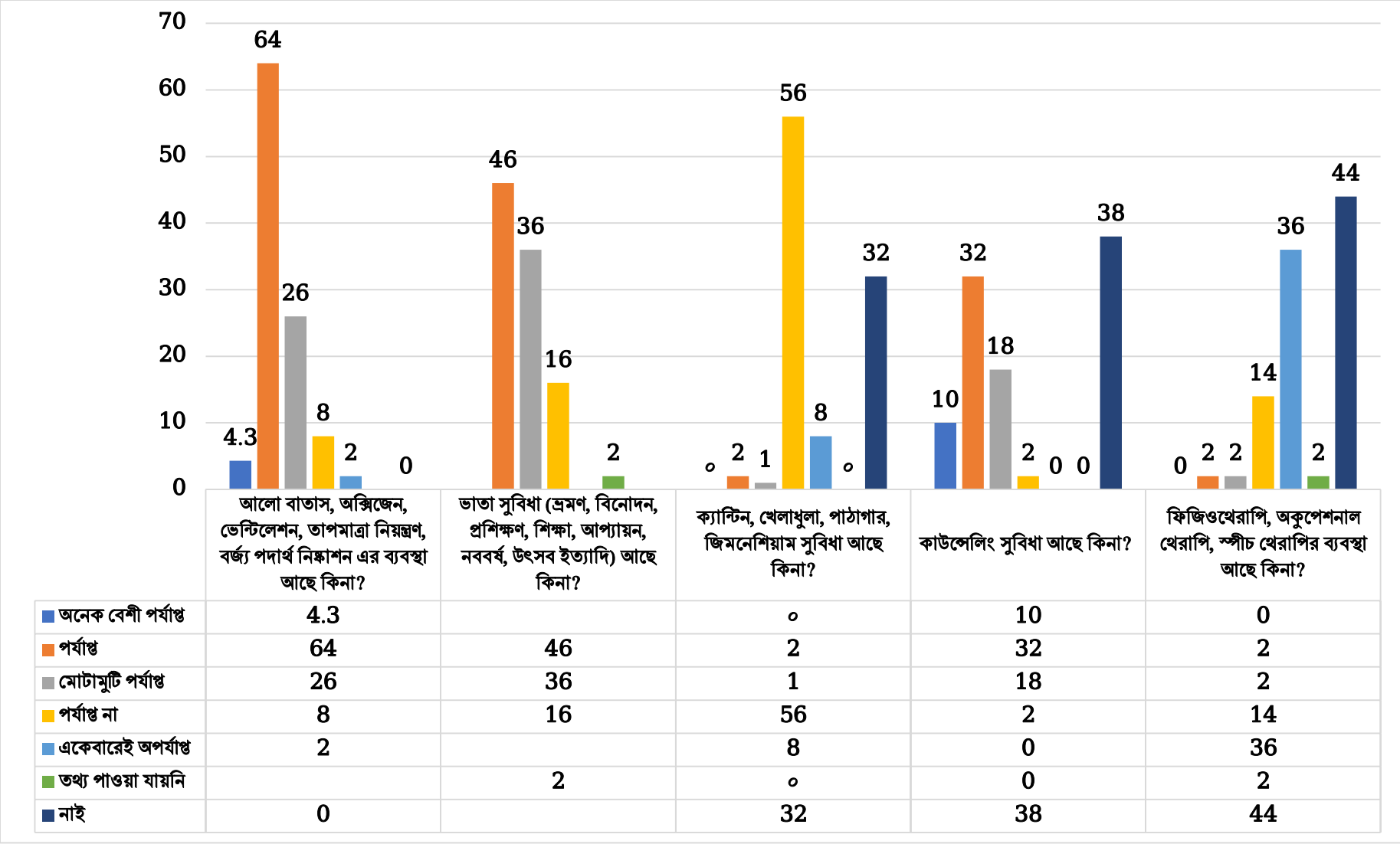

	আলো বাতাস, অক্সিজেন, ভেন্টিলেশন, তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণ, বর্জ্য পদার্থ নিষ্কাশন এর ব্যবস্থা আছে কিনা?	ভাতা সুবিধা (ভ্রমণ, বিনোদন, প্রশিক্ষণ, শিক্ষা, আপ্যায়ন, নববর্ষ, উৎসব ইত্যাদি) আছে কিনা?	ক্যান্টিন, খেলাধুলা, পাঠাগার, জিমনেশিয়াম সুবিধা আছে কিনা?	কাউন্সেলিং সুবিধা আছে কিনা?	ফিজিওথেরাপি, অকুপেশনাল থেরাপি, স্পীচ থেরাপির ব্যবস্থা আছে কিনা?
অনেক বেশী পর্যাপ্ত	4.3		০	10	0
পর্যাপ্ত	64	46	2	32	2
মোটামুটি পর্যাপ্ত	26	36	1	18	2
পর্যাপ্ত না	8	16	56	2	14
একেবারেই অপর্যাপ্ত	2		8	0	36
তথ্য পাওয়া যায়নি		2	০	0	2
নাই	0		32	38	44

চিত্র ৫.২১ মৈত্রী শিল্পের ভৌত-অবকাঠামোগত সুবিধা ও কর্মপরিবেশের প্রভাব

৫.৭ মৈত্রী শিল্পের জন্য উত্তরদাতা কর্তৃক প্রদত্ত বর্তমান চ্যালেঞ্জসমূহ এবং উত্তরণের সুপারিশমালা

সারণি ৫.৭.১ উত্তরদাতা কর্তৃক প্রদেয় মৈত্রী শিল্পের বর্তমান চ্যালেঞ্জসমূহ

প্রতিবন্ধকতাসমূহ	গনসংখ্যা	শতকরা হার
আর্থিক সুবিধা কম	৩২	৬৪
প্রশিক্ষণের স্বল্পতা	২	৪
আধুনিক যন্ত্রপাতির স্বল্পতা	১০	২০
অবকাঠামোগত সুবিধা কম	৩	৬
সহায়ক উপকরণ স্বল্পতা	১	২
স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা সুবিধা কম	৪	৮
পদন্নোতি স্বল্পতা	১০	২০
আবাসিক ও পরিবহন স্বল্পতা	৪৬	৯২
থেরাপি ও কাউন্সেলিং সুবিধা কম	৫	১০
বিনোদনের অপর্যাপ্ততা	৬	১২
ক্যান্টিন সুবিধা নাই	৭	১৪
লিফট নাই	৩	৬
মোট	১২৯	১০০

***একাধিক উত্তর**

মৈত্রী শিল্পে নিয়োজিত কর্মকর্তা ও কর্মচারীগনের নিকট জানতে চাওয়া হয় যে বর্তমানে তাদের কি কি সমস্যা রয়েছে। এ প্রসঙ্গে শতভাগ **উত্তরদাতা তাদের চাকরী জাতীয়করণ করার বিষয়টা উল্লেখ করেছেন।** বর্তমানে মৈত্রী শিল্পের উৎপাদনের লভ্যাংশ থেকে তাদের বেতন ভাতাদি এবং অন্যান্য সুযোগ সুবিধা দেওয়া হয়ে থাকে। তাই রাজস্ব আয়ের অধিনে প্রতিষ্ঠানটি অন্তর্ভুক্ত করা হলে এবং চাকুরি জাতীয়করণ যদি করা হয় তাহলে তাদের মধ্যে কোনো দুশ্চিন্তা থাকবে না বলে সকলেই অভিমত ব্যক্ত করেছেন। শতকরা ৯২ জন উত্তরদাতা জানিয়েছে আবাসিক সমস্যা এবং পরিবহন সমস্যা। বর্তমানে মৈত্রী শিল্পের মধ্যে ৪/৫ টি টিন শেড রুমের মধ্যে ৪/৫ জন কর্মচারী বসবাস করছে। টঙ্গি শিল্প এলাকা হওয়াতে বাসা ভাড়া অনেক বেশি অন্যদিকে অনেক দূর থেকে আসার ক্ষেত্রে সময় ও পরিবহনের একটি সমস্যা থেকে যায়। **তাছাড়া প্রতিবন্ধিতার কারনে চলাচলে অসুবিধা হওয়ায় লোকাল পরিবহনে তাদের উঠতে নামতে তাদের অনেক কষ্ট হয়। পায়ে হেটে আস্তে তাদের অনেক অসুবিধা এবং কষ্ট হয়। এ কারণেই প্রায় সকল উত্তরদাতা আবাসন এবং পরিবহন সমস্যার কথা উল্লেখ করেছেন।** এ প্রসঙ্গে মোঃ ফিরোজ মিয়া (ছদ্ম নাম) বয়স ৩১; উৎপাদন সহকারী, জানান যে

"মৈত্রী শিল্পে প্রতিবন্ধী ব্যাক্তিদের জন্য আবাসিক ব্যাবস্থা নাই। বাসা ভাড়ায় তাদের অনেক টাকা চলে যায়। তাই আমাদের আবাসন ব্যাবস্থা করা অত্যন্ত জরুরী। অন্যদিকে মৈত্রী শিল্পে যারা কাজ করে তাদের প্রত্যেককে জাতীয়করণ করে রাজস্ব খাতে নিয়ে যাওয়া এবং পেনশনের ব্যাবস্থা করা। কারণ আমাদের চাকুরির বয়স শেষ হয়ে যায় তখন বৃদ্ধ বয়সে আমাদের জীবন যাপন করা অনেক কষ্ট হবে। আমাদের যদি জাতীয়করণ করা না হয় তাহলে পূর্বের অবস্থায় ফিরে যেতে হবে। একদিকে প্রতিবন্ধিতা অন্যদিকে বয়সের ভার, আমাদের জীবন যাপন করা একেবারেই দুর্বিষহ হয়ে যাবে। পরিবারের আর্থিক নিরাপত্তার জন্য আমাদের জাতীয়করণ করা অনেক বেশি প্রয়োজন।"

মোঃ আরিফুজ্জামান (বয়স ২৪; উৎপাদন সহকারী) জানান যে,

“মৈত্রী শিল্পে কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের জন্যে আবাসনের কোনো ব্যাবস্থা নাই ফলে প্রতিবন্ধী ব্যাক্তিদের যাতায়েত সমস্যা হয় । এছাড়া প্রতিবন্ধী ব্যাক্তিদের মৈত্রী শিল্পে আনা নেওয়া করার জন্য কোনো ধরণের যানবাহনের ব্যাবস্থা নাই। আমার মতো প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের হইল চেয়ার চালিয়ে বাইরে থেকে আসা যাওয়া কঠিন এবং কষ্টসাধ্য। যদি মৈত্রী শিল্পের ভিতরে থাকার ব্যবস্থা থাকতো তাহলে পণ্য উৎপাদনও বাড়ত।“

এ প্রসঙ্গে মোঃ মুত্তালিব (বয়স ২৪; শিক্ষানবীশ) নাটর জেলা থেকে আগত, তিনি জানান যে

“মৈত্রী শিল্প যে সকল সুযোগ সুবিধা দেয় তা আমার একার জীবন যাপনের জন্য যথেষ্ট তবে তবে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য যদি আবাসিক সুবিধা এবং যাতায়েতের জন্য পরিবহন সুবিধা থাকতো তাহলে আমাদের জন্য অনেক ভাল হতো এবং মৈত্রী শিল্পের উৎপাদন আরো বৃদ্ধি পেত”

আবাসিক এবং পরিবহন অসুবিধার পরেই উত্তরদাতাগন আর্থিক অসুবিধার কথা বলেছেন। এরুপ উত্তরদাতার সংখ্যা শতকরা ৬৪ জন। কারণ বর্তমান দ্রব্য মূল্যের যে উর্ধ্বগতি তাতে নুন্যতম ৪ জন সদস্যের একটি পরিবার পরিচালনা অনেক কষ্ট হয় বলে জানিয়েছেন। এছাড়া প্রশিক্ষনের স্বল্পতা (৪%), **অবকাঠামোগত সুবিধা কম** (৬%), থেরাপি ও কাউন্সেলিং সুবিধা কম (**২০**%), **বিনোদনের অপর্যাপ্ততা** (**১২**%) **এবং লিফট সুবিধা নাই** (৬%) **সমস্যার কথা উল্লেখ করেছেন। এক্ষেত্রে নাটোর জেলার অধিবাসী** মোঃ মুত্তালিব (বয়স ২৪; শিক্ষানবীশ) জানান যে,

“আমার প্রয়োজন হয় না তাই আমি নেইনা তবে প্রতিবন্ধী ব্যাক্তিদের জন্যে থেরাপি নেওয়াটা অনেক জরুরী যদি মৈত্রী শিল্প থেকে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্যে থেরাপির ব্যাবস্থা করা হয় তবে আমাদের জন্যে বেশ উপকার হবে।“

স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা প্রশিক্ষণ এবং পুনর্বাসনের জন্য মৈত্রী শিল্প থেকে কোন ধরনের সহায্তা করা হয্ কিনা জানতে চাইলে মোঃ মিজানুর রহমান মোল্লা (বয্স ৪২ বছর মেশিন সহকারি) জানান যে,

"মৈত্রী শিল্প আমাদের জীবন যাপন করার জন্য যে কাজের সুযোগ করে দিয়েছে এর বাইরে মৈত্রী শিল্প থেকে চাওয্ার কিছু নাই তবে আমাদের মধ্যে যদি কেউ অসুস্থ হয্ তবে চিকিৎসার জন্যে মৈত্রী শিল্পের মধ্যে ডাক্তার এবং থেরাপি ব্যবস্থা থাকলে আরো ভালো হয্।"

মৈত্রী শিল্পের কর্মপরিবেশ ও চলাচলের সহায্ক উপকরণ সম্পর্কে আরিফুজ্জামান (বয্স ২৪ বছর উৎপাদন সহকারী) জানান যে "আমি মৈত্র শিল্প থেকে ছয্ মাসের প্রশিক্ষণ নিয়েছি আগে বাইরে পাঠানো হতো তাই দেশের ভিতরে অন্যান্য প্রতিষ্ঠানে এবং দেশের বাইরে আমাকে যদি প্রশিক্ষণে সুযোগ দেওয্া হতো তাহলে উৎপাদনের গুণাগুণ (প্লাস্টিক) আরো ভালো হতো" (এটা আরিফুজ্জামানের কি না জানতে হবে)

"সুযোগ-সুবিধা যা আছে তা প্রতিবন্ধীদের জন্য পর্যাপ্ত নয্ কারণ ব্যক্তিগতভাবে আমার দুই পা না থাকায্ সাধারণ টয্লেট ব্যবহার করতে পারি না এটা আমার জন্য কষ্টসাধ্য কারণ মৈত্রী শিল্পে কর্মচারীদের ব্যবহারের জন্য হাই কমোড যুক্ত টয্লেটের ব্যবস্থা নেই। তাছাড়া পণ্য পরিবহনের জন্য লিফট থাকলেও প্রতিবন্ধী কর্মীদের চলাচলের জন্য লিস্ট নেই এটা জরুরী। তাছাড়া তিনি আরো জানান যে স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা ভাতা নিয়ে মৈত্রী শিল্পে কোন কার্যক্রম নাই তবে মৈত্রী শিল্পের কারো কোনো বড় ধরনের রোগ হলে প্রতিষ্ঠান সহায্তা করে থাকে"

এক্ষেত্রে FGD ফোকাস দল আলোচনার মাধ্যমে জানা যায় যে মৈত্রী শিল্প মাঝেমধ্যে স্বাস্থ্য ক্যাম্প করে থাকে। তাছাড়া বিনোদনের জন্য বিভিন্ন জাতীয় দিবস উদযাপন আলোচনা সভা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করা হয়ে থাকে। শতকরা ২০ জন উত্তরদাতা পদোন্নতির সমস্যার কথা উল্লেখ করেছেন পদোন্নতি যথাসময়ে হয় না যা অনেক চাকরিতে হয়ে থাকে।

এ প্রসঙ্গে জনাব মোঃ মহসিন আলী জানান যে *"বর্তমান নির্বাহী সচিব আসার পর পূর্বের পদোন্নতি জটিলতা অনেক অংশে হ্রাস পেয়েছে। ২০১৭ সাল থেকে এ প্রতিষ্ঠানের অনেক ক্ষেত্রে দীর্ঘশক্তি তা ছিল, সুনির্দিষ্ট নিয়ম ছিল না বর্তমান নির্বাহী সচিব মহোদয়ের গতিশীল নেতৃত্বে মৈত্রী শিল্প অনেকাংশে শক্তিশালী হয়েছে। বেতন ভাতা নিয়মিত হয়েছে প্রতিষ্ঠান সুনির্দিষ্ট নিয়মে পরিচালিত হচ্ছে পদোন্নতির জটিলতা কমেছে এবং উৎপাদন অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে । এরপরেও কিছু সংখ্যক সমস্যা থাকবেই তা পর্যায়ক্রমের সমাধানের চেষ্টা করা হচ্ছে।"*

হাফিজুর রহমান (ছদ্মনাম বয়স, ৫০ বছর) স্টোর কিপার, মাদারীপুর জেলার অধিবাসী শারীরিক প্রতিবন্ধী, দুই পা নেই তিনি জানান *"মৈত্রী শিল্প থেকে যদি আমার এবং পরিবারের সদস্যদের জন্য বিনামূল্যে বা কম খরচে স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা সেবার ব্যবস্থা করা হয় তাহলে আমার বেতনের অনেক টাকা বেঁচে যেত। দেখা যায় অনেক সময় চিকিৎসা খাতে অনেক ব্যয় হয়ে যায় এছাড়া যে সকল প্রতিবন্ধী ব্যক্তির থেরাপি দিতে হয় তাদের অনেক টাকার চলে এই থেরাপি দিতে গিয়ে"*

পোলিও রোগে আক্রান্ত হয়ে শারীরিক প্রতিবন্ধী মোঃ মিজানুর রহমান (বয়স ৪২ বছর ; মেশিন সহকারি) জানান *যে, "অন্যান্য শিল্প কারখানায় যে সুযোগ-সুবিধা দেওয়া হয় তার চেয়ে বেশি পরিমাণ সুযোগ সুবিধা মৈত্রী শিল্পে আছে আধুনিক মেশিনে অটো কাজ হওয়ায় প্রতিবন্ধী ব্যক্তি হিসেবে অনেক সুবিধা হয়েছে। তবে আবাসিক জায়গা না থাকায় আমাকে দূর থেকে যাতায়াত করতে যে বেশ কষ্ট পোহাতে হয়। তাছাড়া চাকরি নিজের ভবিষ্যৎ নিয়ে প্রতিনিয়ত দুশ্চিন্তা হয়।*

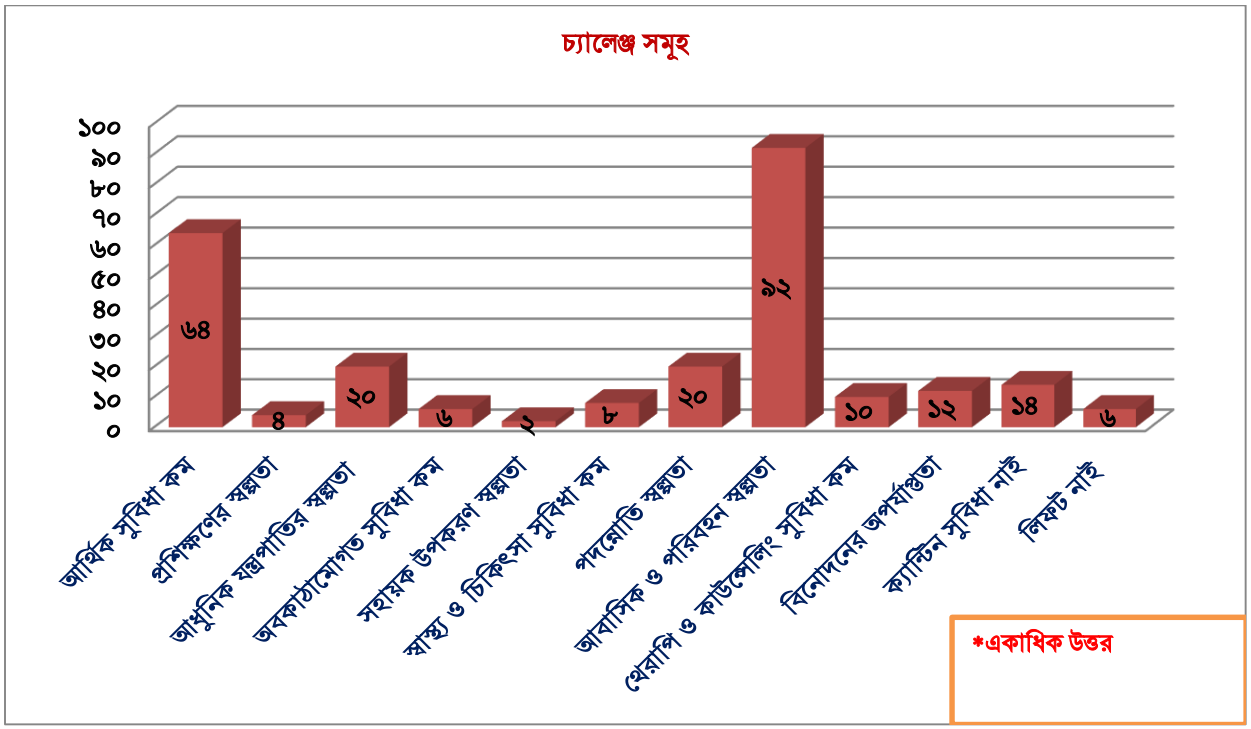

চিত্র ৫.২২ উত্তরদাতা কর্তৃক প্রদেয় মৈত্রী শিল্পের বর্তমান চ্যালেঞ্জসমূহ

সারণি ৫.৭.২ উত্তরদাতা কর্তৃক প্রদত্ত মৈত্রী শিল্পের জন্য সুপারিশমালা

সুপারিশমালা	গনসংখ্যা	শতকরা হার
চাকরি জাতীয়করণ	৪৫	৯০.০
আবাসন ব্যবস্থা	৩৫	৭০.০
যানবাহন ও যোগাযোগ	২০	৪০.০
বেতন বৃদ্ধি	৪০	৮০.০
দ্রুত পদোন্নতি	১০	২০.০
আধুনিক যন্ত্রপাতি এবং অটোমেশন বৃদ্ধি করা	১০	২০.০
শিল্পের প্রসার	৫	১০.০
ভাতা এবং অন্যান্য সুবিধাসমুহ	২২	৪৪.০
চিকিৎসা সুবিধা	১৫	৩০
ক্যান্টিন সুবিধা	৭	১৪
মোট	২০৯	১০০

***একাধিক উত্তর**

মৈত্রী শিল্পে বর্তমান চ্যালেঞ্জ মোকাবেলার ক্ষেত্রে শতকরা ৯০ ভাগ উত্তরদাতাগণ জানান যে, তাদের চাকুরি স্থায়ীকরণ ও জাতীয়করণের জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করা প্রয়োজন । শতকরা ৭০ জন উত্তরদাতা আবাসন ব্যবস্থা এবং শতকরা ৮০ জন উত্তরদাতা বেতন ও শতকরা ৪৪ জন উত্তরদাতা অন্যান্য ভাতা সুবিধাসমূহ বৃদ্ধি করার সুপারিশ করেছে। যানবাহন ও যোগাযোগ ব্যবস্থার কথা উল্লেখ করেছেন শতকরা ৪০ জন এবং দ্রুত পদোন্নতির কথা উল্লেখ করেছেন শতকরা ২০ জন উত্তরদাতা। ফোকাস দল আলোচনায় প্রাপ্ত তথ্যে এবং কেস স্টাডি থেকে প্রাপ্ত তথ্যে দেখা যায় যে প্রায় সকল উত্তর দাতা তাদের চাকুরী জাতীয়করণ এবং আবাসন ব্যবস্থার কথা উল্লেখ করেছেন। যদিও মৈত্রী শিল্পে নিয়োজিত সকল কর্মকর্তা-কর্মচারী বৈশাখী উৎসব ভাতা, ঈদের বোনাস সহ অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা পেয়ে থাকেন, কিন্তু বর্তমান খাদ্যদ্রব্য সহ নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের মূল্য উর্ধ্বগতি হওয়ায় তাদের পক্ষে বর্তমানে প্রাপ্ত বেতন দ্বারা সংসার পরিচালনা অনেক কষ্ট হচ্ছে বলে জানিয়েছে। এ কারণেই শতকরা ৮০ জন উত্তর দাতা বেতন বৃদ্ধি ও অন্যান্য সুবিধা বৃদ্ধির বিষয় উল্লেখ্য করেছেন। উত্তরদাতা নিজের এবং পরিবারের চিকিৎসা ব্যবস্থা ও সুবিধার ক্ষেত্রে জানিয়েছে যে প্রতিবন্ধীদের জন্য যদি প্রতিষ্ঠানের ভেতরে একটি চিকিৎসা কেন্দ্র থাকত তাহলে তারা অনেক উপকৃত হতো। আপাতত কোন হাসপাতাল বা ক্লিনিকের সাথে তাদের জন্য অগ্রাধিকার ভিত্তিতে চিকিৎসা ব্যবস্থা করা যেতে পারে। এ প্রসঙ্গে ফোকাস দল আলোচনা এবং কেস স্টাডি থেকে প্রাপ্ত তথ্যে যে যেসকল বিষয় উপস্থাপিত হয়েছে তা হচ্ছে- প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের চাকরি জাতীয়করণের ব্যবস্থা করা যেতে পারে যা তাদের মানসিক দুশ্চিন্তা দূর করবে। তাদের চলাচলের সুবিধা এবং পরিবহনের ব্যবস্থা করলে তারা আরো ভালো কাজ করতে পারবে প্রতিষ্ঠানে বেশি সময় দিতে পারবে উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে। মৈত্রী শিল্প প্রতিষ্ঠানটি ঢাকা শহরের নিকটবর্তী হওয়ায় বাসা ভাড়া আবার অত্যন্ত বেশি এবং দূর থেকে তাদের আসা যাওয়া কষ্টসাধ্য তাই স্বল্প মূল্যে বা বিনামূল্যে আবাসিক ব্যবস্থা করা। প্রতিবন্ধীদের ফিজিওথেরাপি, অকুপেশনাল

থেরাপি, নিত্য নৈমিত্তিক বিষয়; এই থেরাপি গুলো শিল্পের মধ্যে থাকা দরকার এবং চিকিৎসা কর্নার স্থাপন করলে ভালো হয়। প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা রাখা হলে বা মাঝেমধ্যে অন্যান্য প্রতিষ্ঠানে বা দেশের বাইরে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করলে তাদের কাজের গুণগত মান ও উৎপাদনের পরিমাণ বর্তমান থেকে বৃদ্ধি পেত। আধুনিক যন্ত্রপাতির ব্যবহার এবং আরো অটোমেশনের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন, কারণ পানির যে পরিমাণ চাহিদা তা আবার মাত্র একটি অটো মেশিন দ্বারা পূরণ করা সম্ভব হচ্ছে না। প্রতিবন্ধী ব্যক্তিরা ভিবিন্ন সামাজিক, মনস্তাত্ত্বিক এবং শারীরিক অসুবিধার মধ্যে দিয়ে যেয়ে থাকে। তাই মৈত্রী শিল্পে নিয়োজিত প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্যে পেশাগত কাউন্সিলিং বা সাইকোথেরাপির ব্যবস্থা করা প্রয়োজন।

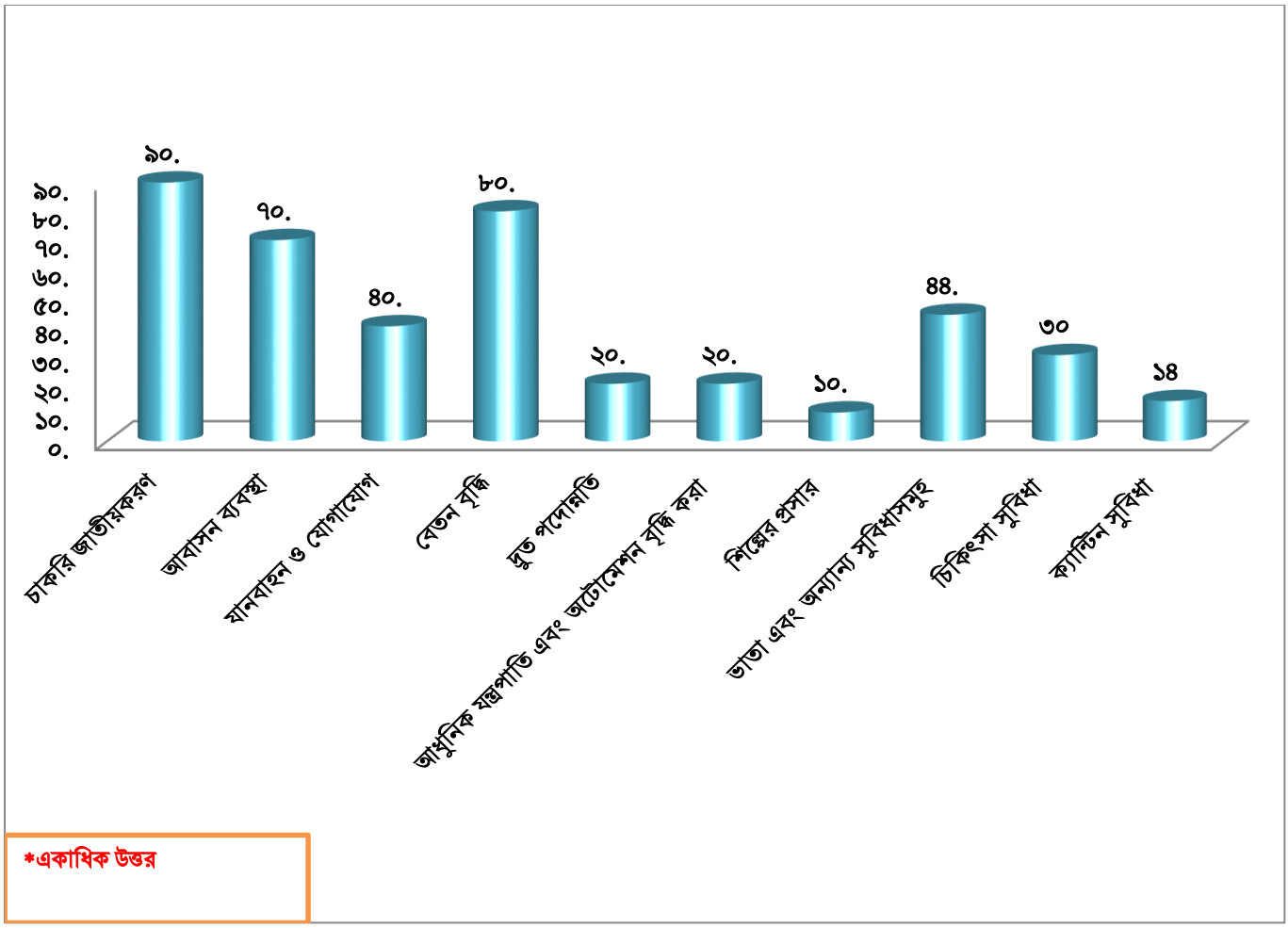

চিত্র ৫.২৩ উত্তরদাতা কর্তৃক প্রদত্ত মৈত্রী শিল্পের জন্য সুপারিশমালা

গুনগত তথ্য বিশ্লেষণ ও উপস্থাপন

প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জীবনমান উন্নয়নে মৈত্রী শিল্পের কার্যক্রমের মূল্যায়ন শীর্ষক গবেষণায় পরিমাণগত তথ্য বিশ্লেষণের পাশাপাশি গুনগত তথ্য বিশ্লেষণ করা হয়েছে কারণ সামাজিক বিজ্ঞানের গবেষণার ক্ষেত্রে গুনগত তথ্যের ব্যবহারের যথার্থতা রয়েছে। এছাড়া কোন জনসমষ্টির জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের প্রভাব আলোচনার ক্ষেত্রে গুনগত তথ্যের জন্য কেস স্টাডি, ফোকাস দল আলোচনা, মুল তথ্যদাতার সাক্ষাৎকার পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়। উক্ত গবেষণার ক্ষেত্রেও গুনগত তথ্যের জন্য মৈত্রী শিল্পে কর্মরত ৮ জন প্রতিবন্দী ব্যক্তি এবং ২ জন পরিবেশকের কাছ থেকে কেস স্টাডির তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। এছাড়া ফোকাস দল আলোচনার জন্য মৈত্রী শিল্পে কর্মরত কর্মকর্তা/কর্মচারীদের-কে নিয়ে ২টি আলোচনা পরিচালনা করা হয়েছে এবং মূল উত্তরদাতার সাক্ষাতকারের ক্ষেত্রে নির্বাহী পরিচালক, ফ্যাক্টরি ম্যানেজার, প্রশিক্ষক এবং বিপণন কর্মকর্তার কাছ থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। সংগৃহীত তথ্যবলী বিস্তারিত নিচে বিশ্লেষণ ও উপস্থাপন করা হল।

৫.৮ কেস স্টাডি উপস্থাপন

কেস স্টাডি-১

জোবায়দা বেগম ২৭ বছরের একজন প্রতিবন্ধী নারী। সে মৈত্রী শিল্পে ক্লিনার হিসেবে কাজ করছেন অনেক দিন ধরে। তার গ্রামের বাড়ি দেলচাদপুর, গোদাগাড়ী, রাজশাহী জেলা। বর্তমানে জীবীকার তাগিদে ঢাকার অদূরে গাজীপুর জেলার টঙ্গী ষ্টেশন রোড, নতুন বাজারে বসবাস করছে। ছোটবেলায় প্রচন্ড জ্বরে এবং পরবর্তিতে টাইফয়েডের কারণে শারীরিক প্রতিবন্ধিতার শিকার হন। পায়ে এবং হাতে প্রতিবন্ধিতার কারণে সারাজীবন তাকে প্রতিবন্ধিতা নিয়ে বসবাস করতে হবে। প্রতিবন্ধিতা সম্পর্কে তিনি বলেন-

"আমার পরিবারের আরেক ভাইয়েরও টাইফয়েড জ্বরের কারণে প্রতিবন্ধিতার শিকার হয়েছেন। আল্লাহ কেন জানি আমার পরিবারের উপর এই শাস্তি দিয়েছে"।

জন্মকালীন সময়ে ১ বার এবং ৫ বছর বয়সে আরেকবার টাইফয়েড হয়েছিল এরপর চিকিৎসার জন্য ইনজেকশন নিতে হয়েছিল তারপর থেকে আমি শারীরিকভাবে প্রতিবন্ধী হয়ে যায়। আমার কাছে মনে হচ্ছে ভূল চিকিৎসার কারণে আমি শারীরিকভাবে প্রতিবন্ধী হয়ে যায় আগে এত বেশী বুঝতাম না এখন একটু বাইরের মানুষের সাথে মিশি, দেখি, আশেপাশের সবকিছু শুনি তাতে আমার সচেতনতা বড়েছে।

সারণি ৫.৮.১ কেসের পরিবারের তথ্যাবলী

ক্রমিক নং	পরিবারের সদস্যদের নাম	উত্তরদাতার সাথে সম্পর্ক	বয়স	পেশা	মাসিক আয়	বৈবাহিক অবস্থা	শিক্ষাগত যোগ্যতা
১	জোবায়দা বেগম	নিজ	২৭	ক্লিনার	১১৭০০	বিবাহিত	এইচ এস সি
২	জহিরুল ইসলাম	স্বামী	৩২	লোডার	১১৭০০	বিবাহিত	ডিগ্রী
৩	জোবায়ের ইসলাম	সন্তান	০৬ মাস	-	-	অবিবাহিত	-
৪	ডেইজী বেগম	শাশুড়ি	৫২	-	-	বিবাহিত	৩য় শ্রেণি

*মোট আয় ৩০০০০ টাকা; মোট ব্যয় ২৭০০০; মোট সম্পদ হাতে নগদ ১০০০০০ এবং বসত জমি ৪ শতাংশ; কোন ধরণের ঋণ নাই

আজ থেকে তিন বছর আগে বর্তমানে ৩২ বছর বয়সী জহিরুল ইসলামের সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়। তিনি মৈত্রী শিল্পে লোডারের কাজ করেন। আমার মাসিক বেতন ১১৭০০ টাকা স্কেলের। পড়াশুনা বেশী করতে পারি নাই যদিও মেধা ছিল, অর্থের অভাবে এবং প্রতিবন্ধিতার কারণে আর পড়াশুনা করা হয় নাই আমার স্বামীর ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও পড়াশুনা ছাইরা দিতে হয়েছে। বিএ ডিগ্রী পর্যন্ত লেখাপড়া করতে পেরেছি এইটা বা কম কিসের? আমার স্বামীও একজন দৃষ্টি প্রতিবন্ধী তারও টাইফয়েড হয়েছিল ভূল চিকিৎসার কারণে আস্তে আস্তে দৃষ্টিশক্তি কমতে থাকে। অনেক চিকিৎসা করেছি ভাল হয় না। সে কাছের জিনিস কিছুটা দেখতে পায় কিন্তু দূরের জিনিস একেবারে দেখতে পাইনা। আমিও এখানে ক্লিনার হিসেবে কাজ শুরু করি। এইচ এস সি পর্যন্ত রাজশাহীতে পড়াশুনা করেছি পরবর্তীতে অন্যান্য প্রতিবন্ধীদের কাছ থেকে ঢাকায় প্রশিক্ষণের কথা শুনে তাদের সাথে ঢাকায় চইলা আসি। আমি জয়রামপুর উচ্চ বিদ্যালয় থেকে এস এস সি এবং কাকণহাট ডিগ্রী কলেজ থেকে এইচ এস সি পাশ করেছি।

বর্তমানে টঙ্গি স্টেশনে নতুন বাজারে জোবায়দা একটি পাকা বাড়িতে ভাড়া বাসায় বসবাস করছেন। বাসাটি দুই রুমের ডাইনিং ও ড্রয়িং রুম রয়েছে, বিদ্যুৎ, পানি, এবং অন্যান্য সুযোগ সুবিধা মোটামুটি ভালো। মাসে ৬০০০ টাকা ভাড়া দিয়ে থাকেন এবং এর সাথে বিদ্যুৎ বিল দিতে হয় আলাদা করে। জোবায়দার সংসারে জোবায়ের ইসলাম নামে ৬ মাসের একজন পুত্র সন্তান, তার শাশুড়ি ডেইজী এবং স্বামী জহিরুল ইসলাম এই চার জন সদস্য নিয়ে বসবাস করছেন। আমার বিবাহের ক্ষেত্রে বিভিন্ন প্রতিবন্ধকতা ছিল এই সম্পর্কে তিনি বলেন-

“প্রতিবন্ধী বলে কেউ বিয়ে করতে চাইত না, নেতিবাচকভাবে দেখত, কটু কথা বলত খুব কষ্ট পেতাম। কিন্তু যখন থেকে আমি মৈত্রী শিল্পে চাকুরি করতাম তখন অবিবাহিত ছিলাম। এখানে সবাই যেহেতু প্রতিবন্ধী তাই আর কেউ বিয়ের জন্য কোন ধরণের কটূক্তি করেনি। জহিরুল ইসলাম এই মৈত্রী শিল্পে চাকুরি করত তিনি অবিবাহিত ছিলেন আমাদের মাঝে একটা বোঝাপড়া হয় তারপরে এখানকার সবাই মিলে এবং পরিবারের পক্ষ থেকে বিয়ের ব্যবস্থা করে”।

আমাদের বিবাহিত জীবনের সম্পর্ক অনেক ভালো কারণ আমিও প্রতিবন্ধী আমার স্বামীও প্রতিবন্ধী আবার দুই জনেই একই প্রতিষ্ঠানে চাকুরি করছি। আমাদের দুই জনের আয়ে সংসার চলছে।

“আমার শাশুড়ি আগে একটু খারাপ ব্যবহার করত এখন আমাদের বাচ্চা সুস্থ হয়েছে কোন ধরণের প্রতিবন্ধিতা নেই তাই শাশুড়ি অনেক খুশি। আল্লাহর অনেক রহমত যে, বাচ্চাটা সুস্থ হয়েছে এতে আমরা অনেক বেশী খুশি, মনে শান্তি এসেছে, বাচ্চার মুখ দেইখ্যা, কথা শুইন্যা মন ভইরা যায়”।

জোবায়দা জানান যে, সকলেই ভাবত আমরা দুইজনে প্রতিবন্ধী কোনদিন আমাদের সুস্থ বাচ্চা হবে না এই নিয়ে তাদের অনেক সংশয় ছিল। বাচ্চা নিবে কি নিবে না? পাড়া প্রতিবেশী, আত্মীয় স্বজন এবং শাশুড়ির কথাবার্তা তাকে প্রচন্ডভাবে বাচ্চা নেওয়ার ক্ষেত্রে ভাবিয়ে তুলত। এখন সে অনেক স্বস্তিবোধ করেন আর সুস্থ ও স্বাভাবিক শিশু সন্তান আছে এবং সেটি আবার ছেলে সন্তান।

অর্থনৈতিক অবস্থা

জোবায়দা এইচ এস সি পাশ করার পর ঢাকায় প্রশিক্ষণের জন্য চলে আসেন এবং প্রশিক্ষণ শেষে কাজ শুরু করেন। বাড়িতে পড়াশুনার খরচ এবং ভরণপোষণের মত তেমন আর্থিক অবস্থা ছিল না। আমার বাবা মারা যাওয়ার পর ভাইদের সংসারে তিনি এক ধরণের বোঝা ছিলেন বলে মন্তব্য করেন। ঢাকায় এসে সমাজসেবা অফিস থেকে ৬ মাসের প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে এরপর লীনা প্লাস্টিক কোম্পানিতে দেড় বছর জুনিয়র অপারেটর হিসেবে চাকুরি করেন। তখন সে বেতন পেত ১০০০০ টাকার মত। তারও আগে প্রাণ আর এফ এল গ্রুপে চাকুরি করত সহকারী হেল্পার হিসেবে। প্রায় চার বছর প্রাণ আর এফ এল গ্রুপে চাকুরি করেছেন পরে লীনা প্লাস্টিক কোম্পানিতে চাকুরি গ্রহণ করেন সেখানে রাতে ডিউটি করতে হত দেখে অনেক কষ্ট হত। এই কারণে সে লীনা প্লাস্টিক কোম্পানি ছেড়ে মৈত্রী শিল্পে কাজে যোগদান করেন। বর্তমানে সে মৈত্রী শিল্পে ক্লিনার হিসেবে কাজ করছেন কারণ অন্যান্য কোন পদ শূন্য নাই। মৈত্রী শিল্পে কাজ করার ক্ষেত্রে এবং চাকুরি পেতে সহায়তার ক্ষেত্রে বর্তমান নির্বাহী পরিচালক উদ্বুদ্ধ করেছেন। ক্লিনার হিসেবে চাকুরিতে আছি এই প্রসঙ্গে তিনি বলেন-

"আমি মৈত্রী শিল্পে যোগদান করার পূর্বে আরো বড় পদে ছিলাম কিন্তু সেখানে সবাই আমার মত প্রতিবন্ধী ছিলনা, তাই আমাকে অনেকে অভেলা করত, কটু কথা বলত, নেতিবাচকভাবে দেখত কিন্তু মৈত্রী শিল্পে অধিকাংশ প্রতিবন্ধী ব্যক্তি হওয়াতে কেউ কাউকে তিরস্কার করে না, কটু কথা বলে না, খারাপ চোখে দেখে না প্রতিবন্ধীদের সাথে কাজ করতে আমার অনেক ভালো লাগে, মনে অনেক শান্তি পায়। আমাগোর মাঝে আমি- এই বোধশক্তি আমাকে উৎসাহিত করে"।

আমাদের দুইজনের বেতন সব মিলিয়ে ৩০০০০ টাকার মত পাই তাতে আমাদের সংসার ভালোই চলে। খুব বেশি সঞ্চয় করতে পারি না তবে কিছু টাকা সঞ্চয় করার চেষ্টা করি। জোবায়দা বাবার বাড়ি থেকে ২ শতাংশের মত জমি পেয়েছে সেখানে আরো ৩ শতাংশের মত জমি ক্রয় করেছেন যাতে ভবিষ্যতে একটি বাড়ি করতে পারি। বর্তমানে আমার হাতে ১ লাখ টাকার মত নগদ অর্থ আছে এবং বিয়েতে মোহরানা বাবদ ১ লাখ টাকা ধরা হয়েছে সেই টাকা এখনও পরিশোধ করেনি। আমার স্বামীর তেমন কোন সম্পদ নাই সামান্য বাড়িতে কিছু জমি আছে, ফসলি বা চাষাবাদের মত কোন জমি নাই। বর্তমানে তাদের কোন ধরণের ঋণ নাই এবং শাশুড়ি ছাড়া পরিবারের নির্ভরশীল সদস্য নেই। আমার বাচ্চা হওয়ার পর খাবারের খরচ, চিকিৎসার খরচ কিছুটা বৃদ্ধি পেয়েছে তাই পুর্বের মত আর সঞ্চয় করতে পারি না আর্থিক দিক দিয়ে খুব বেশী স্বচ্ছল না হলেও মোটামুটি বাসা ভাড়া দেয়া, খাওয়া, চিকিৎসা, পুষ্টি ও অন্যান্য দিক মিলিয়ে ভালো আছি।

মানবীয় সম্পদ সংক্রান্ত তথ্য

জোবায়দা স্কুল এবং কলেজে পড়াকালীন সময়ে উপবৃত্তি পেয়েছেন ৩ মাস পর পর ২০০০/- টাকা পাইতাম। এছাড়া শিক্ষা উপকরণ হিসেবে বিনামূল্যে বই, খাতা, পেন্সিল, কলম পেয়েছেন। মাঝে মাঝে এককালীন ভাতাও পেয়েছেন। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যাতায়াত বাবদ কোন ধরণের সহায়তা পাননি। প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রে জোবায়দা আরো জানান যে, সমাজসেবা অফিসের পূর্বে ৩ মাসের বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিব সেন্টার, জিরানীবাজার থেকে ৫টি কোর্সের ওপর প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছেন। প্রশিক্ষণ চলাকালীন খাওয়া দাওয়া, থাকা সম্পূর্ণ ফ্রি ছিল বিধায় তার পক্ষে এই প্রশিক্ষণ নেওয়া সম্ভব ছিল। এই প্রশিক্ষণের সময় তার এক বান্ধবী আর এফ এল চাকুরি

করত তার মাধ্যমে জোবায়দা আর এফ এল এ কাজ শুরু করেছিলেন। এছাড়া আর এফ এল এ প্রশিক্ষণ নিয়েছিলেন ইনজেকশন মোল্ডের উপর। বর্তমানে মৈত্রী শিল্পে তিনি কোন ধরণের প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেননি। জোবায়দা জানান যে, সে সেলাই মেশিনে পোষাক তৈরির কাজ জানেনে, হাতের বুনন শিল্পেও তিনি পারদর্শী। মৈত্রী শিল্পের ব্যবহৃত মেশিনগুলো তিনি পরিচালনা করতে পারেন। মৈত্রী শিল্পে যাতায়াতের জন্যে কোন সুযোগ সুবিধা দেয়া হয় না ভবিষ্যতে যাতায়াতের জন্য একটি গাড়ির ব্যবস্থা করলে সকল প্রতিবন্ধী যাতায়াত করতে পারবেন।

স্বাস্থ্য, চিকিৎসা ও পুনর্বাসন

স্থানীয় পর্যায়ে যেসব ক্লিনিক ও চেম্বার রয়েছে সাধারণত সেখান থেকে জোবায়দা এবং তার পরিবার সেবা ও চিকিৎসা গ্রহণ করে থাকে। প্রতিবন্ধী হিসেবে অন্য কোন চিকিৎসা ভাতা বা সুবিধা তারা পান না। তবে স্বামী ও স্ত্রী দুইজনে সরকারি প্রতিবন্ধী ভাতা নিয়মিত পেয়ে থাকেন। জ্বর, কাশি, ঠান্ডা, বুক ব্যাথা, গ্যাস্ট্রিক এই জাতীয় অসুস্থতার জন্যে স্থানীয় ডাক্তারের পরামর্শ নিয়ে থাকেন। মৈত্রী শিল্পের সাথে স্থানীয় কোন সরকারি হাসপাতালের চিকিৎসা সুবিধার ব্যবস্থা থাকলে আমরা উপকৃত হতাম অথবা মৈত্রী শিল্প প্রতিষ্ঠানের মধ্যেই ছোট পরিসরে চিকিৎসা করার অথবা একজন চিকিৎসক থাকলে আমাদের ছোট খাট চিকিৎসার জন্য অন্যান্য জায়গায় দৌড়াদৌড়ি করা লাগত না। এই সম্পর্কে জোবায়দা বলেন,

“আমরা প্রতিবন্ধী আমাদের চলাফেরা করতে অসুবিধা হয়, যে কোন পরিবহণে যাতায়াতে আমাদের সমস্যা হয় তারপরে সরকারি হাসপাতালে লম্বা লাইনে দাঁড়িয়ে ঠিকমত ও সময়মত চিকিৎসা পাওয়া যায় না। চিকিৎসা পেতে হলে নানা ধরণের হয়রানির শিকার হতে হয়, খরচও অনেক বেশী লাগে তাই স্থানীয় পর্যায়ে কোন সরকারি/বেসরকারি ক্লিনিকের সাথে আমাদের চিকিৎসার ব্যবস্থা থাকলে আমাদের সবার উপকার হয়”।

সন্তান প্রসবের সময় বাবার বাড়িতে ছিলাম। রাজশাহী সরকারি হাসপাতালে সন্তান প্রসব করি এবং নরমাল ডেলিভারি না হওয়ার কারণে সিজার করতে হয়। সিজার করতে আমার ২২০০০ টাকার মত খরচ লাগে। সন্তান প্রসবের জন্য মৈত্রী শিল্প থেকে খরচ/ভাতা না পেলেও ছয়মাসের জন্য ছুটিসহ বেতন ভাতা পেয়েছেন। সন্তানের টিকার জন্য টিকার কার্ড করেছেন এবং নিয়মিত টিকা দিয়ে যাচ্ছেন তবে সন্তানের এখনো জন্ম নিবন্ধন কার্ড হয়নি। ভবিষ্যতে ছুটিতে বাড়িতে গেলে জন্ম নিবন্ধনের কার্ড তৈরি করবেন। গর্ভকালীন সময়ে তিনি নিয়মিত টিকা গ্রহণ করেছেন তবে নিয়মিত ডাক্তারের পরামর্শ গ্রহণ করেননি। যখনই কোন ধরণের শারীরিক সমস্যা হয়েছিল তখনই ডাক্তারের পরামর্শ নিয়েছেন। বর্তমানে পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি হিসেবে খাবার বড়ি খাচ্ছেন এবং এই মুহূর্তে সন্তান গ্রহণ করবেন না। বর্তমানে তিনি শহীদ আহসানউল্লাহ চিকিৎসালয় থেকে চিকিৎসা গ্রহণ করে থাকেন।

সামাজিক অবস্থা ও সম্পদের ক্ষেত্রে মৈত্রী শিল্পের প্রভাব

সামাজিক অবস্থা, অবস্থান ও সম্পদ সম্পর্কে জোবায়দা জানান যে,

“বাড়িতে শৈশবকালীন ভাইবোনদের অবহেলা, তিরস্কার, জীবনকে অতিস্ট করে তুলেছিল একমাত্র মায়ের অনড় অবস্থা থাকার কারণে আজকে আমার পড়াশুনা কিছুটা হলেও করেছি। ঢাকায় এসে প্রশিক্ষণ নিয়েছি, নিজে চাকুরি করছি। আমি যে একজন

প্রতিবন্ধী সেটা আমার জীবনে একসময় অভিশাপ মনে হতো আল্লাহ আমাকে কেন "খুড়া, ল্যাংড়া" বানালো আমি কি পাপ করেছিলাম ইত্যাদি বিষয় নিয়ে চিন্তা করতাম। কিন্তু এখন আমাকে আর কেউ তিরস্কার করে না, ভাইবোন, আত্মীয় স্বজন আগের মত অবহেলা করে না এবং এড়িয়ে চলে না, আমার সাথে ভালো ব্যবহার করে, সম্মান দিয়ে থাকে, এটি আমার কাছে অনেক বড় পাওয়া এবং সম্মানের"।

যে কোন কাজে পরিবারের আয় ব্যয় বা সম্পত্তি ক্রয়ের ক্ষেত্রে স্বামী আমাকে জিজ্ঞাসা করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করি তবে মতামত দিয়ে থাকি। বর্তমানে যেহেতু নিজে আয় করি তাই কিছুটা হলেও নিজে ব্যয় করতে পারি। আগে অন্যের উপর নির্ভরশীল ছিলাম নিজের স্বাধীনতা বলে কিছুই ছিলনা। এখন আমি যে কোন সামাজিক অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করতে পারি তবে স্বামীর অনুমতি নিয়ে থাকি। অন্যান্যদের সাথে কথা বলার দক্ষতা, মেলামেশার দক্ষতা, পরিবেশ পরিস্থিতি বুঝার দক্ষতা আগের চেয়ে অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে। নিজে যেকোন কাজ করার সক্ষমতা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা বৃদ্ধি পেয়েছে। আমি মনে করি মৈত্রী শিল্পে কাজ করছি এমন একটি পরিবেশে যেখানে প্রতিবন্ধী ব্যক্তি প্রতিবন্ধিতার দুঃখ কষ্ট বুঝে এবং সকলেই সকলের সাথে সহনশীলতা আচরণ, একাত্ববোধ হয়ে কাজ করে। আমার সামাজিক অবস্থা, আয়, ব্যয়, সঞ্চয়, খাদ্য নিরাপত্তা, বাসস্থান, চিকিৎসা, সম্পদ যেমন বৃদ্ধি পেয়েছে তেমনি প্রতিবন্ধী যে একজন মানুষ তারও যে সমাজে অবস্থান আছে তা এই প্রতিষ্ঠানের চাকুরি করার মাধ্যমে আমার এই অবস্থান বৃদ্ধি পেয়েছে। আল্লাহ আমার ভাগ্য পরিবর্তন করে দিয়েছেন।

মনস্তাত্ত্বিক অবস্থা

জোবায়দার মানসিক শক্তি পূর্বের তুলনায় অনেক বেশী কারণ শৈশবকালীন বঞ্চনা, অনাদর, নিগ্রহ, অপব্যবহার, দুর্ব্যবহারের অভিজ্ঞতা কাটিয়ে যখন অর্থনৈতিক স্বয়ম্ভরা অর্জন করতে চলেছে তখন পূর্বের হীনমন্যতা, হতাশা, উদ্বিগ্নতা অনেকখানি ম্লান হয়ে যাচ্ছে। বিয়ের পূর্বে তাকে শুনতে হয়েছে তার গর্ভে সুস্থ বাচ্চা হবে না অথবা শাশুড়ি পঙ্গু মেয়ের সাথে তার দৃষ্টি প্রতিবন্ধী ছেলের বিয়ে দিবেন না। তখন তার জীবনে আবার হতাশা চলে এসেছিল এই কারণে যে একজন দৃষ্টি প্রতিবন্ধী ছেলের বিয়েতে আপত্তি ওঠে না কিন্তু তার সামান্য হাটতে সমস্যা তাতেই আপত্তি। একদিকে মেয়ে মানুষ অন্যদিকে প্রতিবন্ধিতা তাহলে কি তার জন্মই আজন্ম পাপের বোঝা? মৈত্রী শিল্পের নির্বাহী পরিচালকের মধ্যস্থতায় বিবাহ সম্পন্ন হয়, সুস্থ সন্তানের সন্ম হয় এবং আর্থিক স্বচ্ছলতা ও চাকুরিতে থাকার কারণে তার জীবনের বিষণ্নতা, সামাজিক চাপ, উদ্বিগ্নতা ও হতাশার কুয়াশা অনেকখানি চলে গিয়েছে। বর্তমানে উচ্ছলতা, আত্মসম্মানবোধ এবং বেচে থাকার ইচ্ছা শক্তি এবং জীবনীশক্তি ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাচ্ছে।

বর্তমানে মৈত্রী শিল্পে চ্যালেঞ্জ, ভবিষ্যৎ করণীয় এবং ভৌত অবকাঠামোগত সুযোগ সুবিধার ক্ষেত্রে জোবায়দা জানান যে, চলেফেরার জায়গা, টয়লেট সুবিধা, বিদ্যুৎ সুবিধা যথেষ্ট রয়েছে। যেহেতু বেশীরভাগ কর্মচারী প্রতিবন্ধী তাই নীচতলায় সম্পূর্ণ মেশিনারিজ যন্ত্রপাতি, উৎপাদন, বিতরণ কেন্দ্র অবস্থিত। দোতলায় স্বল্প পরিসরে অফিস, সভাকক্ষ এবং কিছু যন্ত্রপাতি রয়েছে। মৈত্রী শিল্পে প্রতিবন্ধীদের জন্য পর্যাপ্ত টয়লেট সুবিধা রয়েছে, বিশুদ্ধ পানি উৎপাদন করে যেহেতু তাই পর্যাপ্ত পানির সুবিধা রয়েছে। মেয়েদের জন্য আলাদা কোন বিশ্রামাগার নাই কারণ এই প্রতিষ্ঠানে নারী কর্মচারীদের সংখ্যা ৫-৭ জন। প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের চলাফেরার জন্য র‍্যাম্প, রেলিং, এবং অন্যান্য সহায়ক উপকরণ পর্যাপ্ত রয়েছে। জোবায়দা জানান যে, এখনও পর্যন্ত ক্যান্টিনের সুবিধা নাই, চিকিৎসার কোন ব্যবস্থা নাই। বর্তমানে জরুরি প্রয়োজন হলো যাতায়াত করার জন্য যদি কোন বাসের ব্যবস্থা করা হতো তাহলে

তাদের অনেক উপকার হতো। এছাড়া মৈত্রী শিল্পের অভ্যন্তরে বা বাইরে আবাসিক থাকার কোন ডরমেটরি বা বাসস্থান সুবিধা নেই। শুধুমাত্র ৩-৪ জনের জরুরি কাজে নিয়োজিত ব্যক্তিদের জন্য ভিতরে থাকার ব্যবস্থা রয়েছে। এই সম্পর্কে তিনি বলেন যে-

"যেহেতু আমরা প্রতিবন্ধী তাই অফিসে আসা যাওয়ার জন্য লোকাল বাসে বা যানবাহনে চলাফেরা করতে অসুবিধা হয় অন্যদের চেয়ে আমরা ততটা দ্রুত হাটতে পারি না, উঠতে পারি না, চলতে পারি না, বসতে পারি না,তাই যাতায়াতের জন্য পরিবহণের ব্যবস্থা করলে খুবই ভালো হত। দূর দুরান্ত থেকে হেটে এসে কাজ করা অনেক কষ্ট আবার আমাদের বাসাগুলো অনেক দূরে নিই যাতে ভাড়াটা কম দিতে হয়। তাই আমাদের যদি স্বল্পমূল্যে আশে পাশে কিছুটা আবাসিক সুবিধা দেয়া হত তাহলে আমাদের জন্য অনেক উপকার হতো"।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা অনেক গরীবদের জন্য ঘর করে দিয়েছেন। আমাদের জন্য যদি একটি আবসিক ভবনের ব্যবস্থা করে দেয় আমাদের জন্য ভালো হবে। আমরা যারা আয় করি তাদের জন্য প্রতিবন্ধী ভাতার দরকার নাই আমাদের জন্য অন্যান্য সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধি করা হোক। বর্তমানে মৈত্রী শিল্পে কাজ করে পূর্বের তুলনায় অনেক ভালো আছি। তবে অনেক সময় কাজ করতে গিয়ে বড় ধরণের দূর্ঘটনা ঘটে তার ক্ষতিপূরণ আরো বেশী বৃদ্ধি করা, চিকিৎসা সুবিধার ব্যবস্থা করা।

প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জীবনমান উন্নয়নের ক্ষেত্রে যে মতামত ব্যক্ত করেন যে, এই মুহূর্তে আমাদের প্রয়োজন চাকুরি জাতীয়করণ করা। আমাদের উৎপাদনের মাধ্যমে আমাদের বেতন ভাতা চালানো হয় তাতে আমাদের কোন অসুবিধা নাই কিন্তু আমরা আরো বেশী কাজ করব, আরো বেশী করে সময় দিব, আরো বেশী করে উৎপাদন করব। যদি আমাদের চাকুরিটা রাজস্ব অর্থায়নে/জাতীয়করণ করা হয় তাহলে আমাদের অনেক উপকার হয়। অন্যদিকে আমার চাকুরিটা চুক্তি ভিত্তিক নিয়োগ দেয়া হয়েছে যদি আমার চাকুরিটা স্থায়ী করা হয় তাহলে আমার পরিবারের জন্য অনেক সুবিধা হয়। আমি মাঝে মধ্যে হতাশায় ভূগে থাকি, সবসময় ভয়ে থাকি, মনটা খারাপ থাকে তাই চাকুরিটা স্থায়ী হলে মনে শান্তি পেতাম। মৈত্রী শিল্পে একটি বিশ্রামাগার থাকলে মাঝে মধ্যে একটু বিশ্রাম নিতে পারতাম। বর্তমানে বাজারের যে দ্রব্যমূল্যের উর্দ্ধগতি তাতে এই ১১০০০-১৩০০০ টাকা দিয়ে সংসার চালাতে হিমশিম খেতে হচ্ছে। আমাদের বেতনটা আরো একটু বৃদ্ধি করলে আমি আরো ভালো থাকতাম। কর্মপরিবেশ অনেক ভালো তবে মাঝে মধ্যে আমরা অনেকে আবেগপ্রবণ, রাগ নিয়ন্ত্রণ করতে পারি না তখন একটু মারামারি লাগে আবার কিছুক্ষণ পর টিক হয়ে যায়।

কেস স্টাডি-০২

মোহাম্মদ ফিরোজ মিনা (ছদ্ম নাম) ৩১ বছর বয়সের একজন শারীরিক প্রতিবন্ধী ব্যক্তি। তার বাড়ি নড়াইল জেলার, সদর উপজেলার বাইশ গ্রাম ইউনিয়নের বগুড়া গ্রামে। তার দুই ছেলে, বাবা, ও স্ত্রী নিয়ে গ্রামের বাড়িতে থাকেন কিন্তু তিনি কাজের সুবাদে মৈত্রী শিল্পের অভ্যন্তরে একটি পরিত্যক্ত বাড়িতে তার কয়েকজন সহকর্মীর সাথে থাকেন। তিনি মৈত্রী শিল্পে উৎপাদন সহকারী হিসেবে কাজ করছেন প্রায় ১৫ বছর যাবত। প্রথমে তিনি উক্ত প্রতিষ্ঠানে এক বছরের মেকানিক্যাল বিষয়ের উপর প্রশিক্ষণ নিয়েছেন। প্রশিক্ষণ পরবর্তীতে তিনি মাষ্টার রোলে ১৮০০ টাকা বেতনে চাকুরি শুরু করেন এবং ২০০৮ সালে আমার চাকুরি স্থায়ী করার হয়। বর্তমানে আমার বেতন প্রায় ২০,০০০ টাকার মত। এর মধ্যে সে চাকুরির স্থায়ীকরন হওয়ার পর ব্যাংক থেকে ঋন নিয়েছেন। এই ঋণের টাকা দিয়ে গ্রামে একটি জমি কেনার পরিকল্পনা আছে। পরিবারের আয়-ব্যয় সম্পর্কে তিনি বলেন-

"আমার পরিবারে আমি একমাত্র উপার্জনকারী ব্যক্তি আমার বেতনের ৮০০০-১০০০০ টাকা পরিবারের কাছে পাঠায় ঐ টাকা দিয়ে ছেলের পড়াশুনার খরচ এবং আমার বয়স্ক বাবার চিকিৎসার খরচসহ অন্যান্য খাতে ব্যয় করা হয়"।

মৈত্রী শিল্পে যোগদান প্রসঙ্গে তিনি বলেন-

"বাংলাদেশ রেডিও তে প্রথম খবর শুনি যে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য একটি প্রতিষ্ঠান আছে যেখানে কাজ করার সুযোগ আছে। যেখানে মুক্তা পানি তৈরি হচ্ছে। খবর শুনার পর আমি আমার উপজেলার সমাজসেবা অফিসারের সাথে যোগাযোগ করি। পরে তার মাধ্যমে আমি মৈত্রী শিল্পে ১ বছরের প্রশিক্ষণের জন্য চলে আসি"।

মৈত্রী শিল্পে যোগদান করার পূর্বে আমার অনেক কষ্ট করে জীবন নির্বাহ করতে হত। আমার বাবা পরিবারের সকল খরচ যোগাড় করতেন। বলতে গেলে আমার ভবঘুরের মত অবস্থা ছিল কিভাবে জীবনযাপন করব, বিয়ে সাদি কিভাবে করব ইত্যাদি বিষয় সারাক্ষণ মাথায় ঘুরত। যার কারণে হতাশা, দুশ্চিন্তা, ও সামাজিক চাপ বেশী ছিল কিন্তু মৈত্রী শিল্পে চাকুরি করার পর থেকে এই ধরণের দুশ্চিন্তা আর করতে হয় নাই। ছোট বেলায় একবার অনেক জ্বর হয়েছিল সেই জ্বরের পর থেকে আমার ডান হাত এবং ডান পা অবশ হয়ে যায় এবং আমার মেরুদন্ডে সমস্যা করতে থাকে। তার প্রতিবন্ধিতা সম্পর্কে তিনি বলেন-

"আমার প্রতিবন্ধিতার চিকিৎসার জন্য বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় ও হাসপাতালে জার্মান থেকে একজন ডাক্তার আসছিল। ঐ ডাক্তার বলেছিল তার চিকিৎসার জন্য প্রায় তিন লাখ টাকার দরকার হবে। টাকার অভাবে আমি আর চিকিৎসা করতে পারি নাই ফলে আমার এই শারীরিক প্রতিবন্ধিতা আজীবন রয়ে যাবে"।

মৈত্রী শিল্পে যোগদান করার পূর্বে পরিবারে, আত্মীয় স্বজন, বন্ধু বান্ধব, এবং সমাজে এত বেশী মূল্যায়ন করত না, কিন্তু যখন মৈত্রী শিল্পে যোগদান করে আয় করতে থাকি তখন থেকে পরিবারে, আত্মীয় স্বজন, বন্ধু বান্ধব এবং সমাজে মূল্যায়ন করতে থাকে। পরিবারে সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষেত্রে আগে আমার বাবা মা নিত কিন্তু চাকুরি করার পর থেকে আমার সিদ্ধান্ত আমি নিজে নিয়ে থাকি। এই সম্পর্কে তিনি বলেন-

"প্রতিবন্ধী হওয়ার পর থেকে সামাজিক অনুষ্ঠানগুলোতে যেমন- বিবাহের ক্ষেত্রে দাওয়াত দিতে চাইত না বর্তমানে আত্মীয় স্বজনের সকল বিয়েতে দাওয়াত পাই বরং দাওয়াতে না গেলে অন্যরা কষ্ট পায়। আগে মানুষজন দূরে দূরে থাকত এখন মানুষজন কাছে আসতে চাই এবং মিশে কথা বলতে চাই"।

এই সম্পর্কে তিনি আরো বলেন-

"মুলত আমার বিয়েটা হয়েছে মৈত্রী শিল্পে চাকুরি পাওয়ার কারণে চাকুরি পাওয়ার আগে অনেক বিয়ে করার চেষ্টা করেছিলাম কিন্তু প্রতিবন্ধিতার কারণে কোন কাজ করতে পারি নাই তাই আমার বিয়ে করা হয় নাই। এখন বিয়ের পর শশুর বাড়িতে আমার আত্ম-সম্মান বৃদ্ধি পেয়েছে"।

মৈত্রী শিল্পে কাজ করার পাশাপাশি তিনি বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক প্রদেয় প্রতিবন্ধী ভাতা পেয়ে থাকেন। প্রতি তিন মাস পর পর এই ভাতা পেয়ে থাকেন। তবে মৈত্রী শিল্প থেকে আমার পরিবারের শিক্ষা এবং স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিতকরণের জন্য কোন ধরণের আর্থিক বা উপকরণ সুবিধা পায় নাই। তবে তিনি বলেন-

"আমার মেরুদন্ডের চিকিৎসা করার জন্য নির্বাহী পরিচালক বরাবর আবেদন করলে সেই আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে আমাকে ১০,০০০ টাকার আর্থিক সহায়তা দিয়েছিল। তবে এটি সত্য যে আমি যদি এই প্রতিষ্ঠানে কাজ না করতাম তাহলে আমার ছেলে পড়াশুনা করতে পারত না এবং আমার পরিবারের খরচ যোগাড় করতে পারতাম না"।

মৈত্রী শিল্পে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের চিকিৎসা এবং থেরাপি প্রদানের জন্য তেমন কোন সুযোগ সুবিধা নাই তবে মাঝে মাঝে প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে হেলথ ক্যাম্পের মাধ্যমে প্রাথমিক চিকিৎসা সুবিধা প্রদান করা হয়। অধিকাংশ প্রতিবন্ধী ব্যক্তি নিজের খরচে চিকিৎসা নিয়ে থাকেন। এই সম্পর্কে তিনি বলেন-

"আমি গুলশানের একটি থেরাপি সেন্টার থেকে ছয় মাস থেরাপি নিয়েছিলাম এই থেরাপি সাধারণত বিদেশী ফান্ডে দেয়া হয়েছিল কিন্তু এই থেরাপিতে আমার মেরুদন্ডের জন্য কোন উপকার হয় নাই। কারণ প্রতিদিন মি যদি থেরাপি দিতে না পারি তাহলে থেরাপি দিয়ে কোন লাভ হয় না"।

মৈত্রী শিল্প সম্পর্কে তিনি বলেন- প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য মৈত্রী শিল্প আশির্বাদ স্বরুপ কারণ এই প্রতিষ্ঠানে কাজ করার কারণে মানসিক প্রশান্তি চলে আসে। প্রতিষ্ঠান থেকে আমাদের জন্য ঈদ বোনাস, বৈশাখী ভাতা, কাপড় এবং জুতা উপহার দিয়ে থাকেন। মৈত্রী শিল্পে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের কাজ করার জন্য যে ধরণের সুযোগ সুবিধা দরকার সবই দিয়ে থাকেন। চলাচলের জন্য পর্যাপ্ত পরিমাণ জায়গা, টয়লেট, পানি, বিদ্যুৎ সুবিধা রয়েছে পাশাপাশি হুইল চেয়ার ব্যবহারকারীর জন্য পর্যাপ্ত রেলিং, র‍্যাম্প এবং সহায়ক উপকরণ রয়েছে। কাজের নিরাপত্তার জন্যও পর্যাপ্ত পরিমাণ নিরাপত্তার ব্যবস্থা আছে। মৈত্রী শিল্প থেকে মাঝে মাঝে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করে থাকেন প্রতিবন্ধিতা সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি এবং ব্যবস্থাপনা বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। তবে এই প্রতিষ্ঠানের বর্তমানে কিছু চ্যালঞ্জ রয়েছে বলে তিনি মনে করেন যেমন-

- মৈত্রী শিল্পে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য আবাসিক ব্যবস্থা নাই যার কারণে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের আশেপাশে বসবাস করা কঠিন তাই তাদের জন্য আবাসনের ব্যবস্থা করা অনেক বেশী জরুরি।
- প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য চিকিৎসা এবং থেরাপি সুবিধা দরকার কারণ প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য চিকিৎসা এবং থেরাপি নিত্য নৈমিত্তিক বিষয় পাশাপাশি কাউন্সেলিং সুবিধা দরকার আছে।
- প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য দেশের অভ্যন্তরে এবং দেশের বাইরে বিভিন্ন প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা যাতে উৎপাদনে আরো বেশী অবদান রাখতে পারে।

মৈত্রী শিল্পে যারা কাজ করেন তাদের প্রত্যককে জাতীয়করণ করে রাজস্ব খাতে নিয়ে যাওয়া এবং পেনশনের ব্যবস্থা করা। কারণ আমাদের যদি চাকুরির বয়স শেষ হয়ে যায় তখন বৃদ্ধ বয়সে আমাদের জীবনযাপন করা অনেক কষ্ট হবে। এই সম্পর্কে তিনি বলেন-

"আমাদের যদি জাতীয়করণ করা না হয় তাহলে আমাদেরকে পূর্বের অবস্থায় ফিরে যেতে হবে। একদিকে প্রতিবন্ধিতা অন্য দিকে বয়স্ক হলে আমাদের জীবনযাপন করা একেবারে দুর্বিশহ হয়ে যাবে এবং পরিবারের আর্থিক নিরাপত্তার জন্য আমাদের জাতীয়করণ করা অনেক বেশী জরুরি"।

কেস স্টাডি-০৩

হাফিজুর রহমান (ছদ্ম নাম) ৫০ বছর বয়সের একজন শারীরিক প্রতিবন্ধী ব্যক্তি। যিনি হুইল চেয়ারের মাধ্যমে চলাফেরা করে থাকেন। তার দুই পা পুরোপুরি অবশ হয়ে যায়। ছোট বেলায় আনুমানিক ৬-৭ বছর বয়সে টাইয়ফয়েড হয়েছিল এর পর থেকে তিনি শারীরিকভাবে প্রতিবন্ধী। প্রতিবন্ধিতার জন্য সদর হাসপাতালে অনেক চিকিৎসা করিয়েছিলেন কিন্তু কোন উপকার হয় নাই। এই জন্যে এখন আর কোন চিকিৎসা করান না এবং ঔষধ সেবন করেন না। ঘোনারিতলা গ্রাম, মাদারগঞ্জ উপজেলা, জামালপুর জেলায় তার গ্রামের বাড়ি। কিন্তু তিনি কাজের সুবাদে টঙ্গীতে ভাড়া বাসাতে থাকেন। বাসাটি মূলত টিনশেড কোয়ার্টার। একজন প্রতিবন্ধী ব্যক্তি হিসেবে বসবাসের জন্য সব সুবিধা আছে। মাসে ২০০০ টাকা ভাড়া দিতে হয় এবং বিদ্যুৎ বিল, গ্যাস বিল আলাদা করে দিতে হয়। আমার যেহেতু হুইল চেয়ারে চলাচল করতে হয় সেই জন্যে নীচ তলাতে আমি বাসা ভাড়া নিয়ে থাকি। তার এক ছেলে এবং এক মেয়ে কিন্তু তার স্ত্রী হার্ট এট্যাক করে মারা যায়। ছেলে এবং মেয়ে দুইজনে পড়ালেখা করেন। মেয়ে বর্তমানে মাস্টার্স এর শিক্ষার্থী। মৈত্রী শিল্পে তিনি বর্তমানে ষ্টোর অফিসার হিসেবে কাজ করছেন। মৈত্রী শিল্পে যোগদান সম্পর্কে তিনি বলেন-

"আমার মেঝে ভাইয়ের (সেনাবাহিনীতে চাকুরি করতেন ঢাকা ক্যান্টনমেন্টে) মাধ্যমে আমি জানতে পারি ঢাকায় প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য প্রশিক্ষণের মাধ্যমে কাজ করার সুযোগ আছে। পরে আমি আমার এলাকার সমাজসেবা অফিসারের সাথে যোগাযোগ করে এক বছরের মেকানিক্যাল ওয়ার্কশপের উপর প্রশিক্ষণের জন্য মৈত্রী শিল্পে চলে আসি। প্রশিক্ষণের পর সরাসরি আমি মৈত্রী শিল্পে চাকুরি শুরু করি"।

আমি নিজেও এস এস সি পাশ করে মৈত্রী শিল্পের প্রশিক্ষণের মাধ্যমে চাকুরিতে যোগদান করি। প্রথমে চাকুরির বেতন ছিল মাত্র ৬৫০ টাকা বর্তমানে এখন বেতন পাই ৩৫০০০ টাকা। আমার চাকুরির বয়স শেষ হবে ২০২৯ সালে। এই জন্যে চাকুরির জাতীয়করণ প্রসঙ্গে তিনি বলেন-

"আমার চাকুরি শেষ হয়ে গেলে যদি পেনশন না পাই তাহলে আমার ছেলে মেয়ে নিয়ে না খেয়ে মরতে হবে। এই জন্যে আমাদের চাকুরীটা যদি জাতীয়করণ করে পেনশনের ব্যবস্থা করে তাহলে বৃদ্ধ বয়সে অন্তত কষ্ট করতে হবে না। আমার ইচ্ছা সরকার যদি আমার চাকুরি শেষ হওয়ার আগে জাতীয়করণ করে তাহলে আমার অনেক উপকার হবে"।

প্রতিবন্ধিতার কারণে আমি বেশী লেখাপড়া করতে পারি তাই আমি আমার ছেলে মেয়েদের পড়াশুনার প্রতি মনোযোগ দিতে বলি। যাতে ভালো একটি চাকুরি করতে পারে। প্রতিবন্ধী ব্যক্তির ছেলে মেয়ে হিসেবে মৈত্রী শিল্প থেকে কোন ধরণের শিক্ষা সহায়তা পায় না এবং কোন ধরণের স্বাস্থ্য সুবিধা নাই। কিন্তু আমার বড় ধরণের চিকিৎসার জন্য মৈত্রী শিল্প থেকে আর্থিক সহায়তা পাওয়া যাবে। এই সম্পর্কে তিনি বলেন-

"মৈত্রী শিল্প থেকে যদি আমার এবং আমার পরিবারের সদস্যদের জন্য বিনামূল্যে বা কম খরচে স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা সেবার ব্যবস্থা করা হয় তাহলে আমার বেতনের অনেক টাকা বেঁচে যায়। দেখা যায় অনেক সময় চিকিৎসার খাতে অনেক টাকা ব্যয় হয়ে যায়। এছাড়া যে সকল প্রতিবন্ধী ব্যক্তির থেরাপি দিতে হয় তাদের অনেক টাকার প্রয়োজন হয় এই থেরাপি দিতে গিয়ে"।

মৈত্রী শিল্পে যোগদান করার ফলে হাফিজুর রহমানের সামাজিক অবস্থার ইতিবাচক পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। পাশাপাশি সামাজিক মর্যাদা আগের চেয়ে বেশী বৃদ্ধি পেয়েছে। সামজিক অনুষ্ঠান যেমন বিবাহ, খতনা ইত্যাদি অনুষ্ঠানগুলোতে অংশগ্রহণের পরিমাণ আগের চেয়ে বেশী বৃদ্ধি পেয়েছে। এই সম্পর্কে তিনি বলেন-

"প্রতিবন্ধী হওয়ার পর আত্মীয় স্বজনের কাছ থেকে অনেক দূরে ছিলাম তারা ইচ্ছা করে আমার সাথে যোগাযোগ রাখতে চাইত না কারণ আমার সাথে যোগাযোগ করলে তাদের যদি কোন সাহায্য করতে হয় পাশাপাশি আমার মত তাদের যদি কোন প্রতিবন্ধী সন্তান হয় সেই ভয়ে। কিন্তু আমার চাকুরি হওয়ার পর থেকে আত্মীয় স্বজন এখন যোগাযোগ করে থাকে এবং তাদের বিভিন্ন সামাজিক অনুষ্ঠানে দাওয়াত দেয়"।

এছাড়া মৈত্রী শিল্প সম্পর্কে তিনি আরো বলেন-

"আগে অনেক আত্মীয় স্বজনের কাছে চাকুরি খুজেছি যারা ঢাকায় বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে কাজ করত। কিন্তু কেউ চাকুরির ব্যবস্থা করতে পারে নাই। মৈত্রী শিল্প না থাকলে হয়ত আমাকে ভিক্ষা করে চলতে হত। এখন এই চাকুরির টাকা দিয়ে পরিবারের ভরণপোষণ করতে পারছি এবং নিজের আত্ম- সম্মান নিয়ে বেঁচে আছি"।

বর্তমানে তার মনস্তাত্ত্বিক ভালো থাকে কারণ এখন সে নিজে আয় করে পরিবারের ভরণপোষণ করতে পারছে, ছেলে মেয়েদের পড়াশুনা করাচ্ছে। তবে মাঝে মাঝে চিন্তা হয় যখন চাকুরির বয়স শেষ হয়ে যাবে তখন কিভাবে জীবনযাপন করব যেহেতু এখনো আমাদের চাকুরি জাতীয়করণ করা হয় নাই। অন্যদিকে ছেলে মেয়েরা এখনো কোন চাকুরিতে যোগদান করে নাই। কিন্তু এই দুশ্চিন্তা অনেক বেশী ছিল মৈত্রী শিল্পে যোগদান করার পূর্বে। তখন হতাশা, উদ্বিগ্নতা, মূল্যহীনতা, সামাজিক চাপ এবং বঞ্চনা সব সময় থাকত। নিজের জীবন নিয়ে অনেক অনিশ্চয়তার মধ্যে ছিল। সেখানে মৈত্রী শিল্প কর্মের ব্যবস্থা করে আশার আলো দেখিয়েছেন।

জাতীয়করণের বিষয়টা বাদ দিলে মৈত্রী শিল্পের সুযোগ সুবিধা অনেক বেশী। অন্যান্য সরকারি প্রতিষ্ঠানের মত আমাদের বেতন ভাতা প্রদান করা হয়। সরকারি সকল ধরণের ছুটি ভোগ করতে পারি এবং কাজে ওভারটাইমেরও সুযোগ আছে। এছাড়া মৈত্রী শিল্প যেহেতু প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের দ্বারা পরিচালিত প্রতিষ্ঠান সেহেতু প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য সকল সুযোগ সুবিধা প্রতিষ্ঠানে বিদ্যমান রয়েছে। এই সম্পর্কে তিনি বলেন-

"আমাদের চলাচলের জন্য পর্যাপ্ত জায়গা রয়েছে, মালামাল উঠানামার জন্য লিফট রয়েছে, যন্ত্রপাতি এবং প্রযুক্তি সমূহ প্রতিবন্ধী বান্ধব, এবং বসার স্থান ও টয়লেট সুবিধা রয়েছে। কিন্তু আমাদের যাতায়াতের জন্য কোন ধরণের পরিবহন সুবিধা নাই ফলে আমাকে অনেক কষ্ট করে অফিসে যাওয়া আসা করতে হয়। এছাড়া এত বড় একটি প্রতিষ্ঠানে ক্যান্টিন সুবিধা নাই ফলে আমাদের খাবার দাওয়া করতে অসুবিধা হয়"।

আগে মৈত্রী শিল্পে প্রতিবন্ধী কর্মকর্তা এবং কর্মচারীদের জন্য বিদেশে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা থাকত। আমি নিজেও জাপানে লিডারশীপের উপর প্রশিক্ষণ নিয়েছি। কিন্তু এখন এই ধরণের প্রশিক্ষণ দেয়া হয় না ফলে কর্মকর্তা এবং কর্মচারীদের কর্মদক্ষতা বৃদ্ধি পাবে না। তাই প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য দেশের অভ্যন্তরে এবং বাইরে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা। এছাড়া মৈত্রী শিল্পে কর্মকর্তা এবং কর্মচারীদের জন্য আবাসনের ব্যবস্থা করতে পারলে উৎপাদনের পরিমাণ আরো বেশী বৃদ্ধি পাবে।

কেস স্টাডি-০৪

মোহাম্মদ সুমন মিয়া (ছদ্ম নাম) ২৩ বছর বয়সী এক যুবক। সে মৈত্রী শিল্পে লোডার হিসেবে কাজ করছেন। শারীরিক প্রতিবন্ধিতার দিক থেকে তার বাম হাত এবং বাম পায়ে একটু শক্তি কম। কোন ধরণের ভারী কাজ বাম হাত দিয়ে তুলতে পারে না তবে ডান হাত দিয়ে সে যেকোন ভারী জিনিসপত্র উপরে তুলতে পারে এতে কোন সমস্যা হয় না। প্রতিবন্ধিতা সম্পর্কে তিনি বলেন-

"ছোটবেলায় কাপুনি দিয়ে অনেক দিন জ্বর ছিল এলাকার লোকজন বলে বাতাসের মাধ্যমে এই প্রতিবন্ধিতা হয়েছে। এলাকায় চিকিৎসা করানোর পাশাপাশি সাভারের সি আর পি তে চিকিৎসা করেছি কিন্তু ভালো হয় নাই। পরে প্রতিবন্ধিতা নিয়ে আর কোন চিকিৎসা করি না"।

পরিবারের সদস্যদের মধ্যে আমি আর আমার মাকে নিয়ে বাদুশাদী ইউনিয়ন, কালীগঞ্জ, গাজীপুরে নিজের বাসাতে থাকি। আমার বাবা ২০১২ সালে মারা যাওয়ার পর থেকে পরিবারের দায়িত্ব আমার কাধে চলে আসে। আমি মাদ্রাসা থেকে দাখিল পর্যন্ত পড়াশুনা করেছি। বাবা মারা যাওয়ার পর আমার পড়াশুনা বন্ধ হয়ে যায়। পরিবারের অন্যান্য সদস্য সম্পর্কে তিনি বলেন-

"আমার একজন বড় ভাই আছে। বাবা মারা যাওয়ার পর বিয়ে করে এবং বিয়ে করার পর আমাদের আর খোজ খবর রাখে না। এমনকি আমার মায়ের খোজ খবর পর্যন্ত রাখে না তার মূল কারণ হলো আমার শারীরিক প্রতিবন্ধিতা। আমার এবং আমার মায়ের দায়িত্ব নিতে হবে দেখে বড় ভাই আলাদা বাসা নিয়ে থাকে। আমার বড় ভাই বলে আমার সাথে থাকলে নাকি তার সন্তানরাও প্রতিবন্ধী হবে। বড় ভাইয়ের মেয়ে হয়েছে অনেক বছর হল এখন পর্যন্ত দেখতে পারি নাই এমনকি মা দেখতে গিয়েছিল আমার মাকে অপমান করে বের করে দিয়েছে। অথচ বড় ভাইয়ের এক লাখ টাকার মত ঋণের টাকা আমি নিজে পরিশোধ করেছি"।

মৈত্রী শিল্পে যোগদান সম্পর্কে তিনি বলেন- উপজেলা সমাজসেবা অফিসারের সাথে আমার ভালো সম্পর্ক থাকায় প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য কোন সুযোগ সুবিধা আসলে তিনি আমাকে জানান। মৈত্রী শিল্পে যোগদান করার পূর্বে আমি এলাকায় ৫-৬ মাস সিম নিবন্ধনের কাজ করেছি। পরে আমি সমাজসেবা অফিসারের মাধ্যমে জানতে পারি প্রতিবন্ধীদের জন্য মৈত্রী শিল্পে এক বছরের প্রশিক্ষণের মাধ্যমে চাকুরির সুযোগ আছে। আমি সাথে সাথে মৈত্রী শিল্পে মেশিনারিজের উপর এক বছরের প্রশিক্ষণ গ্রহণ করি। পরে অস্থায়ী ভিত্তিতে মৈত্রী শিল্পের প্লাস্টিক পণ্য উৎপাদন ইউনিটে ৬ বছর কাজ করি। বর্তমানে আমার চাকুরি স্থায়ী হয়েছে ১ বছর হচ্ছে। চাকুরি স্থায়ী হওয়া সম্পর্কে তিনি বলেন-

"মৈত্রী শিল্পে চাকুরি স্থায়ী হওয়ার কারণে আমি ব্যাংক থেকে ঋণ নিতে পেরেছি। ঋণের টাকা দিয়ে বর্তমানে একটি দুই রুমের বাসা করে আমি জীবনযাপন করতে পারছি। মৈত্রী শিল্পে যোগদান না করলে এই ঘর তৈরি করা আমার পক্ষে সম্ভব হত না।

এখন আমার বাসা ভাড়া দিতে হয় না অন্যদিকে আমার বেতন থেকে ব্যাংক ঋণের কিস্তি নিয়ে নেয় আর বাকি টাকা দিয়ে সংসার চালায়"।

মৈত্রী শিল্পে কাজ করার পাশাপাশি আমি কিছু সময় ব্যবসায় কাজে লাগায়। কালীগঞ্জ বাজারে বিভিন্ন শাক সবজি, ফল মূল- নারকেল, আম, কাঁঠাল ইত্যাদি বিক্রি করে অতিরিক্ত কিছু টাকা আয় করি। ফলে আমার পরিবারে স্বচ্ছলতা চলে আসে। এছাড়া সমাজসেবা অফিস থেকে প্রতি তিন মাস পরপর প্রতিবন্ধী ভাতা পেয়ে থাকি। প্রতিবন্ধী ভাতার টাকা দিয়ে আমার এবং আমার মায়ের চিকিৎসার খরচ হয়ে যায়। সমাজসেবা অফিসারের সাথে আমার ভালো সম্পর্ক থাকায় আমার জীবনে অনেক উপকার হয়েছে। সুমন মিয়া এখনো বিয়ে করেনি। বিয়ে সম্পর্কে তিনি বলেন-

"এখন বিয়ে করার কোন পরিকল্পনা নাই। কারণ নিজেকে আরো বেশী প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। আমার জন্য এখন অনেক বিয়ের প্রস্তাব আসে কারণ আমার একটি ভালো চাকুরি আছে। যদি আমি মৈত্রী শিল্পে চাকুরি না করতাম তাহলে আমার পক্ষে বিয়ে করা সম্ভব হত না কারণ প্রতিবন্ধী বলে কেউ আমার কাছে মেয়ে বিয়ে দিত না"।

সুমন মিয়া জীবনে সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এখনো মায়ের পরামর্শ নিয়ে থাকেন। তবে মাঝে মাঝে নিজের কিছু সিদ্ধান্ত আমি নিজে নিয়ে থাকি। এই সিদ্ধান্ত নেয়া শিখেছি এই মৈত্রী শিল্পের মাধ্যমে। আমার সাথে বেশী বন্ধু বান্ধবের যোগাযোগ নাই কারণ প্রতিবন্ধি বলে অনেকে আমার সাথে মিশতে চাইত না। কিন্তু এখন চাকুরি করার কারণে অনেক মানুষজন মিশতে চাই। অনেক আত্মীয় স্বজন যোগাযোগ করতে চাই বিভিন্নভাবে সাহায্য চাই। কিন্তু যখন আমার কোন চাকুরি ছিল না বাবা মারা গেল তখন কোন আত্মীয় স্বজন খোঁজ খবর নেন নাই। আত্মীয় স্বজনের বাড়িতে একটি মিলাদ পড়ালে আমাকে দাওয়াত দেয় না গেলে মন খারাপ করে। অর্থাৎ মৈত্রী শিল্পে যোগদান করার কারণে আত্মীয় স্বজনের কাছে দৃষ্টিভঙ্গির একটি ইতিবাচক পরিবর্তন সাধিত হয়েছে।

সুমন মিয়া মনস্তাত্ত্বিক অবস্থা সম্পর্কে বলেন-

"যখন আমার বাবা মারা যায়, মায়ের অসুস্থতা, বড় ভাই বিয়ে করার পর আলাদাভাবে বসবাস করা ইত্যাদি কারণে মানসিকভাবে হতাশ ছিলাম। এছাড়া পরিবারের ভরণপোষণের জন্য সারাদিন চিন্তা করতাম। কিন্তু মৈত্রী শিল্পে যোগদান করার পর থেকে এই হাতাশা এবং চিন্তা এখন আর নাই। কারণ প্রতিমাসে বেতন পাচ্ছি আর এই বেতনের টাকা দিয়ে আমার পরিবারের ভরণপোষণ এবং মায়ের চিকিৎসা করতে পারছি যার কারণে এই ধরণের হতাশা এখন আর নাই"।

কেস স্টাডি-০৫

মুহাম্মদ আরিফুজ্জামান ২৪ বছর বয়সী একজন প্রতিবন্ধী যুবক। বর্তমানে মৈত্রী শিল্পে উৎপাদন সহকারী হিসাবে কর্মরত আছেন। প্রতিবন্ধীতার কারণ সম্পর্কে তিনি বলেন,

"জন্মলগ্ন থেকেই তার এক পা অস্বাভাবিক ছিল এবং কোমড়ে একটি টিউমার ছিল। জন্মের পর ৪০ দিন বয়সে ঢাকার বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় হাসপাতালে টিউমারে অস্ত্রোপচার করার সময় চিকিৎসক ভুলে পায়ের রগ কেটে ফেলায় অপর পা টিও হারান এবং তাকে সম্পূর্ন পঙ্গুত্ব বরণ করতে হয়"।

বর্তমানে তিনি হুইলচেয়ারে চলাচল করেন তবুও পরনির্ভরশীল হয়ে থাকতে চান না বলে মৈত্রীশিল্পে কাজ করে যাচ্ছেন। মৈত্রী শিল্পে যোগদান সম্পর্কে তিনি বলেন-

"গ্রামে বিজ্ঞাপন দেখে সমাজসেবার মাধ্যমে 'আত্মনির্ভরশীল কোর্স'করেন, সেই সূত্র ধরে ২০১৯ সালে মৈত্রী শিল্পে কাজে যোগ দেন"।

আমার গ্রামের বাড়ি শেরপুরে। গ্রামের বাড়িতে মা, বড়ভাই এবং স্ত্রী বসবাস করলেও নিজে চাকরির সুবাদে কর্মস্থলের নিকট নতুন বাজার এলাকায় একটি মেসে বসবাস করেন। মৈত্রী শিল্প থেকে প্রতিমাসে ৯১০০ টাকা বেতন পান। এই অল্প বেতনে সংসার চলে কিনা জানতে চাইলে তিনি বলেন,

"গ্রামের বাড়িতে বাবার জায়গা-জমি আছে সেখান থেকে সংসারের খরচ চলে, আমার সংসারে টাকা দেয়া লাগেনা, যা বেতন পাই নিজের খেয়ে পড়ে চলে যায়। আমার কোন সঞ্চয় নাই তবে ঋণও করা লাগে নাই। এছাড়াও মৈত্রী শিল্পে চাকরি পাওয়ার পরে জীবন যাত্রার মান আগের চেয়ে বেড়েছে"।

চাকরির পাশাপাশি প্রতিবন্ধীতার সকল চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করে আরিফুজ্জামান নিজের লেখাপড়া অব্যাহত রেখেছেন। শেরপুর সরকারি কলেজ থেকে ডিগ্রী পাস করে বর্তমানে মাস্টার্সে অধ্যয়নরত আছেন। শিক্ষা ক্ষেত্রে মৈত্রী শিল্পের অবদান সম্পর্কে তিনি বলেন-

" যারা মৈত্রী শিল্পে স্থায়ী চাকুরি করে তাদের শিক্ষার জন্য কোন ভাতা বা সহায়তা পাইনা তবে যখন পরীক্ষা থাকে প্রতিষ্ঠান তখন ছুটি দেয় এবং পরীক্ষা দেয়ার সুযোগ দেয়। এছাড়াও প্রতিষ্ঠান বিভিন্ন প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করে দেন প্রয়োজন অনুযায়ী"।

চিকিৎসা ও স্বাস্থ্যসেবার ক্ষেত্রে মৈত্রী শিল্পের অবদান সম্পর্কে তিনি বলেন,

"স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা ভাতা নিয়ে মৈত্রী শিল্পে কোন কার্যক্রম নাই তবে মৈত্রী শিল্পে কর্মরত কর্মকর্তা এবং কর্মচারীদের বড় কোন রোগ হলে প্রতিষ্ঠান সহায়তা করে আমার বড় কোন রোগ হয় নাই তাই কোন ধরণের সহায়তা লাগে নাই"।

মৈত্রী শিল্পে চাকরির ফলে তার সামাজিক মর্যাদা, অবস্থান এবং সিদ্ধান্ত নেয়ার ক্ষমতা আগের চেয়ে অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে এবং বিবাহের ক্ষেত্রেও মৈত্রী শিল্পের চাকরি বড় প্রভাবক হিসাবে কাজ করেছে বলে তিনি মনে করেন এবং বলেন,

"চাকরি পাওয়ার কারণে মানুষ এখন মূল্যায়ন করে। আত্মীয় স্বজন, বন্ধু বান্ধব, পাড়া প্রতিবেশী সবার কাছে এখন গ্রহণযোগ্যতা বৃদ্ধি পেয়েছে। চাকুরি পাওয়ার আগে কেউ খোজ খবর রাখত না যদি কোন সাহায্য করা লাগে এই ভয়ে। সত্যি কথা বলতে যদি মৈত্রী শিল্পে চাকরি না থাকত তাহলে বিয়ে করাও যাইতোনা"।

মৈত্রী শিল্পে চাকরি পাবার পূর্বে গ্রামে কোন সামাজিক চাপ ছিলোনা, যদিও কিছু কিছু লোক ভাল দৃষ্টিতে দেখতে পারত না। কারণ তারা অন্যদের বলতে প্রতিবন্ধিদের সাথে মিশলে তাদের ছেলে মেয়েরাও প্রতিবন্ধী হতে পারে। তবে নিজের প্রতিবন্ধীতা নিয়ে নানা ধরণের দুশ্চিন্তা ও হতাশায় ভুগতেন, যা মৈত্রী শিল্পে কাজ পাবার পরে অনেকাংশেই দূর হয়েছে। এখন কোন ধরণের হতাশা বা

দুশ্চিন্তা নাই কারণ মাস শেষে আমার একাউন্টে কিছু টাকা চলে আসে। সেই টাকা দিয়ে আমি আমার জীবনযাপন করি। এ সম্পর্কে তিনি বলেন,

"আগে চার দেয়ালে বন্দী ছিলাম, জীবনে কি করব চিন্তা করতাম, এখন মৈত্রী শিল্পে সবার সাথে দেখা হয়, কথা বলি, কাজ করি ভালই লাগে। এছাড়া কর্মক্ষেত্রে তেমন কাজের চাপ নাই, যার যার সুবিধা অনুযায়ী কাজ করার সুযোগ দেয়া হয় ফলে কাজ নিয়ে কোন দুশ্চিন্তা নাই"।

মৈত্রী শিল্পে কাজের পরিবেশ সম্বন্ধে তিনি বলেন যে,

"সুযোগ সুবিধা যা আছে তা প্রতিবন্ধীদের জন্য পর্যাপ্ত নয়, কারণ ব্যক্তিগতভাবে তার দুই পা না থাকায় সাধারণ টয়লেট ব্যবহার করা তার জন্য কষ্টসাধ্য, কিন্তু ফ্যাক্টরিতে কর্মচারীদের জন্য হাই কমোডযুক্ত টয়লেট এর ব্যবস্থা নাই। তাছাড়া পণ্য পরিবহনের জন্য লিফট থাকলেও প্রতিবন্ধী কর্মীদের চলাচলের জন্য লিফটের সুব্যবস্থা নাই"।

মৈত্রী শিল্পে কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের জন্য আবাসনের কোন ব্যবস্থা নাই ফলে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের যাতায়াতে সমস্যা হয়। এছাড়া প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের মৈত্রী শিল্পে আনা নেওয়া করার জন্য কোন ধরণের যানবাহনের ব্যবস্থা নাই। এই সম্পর্কে তিনি বলেন,

"আমার মত প্রতিবন্ধি ব্যক্তিদের হইল চেয়ার চালিয়ে বাইরে থেকে যাওয়া-আসা কঠিন কঠিন এবং কষ্ট, যদি মৈত্রী শিল্পে ভিতরে আবাসিক সুবিধা থাকত তাহলে পণ্য উৎপাদন অনেক বৃদ্ধি পেত"।

তিনি আরো বলেন, মৈত্রী শিল্পে কাজ করা নিয়ে তার কোন অভিযোগ নাই, তবে শুধু প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য থাকার জায়গা, খাওয়ার জন্য একটি ক্যান্টিন, এবং প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের ব্যবহার উপযোগী হাই-কমোড যুক্ত টয়লেট সংযুক্ত করলে তাদের মত প্রতিবন্ধীদের জন্য কাজের পরিবেশ অনেক বেশী উপযোগী হয়ে উঠবে।

কেস স্টাডি-০৬

মুহাঃ উজির হাওলাদার মৈত্রী শিল্পে কর্মরত ৪০ বছর বয়সী একজন শারিরীক প্রতিবন্ধী ব্যক্তি। তিনি বরিশালের বরগুনা জেলায় জন্মগ্রহণ করেন। জন্মলগ্ন থেকেই তার একটি পা অস্বাভাবিক ছিল, সময়মত উপযুক্ত চিকিৎসার অভাবে পা আর ঠিক হয়নি। শারীরিক প্রতিবন্ধিতা সম্পর্কে তিনি বলেন,

"ডাক্তার বলেছিল লোহার জুতা পড়িয়ে রাখলে পা ঠিক হয়ে যাবে, কিন্তু সেই সময়ে আব্বার সৌদি আরবে কাজ করতে যাওয়ার কথা ছিল তাই চিকিৎসা করায় নাই এবং লোহার জুতা আর কেনা হয় নাই। বর্তমানে এখন আমার অনেক টাকা থাকলেও আমার প্রতিবন্ধিতা আর ভালো হবে না"।

মৈত্রী শিল্পে যোগদানের পূর্বে তিনি ঢাকার সাভার, নবীনগরে একটি খাবারের হোটেল কাজ করতেন। খাবার হোটেলে কাজ করা তার পক্ষে অনেক কঠিন ছিল তারপরও জীবন বাঁচানোর তাগিদে কাজ করতেন। হোটেল কাজ করার সময় আমার গ্রামেরই আরেক প্রতিবন্ধী ব্যক্তি শাহেদুল ভাইয়ের নিকট তিনি সমাজসেবা বিভাগের টেকনিকাল ওয়ার্কশপ সম্বন্ধে জানতে পারেন। সেই ওয়ার্কশপে

প্রশিক্ষণ সম্পন্ন করে শিক্ষানবীশ হিসাবে ১৯৯৮ সালে মৈত্রী শিল্পে যোগদান করেন। প্রায় ৪ বছর পরে আমার চাকরি স্থায়ী হয়। বর্তমানে তিনি ব্লো মেশিন সহকারী অপারেটর হিসাবে কর্মরত আছেন।

মৈত্রী শিল্প থেকে দূরে নদীবন্দর রোডে ফ্ল্যাট বাসায় দ্বিতীয় স্ত্রীসহ ভাড়া থাকেন। বাসায় গ্যাস, বিদ্যুৎ, পানি, টয়লেটসহ সবরকম আধুনিক সুযোগ সুবিধা আছে। তার প্রথম স্ত্রী ও মেয়ে ভারতের মুম্বাইতে বাস করেন। প্রথম স্ত্রী চলে যাওয়ার কারণ সম্পর্কে তিনি বলেন-

"প্রতিবন্ধিতার কারণে আমার হাতে কোন কাজ ছিল না এছাড়া যে খাবার হোটেলে কাজ করতাম এবং যে বেতন পেতাম তা দিয়ে সংসার চলত না। ফলে ভালো জীবন যাপন করার আশায় সীমান্ত পাড়ি দিয়ে ভারতে চলে যায়। আমার সাথে আর কোন যোগাযোগ রাখে না"।

মৈত্রী শিল্প থেকে তিনি প্রতিমাসে ২২৫০০ টাকা বেতন পান। এই আয় দিয়ে তার সংসার মোটামোটি চলে যায় যদিও মাঝে মাঝে ঋণ নেয়ার প্রয়োজন পড়ে। মৈত্রী শিল্পে কাজ করতে পেরে তিনি আর্থিক ও সামাজিকভাবে পূর্বের চেয়ে অনেক ভাল আছেন। এই প্রসঙ্গে তিনি বলেন,

"শাহেদুল ভাই যদি আমাকে মৈত্রী শিল্পে না নিয়ে আসতো তাহলে আমি এতদিনে মরে ভেসে যাইতাম। কারণ দৈনন্দিন জীবনযাপন করার জন্য আমার যে পরিমাণ আয় দরকার ছিল তা আমাকে মৈত্রী শিল্প থেকে আয় করতে পারছি যা আগে কখনও সম্ভব হয় নাই"।

গ্রামে তিনি এখনো কোন জমিজমা করতে না পারে নাই তবে সামান্য কিছু পৈত্রিক সম্পত্তি আছে। কিন্তু আমার ভাইয়ের সাথে ঐ জায়গা জমি নিয়ে বিরোধ আছে। এমনকি কোর্টে মামলা চলে সেখানে প্রতিমাসেই আমার কিছু বাড়তি টাকা খরচ হয়। এই সম্পর্কে তিনি বলেন-

"আমি প্রতিবন্ধী বলে আমার ভাই আমাকে পৈতৃক জায়গা সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত করতে চাচ্ছে এবং সকল সম্পত্তি নিজে ভোগ করতে চাই। যার কারণে আমি কোর্টে মামলা করে দেয় যাতে আমি আমার পাওনা বুঝে পাই। মৈত্রী শিল্পে কাজ করার ফলে মামলা পরিচালনা করতে আমার অনেক সহজ হয়েছে"।

জন্মের পর থেকে প্রতিবন্ধীতা থাকায় তেমন কোন লেখাপড়া করা হয়ে উঠেনি। তবে মৈত্রী শিল্পে যোগ দেয়ার পূর্বে সমাজসেবা অফিস থেকে বিভিন্ন প্রশিক্ষণ নিয়েছেন যেই প্রশিক্ষণ আমাকে মৈত্রী শিল্পে কাজ করতে সহায়তা করছে। এছাড়া মৈত্রী শিল্প থেকে প্রয়োজন অনুযায়ী বিভিন্ন প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়। যেমন- কাজের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য সমাজসেবা অধিদপ্তরে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করেছিল। মৈত্রী শিল্প থেকে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য কোন ধরণের স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা ভাতা পাওয়া যায় না তবে তিনি বলেন-

"বছরখানেক আগে আমার পাইলসে আক্রান্ত হলে চিকিৎসার জন্য আমাকে এক লক্ষ টাকা লোন দেয়া হয় যা প্রতি মাসে আমার বেতন থেকে কর্তন করে নেয়া হয়। যদি মৈত্রী শিল্প এই লোনের ব্যবস্থা না করত তাহলে আমার পক্ষে চিকিৎসা করা সম্ভব হত না"।

মৈত্রী শিল্পে কাজ করার পূর্বে যখন কেউ কাজে নিত না গ্রামে পাড়া-প্রতিবেশী, আত্মীয়-স্বজনের কাছে সামাজিক মর্যাদা ও অবস্থান বলতে কিছুই ছিল না কিন্তু মৈত্রী শিল্পে চাকুরি পাওয়ার পর সামাজিক মর্যাদা ও অবস্থান দুইটায় বৃদ্ধি পেয়েছে। এই সম্পর্কে তিনি জানান-

"আমার বিবাহের ক্ষেত্রে চাকরি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে। কারণ মৈত্রী শিল্পে চাকুরির আগে কেউ বিয়ে দিতে চাচ্ছে না এছাড়া আগে একবার বিয়ে হয়েছে দেখে আরো বেশী অনীহা ছিল মানুষের মাঝে। এছাড়া চাকরি পাবার পূর্বে নিজের খাবারের ব্যবস্থা পর্যন্ত ছিল না পরিবারের ভরণ পোষণ তো দূরের কথা"।

চাকরি পেয়ে মানসিকভাবে আগের চেয়ে ভাল আছেন এবং চাকরির পাওয়ার পূর্বে হতাশা, বিষন্নতা এবং দুশ্চিন্তা অনেক বেশী ছিল বলে তিনি জানান।

"চাকুরির পাওয়ার আগে চিন্তা করতাম কি করব, কি খাব! এখন ওসব চিন্তা আমার নাই। কারণ মাস শেষে বেতন আসে যা দিয়ে আমার সংসার চলে যায়। আগে ছোট বেলায় মায়ের কোলে যে রকম আদরে ছিলাম বর্তমানে মৈত্রী শিল্পে স্যাররা সেভাবে রাখে"।

মৈত্রী শিল্পে বর্তমানে যা সুযোগ সুবিধা আছে তা প্রতিবন্ধীদের কাজ করার জন্য অপ্রতুল হলেও ব্যক্তিগতভাবে কাজ করতে তার কোন অসুবিধা হয়না। তবে তিনি বলেন আবাসিক সুবিধা না থাকায় আসা-যাওয়া করতে একটু অসুবিধা হয়। কর্মক্ষেত্রে কি ধরনের অসুবিধা বা চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করতে হয় এ বিষয়ে প্রশ্ন করলে তিনি বলেন যে উল্লেখযোগ্য কোন সমস্যা কর্মক্ষেত্রে নেই, তবে দ্রব্যমূল্যের উর্দ্ধগতির সাথে বর্তমান বেতন নিয়ে তাল মিলানো কঠিন। তিনি আরো বলেন বর্তমান নির্বাহী পরিচালক আসার পর থেকে বেতনসহ সার্বিক সুযোগ সুবিধা আগের তুলনায় অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে। প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জীবনমান উন্নয়নের জন্য মৈত্রী শিল্পের নিজস্ব আবাসনের ব্যবস্থা করা সবচেয়ে জরুরী। এছাড়া বেতনের পরিমাণ সামান্য বৃদ্ধি করার জন্য এবং যাদের প্রমোশন বিভিন্ন জটিলতার কারণে আটকে আছে সেগুলো যথাসময়ে প্রদান করা।

কেস স্টাডি-০৭

মো: মিজানুর রহমান মোল্লা ৪২ বছর বয়সী একজন শারীরিক প্রতিবন্ধী ব্যক্তি। তিনি মৈত্রী শিল্পে মেশিন সহকারী হিসেবে কাজ করছেন। জন্মের পর ১ বছর বয়সে তিনি পোলিও রোগে আক্রান্ত হন এবং তখন থেকে পায়ে সমস্যা দেখা দেয়। তিনি পায়ে ভর দিয়ে চলাচল করতে পারেন না। ওই সময় পায়ে সমস্যার জন্য গ্রামের কবিরাজি চিকিৎসা করানো হয়েছিলো কিন্তু কোনো উপকার হয়নি। এরপর থেকে দীর্ঘদিন আর কোনো ধরণের চিকিৎসা নেওয়া হয়নি। এই সম্পর্কে তিনি বলেন-

"আগে টাকার অভাবে চিকিৎসা করতে পারি নাই যার ফলে প্রতিবন্ধিতা নিয়ে সারা জীবন চলতে হবে কিন্তু এখন মৈত্রী শিল্পে যোগদান করার পর মনে হচ্ছে প্রতিবন্ধী হয়ে ভালো হল। যদি প্রতিবন্ধী না হতাম তাহলে এই ধরণের প্রতিষ্ঠানে চাকুরি করতে পারতাম না"।

জনাব মিজানুর রহমান ২০০০ সালে দুঃসম্পর্কের এক মামার কাছ থেকে জানতে পারেন মৈত্রী শিল্প সম্পর্কে। ঐ মামা সমাজসেবা অফিসে প্রশিক্ষণ নেওয়ার সময় মৈত্রী শিল্প সম্পর্কে অবহিত হন। পরে তিনি আমার কথা চিন্তা করে মৈত্রী শিল্প সম্পর্কে আমাকে অবহিত করেন। তার মাধ্যমেই মৈত্রী শিল্পে আমি ১ বছর মেকানিকাল ওয়ার্কশপের উপর প্রশিক্ষণ নিয়েছি। প্রশিক্ষণ শেষে ২০০১ সালে মৈত্রী শিল্পে চাকরিতে যোগদান করে নিয়মিতভাবে কাজ করে যাচ্ছেন। বর্তমানে তিনি স্ত্রী এবং এক ছেলে সহ মৈত্রী শিল্পের কাছাকাছি একটি ভাড়া বাসায় থাকছেন। এখানে গ্যাস, পানি, বিদ্যুৎ এবং টয়লেটসহ সব ধরনের আধুনিক সুযোগ সুবিধা পাচ্ছেন। তবে তিনি বলেন-

"যদি মৈত্রী শিল্পের ভিতরে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য আবাসনের ব্যবস্থা থাকত তাহলে আমরা আরো অনেক বেশী কাজ করতে পারতাম পাশাপাশি আমাদের আসা যাওয়া করতে যে সময় এবং কষ্ট হয় তা অনেকটা লাঘব হয়ে যেত"।

বর্তমানে মৈত্রী শিল্প থেকে তিনি মাসিক ২৪,০০০ টাকা বেতন পান। এই আয় দিয়ে ৭ম শ্রেণিতে পড়ুয়া এক সন্তানের পড়াশোনার খরচসহ পরিবারের অন্যান্য ভরণপোষণে দিন চলে যায়। কিন্তু মৈত্রী শিল্পে যোগদান করার পূর্বে আমার কোন ধরণের আয় ছিল না বরং আমার পরিবারের জন্য বোঝা হয়ে ছিলাম। তার আয়ব্যয়, ঋণ এবং সঞ্চয় সম্পর্কে তিনি জানান,

"আমার বর্তমানে ৪ লক্ষ টাকার ঋণ রয়েছে এবং আমার বেতন থেকে মাসিক একটা অংশ ব্যাংক ঋণ পরিশোধের জন্য কেটে নেয়। মৈত্রী শিল্পে যোগদান করার কারণে আমি ব্যংক থেকে এই ঋণ সুবিধা পেয়েছি। যদি মৈত্রী শিল্পে চাকুরি না করতাম তাহলে আমি কারো কাছ থেকে এক টাকা ঋণ পেতাম না"।

গ্রামের বাড়িতে তার নিজস্ব কোনো জায়গা জমি নেই, পৈতৃক জমিতে নিজে ঘর করেছেন। কিন্তু তিনি মৈত্রী শিল্পের আশেপাশে একটি বাসা কেনার জন্য চাচ্ছে যেখানে বিদ্যুৎ ,পানি, ও টয়লেট সহ প্রয়োজনীয় সুবিধা থাকবে। বর্তমান বাসায় সকল সুবিধা আছে কিন্তু বাসা ভাড়া বাবদ অনেক টাকা চলে যায় ফলে অন্যান্য খরচ মেটাতে কষ্ট হয়ে যায়। প্রতিবন্ধীতা সত্ত্বেও মিজানুর রহমান ৮ম শ্রেণী পর্যন্ত পড়াশোনা করেছেন। পরিবারের পড়াশুনা সম্পর্কে তিনি বলেন-

"প্রতিবন্ধিতা থাকায় আমি বেশী পড়ালেখা করতে পারি নাই কিন্তু আমি আমার ছেলেকে অনেক বেশী পড়াশুনা করার সুযোগ দিব। আমি যদি মৈত্রী শিল্পে চাকুরি না করতাম তাহলে আমি আমার ছেলেকে লেখাপড়া করাতে পারতাম না কারণ লেখাপড়া করাতে যে পরিমাণ খরচ দরকার তা আমি বহন করতে পারতাম না। এই জন্যে মৈত্রী শিল্পের প্রতি আমি অনেক বেশী কৃতজ্ঞ"।

মৈত্রী শিল্প থেকে তিনি প্লাস্টিকের পণ্য কিভাবে তৈরি করতে হয় তার উপরে ৬ মাসের প্রশিক্ষণ নিয়েছেন। প্রশিক্ষণ গ্রহণের পর থেকে মৈত্রী শিল্পে তিনি কাজ শুরু করেন। স্বাস্থ্য,চিকিৎসা এবং পূণর্বাসন এর জন্য মৈত্রী শিল্প থেকে কোনো ধরণের সহায়তা করা হয় কিনা জানতে চাইলে তিনি বলেন-

"মৈত্রী শিল্প আমাদের জীবনযাপন করার জন্য যে কাজের সুযোগ করে দিয়েছেন এর বাইরে মৈত্রী শিল্প থেকে চাওয়ার কিছু নাই, তবে আমাদের মধ্যে কেউ যদি অসুস্থ হয় মৈত্রী শিল্প আর্থিক এবং অন্যান্য বিষয়ে সাহায্য দিয়ে থাকেন। এছাড়া মৈত্রী শিক্ষার

জন্য কোন সহায়তা প্রদান করে না তবে কর্মকর্তা কর্মচারীদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করে থাকেন দেশের অভ্যন্তরে এবং দেশের বাইরে"।

মৈত্রী শিল্পে যোগদানের পূর্বে তিনি গ্রামের একটি ইলেক্ট্রনিক দোকানে কাজ করতেন। সেখানে অনেক পরিশ্রম করতে হত এবং সামাজিক মর্যাদা এবং অবস্থান কিছুই ছিল না। বেতন অনেক ছিল যার কারণে জীবনযাপন করা কঠিন ছিল। কিন্তু মৈত্রী শিল্পে চাকরিতে যোগদানের পর থেকে তার সামাজিক মর্যাদা এবং মানুষের কাছে গ্রহনযোগ্যতা বহুগুণে বেড়েছে। তিনি মনে করেন-

"মৈত্রী শিল্পে যোগদানের পূর্বে অনেক আত্মীয় স্বজন তাদের ছেলে মেয়ের বিয়েতে দাওয়াত দিত না, কিন্তু বর্তমানে মৈত্রী শিল্পে কাজ করার পর থেকে আত্মীয় স্বজনের যে কোন সামাজিক অনুষ্ঠানে দাওয়াত দিয়ে থাকেন এবং অনেক বেশী আবদার করেন যাতে অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করি। এছাড়া অনেক দরিদ্র আত্মীয় স্বজন তাদের সামজিক অনুষ্ঠানের জন্য আমার কাছে সাহায্য চান"।

মৈত্রী শিল্পে চাকরি পাওয়ার আগে তিনি মানসিক ভাবে বিপর্যস্ত এবং চরম হতাশাগ্রস্ত ছিলেন। সারাদিন অস্থিরতার মধ্য দিয়ে জীবনযাপন করতেন। এছাড়া পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের এবং আত্মীয় স্বজনের কাছ থেকে কটু বাক্য শুনতে হত যা তাকে মানসিকভাবে পীড়া দিত। পূর্বের তুলনায় বর্তমানে তিনি আর্থিক ও মানসিকভাবে ভালো আছেন। অন্যান্য প্রতিবন্ধী সহকর্মীদের সাথে কাজ করে এখানে ভালো সময় কাটে এবং মানসিকভাবে স্বস্তিবোধ করেন।

মৈত্রী শিল্পের কাজের পরিবেশ সম্পর্কে তিনি বলেন-

"অন্যান্য শিল্প কারখানায় যে সুযোগ সুবিধা দেওয়া হয় তার চেয়ে বেশী পরিমানে সুযোগ সুবিধা মৈত্রী শিল্পে আছে। আধুনিক মেশিনে অটো কাজ হওয়াতে প্রতিবন্ধী ব্যক্তি হিসেবে অনেক সুবিধা হয়েছে তবে আবাসিক জায়গা না থাকায় আমাকে দূর থেকে যাতায়াত করতে যেয়ে বেগ পোহাতে হয়। এছাড়াও আমাদের চাকরি জাতীয়করণ না হওয়ায় নিজের ভবিষ্যৎ নিয়ে প্রতিনিয়ত দুশ্চিন্তায় ভুগেন"।

তিনি আরো বলেন সবাই জানে মৈত্রী শিল্প সরকারি অথচ আমরা যারা জনবল আছি তারা বেসরকারি তবে আমাদের বেতন ভাতাদি, সুযোগ সুবিধা ইত্যাদি সরকারি আদলে দেয়া হয়। কিন্তু আমাদের যদি চাকুরির বয়স শেষ হয়ে যায় তাহলে আমরা কোন ধরণের পেশন পাবনা যা আমাদের বৃদ্ধ বয়সে অনেক কষ্ট দিবে। তিনি বলেন-

"মৈত্রী শিল্পের প্রতিবন্ধী কর্মকর্তা কর্মচারীদের চাকরি জাতীয়করণের মাধ্যমে তাদের ভবিষ্যৎ জীবনের নিশ্চয়তা প্রদান করে এবং তীব্র মাত্রার প্রতিবন্ধী কর্মীদের জন্য কোয়ার্টার স্থাপন করে সেই সাথে বিভিন্ন বিভাগ ও জেলায় এই প্রতিষ্ঠানের শাখা বৃদ্ধি করে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য অধিক কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির মাধ্যমে মৈত্রী শিল্প প্রতিবন্ধীদের জীবনমান বৃদ্ধিতে আরো বেশি ভূমিকা রাখতে পারে"।

কেস স্টাডি-০৮

মোহাম্মদ মুত্তালিব একজন স্বল্পমাত্রার শারিরীক প্রতিবন্ধী ব্যক্তি। তিনি মৈত্রী শিল্পে বর্তমানে শিক্ষানবীশ কর্মী হিসাবে কাজ করছেন। মৈত্রী শিল্পের বিভিন্ন বিভাগে কাজ শিখছেন। বর্তমানে তার বয়স ২৪ বছর এবং গ্রামের বাড়ি রাজশাহী বিভাগের নাটোর জেলায়। তার প্রতিবন্ধীতা সম্বন্ধে জানা যায়,

"জন্মের পর তিন মাস বয়সে বড় বোনের কোল থেকে আগুনে পড়ে যান এবং মারাত্মকভাবে দগ্ধ হন, ফলে তার হাতের তিনটি আঙুল গলে যায়। সেই সময় জেলা শহরে চিকিৎসা করানো হয়েছিল। কিন্তু ভালো চিকিৎসা না করার কারণে শারিরিকভাবে প্রতিবন্ধী হয়ে যায়। বর্তমানে শরীরের বিভিন্ন স্থানে আগের পোড়াদাগ থাকলেও হাতের ৩ টি আঙ্গুল না থাকায় তাকে শারীরিক প্রতিবন্ধী হিসেবে বিবেচনায় নেওয়া হয়েছে"।

মৈত্রী শিল্পে যোগদানের পূর্বে তিনি গ্রামে কৃষিকাজ করে জীবিকা নির্বাহ করতেন। এতে শারীরিকভাবে অনেক কষ্ট করতে হত। অনেক সময় দেখা যায় আমার হাতের আঙ্গুল না থাকায় কাজ করতে সমস্যা হত। পরে ২০১৮ সালে উপজেলা সমাজসেবা অফিস থেকে প্রতিবন্ধীদের জন্য প্রশিক্ষণ সম্বন্ধে জানতে পারেন এবং ৬ মাসের কম্পিউটার প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন। প্রশিক্ষণ সম্পন্ন করার পর একই সালে তিনি মৈত্রী শিল্পে যোগদান করেন।

বর্তমানে পরিবারের সদস্য বলতে তিনি আর তার মা। মা গ্রামে বসবাস করেন এবং তিনি তার কর্মস্থল থেকে চার মিনিটের দুরত্বে আরিচপুর নামক স্থানে মেসে ভাড়া করে থাকেন। মেসের মাসিক সিটভাড়া তিন হাজার টাকা এবং সেখানে পানি, বিদ্যুৎ, গ্যাস এবং স্যানিটারি সুবিধা বিদ্যমান। বেতনের কিছু টাকা নিজে খরচ করেন আর কিছু টাকা মায়ের জন্য পাঠান। এই সম্পর্কে তিনি বলেন-

"আগে কৃষি কাজে তেমন কোন আয় ছিলনা ফলে পরিবারের ব্যয় নির্বাহ করা অনেক কঠিন ছিল। মৈত্রী শিল্পে যোগদানের পর থেকে মাসিক বেতন হওয়ার কারণে অন্তত দৈনন্দিন জীবনযাপন নিয়ে চিন্তা করতে হয় না তবে আমার চাকুরি যদি স্থায়ীকরণ হয় তাহলে বেতন কিছুটা বাড়বে"।

মৈত্রী শিল্প থেকে বর্তমানে শিক্ষানবীশ কর্মী হিসাবে তিনি মাসে ৯১০০ টাকা বেতন পান, সেই সাথে গ্রামে কিছু জায়গা জমি থাকায় সেখান থেকেও কিছু আয় আসে। ফলে দুই উৎসের আয় ও ব্যয় সামঞ্জস্য করে জানা যায় যে ব্যয়ের পরে জনাব মোত্তালিবের সামান্য কিছু টাকা সঞ্চয় থাকে। এই সঞ্চয় করার মূল কারণ হলে সামনে নিজে বিয়ে সাদি করার জন্য। বর্তমানে তার কোন ঋণ নাই। ঋণ না থাকার মূল কারণ হল পরিবারের সদস্য সংখ্যা কম। শারীরিকভাবে প্রতিবন্ধী হওয়া সত্ত্বেও নিজে রান্না করে খান বলে খাবারের মান নিয়েও তার মনে পরিতুষ্টি পরিলক্ষিত হয়।

বর্তমানে কাজের পাশাপাশি নিজ জেলার কলেজে তিনি ডিগ্রীতে অধ্যয়নরত। চাকরি এখনো অস্থায়ী বলে মৈত্রী শিল্প থেকে কোন ধরণের শিক্ষা সহায়তা, চিকিৎসা সহায়তা কিংবা ভাতা তিনি লাভ করেন না। যদিও যারা স্থায়ী চাকরি করেন মৈত্রী শিল্পে তারাও শিক্ষা সহায়তা পান না। তবে মৈত্রী শিল্প থেকে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণের সুযোগ দিয়ে থাকেন। এছাড়া তিনি জানান,

"আমার ডিগ্রি পরীক্ষার সময় মৈত্রীশিল্প থেকে পরীক্ষায় অংশগ্রহণের জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যক দিনের ছুটি প্রদান করা হয়। যা হয়ত অন্য কোন প্রতিষ্ঠান থেকে পাওয়া যেত না। এছাড়া মৈত্রী শিল্প সবসময় পড়াশুনার প্রতি উৎসাহ যুগিয়েছেন"।

মৈত্রী শিল্পে যোগদানের পরে তিনি আর কোন প্রশিক্ষণে অংশ নেন নাই তবে তিনি বলেন মৈত্রী শিল্প থেকে দেশের বাইরে এবং অভ্যন্তরে অনেক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করে থাকেন। এছাড়া মৈত্রী শিল্প থেকে স্বাস্থ্য, চিকিৎসা কিংবা ঔষধ বিষয়ক কোন সহায়তা প্রদান করা হয় কিনা জানতে চাইলে তিনি বলেন,

"আমার প্রয়োজন হয়নাই তাই বলতে পারিনা দেয় কিনা তবে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য থেরাপি নেওয়াটা অনেক জরুরি যদি মৈত্রী শিল্প থেকে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য থেরাপির ব্যবস্থা করে তাহলে আমাদের জন্য অনেক উপকার হয়" ।

পূর্বে কৃষিকাজ করতেন সেখান থেকে এই চাকরিতে আসায় জীবন ও ভবিষ্যতের নিরাপত্তা ও নিশ্চয়তা আগের চেয়ে অনেক বেড়েছে। কারণ তিনি মনে বলেন,

"চাকরির বিষয়টা প্রত্যক মানুষের জন্য একটা আলাদা ব্যাপার, কৃষিকাজের সাথে চাকরির তুলনা চলেনা। যখন আমি কৃষিকাজ করতাম তখন মানুষ আমাকে কোন মূলায়ন করে নাই। একদিকে প্রতিবন্ধী অন্যদিকে কৃষিকাজ দুইটায় আমার জন্য অনেক ঝামেলা মনে হয়েছিল। কিন্তু মৈত্রী শিল্পে কাজ করার পর থেকে মানুষ এখন মূল্যায়ন করতে দেখা যায়" ।

মৈত্রী শিল্পে চাকরি পাওয়ার ফলে সামাজিক অবস্থান ও মর্যাদা আগের চেয়ে অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে। তিনি বলেন,

"কোন ব্যক্তি যদি গ্রামের বাইরে থাকেন সেটা তার জন্য আলাদা অবস্থান তৈরি হয় হোক সেটা পড়াশোনা কিংবা অন্য কোন কাজ, মৈত্রী শিল্পে চাকরির কারণে সামাজিক মর্যাদা আগের চেয়ে কিছুটা বেড়েছে। এছাড়া বিবাহের ক্ষেত্রে চাকরি একটি বড় ভূমিকা রাখবে কারণ অনেক অভিভাবক চাকুরি দেখে বিয়ে দেবেন আমার কাছে তখন শারীরিক প্রতিবন্ধিতা গৌণ হয়ে যায়" ।

মৈত্রী শিল্পে কাজ পাওয়ায় তার অর্থনৈতিক নিরাপত্তার ব্যাপারে যে উদ্বেগ ও দুশ্চিন্তা ছিল তা অনেক কমেছে ফলে এখন নিশ্চিন্তে জীবনযাপন করতে পারে। সেই সাথে তিনি আরো বলেন তার জীবনে অতীতে অনেক হতাশা ছিল চাকুরি নিয়ে কারণ প্রতিবন্ধী বলে কেউ তাকে চাকুরিতে নিত না কিন্তু মৈত্রী শিল্প প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের চাকুরি দিয়ে তাদের হতাশা দূর করেছে। তিনি বলেন-

"বর্তমানে নিজের বিয়ে নিয়ে একটু চিন্তা ভাবনা আছে। প্রতিবন্ধী ব্যক্তি হিসেবে একটা ভালো মেয়ে বিয়ে করতে পারব কিনা? তবে আমার বিশ্বাস মৈত্রী শিল্পে চাকুরি করার কারণে ভালো একটা মেয়ে বিয়ে করতে পারব"।

মৈত্রী শিল্পে কাজের পরিবেশ সম্বন্ধে তিনি বলেন, শিফট ভিত্তিক কাজ হওয়ায় কোন বাড়তি কাজের চাপ নেই এবং কাজের সার্বিক পরিস্থিতি সন্তোষজনক। অন্যান্য শিল্প প্রতিষ্ঠান থেকে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের চলাচলের জন্য পর্যাপ্ত জায়গা, চলাচলের জন্য র‍্যাম্প, হুইল চেয়ার, লিফট ইত্যাদি সুযোগ সুবিধা রয়েছে। এছাড়া প্রতিবন্ধী ব্যক্তি হিসেবে জীবনযাপন করার জন্য যতটুকু দরকার তা মৈত্রী শিল্প দিয়ে থাকে। এই সম্বন্ধে তিনি বলেন,

"মৈত্রী শিল্প যে সকল সুযোগ সুবিধা দেয় তা আমার জীবনযাপন করার জন্য যথেষ্ট তবে প্রতিবন্ধী ব্যক্তির জন্য যদি আবাসিক সুবিধা এবং যাতায়াতের জন্য যানবাহন সুবিধা থাকত তাহলে আমাদের জন্য অনেক ভালো হত এবং মৈত্রী শিল্পের উৎপাদন বৃদ্ধি পেত"।

কেস স্টাডি (পরিবেশক)-০৯

নাজিম উদ্দিন ৪৮ বছর বয়সী মৈত্রী শিল্পের একজন গুরুত্বপুর্ণ পরিবেশক হিসেবে কাজ করছেন। বর্তমানে তিনি কুষ্টিয়া জেলার বিভিন্ন উপজেলায় মুক্তা পানির পরিবেশক হিসেবে কাজ করছেন। নাজিম উদ্দিনের নিজস্ব কোম্পানি 'অনি কর্পোরেশনের' মাধ্যমে মৈত্রী শিল্প থেকে মুক্তা পানির পরিবেশক হিসেবে নিয়োগ প্রাপ্ত হন। মুক্তা পানির পরিবেশক নেওয়ার পর নাজিম উদ্দিন কুষ্টিয়া জেলার বিভিন্ন সরকারি অনুষ্ঠানে পানি সরবরাহ করে থাকেন। বিশেষ করে সরকারি বিভিন্ন অনুষ্ঠানে যেমন- মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর, ডিসি অফিস, ভূমি অফিস, সমাজসেবা অফিস ইত্যাদি জায়াগায় মুক্তা পানি সরবরাহ করেন। পাশাপাশি ব্যক্তিগত যোগাযোগের মাধ্যমে আমার কিছু পরিচিত দোকানদার, ক্লাব, কমিউনিটি সেন্টার, প্রাইভেট কোম্পানীর অফিসে মুক্তা পানি সরবরাহ করি।

নাজিম উদ্দিনের মুক্তা পানির পরিবেশকের কাজ ছাড়াও নিজের রেস্টুরেন্ট এবং ক্যাটারিং সার্ভিসের ব্যবসা আছে। আমি মুক্তা পানি আমার রেস্টুরেন্টে এবং ক্যাটারিং সার্ভিসের বিভিন্ন অনুষ্ঠানে সরবরাহ করে থাকি। এই সম্পর্কে তিনি বলেন-

"আমি জানি মুক্তা পানি আমাদের দেশের প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের দ্বারা প্রস্তুতকৃত ফলে আমি আমার সর্বোচ্চ পর্যায় থেকে চেষ্টা করি সকল জায়গায় মুক্তা পানি ব্যবহারের জন্য কিন্তু মৈত্রী শিল্প থেকে পর্যাপ্ত পরিমাণ যোগান দিতে না পারায় অনেক সময় আমি অন্য ব্রান্ডের যেমন- মাম, একুয়াপিনা, ফ্রেশ ইত্যাদি পানির যোগান দিয়ে থাকি"।

আমি ২০২২ সালে প্রথম মুক্তা পানির পরিবেশক হিসেবে অধিভুক্ত হয়। পরিবেশক হওয়ার জন্যে আমাকে পরিবেশক/ডিলার নিয়োগ নীতিমালা-২০১৯ অনুযায়ী সকল ধরণের শর্তাবলী পূরণ করতে হয়েছে এবং ৫,০০,০০০ টাকা জামানত হিসেবে দিতে হয়েছে। মুক্তা পানি পরিবেশক হিসেবে নেওয়ার পিছনে মূল কারণ তিনি বলেন-

"আমি অনেক আগে থেকে এলাকায় সমাজসেবামূলক কার্যক্রমের সাথে জড়িত বিশেষ করে প্রতিবন্ধী ব্যক্তি/বয়স্ক ব্যক্তিদের নিয়ে বিভিন্ন সমাজসেবামূলক কাজ করি। আমি প্রতিবছর ১০০ জন প্রতিবন্ধি/বয়স্ক ব্যক্তিদের জন্য সেবামুলক কার্যক্রম করে থাকি যেমন-রমজানে ইফতারি খাওয়ানো, কর্মসংস্থানমূলক কাজে আর্থিকভাবে সাহায্য করা, অসহায় ব্যক্তিদের খাওয়ানো, তাদের মেয়েদের নিয়ে দেওয়ার ক্ষেত্রে আর্থিক সহায়তা প্রদান ইত্যাদি। তাই আমি মূলত প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সহায়তার উদ্দেশ্যে এই মুক্তা পানির পরিবেশক হিসেবে নিয়োগ নেয়া"।

কুষ্টিয়া জেলায় সাধারণত প্রতিমাসে মুক্তা পানির জন্য ৩-৪ লাখ টাকার পানির চাহিদা থাকে কিন্তু মৈত্রী শিল্প থেকে প্রতি মাসে ১-২ লাখ টাকার পানির যোগান দিয়ে থাকেন ফলে মুক্তা পানির যোগানের একটি ঘাটতি দেখা যায়। আমার কুষ্টিয়া জেলায় লালন উৎসব এবং রবীন্দ্র উৎসবে আমি মৈত্রী শিল্পের মুক্তা পানি সরবরাহ করে থাকি তাছাড়া সরকারি দলের বিভিন্ন রাজনৈতিক অনুষ্ঠানেও মুক্তা পানির চাহিদা রয়েছে। কিন্তু মৈত্রী শিল্প সেই পরিমাণ মুক্তা পানি যোগান দিতে না পারায় আমি বাধ্য হয়ে অন্য ব্রান্ডের পানি সরবরাহ

করে থাকি। মুক্তা পানির পরিবেশক হওয়ার পর থেকে আমার যে লভ্যাংশ হয় সেই টাকা দিয়ে আমি সমাজসেবামূলক কাজে ব্যয় করে থাকি বিশেষ করে প্রতিবন্ধী এবং বয়স্ক ব্যক্তিদের কল্যাণে খরচ করি। এই সম্পর্কে তিনি বলেন-

"মুক্তা পানি সরবরাহ করে আমার যা লাভ হয় তা কখনো আমার পরিবারের ভরণপোষণের জন্য ব্যয় করা হয় না। মূলত মুক্তা পানি সরবরাহ করে আমার লাভের অংশ প্রতিবন্ধী ব্যক্তি এবং বয়স্ক ব্যক্তিদের কল্যাণে ব্যয় করা হয়। আমি মনে করি প্রতিবন্ধীদের উৎপাদিত মুক্তা পানি প্রতিবন্ধীদের কল্যাণে খরচ করে থাকি এটায় আমার বড় প্রাপ্তি"।

বর্তমানে আমি শুধুমাত্র মুক্তা পানির পরিবেশক হিসেবে কাজ করছি কিন্তু প্লাস্টিক পণ্যের জন্য আমি চেষ্টা করছি যাতে একটি শো-রুম দিতে পারি। মুক্তা পানির সাথে সাথে যাতে প্লাস্টিক পণ্যও বিক্রয় করতে পারি। কারণ প্লাস্টিক পণ্য বিক্রয় করার জন্য আমার পর্যাপ্ত পরিমাণ জায়গা দরকার কিন্তু আমার কাছে সেই পরিমাণ জায়গা নাই। যদি মৈত্রী শিল্প দুইটা পণ্য মুক্তা পানি এবং প্লাস্টিক পণ্য কুষ্টিয়া জেলায় সরবরাহ করার ব্যবস্থা করে আমার কাছে। মৈত্রী শিল্পের পরিবেশক হওয়ার পর সামাজিক জীবনের ওপর প্রভাব সম্পর্কে তিনি বলেন-

"মুক্তা পানির পরিবেশক হিসেবে নিয়োগপ্রাপ্ত হওয়ার পর সামাজিক যোগাযোগ অনেক বেশী বৃদ্ধি পেয়েছে। অর্থাৎ সরকারি প্রতিষ্ঠানের সাথে আমার অনেক বেশী যোগাযোগ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। সরকারি কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের সাথে একটি সামাজিক নেটওয়ার্ক প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। ফলে সরকারি প্রতিষ্ঠানে কোন কাজ করতে গেলে সহজে করতে পারি"।

মৈত্রী শিল্পের পরিবেশক হিসেবে নিয়োগ পাওয়ার পর মৈত্রী শিল্পের বর্তমানে যে সকল চ্যালেঞ্জ তিনি লক্ষ্য করেছেন তা হলো-

- মুক্তা পানির বোতলের নকশা আপডেট করা যাতে ক্রেতারা আরো বেশী করে মুক্তা পানি কিনতে আগ্রহী হয়।
- অন্যান্য ব্রান্ডের পানির প্রচার প্রচারণা চেয়ে মুক্তা পানির প্রচারণা অনেক কম ফলে সাধারণ মানুষ এখনও পর্যন্ত মুক্তা পানি সম্পর্কে অনেকে জানে না তাই টেলিভিশন ও রেডিওগুলোতে মুক্তা পানির প্রচার প্রচারণা বৃদ্ধি করা।
- মুক্তা পানির চাহিদার চেয়ে যোগান অনেক কম হওয়ার কারণে মানুষ অন্য ব্রান্ডের পানি পান করে তাছাড়া সময়মত বিভিন্ন অনুষ্ঠানের পানি সরবরাহ করতে না পারার ফলে মানুষ এই মুক্তা ব্রান্ডের প্রতি নেতিবাচক ধারণা জন্মে। তাই মুক্তা পানির উৎপাদন আরো বেশী পরিমাণে বৃদ্ধি করা যেতে পারে।
- বর্তমানে মৈত্রী শিল্পের উৎপাদিত প্লাস্টিক পণ্যের কোন শো-রুম কুষ্টিয়াতে নাই ফলে মানুষ এই প্লাস্টিক পণ্য সম্পর্কে কোন ধারণা নাই। তাই প্লাস্টিক পণ্যের বাজার সৃষ্টির জন্য অবশ্যই কুষ্টিয়াতে একটি শো-রুম স্থাপনের ব্যবস্থা করা।

সুপারিশমালা

- ✓ মৈত্রী শিল্পের পণ্যের বাজার সৃষ্টির জন্য পরিবেশকদের সাথে প্রতিমাসে একটি করে মিটিং করা কারণ এই পর্যন্ত পরিবেশক নেওয়ার পর থেকে আমাদের সাথে কোন ধরণের মিটিং হয় নাই ফলে পরিবেশকদের মধ্যে একটি অনাগ্রহ সৃস্টি হয়।
- ✓ মৈত্রী শিল্পের মার্কেটিং নীতিমালা আরো উন্নতি করে বিশেষ করে পরিবেশকদের জন্য বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা এবং প্রণোদনার ব্যবস্থা করা যেতে পারে যাতে পণ্যের বাজার সৃষ্টি করতে পারে এবং পণ্য বিক্রি করতে আগ্রহী হয়।

- ✓ মৈত্রী শিল্প থেকে পরিবেশকদের জন্য শো-রুমে সাইন বোর্ড দেয়ার ব্যবস্থা করা কারণ অনেকে জানেনা মুক্তা পানি কোথায় পাওয়া যায় ফলে গ্রাহকদের সুবিধার জন্য সাইন বোর্ড এবং ব্যানারের ব্যবস্থা করা।

কেস স্টাডি (পরিবেশক)-১০

মনির হোসেন ৫০ বয়সী একজন মুক্তা পানির ডিস্ট্রিবিউটর হিসেবে কাজ করছেন কুমিল্লা জেলার, লাকসাম উপজেলায়। ২০২০ সাল থেকে কুমিল্লার ডিস্ট্রিবিউটারের কাছ থেকে মুক্তা পানি নিয়ে লাকসাম উপজেলায় সরবরাহ করি। মুক্তা পানির পাশাপাশি মনির হোসেন বিভিন্ন পণ্যের ডিস্ট্রিবিউটর হিসেবে কাজ করেন যেমন- টিস্যু পেপার, খাবারের বিস্কুট, চানাচুর ইত্যাদি। কিন্তু করোনার সময় কুমিল্লার ডিস্ট্রিবিউটর ব্যবসা বন্ধ করে দিলে আমি নিজে ঢাকায় গিয়ে মৈত্রী শিল্পের সাথে যোগাযোগ করে মুক্তা পানি আমার নিজস্ব প্রতিষ্ঠান 'মুক্তা ও মনি এন্টারপ্রাইজের' মাধ্যমে লাকসাম উপজেলায় পানি সরবরাহ শুরু করি। মুক্তা পানির ডিস্ট্রিবিউটর নেওয়ার জন্যে মৈত্রী শিল্পের কাছে আমাকে ২ লক্ষ টাকার জামানত দিতে হয়েছে পাশাপাশি আমার প্রতিষ্ঠানের ট্রেড লাইসেন্স, ৩০০ টাকার স্ট্যাম্প, টিন সার্টিফিকেট জমা দিতে হয়েছে। এই সম্পর্কে তিনি বলেন-

"বাংলাদেশের অন্য কোন ব্রান্ডের পানির ডিস্ট্রিবিউটরের জন্যে কোন ধরণের জামানত দিতে হয় না যেমন- সেনা কল্যাণ সংস্থার পানির জন্যে আমাকে কোন ধরণের জামানত দিতে হয় নাই শুধুমাত্র জাতীয় পরিচয়পত্র দিয়ে আমি সেনা কল্যাণ সংস্থার পানির ডিস্ট্রিবিউটর নিয়ে থাকি। এছাড়া অন্যান্য কোম্পানীর পানির ডিস্ট্রিবিউটরের ক্ষেত্রেও একই অবস্থা বিদ্যমান"।

লাকসাম উপজেলায় মুক্তা পানির চাহিদা বেশী থাকলেও মৈত্রী শিল্প থেকে পানির যোগান অনেক কম। কারণ তারা সময় মত পণ্য দিতে পারে না। প্রতি মাসে আমার ৪-৫ লাখ টাকার পানির চাহিদা থাকলেও মৈত্রী শিল্প আমাকে মাসে একবার ১-২ লাখ টাকার পানি সাপ্লাই দিতে পারে। ফলে মুক্তা পানির চাহিদার পরিমাণ দিন দিন কমে গিয়ে ক্রেতারা অন্য ব্র্যান্ডের পানি কিনে থাকেন। এই সম্পর্কে তিনি বলেন-

"মৈত্রী শিল্প থেকে আমাদেরকে প্রতিমাসে একবারের বেশী মুক্তা পানি সরবরাহ করতে পারে না। যে পরিমাণ মুক্তা পানির চাহিদা থাকুক না কেন তারা সেই পরিমাণ পানি সাপ্লাই দিতে পারে না আবার বিল করার প্রায় ১০-২০ দিন পর পানি সরবরাহ করে থাকেন ফলে বাধ্য হয়ে আমরা সেনা কল্যাণ সংস্থার সাথে চুক্তি করি"।

সেনা কল্যাণ সংস্থার পানি আমরা বিল জমা দেওয়ার এক সাপ্তাহের মধ্যে পেয়ে যায় ফলে আমাদের পানি সরবরাহের ক্ষেত্রে কোন সমস্যা হয় না। এছাড়া সেনা কল্যাণ সংস্থা ডিস্ট্রিবিউটরদের কাছ থেকে কোন ধরণের জামানত রাখা হয় নাই শুধুমাত্র জাতীয় পরিচয়পত্র প্রদানের মাধ্যমে ডিস্ট্রিবিউটর নেয়া যায়। মুক্তা পানির প্রচারণার জন্যে আমি নিজের টাকা খরচ করে স্টিকার ও ব্যানার বানিয়েছি যাতে মুক্তা পানি বেশী বিক্রি করতে পারি কিন্তু মৈত্রী শিল্প থেকে পর্যাপ্ত পরিমাণ যোগান না পাওয়ার কারণে প্রচারণা বন্ধ করে দিয়েছি। কারণ প্রচারণা করে কোন লাভ নাই বরং প্রচারণা করে যদি মুক্তা পানি সাপ্লাই দিতে না পারি তাহলে মুক্তা পানির প্রতি একটি নেতিবাচক ধারণা সৃষ্টি হবে।

কুমিল্লার লাকসাম উপজেলায় যে সকল স্থানে মুক্তা পানির সাপ্লাই দেয়া হয় তাহলো- উপজেলা এবং জেলার সকল চায়নিজ রেস্টোরেন্ট, খাবার হোটেলগুলোতে, সরকারি এবং বেসরকারি স্কুলের অনুষ্ঠানের ক্ষেত্রে, রাজনৈতিক অনুষ্ঠানে, উপজেলা পরিষদের প্রোগ্রামগুলোতে, মিষ্টির দোকান, কনফেকশনারিগুলোতে, উপজেলা পুলিশের অনুষ্ঠানগুলোতে ৩০০ মি।লি লিটারের পানি বেশী চাহিদা রয়েছে এবং সেইভাবে সাপ্লাই দেয়া হয়। মৈত্রী শিল্পের সাথে যুক্ত হওয়ার পিছনে কারণ সম্পর্কে তিনি বলেন-

"আমার প্রতিষ্ঠানে কোন প্রতিবন্ধী ব্যক্তি কাজ করে না কিন্তু মুক্তা পানিতে লাভ কম হওয়া সত্ত্বেও মানবতার খাতিরে অর্থাৎ প্রতিবন্ধীদের কল্যানের স্বার্থে মুক্তা পানির ডিস্ট্রিবিউটর হয়। মৈত্রী শিল্পের সার্ভিস অনেক খারাপ হওয়ার পরও সরকারের ভালো কাজ দেখে এবং প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার মন্তব্য দেখে এই মুক্তা পানি সরবরাহের কাজ নিয়ে থাকি। প্রতিবন্ধীদের জন্য কাজ করে মানসিক শান্তি পাব তাই মুক্তা পানির ডিস্ট্রিবিউটর রেখে দিয়েছি"।

অনেক সময় দেখা যায় মুক্তা পানির জন্য চালান করে রাখছি অনেক আগে থেকে কিন্তু মৈত্রী শিল্পের ম্যানেজমেন্টের কারণে অনেক দেরিতে চালানের বিপরীতে মুক্তা পানি সরবরাহ করে থাকেন। ফলে ম্যানেজমেন্টের প্রতি একটি খারাপ মনোভাব চলে আসে। অনেক আমাদের প্রদেয় চালান নিয়েও ঝামেলা করে ফলে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের তৈরিকৃত পণ্য দেখে চুক্তি বাতিল করি না। অন্য প্রতিষ্ঠানগুলো যারা ডিস্ট্রিবিউটর তাদের জন্য অনেক সুযোগ সুবিধা দিয়ে থাকে পাশাপাশি সময়মত পানি দিয়ে রাখেন। কিন্তু মৈত্রী শিল্পের মুক্তা পানির জন্য সরকারি দিনের জন্য অপেক্ষা করতে হয় শুক্র ও শনিবার আমরা কোন ধরণের মুক্তা পানির অর্ডার করতে পারি না। আবার মৈত্রী শিল্পের কর্মকর্তা ও কর্মচারীরা একবারে শেষ মুহূর্তে জানায় পানি যাচ্ছে কি যাচ্ছে না? এই সম্পর্কে তিনি বলেন-

"গত রমজানের আমাদের মন্ত্রী মহোদয়ের ইফতার মাহফিলের জন্য পানি চেয়ে মৈত্রী শিল্প থেকে পানি পাইনি। এই রকম সরকারি প্রোগ্রামের জন্য মুক্তা পানির অর্ডার দিয়ে শেষ মুহূর্তে পানি পাওয়া যায় নি পরে অন্য ব্র্যান্ডের পানি দিয়ে প্রোগ্রাম শেষ করতে হয়েছে"।

এখন মুক্তা পানির জন্য নতুন নতুন জায়গা সৃষ্টি হচ্ছে যেমন- আমাদের এলাকার ঢাকা টু লাকসাম যাওয়ার এসি বাসের জন্য ৩০০ মি।লি মুক্তা পানির অনেক চাহিদা রয়েছে কিন্তু আমি পর্যাপ্ত পরিমাণ সাপ্লাই দিতে পারি না কারণ মৈত্রী শিল্প থেকে সেই পরিমাণ সাপোর্ট পাওয়া যায় না ফলে এই এসি বাসগুলো অন্য ব্র্যান্ডের পানি দিয়ে থাকে।

সুপারিশমালা

- ✓ যত দ্রুত সম্ভব প্রত্যক জেলায় একটি করে মৈত্রী শিল্পের কেন্দ্র স্থাপন করা হোক যাতে মৈত্রী শিল্পের পণ্যগুলো সময়মত মানুষের কাছে পৌছে দিতে পারি। একদিকে পণ্য মানুষের কাছে পৌছে দেয়া যাবে এবং পণ্য পরিবহন খরচ অনেক কমে যাবে।
- ✓ বর্তমান সরকারের এটি একটি লাভজনক প্রতিষ্ঠান সুতরাং এই প্রতিষ্ঠান যত দ্রুত প্রসার করানো যায় তত সরকারের লাভ হবে পাশাপাশি অনেক প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা হবে। শুধুমাত্র প্রতিবন্ধী হবে না পাশাপাশি অনেক ব্যবসায়ী মৈত্রী শিল্পের পণ্য বিক্রি করে লাভবান হবে।

- ✓ অনেক সময় মৈত্রী শিল্পে কাঁচামালের স্বল্পতার কারণে পর্যাপ্ত পরিমাণ মুক্তা উৎপাদন করা সম্ভব হয় না। ফলে মুক্তা পানি অথবা প্লাস্টিক পণ্য উৎপাদনের জন্য কাচাবাল সরবরাহ নিশ্চিত করা এবং কাঁচামাল যোগাড়ের জন্য স্থানীয় পরিবেশক এবং ডিস্ট্রিবিউটরদের সাথে যোগাযোগ রাখা।

কেস স্টাডির প্রাপ্ত ফলাফল বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, প্রতিটি কেস মৈত্রী শিল্পে যোগদানের ফলে তাদের সামাজিক, অর্থনৈতিক, মানবীয় ও বস্তুগত সম্পদের ক্ষেত্রে ইতিবাচক পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। সেই লক্ষ্যে কেস স্টাডি থেকে প্রাপ্ত তথ্যাবলী নিচে উল্লেখ করা হল।

সারণি নং ৫.৮.২ কেস স্টাডির তথ্য বিশ্লেষণ

সামাজিক সম্পদ (Social Capital)
সামাজিক সম্পদ সম্পর্কে জোবাইদা বলেন- প্রতিবন্ধী বলে কেউ বিয়ে করতে চাইত না, নেতিবাচকভাবে দেখত, কটু কথা বলত খুব কষ্ট পেতাম। কিন্তু যখন থেকে আমি মৈত্রী শিল্পে চাকুরি করি তখন অবিবাহিত ছিলাম। এখানে সবাই যেহেতু প্রতিবন্ধী তাই আর কেউ বিয়ের জন্য কোন ধরণের কটূক্তি করেনি। জহিরুল ইসলাম এই মৈত্রী শিল্পে চাকুরি করত তিনি অবিবাহিত ছিলেন আমাদের মাঝে একটা বোঝাপড়া হয় তারপরে এখানকার সবাই মিলে এবং পরিবারের পক্ষ থেকে বিয়ের ব্যবস্থা করে"। যে কোন কাজে পরিবারের আয়-ব্যয় বা সম্পত্তি ক্রয়ের ক্ষেত্রে স্বামী আমাকে জিজ্ঞাসা করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে তবে মতামত দিয়ে থাকি। বর্তমানে যেহেতু নিজে আয় করি তাই কিছুটা হলেও নিজে ব্যয় করতে পারি। আগে অন্যের উপর নির্ভরশীল ছিলাম নিজের স্বাধীনতা বলে কিছুই ছিলনা। এখন আমি যে কোন সামাজিক অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করতে পারি তবে স্বামীর অনুমতি নিয়ে থাকি। অন্যান্যদের সাথে কথা বলার দক্ষতা, মেলামেশার দক্ষতা, পরিবেশ পরিস্থিতি বুঝার দক্ষতা আগের চেয়ে অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে। নিজে যেকোন কাজ করার সক্ষমতা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা বৃদ্ধি পেয়েছে। আমি মনে করি মৈত্রী শিল্পে কাজ করছি এমন একটি পরিবেশে যেখানে প্রতিবন্ধী ব্যক্তি প্রতিবন্ধিতার দুঃখ কষ্ট বুঝে এবং সকলেই সকলের সাথে সহনশীলতা আচরণ, একাত্মবোধ হয়ে কাজ করে। আমার সামাজিক অবস্থা, আয়, ব্যয়, সঞ্চয়, খাদ্য নিরাপত্তা, বাসস্থান, চিকিৎসা, সম্পদ যেমন বৃদ্ধি পেয়েছে তেমনি প্রতিবন্ধী যে একজন মানুষ তারও যে সমাজে অবস্থান আছে তা এই প্রতিষ্ঠানের চাকুরি করার মাধ্যমে আমার এই অবস্থান বৃদ্ধি পেয়েছে। আল্লাহ আমার ভাগ্য পরিবর্তন করে দিয়েছেন। অন্যদিকে ফিরোজ মিনা বলেন- *"প্রতিবন্ধী হওয়ার পর থেকে সামাজিক অনুষ্ঠানগুলোতে যেমন- বিবাহের ক্ষেত্রে দাওয়াত দিতে চাইত না বর্তমানে আত্মীয় স্বজনের সকল বিয়েতে দাওয়াত পাই বরং দাওয়াতে না গেলে অন্যরা কষ্ট পায়। আগে মানুষজন দূরে দূরে থাকত এখন মানুষজন কাছে আসতে চাই এবং মিশে কথা বলতে চাই"। এছাড়া তিনি বলেন "মুলত আমার বিয়েটা হয়েছে মৈত্রী শিল্পে চাকুরি পাওয়ার কারণে চাকুরি পাওয়ার আগে অনেক বিয়ে করার চেষ্টা করেছিলাম কিন্তু প্রতিবন্ধিতার কারণে কোন কাজ করতে পারি নাই তাই আমার বিয়ে করা হয় নাই। এখন বিয়ের পর শশুর বাড়িতে আমার আত্ম-সম্মান বৃদ্ধি পেয়েছে"। জনাব* হাফিজুর রহমান বলেন- *"প্রতিবন্ধী হওয়ার পর আত্মীয় স্বজনের কাছ থেকে অনেক দূরে ছিলাম তারা ইচ্ছা করে আমার সাথে যোগাযোগ রাখতে চাইত না কারণ আমার সাথে যোগাযোগ করলে তাদের যদি কোন সাহায্য করতে হয় পাশাপাশি আমার মত তাদের যদি কোন প্রতিবন্ধী সন্তান হয় সেই ভয়ে। কিন্তু আমার চাকুরি হওয়ার পর থেকে আত্মীয় স্বজন এখন যোগাযোগ করে থাকে এবং তাদের বিভিন্ন সামাজিক অনুষ্ঠানে দাওয়াত দেয়"।* সুমন মিয়া বলেন- *"এখন বিয়ে করার কোন পরিকল্পনা নাই। কারণ নিজেকে আরো বেশী প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। আমার জন্য এখন অনেক বিয়ের প্রস্তাব আসে কারণ আমার একটি ভালো চাকুরি আছে। যদি আমি মৈত্রী শিল্পে চাকুরি না করতাম তাহলে আমার পক্ষে বিয়ে করা সম্ভব হত না কারণ প্রতিবন্ধী বলে কেউ আমার কাছে মেয়ে বিয়ে দিত না"।* সেক্ষেত্রে উজির হাওলদার বলেন- *"আমার বিবাহের ক্ষেত্রে চাকরি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে। কারণ মৈত্রী শিল্পে চাকুরির আগে কেউ বিয়ে দিতে চাচ্ছে না এছাড়া আগে একবার বিয়ে হয়েছে দেখে আরো বেশী অনীহা ছিল মানুষের মাঝে। এছাড়া চাকরি পাবার পূর্বে নিজের খাবারের ব্যবস্থা পর্যন্ত ছিল না পরিবারের ভরণ পোষণ তো দূরের কথা"।* **মুহাঃ মুত্তালিব মনে করেন**- *"কোন ব্যক্তি যদি গ্রামের বাইরে থাকেন সেটা তার জন্য আলাদা অবস্থান তৈরি হয় হোক সেটা পড়াশোনা কিংবা অন্য কোন কাজ, মৈত্রী শিল্পে চাকরির কারণে সামাজিক মর্যাদা আগের চেয়ে কিছুটা বেড়েছে। এছাড়া*

বিবাহের ক্ষেত্রে চাকরি একটি বড় ভূমিকা রাখবে কারণ অনেক অভিভাবক চাকুরি দেখে বিয়ে দেবেন আমার কাছে তখন শারীরিক প্রতিবন্ধিতা গৌণ হয়ে যায়"। তিনি আর বলেন- "চাকরির বিষয়টা প্রত্যক মানুষের জন্য একটা আলাদা ব্যাপার, কৃষিকাজের সাথে চাকরির তুলনা চলেনা। যখন আমি কৃষিকাজ করতাম তখন মানুষ আমাকে কোন মূলায়ন করে নাই। একদিকে প্রতিবন্ধী অন্যদিকে কৃষিকাজ দুইটায় আমার জন্য অনেক ঝামেলা মনে হয়েছিল। কিন্তু মৈত্রী শিল্পে কাজ করার পর থেকে মানুষ এখন মূল্যায়ন করতে দেখা যায়" ।

অর্থনৈতিক সম্পদ (Financial Capital)

অর্থনোইতিক সম্পদ সম্পর্কে জোবাইদা বলেন- আমাদের দুইজনের বেতন সব মিলিয়ে ৩০০০০ টাকার মত পাই তাতে আমাদের সংসার ভালোই চলে। খুব বেশি সঞ্চয় করতে পারি না তবে কিছু টাকা সঞ্চয় করার চেষ্টা করি। জোবায়দা বাবার বাড়ি থেকে ২ শতাংশের মত জমি পেয়েছে সেখানে আরো ৩ শতাংশের মত জমি ক্রয় করেছেন যাতে ভবিষ্যতে একটি বাড়ি করতে পারি। বর্তমানে আমার হাতে ১ লাখ টাকার মত নগদ অর্থ আছে এবং বিয়েতে মোহরানা বাবদ ১ লাখ টাকা ধরা হয়েছে সেই টাকা এখনও পরিশোধ করেনি। আমার স্বামীর তেমন কোন সম্পদ নাই সামান্য বাড়িতে কিছু জমি আছে, ফসলি বা চাষাবাদের মত কোন জমি নাই। বর্তমানে তাদের কোন ধরণের ঋণ নাই এবং শাশুড়ি ছাড়া পরিবারের নির্ভরশীল সদস্য নেই। আমার বাচ্চা হওয়ার পর খাবারের খরচ, চিকিৎসার খরচ কিছুটা বৃদ্ধি পেয়েছে তাই পুর্বের মত আর সঞ্চয় করতে পারি না আর্থিক দিক দিয়ে খুব বেশী স্বচ্ছল না হলেও মোটামুটি বাসা ভাড়া দেয়া, খাওয়া, চিকিৎসা, পুষ্টি ও অন্যান্য দিক মিলিয়ে ভালো আছি। এই সম্পর্কে ফিরোজ মিনা বলেন- *"আমার পরিবারে আমি একমাত্র উপার্জনকারী ব্যক্তি আমার বেতনের ৮০০০-১০০০০ টাকা পরিবারের কাছে পাঠায় ঐ টাকা দিয়ে ছেলের পড়াশুনার খরচ এবং আমার বয়স্ক বাবার চিকিৎসার খরচসহ অন্যান্য খাতে ব্যয় করা হয়"। জনাব* হাফিজুর রহমান বলেন—আমি নিজেও এস এস সি পাশ করে মৈত্রী শিল্পের প্রশিক্ষণের মাধ্যমে চাকুরিতে যোগদান করি। প্রথমে চাকুরির বেতন ছিল মাত্র ৬৫০ টাকা বর্তমানে এখন বেতন পাই ৩৫০০০ টাকা। অন্যদিকে উজির হাওলাদার মনে করেন- *"মৈত্রী শিল্পে চাকুরি স্থায়ী হওয়ার কারণে আমি ব্যাংক থেকে ঋণ নিতে পেরেছি। ঋণের টাকা দিয়ে বর্তমানে একটি দুই রুমের বাসা করে আমি জীবনযাপন করতে পারছি। মৈত্রী শিল্পে যোগদান না করলে এই ঘর তৈরি করা আমার পক্ষে সম্ভব হত না। এখন আমার বাসা ভাড়া দিতে হয় না অন্যদিকে আমার বেতন থেকে ব্যাংক ঋণের কিস্তি নিয়ে নেয় আর বাকি টাকা দিয়ে সংসার চালায়"।* গ্রামে তিনি এখনো কোন জমিজমা করতে পারে নাই তবে সামান্য কিছু পৈত্রিক সম্পত্তি আছে। কিন্তু আমার ভাইয়ের সাথে ঐ জায়গা জমি নিয়ে বিরোধ আছে। এমনকি কোর্টে মামলা চলে সেখানে প্রতিমাসেই আমার কিছু বাড়তি টাকা খরচ হয়। জনাব **মিজানুর রহমান মোল্লা বলেন**-বর্তমানে মৈত্রী শিল্প থেকে তিনি মাসিক ২৪,০০০ টাকা বেতন পান। এই আয় দিয়ে ৭ম শ্রেণিতে পড়ুয়া এক সন্তানের পড়াশোনার খরচসহ পরিবারের অন্যান্য ভরণপোষণে দিন চলে যায়। কিন্তু মৈত্রী শিল্পে যোগদান করার পূর্বে আমার কোন ধরণের আয় ছিল না বরং আমার পরিবারের জন্য বোঝা হয়ে ছিলাম। তার আয়ব্যয়, ঋণ এবং সঞ্চয় সম্পর্কে তিনি জানান, *"আমার বর্তমানে ৪ লক্ষ টাকার ঋণ রয়েছে এবং আমার বেতন থেকে মাসিক একটা অংশ ব্যাংক ঋণ পরিশোধের জন্য কেটে নেয়। মৈত্রী শিল্পে যোগদান করার কারণে আমি ব্যংক থেকে এই ঋণ সুবিধা পেয়েছি। যদি মৈত্রী শিল্পে চাকুরি না করতাম তাহলে আমি কারো কাছ থেকে এক টাকা ঋণ পেতাম না"।* গ্রামের বাড়িতে তার নিজস্ব কোনো জায়গা জমি নেই, পৈতৃক জমিতে নিজে ঘর করেছেন। কিন্তু তিনি মৈত্রী শিল্পের আশেপাশে একটি বাসা কেনার জন্য চাচ্ছে যেখানে বিদ্যুৎ ,পানি, ও টয়লেট সহ প্রয়োজনীয় সুবিধা থাকবে। বর্তমান বাসায় সকল সুবিধা আছে কিন্তু বাসা ভাড়া বাবদ অনেক টাকা চলে যায় ফলে অন্যান্য খরচ মেটাতে কষ্ট হয়ে যায়। প্রতিবন্ধীতা সত্ত্বেও মিজানুর রহমান ৮ম শ্রেণী পর্যন্ত পড়াশোনা করেছেন। পরিবারের পড়াশুনা সম্পর্কে তিনি বলেন- *"আগে কৃষি কাজে তেমন কোন আয় ছিলনা ফলে পরিবারের ব্যয় নির্বাহ করা অনেক কঠিন ছিল। মৈত্রী শিল্পে যোগদানের পর থেকে মাসিক বেতন হওয়ার কারণে অন্তত দৈনন্দিন জীবনযাপন নিয়ে চিন্তা করতে হয় না তবে আমার চাকুরি যদি স্থায়ীকরণ হয় তাহলে বেতন কিছুটা বাড়বে"।* মৈত্রী শিল্প থেকে বর্তমানে শিক্ষানবীশ কর্মী হিসাবে তিনি মাসে ৯১০০ টাকা বেতন পান, সেই সাথে গ্রামে কিছু জায়গা জমি থাকায় সেখান থেকেও কিছু আয় আসে। ফলে দুই উৎসের আয় ও ব্যয় সামঞ্জস্য করে জানা যায় যে ব্যয়ের পরে জনাব মোত্তালিবের সামান্য কিছু টাকা সঞ্চয় থাকে।

বস্তুগত সম্পদ (Physical Capital)

অবকাঠামোগত সম্পদ সম্পর্কে ফিরোজ মিনা বলেন-মৈত্রী শিল্পে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের কাজ করার জন্য যে ধরণের সুযোগ সুবিধা দরকার সবই দিয়ে থাকেন। চলাচলের জন্য পর্যাপ্ত পরিমাণ জায়গা, টয়লেট, পানি, বিদ্যুৎ সুবিধা রয়েছে পাশাপাশি হুইল চেয়ার

ব্যবহারকারীর জন্য পর্যাপ্ত রেলিং, র‍্যাম্প এবং সহায়ক উপকরণ রয়েছে। এই দিকে সুমন মিয়া বলেন- *"মৈত্রী শিল্পে চাকুরি স্থায়ী হওয়ার কারণে আমি ব্যাংক থেকে ঋণ নিতে পেরেছি। ঋণের টাকা দিয়ে বর্তমানে একটি দুই রুমের বাসা করে আমি জীবনযাপন করতে পারছি। মৈত্রী শিল্পে যোগদান না করলে এই ঘর তৈরি করা আমার পক্ষে সম্ভব হত না। এখন আমার বাসা ভাড়া দিতে হয় না অন্যদিকে আমার বেতন থেকে ব্যাংক ঋণের কিস্তি নিয়ে নেয় আর বাকি টাকা দিয়ে সংসার চালায়"। জনাব* আরিফুজ্জামান বলেন- *"সুযোগ সুবিধা যা আছে তা প্রতিবন্ধীদের জন্য পর্যাপ্ত নয়, কারণ ব্যক্তিগতভাবে তার দুই পা না থাকায় সাধারণ টয়লেট ব্যবহার করা তার জন্য কষ্টসাধ্য, কিন্তু ফ্যাক্টরিতে কর্মচারীদের জন্য হাই কমোডযুক্ত টয়লেট এর ব্যবস্থা নাই। তাছাড়া পণ্য পরিবহনের জন্য লিফট থাকলেও প্রতিবন্ধী কর্মীদের চলাচলের জন্য লিফটের সুব্যবস্থা নাই"।* তিনি আরো বলেন, মৈত্রী শিল্পে কাজ করা নিয়ে তার কোন অভিযোগ নাই, তবে শুধু প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য থাকার জায়গা, খাওয়ার জন্য একটি ক্যান্টিন, এবং প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের ব্যবহার উপযোগী হাই-কমোড যুক্ত টয়লেট সংযুক্ত করলে তাদের মত প্রতিবন্ধীদের জন্য কাজের পরিবেশ অনেক বেশী উপযোগী হয়ে উঠবে। জনাব মিজানুর রহমান মোল্লা বলেন-গ্রামের বাড়িতে তার নিজস্ব কোনো জায়গা জমি নেই, পৈতৃক জমিতে নিজে ঘর করেছেন। *"অন্যান্য শিল্প কারখানায় যে সুযোগ সুবিধা দেওয়া হয় তার চেয়ে বেশী পরিমানে সুযোগ সুবিধা মৈত্রী শিল্পে আছে। আধুনিক মেশিনে অটো কাজ হওয়াতে প্রতিবন্ধী ব্যক্তি হিসেবে অনেক সুবিধা হয়েছে তবে আবাসিক জায়গা না থাকায় আমাকে দূর থেকে যাতায়াত করতে যেয়ে বেগ পোহাতে হয়। এছাড়াও আমাদের চাকরি জাতীয়করণ না হওয়ায় নিজের ভবিষ্যৎ নিয়ে প্রতিনিয়ত দুশ্চিন্তায় ভুগেন"। জনাব মোঃ মুত্তালিব জানান যে-* অন্যান্য শিল্প প্রতিষ্ঠান থেকে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের চলাচলের জন্য পর্যাপ্ত জায়গা, চলাচলের জন্য র‍্যাম্প, হুইল চেয়ার, লিফট ইত্যাদি সুযোগ সুবিধা রয়েছে। এছাড়া প্রতিবন্ধী ব্যক্তি হিসেবে জীবনযাপন করার জন্য যতটুকু দরকার তা মৈত্রী শিল্প দিয়ে থাকে।

মানবীয় সম্পদ (Human Capital)

মানবীয় সম্পদ সম্পর্কে জোবাইদা জানান যে- স্কুল এবং কলেজে পড়াকালীন সময়ে উপবৃত্তি পেয়েছেন ৩ মাস পর পর ২০০০/- টাকা পাইতাম। এছাড়া শিক্ষা উপকরণ হিসেবে বিনামূল্যে বই, খাতা, পেন্সিল, কলম পেয়েছেন। মাঝে মাঝে এককালীন ভাতাও পেয়েছেন। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যাতায়াত বাবদ কোন ধরণের সহায়তা পাননি। প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রে জোবায়দা আরো জানান যে, সমাজসেবা অফিসের পূর্বে ৩ মাসের বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিব সেন্টার, জিরানীবাজার থেকে ৫টি কোর্সের ওপর প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছেন। প্রশিক্ষণ চলাকালীন খাওয়া দাওয়া, থাকা সম্পূর্ণ ফ্রি ছিল বিধায় তার পক্ষে এই প্রশিক্ষণ নেওয়া সম্ভব ছিল। এই প্রশিক্ষণের সময় তার এক বান্ধবী আরএফএল চাকুরি করত তার মাধ্যমে জোবায়দা আরএফএল এ কাজ শুরু করেছিলেন। এছাড়া আরএফএল এ প্রশিক্ষণ নিয়েছিলেন ইনজেকশন মোল্ডের উপর। বর্তমানে মৈত্রী শিল্পে তিনি কোন ধরণের প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেননি। জোবায়দা জানান যে, সে সেলাই মেশিনে পোষাক তৈরির কাজ জানেনে, হাতের বুনন শিল্পেও তিনি পারদর্শী। মৈত্রী শিল্পের ব্যবহৃত মেশিনগুলো তিনি পরিচালনা করতে পারেন। জনাব হাফিজুর রহমান বলেন- আগে মৈত্রী শিল্পে প্রতিবন্ধী কর্মকর্তা এবং কর্মচারীদের জন্য বিদেশে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা থাকত। আমি নিজেও জাপানে লিডারশীপের উপর প্রশিক্ষণ নিয়েছি। কিন্তু এখন এই ধরণের প্রশিক্ষণ দেয়া হয় না ফলে কর্মকর্তা এবং কর্মচারীদের কর্মদক্ষতা বৃদ্ধি পাবে না। তাই প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য দেশের অভ্যন্তরে এবং বাইরে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা। এছাড়া মৈত্রী শিল্পে কর্মকর্তা এবং কর্মচারীদের জন্য আবাসনের ব্যবস্থা করতে পারলে উৎপাদনের পরিমাণ আরো বেশী বৃদ্ধি পাবে। জনাব আরিফুজ্জামান মতামত দিয়েছেন যে- চাকরির পাশাপাশি প্রতিবন্ধীতার সকল চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করে নিজের লেখাপড়া অব্যাহত রেখেছেন। শেরপুর সরকারি কলেজ থেকে ডিগ্রী পাস করে বর্তমানে মাস্টার্সে অধ্যয়নরত আছেন। শিক্ষা ক্ষেত্রে মৈত্রী শিল্পের অবদান সম্পর্কে তিনি বলেন- " *যারা মৈত্রী শিল্পে স্থায়ী চাকুরি করে তাদের শিক্ষার জন্য কোন ভাতা বা সহায়তা পাইনা তবে যখন পরীক্ষা থাকে প্রতিষ্ঠান তখন ছুটি দেয় এবং পরীক্ষা দেয়ার সুযোগ দেয়। এছাড়াও প্রতিষ্ঠান বিভিন্ন প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করে দেন প্রয়োজন অনুযায়ী"। জনাব* উজির হাওলাদার জানান যে- জন্মের পর থেকে প্রতিবন্ধীতা থাকায় তেমন কোন লেখাপড়া করা হয়ে উঠেনি। তবে মৈত্রী শিল্পে যোগ দেয়ার পূর্বে সমাজসেবা অফিস থেকে বিভিন্ন প্রশিক্ষণ নিয়েছেন যেই প্রশিক্ষণ আমাকে মৈত্রী শিল্পে কাজ করতে সহায়তা করছে। এছাড়া মৈত্রী শিল্প থেকে প্রয়োজন অনুযায়ী বিভিন্ন প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়। যেমন- কাজের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য সমাজসেবা অধিদপ্তরে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করেছিল। জনাব মিজানুর রহমান মোল্লা বলেন- *"প্রতিবন্ধিতা থাকায় আমি বেশী পড়ালেখা করতে পারি নাই কিন্তু আমি আমার ছেলেকে অনেক বেশী পড়াশুনা করার সুযোগ দিব। আমি যদি মৈত্রী শিল্পে চাকুরি না করতাম তাহলে আমি আমার ছেলেকে লেখাপড়া করাতে পারতাম না কারণ লেখাপড়া করাতে যে পরিমাণ খরচ দরকার তা আমি*

বহন করতে পারতাম না। এই জন্যে মৈত্রী শিল্পের প্রতি আমি অনেক বেশী কৃতজ্ঞ"। মৈত্রী শিল্প থেকে তিনি প্লাস্টিকের পণ্য কিভাবে তৈরি করতে হয় তার উপরে ৬ মাসের প্রশিক্ষণ নিয়েছেন। প্রশিক্ষণ গ্রহণের পর থেকে মৈত্রী শিল্পে তিনি কাজ শুরু করেন। মোঃ মুত্তালিব বলেন- বর্তমানে কাজের পাশাপাশি নিজ জেলার কলেজে তিনি ডিগ্রীতে অধ্যয়নরত। চাকরি এখনো অস্থায়ী বলে মৈত্রী শিল্প থেকে কোন ধরণের শিক্ষা সহায়তা, চিকিৎসা সহায়তা কিংবা ভাতা তিনি লাভ করেন না। যদিও যারা স্থায়ী চাকরি করেন মৈত্রী শিল্পে তারাও শিক্ষা সহায়তা পান না। তবে মৈত্রী শিল্প থেকে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণের সুযোগ দিয়ে থাকেন। এছাড়া তিনি জানান, *"আমার ডিগ্রি পরীক্ষার সময় মৈত্রীশিল্প থেকে পরীক্ষায় অংশগ্রহণের জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যক দিনের ছুটি প্রদান করা হয়। যা হয়ত অন্য কোন প্রতিষ্ঠান থেকে পাওয়া যেত না। এছাড়া মৈত্রী শিল্প সবসময় পড়াশুনার প্রতি উৎসাহ যুগিয়েছেন"।* মৈত্রী শিল্পে যোগদানের পরে তিনি আর কোন প্রশিক্ষণে অংশ নেন নাই তবে তিনি বলেন মৈত্রী শিল্প থেকে দেশের বাইরে এবং অভ্যন্তরে অনেক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করে থাকেন।

৫.৯ ফোকাস দল আলোচনা

ফোকাস দল আলোচনাটি গত ১৭ এপ্রিল ২০২৩ তারিখে ঢাকার অদূরে টঙ্গীতে অবস্থিত মৈত্রী শিল্পের কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত আলোচনায় **'প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জীবনমান উন্নয়নে মৈত্রী শিল্পের কার্যক্রমের মূল্যায়ন'** শিরোনামে গবেষণা কাজ সম্পর্কে অংশগ্রহণমূলক আলোচনা করা হয়। উক্ত ফোকাস দল আলোচনায় যে সব ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন তাদের তালিকা নিচে দেয়া হল।

চিত্র ৫.২৪ ফোকাস দল আলোচনায় অংশগ্রহণকারীগণ

সারণি ৫.৯.১ ফোকাস দল আলোচনায় উপস্থিত ব্যক্তিবর্গের নামের তালিকা।

ক্রমিক নং	নাম	বয়স	লিঙ্গ	শিক্ষাগত যোগ্যতা	পেশা / পদবী
১	মহসীন আলী	৪৪	পুরুষ	এম কম	ফ্যাক্টরি ম্যানেজার
২	মোঃ মিজানুর রহমান	৪২	পুরুষ	৮ম শ্রেণী	মেশিন সহকারী
৩	আব্দুল আজিজ	৩৪	পুরুষ	ইইই ইঞ্জিনিয়ার	মেইন্টেনান্স ইঞ্জিনিয়ার
৪	সাইফুল ইসলাম	৩৭	পুরুষ	এম বি এ	কমার্শিয়াল অফিসার
৫	চাঁদ মিয়া	২৯	পুরুষ	বিএসসি ইঞ্জিনিয়ার	এস এ ই (সিভিল)
৬	আজিজুর রহমান খান	৪৫	পুরুষ	এস এস সি	ওয়ার্কশপ ইনচার্জ
৭	মোঃ ওলিয়ার রহমান	৩৯	পুরুষ	৮ম শ্রেণী	মেশিন সহকারী
৮	মোঃ আজিজুর রহমান খান	৩৬	পুরুষ	৮ম শ্রেণী	প্রশিক্ষক
৯	মোঃ আনোয়ার হোসেন	৩৩	পুরুষ	এস এস সি	প্লাই সুপারভাইজার
১০	সজীব হোসাইন	২৩	পুরুষ	ডিগ্রী	লোডার
১১	মোঃ সুমন মিয়া	২৩	পুরুষ	এস এস সি	লোডার
১২	বিষ্ণু পদ রায়	৩৮	পুরুষ	এস এস সি	উৎপাদন সহকারী
১৩	মোঃ হাফিজুর রহমান	৫০	পুরুষ	এস এস সি	ষ্টোর অফিসার

- **মৈত্রী শিল্পের পরিচিত ও প্রসারঃ**

পরিচালিত গবেষণায় পূর্বে প্রস্তুতকৃত ফোকাস দল আলোচনা নির্দেশিকা অনুসরণ করে এই ফোকাস দল আলোচনা সম্পন্ন করা হয়। প্রতিবন্ধীদের নিয়ে বৃহৎ পরিসরে কাজ করার উদ্দেশ্যে প্রতিটি বিভাগ ও জেলায় মৈত্রী শিল্পের শাখা খোলা মৈত্রী শিল্পের অন্যতম লক্ষ্য। এই লক্ষ্য বাস্তবায়নের অংশ হিসাবে কিছু বিভাগে ইতোমধ্যে শাখা স্থাপন করা হয়েছে এবং আরো কিছু বিভাগে স্থাপনের কার্যক্রম চলমান আছে। মৈত্রী শিল্পে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের কাজ করার পাশাপাশি সাধারণ মানুষের জন্যও কাজের সুযোগ হয়েছে। এই সম্পর্কে জনাব মহসিন আলী, ফ্যাক্টরি ম্যানেজার বলেন-

"মৈত্রী শিল্পে সাধারনত মোট জনশক্তির ৯০ ভাগ হল প্রতিবন্ধী ব্যক্তি আর বাকি ১০ ভাগ হল সাধারণ ব্যক্তি। অর্থাৎ মৈত্রী শিল্প শুধুমাত্র প্রতিবন্ধী ব্যক্তির কর্মসংস্থানের পাশাপাশি সাধারণ কিছু মানুষেরও কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা হচ্ছে"।

বর্তমানে মৈত্রী শিল্পে ১৫০ জনের মত প্রতিবন্ধী ব্যক্তি এবং সাধারণ মানুষ কাজ করে যাচ্ছেন। তবে উক্ত প্রতিষ্ঠানে মহিলা কর্মীর সংখ্যা অনেক কম। তবে ভবিষ্যতে মহিলা কর্মীর সংখ্যা বাড়ানো হবে। ১৯৮১ সালে মৈত্রী শিল্প প্রতিষ্ঠিত হলেও ২০০৪ সালে মুক্তা পানি উৎপাদন হওয়ার পর থেকে মৈত্রী শিল্পের পরিচিত লাভ করে। এছাড়া ০৪ এপ্রিল ২০১৯ সালে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সবাইকে মুক্তা পানি পান করার ঘোষণা দিলে মৈত্রী শিল্পের প্রসার আরো বৃদ্ধি পায় এবং মুক্তা পানির চাহিদা ব্যপক বৃদ্ধি পায়। কিন্তু আমাদের উৎপাদনের সীমাবদ্ধতা থাকায় চাহিদা অনুযায়ী যোগান দিতে পারি না। বর্তমানে মৈত্রী শিল্পে অটো মেশিন প্রতিস্থাপন করায় উৎপাদনের পরিমাণ আগের চেয়ে অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে। এই সম্পর্কে জনাব মহসিন আলী, ফ্যাক্টরি ম্যানেজার বলেন-

"প্রতি মাসে আমাদের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান থেকে মুক্তা পানির চাহিদা থাকে ২-২.৫ কোটি টাকার উপরে কিন্তু আমরা যোগান দিতে পারি ৭০-৭৫ লাখ টাকার মত। উৎপাদন উপকরণ, যন্ত্রপাতি এবং অধিক জনবল না থাকায় আমরা চাহিদা অনুযায়ী পানির যোগান দিতে পারি না। যদি বিভাগীয় পর্যায়ে মৈত্রী শিল্পের কার্যক্রম চালু হয় তাহলে আমরা চাহিদা অনুযায়ী যোগান দিতে পারব"।

মূলত মৈত্রী শিল্পে উৎপাদিত পণ্য বাজারজাতকরণ ও বিক্রয়ের মাধ্যমে যে লাভ হয় তা থেকে কর্মকর্তা, কর্মচারীদের বেতন, বোনাস, বৈশাখী ভাতা, প্রনোদনা ভাতা এবং অন্যান্য সুযোগ সুবিধা দেয়া হয়। প্রত্যক কর্মকর্তা-কর্মচারী জাতীয় বেতন গ্রেড অনুযায়ী বেতন দেয়া হয়। এছাড়া এই প্রতিষ্ঠানে কাজ করার কারণে প্রত্যক কর্মকর্তা-কর্মচারী ব্যাংক থেকে ঋণ সুবিধা পাচ্ছে। চাকুরির বয়স শেষ হয়ে যাওয়ার পর যাতে তাদের কষ্ট করতে না হয় সে জন্যে প্রভিডেন্ট ফান্ডের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। প্রত্যক প্রতিবন্ধী ব্যক্তিকে বঙ্গবন্ধু জীবন বীমার আওতায় নেয়া হয়েছে। তবে মৈত্রী শিল্প কর্মরত প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য আবাসনের ব্যবস্থা নাই তবে ভবিষ্যতে ১০ তলা ভবন নির্মানের মাধ্যমে আবাসিক সমস্যা সমাধানের পরিকল্পনা আছে।

মৈত্রী শিল্পের উৎপাদিত পণ্য প্রচার প্রচারণার জন্য রোড-শো করা হয় এবং বিভিন্ন টিভি চ্যানেলে বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে মানুষের কাছে পৌঁছে দেয়া হয়। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমেও মৈত্রী শিল্পের প্রচার প্রচারণা করা হয়। এছাড়া সরকারি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সাথে সমযোতা স্মারকের মাধ্যমে পণ্য ব্যবহারের ব্যবস্থা করা হয়। যেমন- বাংলাদেশের সকল কারাগারগুলোতে মৈত্রী শিল্পের উৎপাদিত প্লাস্টিক পণ্য ব্যবহার করা হয় এবং সরকারি সকল প্রতিষ্ঠানে মুক্তা পানি ব্যবহারের নির্দেশনা রয়েছে।

মৈত্রী শিল্প বাজারজাতকরণের জন্য সারা বাংলাদেশে ৪২ জন ডিলার নিয়োগ দেয়া আছে। এই ডিলার নিয়োগের জন্য আমাদের নিজস্ব নীতিমালা আছে। প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদেরকে ডিলার নিয়োগের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দেয়া হয়। এছাড়া পণ্য পরিবহণের জন্য মৈত্রী শিল্পে ০৮টি কাভার্ড ভ্যান রয়েছে। যদি প্রয়োজন হয় তাহলে বাইরের পরিবহণের মাধ্যমে পণ্য বাজারজাতকরণের ব্যবস্থা করা হয়।

- **প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অর্থনৈতিক অবস্থার উপর প্রভাবঃ**

মৈত্রী শিল্প প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জীবনমান উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে। প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য প্রশিক্ষণের মাধ্যমে কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা এবং কর্মের মাধ্যমে আয়ের পথ সৃষ্টি করে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জীবনযাপনে সহায়তা করে যাচ্ছে। আগে যেখানে প্রতিবন্ধিদের জন্য যাওয়ার কোন জায়গা ছিলনা সেখানে মৈত্রী শিল্প প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করছেন। এই প্রতিষ্ঠানে চাকুরির মাধ্যমে অনেক প্রতিবন্ধী ব্যক্তি তাদের পরিবারের ভরণপোষণ করছে। এই সম্পর্কে ফোকাস দল আলোচনায় অংশগ্রহণকারী সজীব হোসাইন, লোডার বলেন-

"মৈত্রী শিল্পে চাকুরির করার কারণে আমি বেকারত্ব থেকে মুক্তি পেয়েছি পাশাপাশি মাসিক আয়ের মাধ্যমে অর্থনৈতিক মুক্তিও পেয়েছি, আল্লাহর কাছে অনেক শুকরিয়া যে মৈত্রী শিল্প আমাকে কাজের ব্যবস্থা করে দিয়েছেন এর ফলে এখন আর মানুষ আমাকে বোঝা মনে করতে পারবে না এবং পরিবারের কাছেও বুঝা মনে করে না"।

মৈত্রী শিল্পে কর্মসংস্থানের পরে কিছু সংখ্যক কর্মী ঘর করেছেন কিংবা জমি কিনেছেন, অনেকে বিদ্যমান বসতবাড়ির সংস্কার করেছেন। মৈত্রী শিল্পে চাকরির সুবাদে অনেকে ব্যাংক থেকে লোন সুবিধা পেয়েছেন এবং সেই লোনের সাহায্যে বাড়ি তৈরি, জমি ক্রয় সহ বিভিন্ন অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে বিনিয়োগ করতে সক্ষম হয়েছেন। এই সম্পর্কে মোঃ হাফিজুর রহমান, ষ্টোর অফিসার বলেন-

"চাকুরি পাওয়ার আগে গ্রামে একটি কুড়ে ঘর ছিল বর্ষাকালে বৃষ্টি পড়ত অনেক কষ্ট করে থাকতে হত। মৈত্রী শিল্পে যোগদানের পর যখন আমার চাকুরি স্থায়ী হল তখন আমি সোনালী ব্যাংক থেকে ৫০০০০০ টাকা লোন নিয়ে আমার গ্রামের বাড়ি সংস্কার করি। এখন আমার বাবা-মা এবং আমার স্ত্রী ঐ ঘরে শান্তিতে ঘুমাতে পারে। যদি মৈত্রী শিল্পে চাকুরি না করতাম তাহলে আমার পক্ষে ঐ বাড়ি সংস্কার করতে পারতাম না"।

- **প্রতিবন্ধী ব্যক্তির মানবীয় সম্পদের উপর প্রভাবঃ**

মৈত্রী শিল্পে কাজের মাধ্যমে পরিবারের অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিরা অবদান রাখছেন। পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের ভরণপোষণের পাশাপাশি নিজের সন্তানদের ভালো স্কুলে পড়াশুনা করানো, ডাক্তার দেখানো, বিনোদনের ব্যবস্থা করা ইত্যাদি কাজে সহায়তা করছে। এই সম্পর্কে মোঃ আজিজুর রহমান খান, প্রশিক্ষক বলেন-

"মৈত্রী শিল্পে যোগদানের পর থেকে আমার সন্তানদের লেখাপড়া আগের চেয়ে অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে কারণ আগে তাদেরকে স্কুলে পাঠাতে পারি নাই এছাড়া প্রাইভেট পড়াতে পারি নাই কিন্তু এখন আমার বেতনের কিছু অংশ তাদের পড়াশুনা বাবদ খরচ করতে পারি। মৈত্রী শিল্পে যোগদানের ফলে অন্তত খেয়ে পড়ে বেঁচে থাকার অবলম্বন পেয়েছি"।

মৈত্রী শিল্পে চাকুরি করার কারণে অনেক প্রতিবন্ধী ব্যক্তির স্বাস্থ্যের উন্নতির পাশাপাশি পরিবারের স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা ক্ষেত্রে বড় অবদান রাখতে পারছেন। পরিবারের কোন সদস্য অসুস্থ হলে সাথে সাথে ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাওয়া এবং হাসপাতালে ভর্তি করানো ইত্যাদি সহজে করতে পারে। পাশাপাশি নিজের প্রতিবন্ধিতার জন্য কোন চিকিৎসার প্রয়োজন হলে বেতনের টাকা থেকে সহজে চিকিৎসা করাতে পারে। এই সম্পর্কে আজিজুর রহমান খান, ওয়ার্কশপ ইনসার্জ বলেন-

"মৈত্রী শিল্পে যোগদানের পূর্বে অসুস্থ হলে ডাক্তার দেখাতে পারতাম না এবং পরিবারের অন্যান্য সদস্যরাও বিরক্ত হত ডাক্তার দেখানোর ক্ষেত্রে এবং আমার পিছনে টাকা খরচ করতে চাইত না। হয়ত তারা মনে মনে বলত এই প্রতিবন্ধীর চিকিৎসা করে কি হবে? কিন্তু এখন আমার কোন অসুখ হলে সাথে সাথে ডাক্তার দেখিয়ে চিকিৎসা নিতে পারি এমনকি আমার পরিবারের কোন সদস্য অসুস্থ হলে সেখানে আর্থিক সহায়তা করতে পারি"।

- **প্রতিবন্ধী ব্যক্তির সামাজিক সম্পদের উপর প্রভাবঃ**

মৈত্রী শিল্পে কর্মসংস্থানের ফলে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সামাজিক মর্যাদা, অবস্থা, অবস্থান আগের চেয়ে অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে। পূর্বে সমাজে, আত্মীয় স্বজনের কাছে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অবহেলার স্বীকার হতে হত। অনেক কুসংস্কারের ফলে প্রতিবন্ধী ব্যক্তির নিজের এবং ছেলে-মেয়ের বিবাহ ভেঙে যেত। বর্তমানে মৈত্রী শিল্পে চাকুরির কারণে সেই পরিস্থিতি অনেক বদলেছে। এই সম্পর্কে মোঃ হাফিজুর রহমান, ষ্টোর অফিসার বলেন-

"চাকুরির পাওয়ার সমাজে অনেক মুল্যায়ন করা হয় এবং পরিবারে আমার মতামতের গুরুত্ব দেয়া হয়। আমার আত্মীয় স্বজনের ছেলে মেয়ের বিবাহ সংক্রান্ত বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষেত্রে আমার কাছে মতামত চাওয়া হয় এবং বিয়ের জন্য আমার কাছে সাহায্যের আবেদন জানানো হয়"।

মৈত্রী শিল্পে কর্মরত কর্মীরা নিজেরাও এখন বিভিন্ন সমাজসেবামূলক কাজে অংশগ্রহণ করে থাকেন। যেমন- সবাই মিলে একজন প্রতিবন্ধী অসহায়কে রিকশা কিনে দেওয়া এবং প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের চিকিৎসার জন্য সহায়তা করেছেন। সমাজে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের মর্যাদা আগের চেয়ে অনেক বেশী বৃদ্ধি পেয়েছে। এখন প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদেরকে সম্মান করে। এই সম্পর্কে মোঃ হাফিজুর রহমান, ষ্টোর অফিসার বলেন-

"১৯৮৬ সালে যখন মৈত্রী শিল্পে কাজ করি এবং সমাজসেবা অফিসের প্রশিক্ষণ শেষে যখন হুইলচেয়ার নিয়ে বাইরে বের হয় গ্রামের মানুষ তখন দেখতে আসতো, যেটা আমার সামাজিক মুর্যাদা বৃদ্ধির ইঙ্গিত বহন করে। এছাড়া গ্রামের বিভিন্ন সামাজিক অনুষ্ঠানে দাওয়াত দেওয়া হত। সরকারের এই উদ্যোগের কারণে মানুষের মাঝে এই পরিবর্তন সাধিত হয়েছে"।

- **মৈত্রী শিল্পে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য ভৌত অবকাঠামোগত সুবিধা সম্পর্কিতঃ**

মৈত্রী শিল্প সাধারনত অনেক প্রতিবন্ধী বান্ধব কারণ প্রতিবন্ধীদের চলাচলের জন্য পর্যাপ্ত জায়গা, র‍্যাম্প, রেলিং, টয়লেট, হুইল চেয়ার সুবিধা থেকে শুরু করে বসার স্থান, কর্ম পরিবেশের পর্যাপ্ত সুবিধা রয়েছে। তবে মৈত্রী শিল্পে কর্মসংস্থানের ফলে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের শিক্ষা, স্বাস্থ্য, চিকিৎসা ও পুনর্বাসনের ক্ষেত্রে পরিবর্তন আসলেও মৈত্রী শিল্প থেকে কর্মীদের জন্য আলাদা কোন স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা সেবা কিংবা থেরাপি সংক্রান্ত কোন সুবিধা দেয়া হয়না। কর্মীগণ ও পরিবারের সদস্যদের বিশেষায়িত থেরাপি ও চিকিৎসা এবং ক্ষেত্রবিশেষে ফ্রি চিকিৎসার ব্যবস্থা করা। তবে মৈত্রী শিল্পে কর্মরত প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের কেউ অসুস্থ হলে আবেদনের প্রেক্ষিতে প্রতিষ্ঠান থেকে আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয়। এছাড়াও কোন কর্মীর বড় ধরণের দূর্ঘটনা হলে তাকে চিকিৎসা সহায়তা দেয়া। সরকারি হাসপাতালগুলোতে মৈত্রী শিল্পের কর্মীরা বিশেষ কোন সুবিধা পান না, যাতে সরকারি হাসপাতালগুলোতে বিশেষ সুবিধা পাওয়া যায় তার ব্যবস্থা করা। মৈত্রী শিল্প ভৌত অবকাঠামোগত সুবিধা সম্পর্কে জনাব মহসীন আলী, ফ্যাক্টরি ম্যানেজার বলেন-

"মৈত্রী শিল্পে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য পূর্বের তুলনায় সার্বিক সুবিধা অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে। আগে শুধুমাত্র চারটি মেশিন ছিল এবং দশ-পনেরটি ডাইস ছিল সেখানে এখন অনেক মেশিন ও ডাইস রয়েছে। আগে শুধু চার লিটারের কন্টেইনার, ট্রে, প্লেট, গ্লাসে উৎপাদন হত, বর্তমানে উৎপাদনকৃত পণ্যসমূহের সংখ্যা ও জনবল দুটোই বৃদ্ধি পেয়েছে"।

কিন্তু প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য আবাসিক ও যাতায়াত সুবিধা না থাকলেও ভবিষ্যতে এগুলো সংযুক্ত করার পরিকল্পনা রয়েছে। আবাসিক ও যাতায়াত সুবিধা না থাকার কারণে অনেক প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অসুবিধা হচ্ছে। পাশাপাশি উৎপাদন কাজেও ব্যহত হচ্ছে। মৈত্রী শিল্পে পণ্য উত্তোলনের জন্য লিফট থাকলেও কর্মীদের উপরে উঠার জন্য কোন লিফট নাই ফলে অনেক প্রতিবন্ধী সিড়ি দিয়ে উপরে উঠতে পারে না। মৈত্রী শিল্পে কেন্টিন সুবিধা না থাকার কারণে অনেকের দুপুরের খাবার খেতে সমস্যা হচ্ছে। মৈত্রী শিল্পে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য প্রশিক্ষণের সংখ্যা আগের চেয়ে অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে এবং দেশের অভ্যন্তরে ও বাইরে দরকারি প্রশিক্ষণসমূহ প্রদান করা হয়।

- **চ্যালেঞ্জ/সমস্যাঃ**

মৈত্রী শিল্পে কাজ করতে গিয়ে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিরা বর্তমানে কিছু চ্যালেঞ্জ।সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছে। প্রথমত, মৈত্রী শিল্পে যে সমস্ত জনবল কাজ করছেন তাদের জাতীয়করণ না হওয়াটাকে মুখ্য চ্যালেঞ্জ হিসাবে দেখছেন। কারণ চাকুরিটা যদি জাতীয়করণ না হয় তাহলে চাকুরির বয়স শেষ হয়ে গেলে তাদের পেনশন ও অবসর ভাতা থেকে বঞ্চিত হবেন। ফলে অবসর গ্রহণের পরে তাদের জীবনযাপন আরো কঠিন হয়ে যাবে। বৃদ্ধ বয়সে কোন কাজ করতে পারবেন না সেখানে যদি অবসর সুবিধা না পান তাহলে তাদের আবার পূর্বের জীবনে ফিরে যাওয়ার আশংকা রয়েছে। এই সম্পর্কে মোঃ মিজানুর রহমান, মেশিন সহকারী বলেন,

"আমরা মৈত্রী শিল্পে কাজ করছি কিন্তু আমাদের পায়ের তলায় মাটি নাই (অনিশ্চিত ভবিষ্যত) অর্থাৎ আমাদের চাকুরি চলে গেলে আমরা আবার বেকার হয়ে যাব এবং অন্যর উপর বোঝা হয়ে যাবে কারণ চাকুরির বয়স শেষ হয়ে গেলে আমরা কোন ধরণের পেনশন পাব না তাই আমাদের চাকুরীটা জাতীয়করণ করতে চাই এবং আমরা চাপমুক্ত হয়ে কাজ করতে চাই"

দ্বিতীয়ত, সরকারি অনেক প্রতিষ্ঠান জাতীয়করণ হওয়ার ফলে তাদের উৎপাদন সেই আগের মত হয় না এমনকি অনেক সরকারি প্রতিষ্ঠান বন্ধ হয়ে যাওয়ার আশংকা থাকে। যেমন- পাট শিল্পের প্রতিষ্ঠানগুলো। সেইক্ষেত্রে ফোকাস দল আলোচনার অনেক অংশগ্রহণকারী বলেন সাধারণত শ্রমিক ইউনিয়নের কারণে সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলো বন্ধ হয় এবং শ্রমিক ইউনিয়নের কারণে প্রতিষ্ঠানে কাজের পরিবেশ থাকেনা। কিন্তু আমরা এই প্রতিষ্ঠানে কোন ধরণের শ্রমিক ইউনিয়ন চাই না। আমরা জাতীয়করণ হলে শুধু উৎপাদনের কাজে মনোযোগী হবে।

তৃতীয়ত, মৈত্রী শিল্প যেহেতু প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের দ্বারা পরিচালিত প্রতিষ্ঠান সেহেতু তাদের জন্য কোন ধরণের আবাসিক ও যাতায়াত সুবিধা না থাকায় কর্মীদের বিভিন্ন সমস্যার মুখোমুখি হতে হয়। অনেক প্রতিবন্ধী ব্যক্তি দূর থেকে চলাচল করে আসা তাদের জন্য কষ্টসাধ্য কারণ সাধারণ পরিবহনগুলো এখনও প্রতিবন্ধী বান্ধব না হওয়ায় প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের যাতায়াতে সমস্যা হয়।

চতুর্থত, প্রতিষ্ঠানের অভ্যন্তরে প্রতিবন্ধীদের চলাচলের জন্য সব জায়গায় বিশেষ ব্যবস্থা যেমন র‍্যাম্প, রেলিং, টয়লেট, সিড়ি থাকলেও প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য বিশেষ শৌচাগারের ব্যবস্থা না থাকা, উপরে উঠানামার জন্য লিফট না থাকা এছাড়া ক্যান্টিন, টিভিরুম ও বিশ্রামাগার না থাকায় কিছুটা অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয়।

- **সুপারিশমালা**

ফোকাস দল আলোচনা থেকে যেসব সুপারিশমালা উঠে এসেছে তা নিম্নে লিপিবদ্ধ করা হল-

- প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য পর্যাপ্ত সুবিধা সম্বলিত প্রতিবন্ধীদের বসবাস উপযোগী আবাসনের ব্যবস্থা করা যেখানে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের যাতায়াতের সুবিধা, চলাচলের সুবিধা, র‍্যাম্প, রেলিং ইত্যাদি পর্যাপ্ত পরিমাণে থাকবে। যে সকল প্রতিবন্ধী দূর থেকে যাতায়াত করেন তাদের জন্য পর্যাপ্ত পরিবহণ সুবিধা নিশ্চিত করা কারণ বর্তমান সাধারণ পরিবহণগুলো প্রতিবন্ধিবান্ধব না।
- অতিদ্রুত মৈত্রী শিল্পের সকল কর্মকর্তা এবং কর্মচারীদের জাতীয়করণ করা যাতে চাকুরির বয়স শেষ হলে অবসর সুবিধা, পেনশন সুবিধা পেতে পারেন।
- প্রত্যক জেলা শহর এবং বিভাগীয় শহরগুলোতে নিজস্ব শো রুম স্থাপনের ব্যবস্থা করা এবং উৎপাদিত পণ্য প্রদর্শন এবং বিক্রয়ের ব্যবস্থা করা।
- সারাদেশের সরকারি হাসপাতাল, এতিমখানা, শিশু পরিবার ইত্যাদি প্রতিষ্ঠানগুলোতে মৈত্রী শিল্পের উৎপাদিত পণ্য ব্যবহারের ব্যবস্থা করা এবং টেন্ডারবিহীন সেবা গ্রহণের ব্যবস্থা করা।
- বর্তমান সময়ের সাথে তাল মিলিয়ে উৎপাদিত পণ্যের বিশেষ করে প্লাস্টিক পণ্যের নকশা ও ডিজাইনে পরিবর্তন আনা এবং স্মার্ট পণ্যদ্রব্য প্রস্তুত করা। এছাড়া মৈত্রী শিল্পে নতুন নতুন পণ্যের তৈরির ব্যবস্থা করা।
- মৈত্রী শিল্পে আরো বেশি বেশি প্রতিবন্ধী জনবল নিয়োগের মাধ্যমে উৎপাদনের পরিমাণ বৃদ্ধি করা এবং বিভাগীয় এবং জেলা পর্যায়ে মৈত্রী শিল্পের শাখা অতিদ্রুত চালু করার ব্যবস্থা করা। পাশাপাশি প্রতিবন্ধী জনবলের জন্য সব ধরণের ভাতা, ওভারটাইমের ব্যবস্থা করা এবং মেশিনারিজ বৃদ্ধি করা।
- মৈত্রী শিল্পে নিয়োগপ্রাপ্ত জনবলের জন্য দেশের অভ্যন্তরে এবং বাইরে প্রয়োজনমাফিক আধুনিক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা।

৫.১০ মূল তথ্যদাতার সাক্ষাৎকার

নামঃ **আব্দুল আজিজ**

পদবীঃ **ওয়ার্কশপ ইনচার্জ, মৈত্রী শিল্প, টঙ্গী, গাজীপুর**

গ্রেডঃ **১৫ তম**

মোবাইলঃ **০১৯১৪৫১৩১৮৯**

মৈত্রী শিল্পে যে সকল যন্ত্রপাতির ওপর প্রশিক্ষণ দেয়া হয় তার সময়কাল হলো-

- সারফেস গ্রান্ডিং মেশিন (৩ মাস)
- পাওয়ার হেক্সো মেশিন (৩ মাস)
- টুলস গ্রান্ডিং মেশিন (৩ মাস)
- ভার্টিক্যাল মিলিং মেশিন (৩ মাস)
- লেদ মেশিন (৩ মাস)
- পাওয়ার ড্রিল মেশিন (৩ মাস)
- শেপার মেশিন (৩ মাস)
- বেজ গ্রান্ডিং (৩ মাস)
- ওয়েল্ডিং মেশিন (৩ মাস)

এছাড়া প্রতিদিন ৫-১০ জনের মত প্রতিবন্ধী ব্যক্তি পালাক্রমে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়। পর্যায়ক্রমে সবাইকে সকল মেশিন সম্পর্কে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়। যতক্ষণ পর্যন্ত প্রশিক্ষনার্থীর আয়ত্বে না সে ততক্ষণ পর্যন্ত মেশিন পরিচালনার ওপর প্রশিক্ষণ দেয়া হবে। তাছাড়া কর্মরত অবস্থায় কোন সমস্যা হলে জরুরি ভিত্তিতে সেই বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়।

যাদেরকে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়।

সাধারণত মৈত্রী শিল্প প্রতিষ্ঠানে কর্মরত প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের চাকুরির পূর্বে প্রশিক্ষণ দেয়া হয় থাকে। চাকুরি চলাকালীন প্রয়োজন অনুযায়ীও প্রশিক্ষণ দেয়া হয়। এছাড়া সমাজসেবা অফিস থেকে যে সমস্ত প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের রেফার করা হয় তাদেরকেও প্রশিক্ষণ দেয়া হয়। আবার কোন প্রতিবন্ধী ব্যক্তি পরিচিত কারো মাধ্যমে আসলে বা যোগাযোগ করলে অনেক সময় প্রশিক্ষণ দেয়া হয়। মূলত অভ্যন্তরীণ প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের প্রশিক্ষণের ওপর বেশী জোর দেয়া হয়।

যোগ্যতা

প্রশিক্ষণের যোগ্যতা সম্পর্কে তিনি বলেন ন্যুনতম এস এস সি পাশ হলে প্রশিক্ষণের জন্য ভালো হয়। এই প্রশিক্ষণগুলো যেহেতু প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য দেয়া সেহেতু অধিকাংশ প্রতিবন্ধী ব্যক্তি অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত পড়াশুনা করেছেন। ভবিষ্যতে শিক্ষাগত যোগ্যতা এস এস সি পাশ পর্যন্ত করার পরিকল্পনা আছে। এছাড়া যে সকল প্রতিবন্ধী অশিক্ষিত বা অল্প শিক্ষিত তাদের অনানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যবস্থার মাধ্যমে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করবেন। তাছাড়া যেসব প্রতিবন্ধী পড়াশুনা করতে আগ্রহী তাদেরকে উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বা কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের অধীনে পড়াশুনার সুযোগ করে দেয়া যেতে পারে। এখানে বেশীরভাগ প্রতিবন্ধী ব্যক্তি অষ্টম শ্রেণী পাশ ও এস এস সি পাশ করেছেন তবে ২-৪ জন আছেন যারা ডিগ্রি বা এম এ পাশ করেছেন।

রিসোর্স পারসন

প্রশিক্ষণে যারা প্রশিক্ষণ দিয়ে থাকে তাদের সম্পর্কে তিনি বলেন- অভ্যন্তরীণ পর্যায়ে তিনি নিজে প্রশিক্ষণ দিয়ে থাকেন। এছাড়া বাংলাদেশ কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র থেকে প্রশিক্ষকগণ ৭ দিনের জন্য বিভিন্ন বিষয়ে প্রশিক্ষণ দিয়ে থাকেন যেমন- ইলেকট্রিক্যাল মেশিন পরিচালনা, মেকানিক্যাল অফিস ম্যানেজমেন্ট, লিডারশীপ ইত্যাদির ওপর প্রশিক্ষণ দিয়ে থাকেন। সাধারণত একটি ব্যাচে ২০ জন করে অংশগ্রহণকারী থাকেন এবং শিফটিং এর মাধ্যমে এই প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা করেন। প্রতিবছর ন্যুনতম একবার এই প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। একাধিকবারও হতে পারে তিনি এক্ষেত্রে বলেন, এই ধরণের প্রশিক্ষণের জন্য দেশের বাইরেও পাঠানো যেতে পারে তাতে কর্মচারীদের দক্ষতা বৃদ্ধি পাবে। মাঝে মধ্যে অন্য প্রতিষ্ঠানের প্রশিক্ষকবৃন্দ বিভিন্ন বিষয়ে প্রশিক্ষণ দিয়ে থাকেন।

সুযোগ সুবিধা

প্রশিক্ষণ চলাকালীন প্রশিক্ষনার্থীদের খাওয়া দাওয়া এবং যাতায়াত ভাতা দেয়া হয়। যেহেতু মৈত্রী শিল্পে নিয়োজিত ব্যক্তিদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়ে থাকে বেশীরভাগ ক্ষেত্রেই তাই এখানে থাকার বা আবাসিক সুবিধার দরকার হয়না। এছাড়া বর্তমানে আবাসিক সুবিধার ব্যবস্থাও নাই। ভবিষ্যতে মৈত্রী শিল্পে যদি একটি প্রশিক্ষণ কোর্স চালু করা যায় অর্থাৎ অভ্যন্তরীণ ও বাইরের ইচ্ছুক

প্রতিবন্ধীদের জন্য আবাসিক সুবিধারও ব্যবস্থা থাকতে পারে। প্রশিক্ষণকালীন কেউ কোন দূর্ঘটনার সম্মুখীন হলে তাকে ক্ষতিপূরণ দেয়া হয় এবং চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়।

সারণি ৫.১০.১ মৈত্রী শিল্পের প্রশিক্ষণ সম্পর্কিত তথ্যাবলী

বিগত ৫ বছর	বিষয়বস্তু	অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা	সময়কাল
২০১৭-২০১৮	প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত প্রতিবন্ধী ব্যক্তি	২৯০ জন	৩ মাস
	কর্মসংস্থান প্রাপ্ত প্রতিবন্ধী ব্যক্তি	২২০ জন	
২০১৮-২০১৯	প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত প্রতিবন্ধী ব্যক্তি	৩০০ জন	৩ মাস
	কর্মসংস্থান প্রাপ্ত প্রতিবন্ধী ব্যক্তি	২৩৫ জন	
২০১৯-২০২০	প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত প্রতিবন্ধী ব্যক্তি	৩১০ জন	৩ মাস
	কর্মসংস্থান প্রাপ্ত প্রতিবন্ধী ব্যক্তি	২৫০ জন	
২০২০-২০২১	প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত প্রতিবন্ধী ব্যক্তি	৩২০ জন	৩ মাস
	কর্মসংস্থান প্রাপ্ত প্রতিবন্ধী ব্যক্তি	২৬০ জন	
২০২১-২০২২	প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত প্রতিবন্ধী ব্যক্তি	৩৩০ জন	৩ মাস
	কর্মসংস্থান প্রাপ্ত প্রতিবন্ধী ব্যক্তি	২৭০ জন	

উৎসঃ মৈত্রী শিল্প; ২০২৩

প্রশিক্ষণের চ্যালেঞ্জ ও সুপারিশমালা

- লেদ মেশিন, ওয়েল্ডিং মেশিনগুলো পরিচালনা করা একটু ঝুকিপূর্ণ তাই অনেকে ভয়ে এই বিষয়ে প্রশিক্ষণ নিতে চায় না।
- লেদ মেশিন চালাতে অনেক সময় অসাবধানবশত হাত/পা কেটে যেতে পারে দেহ বা অঙ্গো ক্ষত হতে তাই অনেকে মাঝে অনীহা থাকে।
- ওয়েল্ডিং মেশিন চোখের ক্ষতি সাধিত করে থাকে, চোখ লাল হয়ে যায়, দীর্ঘ সময় ও অবিরাম পরিচালনার ক্ষেত্রে চোখে নানবিধ সমস্যা হয়ে থাকে তাই অনেক সময় প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের মধ্যে অনীহা দেখা যায়।
- প্লাস্টিক দ্রব্য উৎপাদনের ক্ষেত্রে বাজারের অন্যান্য প্লাস্টিক দ্রব্যের মান, ডিজাইন, ও কোয়ালিটি অনুযায়ী প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা যাতে জনগণের কাছে মৈত্রী শিল্পের উৎপাদিত প্লাস্টিক পণ্য পছন্দ হয়, সাশ্রয় হয়, টেকসই হয়।
- কমিউনিটির কাছে যাতে গ্রহণযোগ্যতা বৃদ্ধি পায় সে জন্যে প্রশিক্ষণ, ডিজাইন, যন্ত্রপাতি টেকসই ও স্থায়িত্বের বিকল্প নাই।
- প্রশিক্ষণের জন্য আধুনিক যন্ত্রপাতি প্রতিস্থাপিত করতে হবে। বেশীরভাগ যন্ত্রপাতি অনেক পুরোনো এবং ২০০১ সালের। বর্তমান বিশ্বায়নের যুগে ও স্মার্ট বাংলাদেশের জন্য চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের ক্ষেত্রে আধুনিক যন্ত্রপাতির ব্যবহার, অটোমেশনের উপর গুরুত্ব দিতে হবে।
- চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের চাহিদা অনুযায়ী দক্ষ মানব সম্পদ গড়ে তোলার লক্ষ্যে একটি পূর্নাঞ্চ প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন করতে হবে। যাতে বাইরে বসবাসরত প্রতিবন্ধী ব্যক্তি সাধারণ যুবক বা স্থানীয় পর্যায়ে আগ্রহীদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা যেতে পারে।

- প্রতিবন্ধী ব্যক্তিরা যেহেতু মেকানিক্যাল, ওয়েল্ডিং এর কাজ একটু কষ্টকর তাই অনেকের মধ্যে ভয় ও অনীহা কাজ কর থাকে তাই তাদের জন্য একজন কাউন্সেলর নিয়োগ প্রদান করা যাতে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের উদ্বুদ্ধ করতে পারেন। এছাড়া ব্যক্তিগত জীবনে নানাবিধ সমস্যা হতে পারে তার জন্যে একজন কাউন্সেলর রাখা যেতে পারে।
- দেশে বিদেশের বিভিন্ন স্থানে প্রশিক্ষণের জন্যে প্রেরণ করা যেতে পারে এতে অভিজ্ঞতা, দক্ষতা, মেশিনারীজ সম্পর্কিত জ্ঞান বৃদ্ধি পাবে।

প্রতিবন্ধীদের জীবনমান উন্নয়নে মৈত্রী শিল্পের প্রভাব সম্পর্কে তিনি বলেন, বর্তমানে মুক্তা পানির চাহিদা উৎপাদনের তুলনায় অনেক বেশী ফলে এই ধরণের প্রতিষ্ঠান আরো বেশী করে গড়ে তোলা প্রয়োজন এতে সমাজের যে সকল প্রতিবন্ধী ব্যক্তি বোঝা হয়ে বসবাস করে তাদের জন্য কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা হবে পাশাপাশি সরকারকে প্রতিবন্ধী ভাতার জন্যে বিশাল অংকের অর্থ ব্যয় করতে হবে না। প্রশিক্ষণের মাধ্যমে কর্মের ব্যবস্থা করে দিলে এই সকল প্রতিবন্ধী ব্যক্তি জাতীয় আয়ে অবদান রাখতে পারবে তেমনিভাবে তাদের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নে সহায়ক হবে। মৈত্রী শিল্পে যারা কাজ করছেন তাদের জীবনযাত্রার অনেক পরিবর্তন সাধিত হয়েছে শুধুমাত্র অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে নয় সামাজিক মর্যাদাও বৃদ্ধি পেয়েছে বিশেষ করে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিকে কেউ বিয়ে করতে চাইত না আবার প্রতিবন্ধী না হলেও আপন ভাই/বোন প্রতিবন্ধী থাকলে বলা হত প্রতিবন্ধী পরিবার। সুতরাং প্রতিবন্ধী পরিবারের ছেলে/মেয়ে বিয়ে দিবে না। এখানে কর্মে যোগদান করার পর আর কেউ কটু কথা বলে না। বরং বলে প্রতিবন্ধী হয়ে সরকারি চাকুরি করে। এই যে সামাজিক মর্যাদা, গ্রহণযোগ্যতা, অধিকার এবং সুযোগ সুবিধা একজন প্রতিবন্ধী ব্যক্তিকে জীবনের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তনের একমাত্র সহায়ক চাবিকাঠি এবং কর্মের ব্যবস্থাকরণ।

চিত্র ৫.২৫ প্রশিক্ষণ চলাকালীন মুহূর্ত

মূল তথ্যদাতার সাক্ষাৎকার

নামঃ জনাব মোঃ সেলিম খান

পদবীঃ নির্বাহী পরিচালক (যুগ্ম সচিব), শারীরিক প্রতিবন্ধী সুরক্ষা ট্রাষ্ট, মৈত্রী শিল্প

ঠিকানাঃ টঙ্গী, গাজীপুর

সারণি ৫.১০.২ মৈত্রী শিল্পের উৎপাদন সম্পর্কিত তথ্যাবলী

বিগত ৫ বছর	বিষয়বস্তু	পরিমাণ
২০১৭-২০১৮	মৈত্রী শিল্পের প্লাস্টিক পণ্য	১২৫,০০,০০০ পিস
	মুক্তা ড্রিঙ্কিং ওয়াটার	১৬০,০০,০০০ লিটার
২০১৮-২০১৯	মৈত্রী শিল্পের প্লাস্টিক পণ্য	১৮,০০,০০০ পিস
	মুক্তা ড্রিঙ্কিং ওয়াটার	৩০,০০,০০০ লিটার
২০১৯-২০২০	মৈত্রী শিল্পের প্লাস্টিক পণ্য	১৮,৪৫,৪১৬ পিস
	মুক্তা ড্রিঙ্কিং ওয়াটার	৩৯,৮১,২৮৬ লিটার
২০২০-২০২১	মৈত্রী শিল্পের প্লাস্টিক পণ্য	২০,৮৩,০০০ পিস
	মুক্তা ড্রিঙ্কিং ওয়াটার	৩৫,৭৬,০০০ লিটার
২০২১-২০২২	মৈত্রী শিল্পের প্লাস্টিক পণ্য	১৯,৪৭,৬৭৭ পিস
	মুক্তা ড্রিঙ্কিং ওয়াটার	৪২,৮৭,৯৯৯ লিটার
২০২২-২০২৩	মৈত্রী শিল্পের প্লাস্টিক পণ্য	১৮,০০,০০০ পিস
	মুক্তা ড্রিঙ্কিং ওয়াটার	৪৫,০০,০০০ লিটার

উৎসঃ মৈত্রী শিল্প; ২০২৩

সারণি ৫.১০.৩ মৈত্রী শিল্পের বিপণন সম্পর্কিত তথ্যাবলী

বিগত ৫ বছর	বিষয়বস্তু	টাকা
২০১৯-২০২০	মৈত্রী শিল্পের প্লাস্টিক পণ্য	১৩৭,৮০,৬৯৬/-
	মুক্তা ড্রিঙ্কিং ওয়াটার	৩৬২,১৩,২৪২/-
২০২০-২০২১	মৈত্রী শিল্পের প্লাস্টিক পণ্য	১ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা
	মুক্তা ড্রিঙ্কিং ওয়াটার	২ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা
২০২১-২০২২	মৈত্রী শিল্পের প্লাস্টিক পণ্য	২ কোটি ২০ লক্ষ টাকা
	মুক্তা ড্রিঙ্কিং ওয়াটার	৪ কোটি ৩০ লক্ষ টাকা
২০২২-২০২৩	মৈত্রী শিল্পের প্লাস্টিক পণ্য	২ কোটি টাকা
	মুক্তা ড্রিঙ্কিং ওয়াটার	৩ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা

উৎসঃ মৈত্রী শিল্প; ২০২৩

ষষ্ঠ অধ্যায়- উপসংহার ও সুপারিশমালা

বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য চাকুরির বা কর্মসংস্থানের নিশ্চয়তার বিধান রয়েছে এবং প্রত্যক কর্মক্ষেত্রে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য সর্বোচ্চ ১০% কোটা নির্ধারণ করা হয়েছে। কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে বাংলাদেশের কোন প্রতিষ্ঠানে এই ১০% কোটা নির্ধারনের বিষয়টি মানা হয় না। এই কোটা নির্ধারনের বিষয়টি পুরোপুরি বাস্তবায়ন করছে বাংলাদেশের একমাত্র প্রতিষ্ঠান 'শারীরিক প্রতিবন্ধী সুরক্ষা ট্রাষ্ট, মৈত্রী শিল্প' যেখানে ৯০% প্রতিবন্ধী কাজ করছেন। প্রাথমিকভাবে তিন মাসের প্রশিক্ষণের মাধ্যমে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিরা এই প্রতিষ্ঠানে কাজ করার সুযোগ পায়। যে সকল প্রতিবন্ধী ব্যক্তি এই প্রতিষ্ঠানে কাজ করে তাদের জীবনযাত্রার মান অন্যান্য প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের তুলনায় অনেক ভালোভাবে জীবনযাপন করছে। উক্ত গবেষণার মাধ্যমে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের মৈত্রী শিল্পে কর্মসংস্থানের ফলে তাদের জীবনযাত্রার মানের ওপর কি ধরণের প্রভাব পড়ে তা খুজে বের করা। গবেষণার প্রাপ্ত ফলাফল থেকে দেখা যায় মৈত্রী শিল্পে যোগদানের পূর্বে যে সমস্ত প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সামাজিক, আর্থিক, মানসিকভাবে বিভিন্ন সমস্যা পরিলক্ষিত হয়েছে সেই সকল প্রতিবন্ধী ব্যক্তির মৈত্রী শিল্পে কাজ করার কারণে তাদের জীবনযাত্রার মানে ব্যপক পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। শুধুমাত্র জীবনযাত্রার মানের পাশাপাশি তাদের সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধি পেয়েছে এবং মানসিক শান্তি পরিলক্ষিত হয়েছে।

গবেষণায় পরিমাণগত ও গুনগত পদ্ধতি ব্যবহারের মাধ্যমে প্রতিবন্ধী ব্যক্তি এবং মৈত্রী শিল্পে কর্মরত অন্যান্য কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের কাছ থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। উক্ত গবেষণার ফলাফলে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জীবনমান পর্যবেক্ষনের পাশাপাশি মৈত্রী শিল্পের কার্যক্রম সম্পর্কে সোয়াট এনালাইসিসের মাধ্যমে কার্যকারিতা যাচাই করা হয়েছে। মৈত্রী শিল্পের কার্যক্রম যাচাই করতে ফিয়ে মৈত্রী শিল্পে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের পর্যাপ্ত সুযোগ সুবিধা প্রদান করে থাকলেও কিছু সীমাবদ্ধতা পরিলক্ষিত হয়েছে যেমন- আবাসন সুবিধা না থাকা, যানবাহনের ব্যবস্থা নাই, ক্যান্টিন সুবিধা নাই, মেডিকেল সুবিধা নাই এবং চাকুরি জাতীয়করণ না হওয়ায় প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের মধ্যে এক ধরণের অস্থিরতা কাজ করছে। সুতরাং গবেষণার প্রাপ্ত ফলাফল বিশ্লেষণের মাধ্যমে এবং তথ্যদাতাদের সাথে পরামর্শের ভিত্তিতে কার্যকরী সুপারিশ প্রদান করা হলো এই গবেষণার অন্যতম উদ্দেশ্য।

মৈত্রী শিল্পের কার্যক্রম মূল্যায়নের ক্ষেত্রে গবেষণায় SWOT Analysis **করেছেন। সেক্ষেত্রে মৈত্রী শিল্পের অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক চলক চিহ্নিতকরণ করেছেন। চলক চিহ্নিতকরণের পর চলকের সবল দিক, দুর্বল দিক, সুবিধা এবং হুমকি নিয়ে পুঙ্কানুপুঙ্কভাবে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। অভ্যন্তরীণ চলকের মধ্যে রয়েছে- জনবল, অবকাঠামো, কর্ম পরিবেশ, কর্ম সন্তুষ্টি, কর্মের উপকরণ ও আসবাবপত্র, পরিস্কার পরিছন্নতা, প্রতিবন্ধীদের প্রতি অন্যান্য কর্মকর্তা কর্মচারীদের আচার আচরণ, ব্যবহার, মনোভাব, সেবা প্রাপ্তির প্রক্রিয়া (সময়, ব্যয়, পরিদর্শন), আর্থিক ব্যবস্থাপনা, প্রচার প্রচারণা, বার্ষিক কার্যক্রম, উদ্বুদ্ধমূলক কার্যক্রম, সহশিক্ষা কার্যক্রম, পেশাগত সম্পর্ক, পদন্নোতি, বোনাস ও অন্যান্য সুবিধা। অন্যদিকে বাহ্যিক চলকের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত বিষয়গুলো হল- বিদেশী সহায়তা/অনুদান, প্রতিবন্ধীদের সংখ্যা ও চাহিদা, বাইরের লোকজনের হীনমন্যতা, পুনর্বাসন ও ফলোআপ, কর্ম সৃষ্টি, কর্ম মুল্যায়ন, বাজারজাতকরণ, উৎপাদিত পণ্যের চাহিদা ও যোগান, অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের সাথে সমন্বয়, বিনোদনের সুযোগ সুবিধা, এবং অন্যান্য বিষয়াবলী। নিচে** SWOT Analysis **করা হল-**

সারণি ৬.১ SWOT Analysis

অভ্যন্তরীণ চলক সমূহ	Strengthen	Weakness
জনবল (পর্যাপ্ত ও দক্ষ)	প্রতিবন্ধী জনবল হওয়ায় দক্ষতার সাথে কাজ করে যাচ্ছে। কর্ম মানসিকতা এবং কাজ করার প্রবণতা অনেক বেশী।	মোটামুটি জনবল আছে তবে পণ্যের চাহিদা পূরনের জন্য পর্যাপ্ত নয় জেন্ডারবান্ধব জনবলের অনুপস্থিতি রয়েছে বিশেষ করে নারী প্রতিবন্ধীর সংখ্যা খুবই কম দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য দেশের অভ্যন্তরে এবং বাইরে প্রশিক্ষণের সুযোগ আগের চেয়ে কম। প্রশিক্ষণ কাঠামোবদ্ধ নয়
কর্ম পরিবেশ	কর্ম পরিবেশ প্রতিবন্ধী বান্ধব	জাতীয়করণ না হওয়ায় তাদের মধ্যে এক ধরণের হতাশা কাজ করে থাকে যা কাজের উৎপাদনকে ব্যহত করতে পারে।
ভৌত অবকাঠামোগত পরিবেশ (পর্যাপ্ত স্থান, আলো বাতাস চলাচল, বসার জায়গা, চেয়ার, টেবিল, খেলাধুলার স্থান, পয়নিস্কাশন ব্যবস্থা, বর্জ্য ব্যবস্থা)	পর্যাপ্ত পরিমাণ জায়গা রয়েছে, প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের কাজ করার জন্য এবং চেয়ার, টেবিল, আসবাবপত্র পর্যাপ্ত পরিমাণ রয়েছে। পয়ঃনিষ্কাশন ও বর্জ্য ব্যবস্থাপনা অনেক ভালো	লিফটগুলো সাধারণত পণ্য পরিবহণের কাজে ব্যবহৃত হয় প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের চলাচলের জন্য লিফটের সংখ্যা কম
নিরাপত্তা ও কর্মনিরাপদ ব্যবস্থা	পর্যাপ্ত পরিমাণ নিরাপত্তার ব্যবস্থা রয়েছে কর্মকালীন সময়ে দূর্ঘটনার শিকার হলে ক্ষতিপূরণ ও চিকিৎসার ব্যয়ভার বহন করা হয়।	শারীরিক নিরাপত্তার জন্য সহায়ক উপকরণ (গগলস, হেলমেট, হুকস ইত্যাদি) স্বল্পতা রয়েছে।
পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা	প্রতিদিন পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখা হয়	
প্রতিবন্ধিদের প্রতি অন্যান্য কর্মচারীদের আচার আচরণ, ব্যবহার ও মনোভাব	৯০ শতাংশ প্রতিবন্ধী ব্যক্তি এই প্রতিষ্ঠানে কাজ করে থাকে বাকি ১০ শতাংশ সাধারণ ব্যক্তি একারণে সৌহার্দ্যমূলক, ইতিবাচক ও	

	প্রতিবন্ধিবান্ধব পরিবেশ রয়েছে।	
সেবা প্রাপ্তির প্রক্রিয়া	আধুনিক যন্ত্রপাতি পর্যায়ক্রমিক স্থাপন করা হয়েছে পানি উৎপাদন অটোমেশন করা হয়েছে।	মেশিন ও যন্ত্রপাতি তুলনামূলক কম থাকায় চাহিদার তুলনায় উৎপাদনে ঘাটতি দেখা যায় ফলে ভোক্তার কাছে পণ্য প্রাপ্তিতে অনেক সময় লাগে। চাহিদা এবং যোগানের মধ্যে অসামঞ্জস্যতা রয়েছে
মজুরি, বেতন, বোনাস, অনুদান, ভাতা, পেনশন, গ্রাচুইটি, প্রভিডেন্ট ফান্ড	আগের চেয়ে অনেক ভালো অবস্থানে আছে। আগে মজুরী ও বেতন কাঠামো চালু ছিল বর্তমানে সকলেই একই নিয়মে এবং ব্যাংকিং এর মাধ্যমে বেতন পায়।	পেনশন সুবিধা নাই যেহেতু জাতীয়করণ করা হয় নাই। উৎপাদনে ব্যহত হলে কর্মচারীদের বেতন প্রাপ্তিতেও ব্যহত হতে পারে।
কর্ম সন্তুষ্টি ও মনোভাব	পূর্বের তুলনায় কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের কর্মসন্তুষ্টির মাত্রা অনেক ভালো	জাতীয়করণ না হওয়াতে একটা মানসিক অস্থিরতা কাজ করে
টয়লেট, সুপেয় খাবার পানি	পর্যাপ্ত পরিমাণে রয়েছে	
বিশ্রামাগার, ক্যানটিন	বিশ্রামের জন্য কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের সময় রয়েছে এবং শিফটিং ভিত্তিতে দায়িত্ব পালন করে থাকে	পর্যাপ্ত বিশ্রামাগার না থাকায় কাজ করতে অনেকের কষ্ট হয় ক্যান্টিন সুবিধা না থাকার কারণে খাওয়া দাওয়ার ক্ষেত্রে সমস্যা হয়।
বিনোদনমূলক ব্যবস্থা	সরকারি উৎসব উদযাপন করা হয়, পিকনিকের ব্যবস্থা করা হয় মোটিভেশনের জন্য অনুষ্ঠান করা হয়।	নিয়মিত বিনোদনের ব্যবস্থা না থাকা ভ্রমণ ভাতা না থাকা
পদন্নোতি	আগের চেয়ে কিছুটা উন্নতি হয়েছে	সময়মত পদোন্নতি না হওয়ায় তাদের মধ্যে অসন্তুষ্টি দেখা দিতে পারে।
ছুটি সংক্রান্ত	শিক্ষা ছুটি এবং নিয়মানুযায়ী ছুটি ভোগ করে থাকে	

বাহ্যিক চলক সমূহ	Opportunities	Threats
কমিউনিটি /জাতীয় অনুদান	স্থানীয় পর্যায়ে অনুদানের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানে কাজে লাগানোর সুযোগ আছে সি এস আর মাধ্যমে অর্থ সংগ্রহ এবং তা ব্যবহারের সুযোগ রয়েছে সরকারি মন্ত্রণালয়, বিভাগ ও অধিদপ্তরের বাজেটে বরাদ্দের সুযোগ রয়েছে	অনুদানের ক্ষেত্রে যথাযথ প্রক্রিয়া ও ব্যবহারের নিয়ম নীতি এবং শুদ্ধাচার না থাকলে অর্থ অপব্যবহারের ঝুঁকি রয়েছে
বিদেশী অনুদান/সহায়তা	বিদেশী অনুদান/সহায়তা সংগ্রহ করে কাজে লাগানোর সুযোগ আছে জাতিসংঘের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান থেকে অনুদান গ্রহণের সুযোগ আছে সেক্ষেত্রে ইউসেপ বাংলাদেশের অভিজ্ঞতা কাজে লাগানো যেতে পারে।	বিদেশী অনুদান যথাযথভাবে কাজে লাগাতে না পারলে জনপ্রিয়তার সংকট তৈরি হবে এবং ফান্ড বন্ধ হয়ে যাবে।
ব্যক্তিগত অনুদান	যাকাত বা ব্যক্তিগত অনুদানের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম প্রসারিত করার সুযোগ আছে। ট্যাক্স রেয়াদাদ করার সুযোগ আছে উক্ত প্রতিষ্ঠানে বিনিয়োগের মাধ্যমে ট্যাক্স রেয়াদাদ পাওয়া যাবে।	রাজনৈতিক ব্যক্তির প্রভাব পরিলক্ষিত হতে পারে
উৎপাদিত পণ্যের চাহিদা	স্থানীয় পর্যায়ে পণ্যের চাহিদা সৃষ্টির পর্যাপ্ত সম্ভবনা রয়েছে এবং স্থানীয় পণ্য উৎপাদনের সুযোগ রয়েছে যেমন প্লাস্টিক চেয়ার, তৈজস পত্র, গ্লাস, প্লেট, মেলামাইন ইত্যাদি।	চাহিদার সাথে যোগানের সামঞ্জস্য করতে না পারলে প্রতিষ্ঠানের ক্ষতি হতে পারে
উৎপাদিত পণ্যের যোগান	স্থানীয় বাজারে পণ্যের যোগানের নিশ্চয়তার সুযোগ রয়েছে এবং স্থানীয় পর্যায় থেকে কাঁচামাল সংগ্রহের সম্ভবনা রয়েছে	স্থানীয় কাঁচামাল সংগ্রহের ক্ষেত্রে সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে দক্ষ জনবল, মেশিনারিজ, যন্ত্রপাতি, স্থান, উৎপাদন ও বাজারজাতকরণ প্রক্রিয়ার ক্ষেত্রে ঝুঁকি রয়েছে।
অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের সাথে ব্রান্ডিং জন্যে সমন্বয়	স্থানীয় ও আন্তর্জাতিক বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সাথে **MoU** করার মাধ্যমে সমন্বয়ের সুযোগ আছে।	অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের সাথে সমন্বয় করতে গিয়ে প্রতিষ্ঠানের স্বকীয়তা/নিজস্বতা হ্রাস পাওয়ার ঝুঁকি আছে
মিডিয়া ও বিভিন্ন গণ মাধ্যমে প্রচার প্রচারণা	জাতীয় ও স্থানীয় গণমাধ্যমে প্রচার প্রচারণা করার সুযোগ আছে	প্রচার প্রচারণার সাথে পণ্যের যোগানের সামঞ্জস্যতা থাকতে হবে তা না হলে জনপ্রিয়তা কমে যাবে
প্রতিবন্ধিদের সংখ্যা ও চাহিদা	সকল প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের প্রশিক্ষণ ও কর্মসংস্থানের মাধ্যমে অন্তর্ভুক্তিকরণের সুযোগ রয়েছে	তীব্র মাত্রার প্রতিবন্ধীদের অন্তর্ভুক্তিকরণের ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধতা পরিলক্ষিত হতে পারে
কমিউনিটিতে প্রতিবন্ধী সংবেদনশীল ও প্রতিবন্ধী বান্ধব পরিবেশ	স্থানীয় জনসমষ্টিতে প্রতিবন্ধীদের জন্য অনুকূল পরিবেশ তৈরি করার সুযোগ আছে।	কুসংস্কার, অশিক্ষা, অজ্ঞতার কারণে সংবেদনশীলতা অর্জন করা কঠিন হবে
শিল্প বিষয়ক প্রশিক্ষণের পর্যাপ্ততা/অপর্যাপ্ততা	জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করে দক্ষতা বৃদ্ধির সুযোগ আছে।	প্রশিক্ষণ গ্রহণের পর কাজে লাগাতে না পারলে প্রশিক্ষণের গুরুত্ব হ্রাস পাওয়ার ঝুঁকি রয়েছে।

সুপারিশমালা

'প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জীবনমান উন্নয়নে মৈত্রী শিল্পের কার্যক্রমের মূল্যায়ন' সম্পর্কিত গবেষণায় প্রাপ্ত পরিমাণগত ও গুনগত ফলাফল বিশ্লেষণ করে মৈত্রী শিল্পের সার্বিক উন্নয়নের পাশাপাশি প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জীবনমান উন্নয়নে সহায়তা করতে পারে তার জন্য স্বল্পমেয়াদী ও দীর্ঘমেয়াদী কিছু সুপারিশ উল্লেখ করা হল-

স্বল্পমেয়াদী

- প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অফিসে আনা নেওয়ার জন্য **পরিবহণের ব্যবস্থা করা** অথবা কোন বাস কোম্পানীর সাথে চুক্তিভিত্তিক পরিবহণের ব্যবস্থা করা যেতে পারে। প্রতিবন্ধী ব্যক্তিরা যেহেতু মৈত্রী শিল্পের বাইরে বসবাস করে সেহেতু তাদের অফিসে আসা যাওয়া করার ক্ষেত্রে অনেক সমস্যা হয় বিশেষ করে মাঝারি ও তীব্র মাত্রার প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে। এছাড়া যাওয়া আসার জন্য পর্যাপ্ত যানবাহন পাওয়া যায় না, যদি যানবাহন পাওয়া যায় তাঁরপরেও অনেক কষ্ট করতে হয়। তাই প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অফিসে আনা নেওয়ার জন্য যানবাহনের ব্যবস্থা করা অথবা কোন বাস কোম্পানীর সাথে চুক্তিভিত্তিক যানবাহনের ব্যবস্থা করা যেতে পারে।
- **দ্রব্যমূল্যের সাথে সামঞ্জস্য রেখে এবং উৎপাদনের পরিমাণের ওপর ভিত্তি করে বিভিন্ন ধরণের বোনাস ও ভাতার ব্যবস্থা করা যাতে প্রতিবন্ধীদের** জীবনযাপনের মান আরো বৃদ্ধি করা যায়। কারণ প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের খরচ অন্যান্য ব্যক্তিদের চেয়ে অনেক বেশী বিশেষ করে চিকিৎসা নেওয়ার জন্য অনেক টাকা খরচ হয়ে যায়। বর্তমানে বেতনের সাথে প্রতিবন্ধীদের জন্য চিকিৎসা ভাতা দেয়া হয় কিন্তু তা পর্যাপ্ত নয়। সুতরাং প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের বেতনের পাশাপাশি বাড়তি **চিকিৎসা ভাতা, শিক্ষা ভাতা, ভ্রমণ ভাতা, বিনোদন ভাতা, আপ্যায়ন ভাতা ইত্যাদি** সুবিধা প্রদান করা এবং সামাজিক সুরক্ষার অধীনে বিশেষ অনুদানের ব্যবস্থা করা।
- **চিকিৎসা সুবিধা-** বর্তমানে মৈত্রী শিল্পে মাঝে মধ্যে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য মেডিকেল ক্যাম্পের আয়োজন করা হয় যেখানে মৈত্রী শিল্পে কর্মরত প্রতিবন্ধী ব্যক্তির পাশাপাশি পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের চিকিৎসা সেবা দেয়া হয়। কিন্তু প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সার্বক্ষণিক চিকিৎসা সুবিধা নিশ্চিতকরণের জন্য মৈত্রী শিল্পের অভ্যন্তরে একটি মেডিকেল সেন্টার স্থাপন করা যেখানে একজন ডাক্তার, একজন ফিজিওথেরাপিস্ট, একজন স্পীচথেরাপিস্ট, একজন অকোপেশনাল থেরাপিস্ট, কাউন্সিলর নিয়োগ দিয়ে চিকিৎসা সুবিধার ব্যবস্থা করা। এছাড়া মৈত্রী শিল্পের নিকটে কোন সরকারি ও বেসরকারি হাসপাতালের সাথে চুক্তিভিত্তিক প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের চিকিৎসার ব্যবস্থা করা অথবা প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অগ্রাধিকার প্রদানের ব্যবস্থা করা।
- **মৈত্রী শিল্পে পদোন্নতি আরো ত্বরান্বিত, যথাসময়ে এবং নিয়মিত** করা**র জন্য কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করা**। মৈত্রী শিল্পে পদোন্নতির ক্ষেত্রে অনেক সীমাবদ্ধতা থাকার কারণে অনেক প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অনেক বছর চাকুরি করার পর পদোন্নতি হচ্ছে ফলে তারা তাদের বেতন ও অন্যান্য সুবিধা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। যদি তাদের পদোন্নতি নিয়মিত করা হয় তাহলে তাদের জীবনযাত্রার মান আরো অনেক উন্নত হবে।

- মৈত্রী শিল্প আগের চেয়ে অনেক বেশী সমৃদ্ধ হয়েছে উৎপাদনের ক্ষেত্রে নতুন নতুন যন্ত্রপাতি যুক্ত হয়েছে। উৎপাদনের পরিমাণ বৃদ্ধির জন্য **আধুনিক যন্ত্রপাতি ও প্রযুক্তি আরো বেশী স্থাপন করতে হবে** এবং অটোমেশন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে উৎপাদনের গতি আরো বাড়াতে হবে। **যেহেতু মৈত্রী শিল্পে চাহিদার তুলনায় সরবরাহ অনেক কম তাই মুক্তা পানি উৎপাদনের জন্য জরুরি ভিত্তিতে আরো অটোমেশন মেশিন স্থাপন করা।**
- প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের **কর্মকালীন সময়ে** স্বল্প মূল্যে **খাবারের ব্যবস্থা করা** এবং **ক্যান্টিন প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের দ্বারা পরিচালনা করা।** মৈত্রী শিল্প অনেক বড় একটি প্রতিষ্ঠান হওয়া সত্ত্বেও প্রতিষ্ঠানের অভ্যন্তরে কোন ধরণের ক্যান্টিন সুবিধা নাই ফলে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের খাবারের জন্য বাইরে যেতে হয় অথবা যাদের বাসা কাছে তাদের বাসায় যেতে হয় এতে অনেক সময় নষ্ট হয়ে এবং উৎপাদন কাজে ব্যাঘাত ঘটে।
- প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের কর্মদক্ষতা বৃদ্ধির জন্য **দেশের অভ্যন্তরে এবং দেশের বাইরে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা। প্রশিক্ষণপ্রাপ্তদের জন্য চাকুরি মেলার আয়োজন করা।** প্রতিবন্ধী ব্যক্তিরা শুধুমাত্র ৩ মাসের প্রাথমিক প্রশিক্ষণের পর আর কোন ধরণের প্রশিক্ষণ সুবিধা পাওয়া যায় না ফলে তাদের কর্ম দক্ষতা বৃদ্ধি পায় না।
- মৈত্রী শিল্পের **মার্কেটিং ও বিপণন নীতিমালা আরো শক্তিশালীকরণ ও জোরদারকরণ করতে হবে।** পরিবেশকদের জন্য বিভিন্ন **সুযোগ সুবিধা এবং প্রণোদনার ব্যবস্থা করা** যাতে **উৎপাদিত** পণ্যের বাজার সৃষ্টি করতে পারে এবং পণ্য বিক্রি করতে আগ্রহী হয়। মৈত্রী শিল্পের পণ্যের বাজার সৃষ্টির জন্য পরিবেশকদের সাথে প্রতিমাসে একটি করে মিটিং করা কারণ এই পর্যন্ত পরিবেশক নেওয়ার পর থেকে কোন ধরণের মিটিং হয় নাই ফলে পরিবেশকদের মধ্যে একটি অনাগ্রহ সৃস্টি হয়। মৈত্রী শিল্প থেকে পরিবেশকদের জন্য শো-রুমে সাইন বোর্ড দেয়ার ব্যবস্থা করা কারণ অনেকে জানেনা মুক্তা পানি কোথায় পাওয়া যায় ফলে গ্রাহকদের সুবিধার জন্য সাইন বোর্ড এবং ব্যানারের ব্যবস্থা করা।
- আরএফএল, গাজী অন্যান্য প্লাস্টিক পণ্যের ডিজাইনের সাথে সামঞ্জস্য রেখে এবং একুয়াফিনা, ফ্রেশ, মাম অন্যান্য ব্র্যান্ডের পানির সাথে তাল মিলিয়ে চলার জন্য ব্যাপক ভিত্তিতে প্রচার প্রচারণার শাখা স্থাপন করা। বর্তমান যুগের সাথে ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের সাথে প্রতিযোগিতায় টিকে থাকার জন্য পণ্য দ্রব্যের ডিজাইনে পরিবর্তন আনয়ন এবং ডিজাইনার নিয়োগ দিতে হবে।
- মৈত্রী শিল্পে প্রতিবন্ধী ব্যক্তি দ্বারা উৎপাদিত পণ্য সাধারণ মানুষের কাছে বিস্তৃতিকরনের জন্য ব্যাপক প্রচার করতে হবে কারণ বিষয়টি অত্যন্ত মানবিক এবং সংবেদনশীল। প্লাস্টিক পণ্য উৎপাদনের পাশাপাশি উৎপাদনের ক্ষেত্র বৃদ্ধির জন্য মেলামাইন পণ্য, RMG পণ্য, খাদ্য দ্রব্য ইত্যাদি উৎপাদনের ব্যবস্থা করা যেতে পারে।
- সকল সরকারি হাসপাতাল, বিমান বাংলাদেশে, সরকারি শিশু পরিবার, শিক্ষাঙ্গন ইত্যাদি প্রতিষ্ঠানে প্লাস্টিক পণ্যের ব্যবহার নিশ্চিতকরণের জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

দীর্ঘমেয়াদী

- **সংবিধান, আইন, নীতিমালা, বিধিমালা, আন্তর্জাতিক আইন অনুযায়ী** প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের **অন্তর্ভুক্তির** কথা চিন্তা করে অতিদ্রুত তাদের **চাকুরি জাতীয়করণের** নিশ্চয়তা প্রদান করা। বর্তমানে মৈত্রী শিল্পে যে সকল কর্মকর্তা-কর্মচারী চাকুরি করেন তাদের কারো চাকুরি জাতীয়করণ করা হয় নাই ফলে তাদের চাকুরির মেয়াদ শেষ হয়ে গেলে বৃদ্ধ বয়সে সরকারি পেনশন এবং অন্যান্য সুবিধা থেকে বঞ্চিত হবে। সুতরাং প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের কথা চিন্তা করে অতিদ্রুত তাদের চাকুরি জাতীয়করণ করে ভবিষ্যতের জন্য নিশ্চয়তা প্রদান করা।
- প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের **চলাচলের সুযোগ, সহজগম্যতা,** এবং উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য **আবাসনের ব্যবস্থা করা।** মৈত্রী শিল্পে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের থাকার জন্য কোন আবাসনের ব্যবস্থা নাই ফলে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অনেক দূর দুরান্ত থেকে আসা যাওয়া অত্যন্ত কষ্টকর, ব্যয়বহুল, সময়সাপেক্ষ এবং উৎপাদন ক্ষমতা হ্রাস পায়। ইতোমধ্যে সরকার মৈত্রী শিল্পে কর্মরত প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের আবাসনের জন্য ১০ তলা ভবন নির্মানের জন্য পরিকল্পনা গ্রহণ করেছেন। এছাড়া মুন্সিগঞ্জ, চট্রগ্রাম ও রংপুর কেন্দ্রসহ অন্যান্য বিভাগীয় পর্যায়ের কেন্দ্রগুলোতে আবাসিক সুবিধা নিশ্চিত করতে হবে।
- **শারীরিক ও মানসিক প্রতিবন্ধীদের সংখ্যানুযায়ী অতিদ্রুত বিভাগীয় শহরে মৈত্রী শিল্পের আদলে প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ও শিল্প প্রতিষ্ঠান স্থাপন করা।** বর্তমানে শুধুমাত্র একটি কেন্দ্র থেকে সকল ধরণের পণ্য উৎপাদিত হচ্ছে এবং আরো তিনটি কেন্দ্র (মুন্সিগঞ্জ, রংপুর, চট্রগ্রাম) থেকে উৎপাদনের প্রক্রিয়া চলমান আছে। কিন্তু ভোক্তার চাহিদার সাথে যোগানের একটি বড় ফারাক পরিলক্ষিত হয়েছে বিশেষ করে মুক্তা পানির যে পরিমাণ চাহিদা থাকে মৈত্রী শিল্প সেই পরিমাণ পণ্য যোগান দিতে পারে না ফলে ভোক্তার মধ্যে এক ধরণের অনীহা চলে আসে। সুতরাং মৈত্রী শিল্পের প্রসার আরো বৃদ্ধি করা বিশেষ করে বিভাগীয় পর্যায়ে কেন্দ্র স্থাপনের পাশাপাশি জেলা পর্যায়ে মৈত্রী শিল্পের কেন্দ্র স্থাপন করা। এর ফলে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা হবে এবং অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে বড় অবদান রাখতে পারবে। মৈত্রী শিল্পের ঐসকল কেন্দ্রগুলোতে প্রশিক্ষণের সুবিধা রাখা যাতে প্রতিবন্ধী ব্যক্তির পাশাপাশি সাধারণ জনগণ প্রশিক্ষণ নিয়ে কর্মসংস্থানে নিয়োজিত হতে পারে।

- মৈত্রী শিল্পের কেন্দ্রগুলোতে বিভিন্ন বিষয়ে প্রশিক্ষণ (উৎপাদন, মেশিনারিজ, সংগঠন, নেতৃত্ব, বাজারজাতকরণ, বিপণন ইত্যাদি) সুবিধা রাখা যাতে প্রতিবন্ধী ব্যক্তির পাশাপাশি সাধারণ জনগণ (যুবক, মহিলা) প্রশিক্ষণ নিয়ে কর্মে নিয়োজিত হতে পারে। চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের কথা চিন্তা করে, বর্তমান বাজার ব্যবস্থায় প্রশিক্ষণের বিষয়ে ভিন্নতা ও আধুনিকায়ন করার জন্য বিশেষ করে নারী প্রতিবন্ধীদের জন্য দর্জি, কম্পিউটার প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা যেতে পারে।

- শারীরিক সুরক্ষা ট্রাষ্টের অধীনে সিএসআর (কর্পোরেট সোশ্যাল রেসপন্সিবিলিটি), স্থানীয় ও বিদেশী অনুদান, ব্যক্তিগত দান সংগ্রহের মাধ্যমে ফান্ডের উন্নয়ন করার জন্য নীতিমালা প্রণয়ন করা যেতে পারে যাতে শিল্পের আধুনিক যন্ত্রপাতি ক্রয় এবং প্রতিবন্ধীদের জন্য বিশেষ ভাতা ও কল্যাণমূলক ব্যবস্থা করা যায়।

তথ্যসূত্র

অষ্টম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা (জুলাই ২০২০-জুন ২০২৫), বাংলাদেশ পরিকল্পনা কমিশন, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার।

আদমশুমারি প্রতিবেদন (২০২২); বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার।

জাতীয় প্রতিবন্ধী নীতিমালা (১৯৯৫); সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার।

প্রতিবন্ধী ব্যক্তির তথ্য উপাত্ত ব্যহার নীতিমালা (২০১৯), সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার। অসচ্ছল প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য ভাতা প্রদান কর্মসুচী বাস্তবায়ন নীতিমালা (২০১৩), সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার।

মুহাম্মদ নিজাম উদ্দিন খান (২০০৫), 'শারীরিক প্রতিবন্ধী শিশুদের অবস্থাঃ সি আর পি ভিত্তিক সমীক্ষা' সমাজকল্যাণ ও গবেষণা ইনস্টিটিউট, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ধাকা-১২০৫, বাংলাদেশ।

'ঢাকা শহরে শারীরিক প্রতিবন্ধী শিশুদের অবস্থাঃ একটি সমীক্ষা' (২০০০), রিসার্স মনোগ্রাফ, সমাজকল্যাণ ও গবেষণা ইনস্টিটিউট, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ধাকা-১২০৫, বাংলাদেশ।

'শারীরিক প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জীবনযাত্রার ধরণ ও প্রকৃতি- একটি সমীক্ষা' (২০১৮), গবেষণা প্রতিবেদন, সমাজকল্যাণ ও গবেষণা ইনস্টিটিউট, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ধাকা-১২০৫, বাংলাদেশ।

সমাজসেবা অধিদপ্তর (http://www.dss.gov.bd/) ওয়েবসাইট ভিজিটঃ ০৫ জানুয়ারি ২০২৩

বাংলাদেশ জাতীয় সমাজকল্যাণ পরিষদ (http://www.bnswc.gov.bd/) ওয়েবসাইট ভিজিটঃ ০৫ জানুয়ারি ২০২৩

বাংলাদেশ জাতীয় তথ্য বাতায়ন (https://bangladesh.gov.bd/index.php) ওয়েবসাইট ভিজিটঃ ০৫ জানুয়ারি ২০২৩

শারীরিক প্রতিবন্ধী সুরক্ষা ট্রাস্ট, মৈত্রী শিল্প (http://spst.gov.bd/) ওয়েবসাইট ভিজিটঃ ০৭ জানুয়ারি ২০২৩

Akhtar, Tahmina (1997) Physically Disabled in Bangladesh-An Overview. The Journal of Social Development, Volume-12, Institute of Social Welfare and Research, University of Dhaka.

Arefin, Md. Sadequl; Hossain, Md. Delwar; and Karim, Rabiul (2010). 'Children with Disabilities in Bangladesh: Rights and Realities' Journal of the Institute of Bangladesh Studies, Vol.33. Dhaka, Bangladesh.

Creamer, D. (2009). Disability and Christian Theology: Embodied limits and constructive possibilities. Oxford University Press, Oxford

Disability in Bangladesh: A Situation Analysis. World Bank. Retrieved 20 April 2016.

Henderson, G. & Bryan, W. (2011). Psychosocial Aspects of Disability, Charles C. Thomas, Springfield, Ltd.

Islam, Sk. Tauhidul Islam (2012), 'Participation of Physically Disabled Women in Socio-economic Development of Bangladesh: A Study in Dhaka Division', Institute of Social Welfare and Research, University of Dhaka, Dhaka, Bangladesh.

Kofi Amponsah-Bediako (2013). 'Relevance of disability models from the perspective of a developing country: An analysis', Journal of Developing Country Studies, Volume-3, Page 121-132.

Mannan, Bashira (1996). Family and Social Life of Disables. Jatiya Grantha Prokashan, Dhaka.

Niemann, S. (2005). 'Person with Disabilities', In M. Burke, J. Chauvin & J. Miranti (eds.), Religious and Spiritual Issues in Counselling: Applications Across Diverse Populations. PP. 105-134, Brunner Routledge, New York.

Rahman, S. & Akter, S. (2010). Determinants of livelihood security in poor settlements in Bangladesh: International Working Paper Series, 21 10 (01). University of Plymouth, UK

Smart, J. F. (2009). The power of models of disability. Journal of Rehabilitation, 75, 3-11.

Sustainable Development Goals and Disability, United Nations (2021) https://www.un.org/development/desa/disabilities/aboutus/sustainable-development-goals-sdgs-and-disability.html

The Financial Express- 04 November 2021

The Daily Star- 10 May 2022

পরিশিষ্ট

সাক্ষাৎকার অনুসূচী (প্রতিবন্ধী ব্যক্তি)

গবেষণার শিরোনামঃ ***প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জীবনমান উন্নয়নে মৈত্রী শিল্পের কার্যক্রমের মূল্যায়ন***

পরিচালনায়ঃ অধ্যাপক তাহমিনা আখতার, সমাজকল্যাণ ও গবেষণা ইনস্টিটিউট, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা-১২০৫

অর্থায়নেঃ বাংলাদেশ জাতীয় সমাজকল্যাণ পরিষদ, সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়, ২২৪/১ নিউ ইস্কাটন, ঢাকা-১০০০

["মৈত্রী শিল্প"প্রতিবন্ধী ব্যক্তির মাধ্যমে মুক্তা বিশুদ্ধ পানি এবং বিভিন্ন ধরণের প্ল্যাস্টিক পণ্য উৎপাদন করে বাজারজাতকরণ করছে। এই সকল কার্যক্রম প্রতিবন্ধী ব্যক্তির জীবনমান উন্নয়নে (আর্থ-সামাজিক, সাংস্কৃতিক, মনস্তাত্ত্বিক ও অন্যান্য) কতটুকু প্রভাব ফেলছে এবং মৈত্রী শিল্পে কাজ করার ক্ষেত্রে কি ধরণের সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছে তা চিহ্নিত করার উদ্দেশ্যে বর্তমান গবেষণাটি **বাংলাদেশ জাতীয় সমাজকল্যাণ পরিষদের** অর্থায়নে পরিচালিত হচ্ছে। যা কিনা ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনা, নীতিমালা, ও কর্মসূচী প্রণয়নের ক্ষেত্রে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে। এই উদ্দেশ্যে আপনার বা আপনার পরিবারের কাছে কিছু প্রশ্ন করা হবে। উক্ত সংগৃহিত তথ্যাবলী শুধু গবেষণার কাজে ব্যবহৃত হবে এবং যাবতীয় গোপনীয়তা সংরক্ষণ করা হবে।]

উত্তরদাতার নামঃ		
উত্তরদাতা কি খানা প্রধান	হ্যাঁ=১	না=২
উত্তর যদি না হয়, তাহলে খানা প্রধানের সাথে তার সম্পর্ক	বাবা=১, মা=২, স্ত্রী=৩, ছেলে=৪, মেয়ে=৫, অন্যান্য (নির্দিস্ট করুন) =৬	
মোবাইল নম্বর (উত্তরদাতা)		
সাক্ষাৎকার গ্রহণকারীর নাম, তারিখ ও মোবাইল নাম্বারঃ		

১। উত্তরদাতার পারিবারিক ও জনমিতিক তথ্যাবলীঃ

১.১ উত্তরদাতার অবস্থান

গ্রাম/ওয়ার্ড	ইউনিয়ন	উপজেলা	জেলা	বিভাগ

১.২ উত্তরদাতা ও উত্তরদাতার পরিবারের তথ্যাবলী

ক্রমিক নং	**পরিবারের সদস্যদের নাম**	**খানা প্রধানের সাথে সম্পর্ক**	**বয়স**	**পেশা** (নিচের কোড লিখুন)	**লিঙ্গ** (পুরুষ=১, মহিলা=২)	**ধর্ম** (ইসলাম=১ হিন্দু=২ খ্রিস্টান=৩ বৌদ্ধ=৪ অন্যান্য (নির্দিস্ট করুন) =৫	**বৈবাহিক অবস্থা** অবিবাহিত=১ বিবাহিত=২ তালাকপ্রাপ্ত=৩ বিধবা/বিপত্নিক=৪ বিচ্ছেদ=৫ অন্যান্য (নির্দিস্ট করুন) =৬	**শিক্ষাগত যোগ্যতা** (নিচের কোড লিখুন)
১								
২								
৩								
৪								
৫								
৬								
৭								

কৃষি= ১, গৃহিণী=২, দিন মজুর (নির্দিস্ট করুন) =৩, চাকরিজীবী (সরকারি/বেসরকারি) =৪, বাঁশ/বেতের কাজ=৫, রাজমিস্ত্রি=৬, কামার=৭, তাঁতি=৮, ড্রাইভার/হেলপার =৯, বেকার=১০, অবসরপ্রাপ্ত=১১, কুটির শিল্প/হস্ত শিল্প=১২, ছাত্র=১৩, কাঠমিস্ত্রি=১৪, ব্যবসায়ী (বৃহৎ/মাঝারি/ক্ষুদ্র) =১৫, অন্যান্য (নির্দিস্ট করুন) =১৬

নিরক্ষর=১, স্বাক্ষর করতে পারে=২, পড়তে পারে=৩, প্রাথমিক স্তর পর্যন্ত=৪, জেএসসি=৫, মাধ্যমিক/এসএসসি=৬, উচ্চ মাধ্যমিক/এইচএসসি=৭, স্নাতক=৮, স্নাতকোত্তর=৯, অন্যান্য (নির্দিস্ট করুন) =১০

২। উত্তরদাতার প্রতিবন্ধিতা সম্পর্কিত তথ্যাবলী

প্রতিবন্ধিতার ধরণ (টিক চিহ্ন দিন)	প্রতিবন্ধিতার মাত্রা- কোড ব্যবহার করুন (তীব্র=১, মাঝারি=২, মৃদু=৩)
অটিজম বা অটিজম স্পেকট্রাম ডিজর্ডার্স=১	
শারীরিক প্রতিবন্ধীতা=২	
মানসিক অসুস্থতা জনিত প্রতিবন্ধীতা=৩	
দৃষ্টি প্রতিবন্ধিতা=৪	
বাক প্রতিবন্ধিতা=৫	
বুদ্ধি প্রতিবন্ধিতা=৬	
শ্রবণ প্রতিবন্ধিতা=৭	
শ্রবণ-দৃস্টি প্রতিবন্ধিতা=৮	
সেরিব্রাল পালসি=৯	
ডাউন সিন্ড্রোম=১০	
বহুমাত্রিক প্রতিবন্ধিতা=১১	
অন্যান্য প্রতিবন্ধিতা=১২	

২.১ উত্তরদাতার আবাসস্থল সম্পর্কিত তথ্যাবলী (টিক চিহ্ন দিন)

বাসস্থানের ধরণ	কাঁচা=১, সেমি পাকা=২, পাকা=৩
বাসস্থানের মালিকানা	নিজস্ব=১, ভাড়া=২, সরকার কর্তৃক প্রদত্ত=৩, এনজিও কর্তৃক প্রদত্ত=৪, অন্যান্য (নির্দিস্ট করুন) =৫
পানির ব্যবস্থা	টিউবওয়েল=১, পুকুর=২, নদী=৩, খাল=৪, বিল=৫, অন্যান্য (নির্দিস্ট করুন) =৬
বিদ্যুৎ সুবিধা	বৈদ্যুতিক লাইন=১, জেনারেটর=২, সোলার সিস্টেম=৩, অন্যান্য (নির্দিস্ট করুন) =৪, বিদ্যুৎ সুবিধা নাই=৫
টয়লেট সুবিধা	ব্যক্তিগত=১, সাধারণ=২, উন্মুক্ত=৩
গ্যাস সুবিধা	গ্যাস লাইন=১, সিলেন্ডার=২, অন্যান্য (নির্দিস্ট করুন) =৩

৩। উত্তরদাতার অর্থনৈতিক অবস্থা (Financial Capital) সম্পর্কিত তথ্যাবলী

৩.১ উত্তরদাতার পেশা সম্পর্কিত তথ্যাবলী

বর্তমানে আপনি কোন পদে কাজ করছেন?	
আপনার মাসিক বেতন কত?	**৫০০০-১০০০০ টাকা=১; ১০০০০-১৫০০০ টাকা=২; ১৫০০০-২০০০০ টাকা=৩; ২০০০০-২৫০০০ টাকা=৪; ২৫০০০-৩০০০০ টাকা=৫; ৩০০০০ টাকার উর্দ্ধে=৬**
আপনি কতদিন যাবত এই প্রতিষ্ঠানে কর্মরত আছেন?	**১-৫ বছর=১; ৫-১০ বছর=২; ১০-১৫ বছর=৩; ১৫-২০ বছর=৪; ২০ বছরের উর্দ্ধে=৫**

৩.২ উত্তরদাতার পরিবারের আয়, ব্যয়, সঞ্চয়, ঋণ ও সম্পদ সম্পর্কিত তথ্যাবলী

আয় ও ব্যয় (একাধিক উত্তর)		**পরিবারের (টাকায়)**
আয়ের উৎসসমূহ	১। কৃষি কাজ (মৎস্য চাষ, গরু-ছাগল-শুকর পালন, গাছ বিক্রি, হাস-মুরগী পালন, ফল-মূল বিক্রি, শাক-সবজি বিক্রি) ২। পোশাক তৈরি ৩। চাকুরি (সরকারি অথবা বেসরকারি) ৪। ক্ষুদ্র ব্যবসা (মুদি দোকান/ চায়ের দোকান) ৫। দোকান ভাড়া ৬। দিন মজুর (নির্দিস্ট করুন) ৭। ভিক্ষা বৃত্তি ৮। ভাতা ৯। কুটির শিল্পের কাজ ১০। অন্যান্য (নির্দিস্ট করুন) ……	
মোট আয়		
ব্যয়ের খাতসমূহ	১। খাদ্য ২। পোশাক-পরিচ্ছদ ৩। ঘর তৈরি/মেরামত/আসবাবপত্র ক্রয় ৪। শিক্ষা ৫। চিকিৎসা সেবা ও ঔষধ ৬। উৎসব ও বিনোদন আপ্যায়ন ৭। পরিবহণ ও যাতায়াত বাবদ ৮। বিদ্যুৎ+গ্যাস+পানি+জ্বালানি ৯। মোবাইল ফোন+ইন্টারনেট ১০। ভাড়া (জমি/বাসা/যানবাহন) ১১। অন্যান্য (নির্দিস্ট করুন) ……	
মোট ব্যয়		

সঞ্চয় ও ঋণের উৎস সমূহ (একাধিক উত্তর)	**সঞ্চয় (কোড ব্যবহার করুন)** (হাতে নগদ=১, ব্যাংকে=২, এনজিও=৩, আত্মীয়স্বজন=৪, অন্যান্য (নির্দিস্ট করুন) =৫	**ঋণ (কোড ব্যবহার করুন)** (ব্যাংক=১, এনজিও=২, আত্মীয় স্বজন=৩, মহাজন=৪, সমিতি=৫, অন্যান্য (নির্দিস্ট করুন) =৬
মোট		
সম্পদের উৎস সমূহ (একাধিক উত্তর)	নগদ অর্থ=১, ভূমি=২, গহনা (সোনা/রুপা)=৩, গবাদি পশু (হাঁস মুরগি/গরু/ছাগল/মহিশ)=৪, গাছ=৫, দোকান=৬, আসবাবপত্র=৭, অন্যান্য (নির্দিস্ট করুন)=৮	
মোট		

৩.৩ উত্তরদাতা ও উত্তরদাতার পরিবারের আয়, ব্যয়, সঞ্চয়, ঋণ ও সম্পদের ক্ষেত্রে মৈত্রী শিল্পের প্রভাব সম্পর্কিত তথ্যাবলী

প্রভাব সমূহ	আগের মত=১; মোটামুটি=২; বৃদ্ধি পেয়েছে=৩; হ্রাস পেয়েছে=৪ (কোড ব্যবহার করুন)
আয় বৃদ্ধি পেয়েছে কিনা?	
সম্পদের পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছে কিনা?	
সঞ্চয়ের পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছে কিনা?	
ঋণের পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছে কিনা?	
খাদ্য নিরাপত্তা বৃদ্ধি পেয়েছে কিনা?	
ক্রয়ক্ষমতা বৃদ্ধি পেয়েছে কিনা?	
অর্থনৈতিক ঝুঁকি হ্রাস পেয়েছে কিনা?	

৪। উত্তরদাতার মানবীয় সম্পদ (Human Capital) সম্পর্কিত তথ্যাবলী

৪.১ উত্তরদাতা ও উত্তরদাতার পরিবারের শিক্ষা, প্রশিক্ষণ, স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা, কর্মক্ষমতা সম্পর্কিত তথ্যাবলী

শিক্ষা	**আপনার পরিবারের ছেলে মেয়েরা স্কুলে যায় কিনা?**	**হ্যা=১ না=২**
	উত্তর হ্যাঁ হলে কোন ধরণের স্কুল	সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়=১, মাধ্যমিক বিদ্যালয়=২, কলেজ=৩, মাদ্রাসা=৪, কেজি স্কুল=৫, এনজিও/চ্যারিটি স্কুল=৬, কারিগরি স্কুল=৭, বিশেষ স্কুল=৮, বিশ্ববিদ্যালয়=৯, অন্যান্য (নির্দিস্ট করুন)=১০
	উত্তর না হলে কি কারণে স্কুলে যায় না	
	আপনি নিজে কি কোন ধরণের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পড়াশুনা করেছেন?	হ্যা=১ না=২
	উত্তর হ্যাঁ হলে কোন ধরণের স্কুল	সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়=১, মাধ্যমিক বিদ্যালয়=২, কলেজ=৩, মাদ্রাসা=৪, কেজি স্কুল=৫, এনজিও/চ্যারিটি স্কুল=৬, কারিগরি স্কুল=৭, বিশেষ স্কুল =৮, বিশ্ববিদ্যালয়=৯, অন্যান্য (নির্দিস্ট করুন)=১০
	উত্তর না হলে কি কারণে পড়াশুনা করতে পারেন নি	চলাচলে প্রতিবন্ধকতা=১, সহপাঠীদের অসহযোগিতা=২, শিক্ষকদের বিশেষ যত্নের অভাব=৩, আর্থিক সমস্যা=৪, পড়াশুনার উপকরণের স্বল্পতা ও অভাব=৫, নেতিবাচক মনোভাব=৬, বিশেষ পদ্ধতির স্বল্পতা=৭, অন্যান্য (নির্দিস্ট করুন)=৮
	আপনি বা আপনার পরিবারের সদস্য মৈত্রী শিল্প থেকে শিক্ষা সহায়তা পান কিনা?	হ্যা=১ না=২
	উত্তর হ্যাঁ হলে কোন ধরণের?	শিক্ষা উপবৃত্তি=১; উপকরণ সহায়তা=২; যাতায়াত সুবিধা=৩, আবাসিক সুবিধা=৪,

		অন্যান্য (নির্দিস্ট করুন)=৫
প্রশিক্ষণ	**আপনি বা আপনার পরিবারের সদস্য মৈত্রী শিল্প থেকে কোন প্রশিক্ষণ পেয়েছেন কিনা?**	হ্যা=১ না=২
	উত্তর হ্যাঁ হলে কোন ধরণের প্রশিক্ষণ?	আত্ম-কর্মসংস্থানমূলক=১, আয় বর্ধনমূলক=২, কৃষি মূলক=৩, প্রতিবন্ধিতা দূরীকরণ সম্পর্কিত=৪ কারিগরি প্রশিক্ষণ=৫, বৃত্তিওমূলক=৬, অন্যান্য (নির্দিস্ট করুন) =৭
স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা	**কিভাবে আপনি বা আপনার পরিবারের সদস্য প্রতিবন্ধী হিসেবে সনাক্তকরণ করা হয়েছে?**	ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা=১, ডাক্তারের মাধ্যমে=২, আত্মীয় স্বজনের দৃস্টিতে=৩, জন্মগতভাবে =৪, প্রতিবন্ধী সনাক্তকরণ জরিপের মাধ্যমে=৫, অন্যান্য (নির্দিস্ট করুন) =৬
	প্রতিবন্ধিতার জন্য কোথায় চিকিৎসা দেয়া হয়েছিল?	সাধারণ হাসপাতাল=১, প্রতিবন্ধী হাসপাতাল=২, গ্রামের ডাক্তার=৩, হোমিওপ্যাথি চিকিৎসক=৪, আয়ুর্বেদী চিকিৎসক=৫, কবিরাজ=৬, অন্যান্য (নির্দিস্ট করুন) =৭
	আপনার পরিবারের বর্তমানে স্বাস্থ্যগত অবস্থা কেমন?	অনেক ভালো=১; ভালো=২; মোটামুটি=৩; খারাপ=৪; অনেক খারাপ=৫
	আপনার বা আপনার পরিবারের প্রতিবন্ধী সদস্যদের চিকিৎসার জন্যে মৈত্রী শিল্প থেকে কোন সহায়তা পান কিনা?	হ্যাঁ =১, না=২
	উত্তর হ্যাঁ হলে কোন ধরণের সহায়তা?	বিনা মূল্যে চিকিৎসা=১, বিনা মূল্যে ঔষধ =২, স্বাস্থ্য পরীক্ষার ব্যবস্থাকরণ=৩, পর্যাপ্ত ডাক্তার ও নার্সের ব্যবস্থাকরণ=৪, এম্বুলেন্সের ব্যবস্থা=৫, আর্থিক সহায়তা=৬, চিকিৎসা উপকরণের ব্যবস্থা=৭, অন্যান্য (নির্দিস্ট করুন) =৮

৪.২ উত্তরদাতা ও উত্তরদাতার পরিবারের শিক্ষা, প্রশিক্ষণ, স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা, কর্মক্ষমতার উপর মৈত্রী শিল্পের প্রভাব সম্পর্কিত তথ্যাবলী

প্রভাব সমূহ	আগের মত=১; মোটামুটি=২; বৃদ্ধি পেয়েছে=৩; হ্রাস পেয়েছে=৪ (কোড ব্যবহার করুন)
আপনার ও আপনার পরিবারের শিক্ষার ক্ষেত্রে কোন পরিবর্তন হয়েছে কিনা?	
সমস্যা সমাধানের দক্ষতা বৃদ্ধি পেয়েছে কিনা?	
সম্পর্ক উন্নয়নের ক্ষেত্রে সহায়তা করেছে কিনা?	
নেতৃত্ব ও সাংগঠনিক দক্ষতা বৃদ্ধি পেয়েছে কিনা?	
পেশাগত দক্ষতা উন্নয়নের ক্ষেত্রে সহায়তা করেছে কিনা?	
স্বাস্থ্য ও চিকিৎসার ক্ষেত্রে কোন পরিবর্তন সাধন হয়েছে কিনা?	
সচেতনতা বৃদ্ধি পেয়েছে কিনা?	
কর্মক্ষমতা বৃদ্ধি পেয়েছে কিনা?	
আত্ম-উপলব্দি, আত্ম-মর্যাদা, আত্ম-বিশ্বাস ইত্যাদি	

৫। উত্তরদাতার সামাজিক সম্পদ (Social Capital) সম্পর্কিত তথ্যাবলী

৫.১ উত্তরদাতার ও উত্তরদাতার পরিবারের সামাজিক অবস্থা ও মর্যাদার ক্ষেত্রে মৈত্রী শিল্পের প্রভাব সম্পর্কিত তথ্যাবলী

প্রভাব সমূহ	আগের মত=১; মোটামুটি=২; বৃদ্ধি পেয়েছে=৩; হ্রাস পেয়েছে=৪ (কোড ব্যবহার করুন)
সামাজিক অবস্থা ও অবস্থান পরিবর্তন হয়েছে কিনা?	
সামাজিক মর্যাদার পরিবর্তন হয়েছে কিনা?	
সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার ক্ষমতা বৃদ্ধি পেয়েছে কিনা?	
সামাজিক অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে পরিবর্তন হয়েছে কিনা?	
সামাজিক যোগাযোগ বৃদ্ধি পেয়েছে কিনা?	
বিবাহের ক্ষেত্রে দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন হয়েছে কিনা?	
অন্যদের কাছ থেকে সামাজিক সমর্থ বৃদ্ধি পেয়েছে কিনা?	

৫.২ উত্তরদাতার ও উত্তরদাতার পরিবারের মনস্তাত্ত্বিক অবস্থার উপর মৈত্রী শিল্পের প্রভাব সম্পর্কিত তথ্যাবলী

প্রভাব সমূহ	আগের মত=১; মোটামুটি=২; বৃদ্ধি পেয়েছে=৩; হ্রাস পেয়েছে=৪ (কোড ব্যবহার করুন)
হীনমন্যতা	
হতাশা	
একাকীত্ব	
মূল্যহীনতা	
উদ্বিগ্নতা	
বিষণ্নতা	
অপরাধবোধ	
সামাজিক চাপ ও বঞ্চনা	

৬। উত্তরদাতার ভৌত-অবকাঠামোগত সম্পদ (Physical Capital) সম্পর্কিত তথ্যাবলী

৬.১ উত্তরদাতার ভৌত-অবকাঠামোগত সুবিধা ও প্রাকৃতিক পরিবেশের উপর মৈত্রী শিল্পের প্রভাব সম্পর্কিত তথ্যাবলী

প্রভাব সমূহ	অনেক বেশী পর্যাপ্ত=১; পর্যাপ্ত=২; মোটামুটি=৩; পর্যাপ্ত না=৪; একেবারে অপ্রযাপ্ত=৫ (কোড ব্যবহার করুন)
বসার স্থান, চলাচলের জায়গা, টয়লেট, বিশ্রামাগার, পানি, বিদ্যুৎ, গ্যাস, লিফট, র‍্যাম্প, রেলিং সুবিধা আছে কিনা?	
প্রতিবন্ধিতার ধরণ অনুযায়ী সহায়ক উপকরণের ব্যবস্থা আছে কিনা?	
প্রতিবন্ধী বান্ধব যন্ত্রপাতি ও প্রযুক্তি শিল্প প্রতিষ্ঠানে আছে কিনা?	
কর্মক্ষেত্রের আসবাবপত্র, নিরাপত্তা ব্যবস্থা, দূর্যোগ প্রশমনের ব্যবস্থা	

আছে কিনা?	
আবাসিক সুবিধা ও যাতায়াত (পরিবহণ) সুবিধা আছে কিনা?	
আলো বাতাস, অক্সিজেন, ভেন্টিলেশন, তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণ, বর্জ্য পদার্থ নিষ্কাশন এর ব্যবস্থা আছে কিনা?	
ভাতা সুবিধা (ভ্রমণ, বিনোদন, চিকিৎসা, প্রশিক্ষণ, শিক্ষা, আপ্যায়ন, নববর্ষ, উৎসব ইত্যাদি) আছে কিনা?	
ক্যান্টিন, খেলাধুলা, পাঠাগার, জিমনেশিয়াম সুবিধা আছে কিনা?	
কাউন্সেলিং সুবিধা আছে কিনা?	
ফিজিওথেরাপি, অকুপেশনাল থেরাপি, স্পীচ থেরাপির ব্যবস্থা আছে কিনা?	

৭। মৈত্রী শিল্পে কাজ করতে গিয়ে বর্তমানে কি কি চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হতে হয় বলে আপনি মনে করেন? (একাধিক উত্তর)

আর্থিক সুবিধা কম=১; প্রশিক্ষণের স্বল্পতা=২; অবকাঠামোগত সুবিধা কম=৩; সহায়ক উপকরণ স্বল্পতা=৪; স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা সুবিধা কম=৫; পদোন্নোতি স্বল্পতা=৬; আবাসিক ও পরিবহন স্বল্পতা=৭; থেরাপি ও কাউন্সেলিং সুবিধা কম=৮; বিনোদনের অপর্যাপ্ততা=৯; অন্যান্য (নির্দিস্ট করুন) =১০

৮। প্রতিবন্ধী ব্যক্তির জীবনমান উন্নয়নের জন্য মৈত্রী শিল্পের কি কি করা প্রয়োজন আছে বলে আপনি মনে করেন?

……

……

……

……

(আপনাকে অনেক ধন্যবাদ)

কেস স্টাডি নির্দেশিকা (প্রতিবন্ধী ব্যক্তি)

গবেষণার শিরোনামঃ ***প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জীবনমান উন্নয়নে মৈত্রী শিল্পের কার্যক্রমের মূল্যায়ন***

পরিচালনায়ঃ অধ্যাপক তাহমিনা আখতার, সমাজকল্যাণ ও গবেষণা ইনস্টিটিউট, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা-১২০৫

অর্থায়নেঃ বাংলাদেশ জাতীয় সমাজকল্যাণ পরিষদ, সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়, ২২৪/১ নিউ ইস্কাটন, ঢাকা-১০০০

["মৈত্রী শিল্প"প্রতিবন্ধী ব্যক্তির মাধ্যমে মুক্তা বিশুদ্ধ পানি এবং বিভিন্ন ধরণের প্ল্যাস্টিক পণ্য উৎপাদন করে বাজারজাতকরণ করছে। এই সকল কার্যক্রম প্রতিবন্ধী ব্যক্তির জীবনমান উন্নয়নে (আর্থ-সামাজিক, সাংস্কৃতিক, মনস্তাত্ত্বিক ও অন্যান্য) কতটুকু প্রভাব ফেলছে এবং মৈত্রী শিল্পে কাজ করার ক্ষেত্রে কি ধরণের সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছে তা চিহ্নিত করার উদ্দেশ্যে বর্তমান গবেষণাটি **বাংলাদেশ জাতীয় সমাজকল্যাণ পরিষদের** অর্থায়নে পরিচালিত হচ্ছে। যা কিনা ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনা, নীতিমালা, ও কর্মসূচী প্রণয়নের ক্ষেত্রে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে। এই উদ্দেশ্যে আপনার কাছে কিছু প্রশ্ন করা হবে। উক্ত সংগৃহিত তথ্যাবলী শুধু গবেষণার কাজে ব্যবহৃত হবে এবং যাবতীয় গোপনীয়তা সংরক্ষণ করা হবে।]

উত্তরদাতার নামঃ	
বয়সঃ	লিঙ্গঃ
পেশাঃ	বৈবাহিক অবস্থাঃ
মোবাইল নম্বর (উত্তর দাতা)	প্রতিবন্ধিতার ধরণঃ

সাক্ষাৎকার গ্রহণকারীর নামঃ	
সাক্ষাৎকার গ্রহণের তারিখঃ	
মোবাইল নম্বর (সাক্ষাৎকার গ্রহণকারী)	

১.১ উত্তরদাতার অবস্থান

গ্রাম/ওয়ার্ড	
ইউনিয়ন	
উপজেলা	
জেলা	
বিভাগ	

১.২ উত্তরদাতার পরিবারের তথ্যাবলী

ক্রমিক নং	পরিবারের সদস্যদের নাম	উত্তরদাতার সাথে সম্পর্ক	বয়স	পেশা	মাসিক আয়	মাসিক ব্যয়	বৈবাহিক অবস্থা	শিক্ষাগত যোগ্যতা
১								
২								
৩								
৪								
৫								

১.৩ আপনার প্রতিবন্ধিতা সম্পর্কে বলুন

(প্রতিবন্ধিতার ধরণ, মাত্রা, কারণ, চিকিৎসা ইত্যাদি)

১.৪ আপনার আবাস্থল সম্পর্কে মতামত দিন

(বাসস্থানের ধরণ, মালিকানা, পানি, বিদ্যুৎ, গ্যাস, টয়লেট সুবিধা ইত্যাদি)

১.৫ আপনার অর্থনৈতিক অবস্থা (Financial Capital) এবং মৈত্রী শিল্পের প্রভাব সম্পর্কে বলুন

(পেশা, কর্মসংস্থান, আয়, ব্যয়, সঞ্চয়, সম্পদ, পরিবারের নির্ভরশীলতা, ঋণ, জমির মালিকানা, খাদ্য ও পুষ্টি ইত্যাদি)

১.৬ আপনার মানবীয় সম্পদ (Human Capital) এবং মৈত্রী শিল্পের প্রভাব সম্পর্কে বলুন

- শিক্ষা, প্রশিক্ষণ ও কর্মসংস্থান (শিক্ষা গ্রহণ, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তি, শিক্ষা উপকরণ প্রাপ্তি, উপবৃত্তি প্রাপ্তি, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যাতায়াত, কর্মসংস্থান, প্রশিক্ষণ প্রাপ্তি, প্রশিক্ষণের মেয়াদ, দক্ষতা ইত্যাদি)

- **স্বাস্থ্য, চিকিৎসা ও পুনর্বাসন (**ফ্রি চিকিৎসা প্রাপ্তি, বিনামূল্যে ঔষধ প্রাপ্তি, রোগ নির্ণয়ে সহায়তা, ডাক্তারের পরামর্শ প্রাপ্তি, গর্ভবতী মায়ের ও শিশুর সেবা প্রাপ্তি, পরিবার পরিকল্পনা, টিকা গ্রহণ, শিশুর জন্ম নিবন্ধন, পুনর্বাসন ইত্যাদি)

১.৭ আপনার সামাজিক সম্পদ (Social Capital) এবং মৈত্রী শিল্পের প্রভাব সম্পর্কে বলুন

(সামাজিক অবস্থা ও অবস্থান, সামাজিক মর্যাদা, সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা, সামাজিক অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ, সামাজিক যোগাযোগ বৃদ্ধি, বিবাহ, সামাজিক সমর্থন ইত্যাদি)

১.৮ আপনার মনস্তাত্ত্বিক অবস্থা এবং মৈত্রী শিল্পের প্রভাব সম্পর্কে বলুন

(হীনমন্যতা, হতাশা, একাকীত্ব, মূল্যহীনতা, উদ্বিগ্নতা, বিষণ্নতা, অপরাধবোধ, সামাজিক চাপ ও বঞ্চনা)

১.৯ আপনার ভৌত-অবকাঠামোগত সম্পদ (Physical Capital) এবং মৈত্রী শিল্পের প্রভাব সম্পর্কে বলুন

(বসার স্থান, চলাচলের জায়গা, টয়লেট, বিশ্রামাগার, পানি, বিদ্যুৎ, গ্যাস, লিফট, র‍্যাম্প, রেলিং, সহায়ক উপকরণ, যন্ত্রপাতি ও প্রযুক্তি, নিরাপত্তা ব্যবস্থা, আবাসিক ও যাতায়াত সুবিধা, ভাতা সুবিধা, কাউন্সেলিং সুবিধা, থেরাপি ইত্যাদি)

১.১০ মৈত্রী শিল্পে কাজ করতে গিয়ে বর্তমানে কি কি চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হতে হয় বলে আপনি মনে করেন?

১.১১ প্রতিবন্ধী ব্যক্তির জীবনমান উন্নয়নের জন্য মৈত্রী শিল্পের কি কি করা প্রয়োজন আছে বলে আপনি মনে করেন?

(আপনাকে অনেক ধন্যবাদ)

কেস স্টাডি নির্দেশিকা (বিক্রয় প্রতিনিধি)

গবেষণার শিরোনামঃ ***প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জীবনমান উন্নয়নে মৈত্রী শিল্পের কার্যক্রমের মূল্যায়ন***

পরিচালনায়ঃ অধ্যাপক তাহমিনা আখতার, সমাজকল্যাণ ও গবেষণা ইনস্টিটিউট, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা-১২০৫

অর্থায়নেঃ বাংলাদেশ জাতীয় সমাজকল্যাণ পরিষদ, সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়, ২২৪/১ নিউ ইস্কাটন, ঢাকা-১০০০

["মৈত্রী শিল্প"প্রতিবন্ধী ব্যক্তির মাধ্যমে মুক্তা বিশুদ্ধ পানি এবং বিভিন্ন ধরণের প্ল্যাস্টিক পণ্য উৎপাদন করে বাজারজাতকরণ করছে। এই সকল কার্যক্রম প্রতিবন্ধী ব্যক্তির জীবনমান উন্নয়নে (আর্থ-সামাজিক, সাংস্কৃতিক, মনস্তাত্ত্বিক ও অন্যান্য) কতটুকু প্রভাব ফেলছে এবং মৈত্রী শিল্পে কাজ করার ক্ষেত্রে কি ধরণের সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছে তা চিহ্নিত করার উদ্দেশ্যে বর্তমান গবেষণাটি **বাংলাদেশ জাতীয় সমাজকল্যাণ পরিষদের** অর্থায়নে পরিচালিত হচ্ছে। যা কিনা ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনা, নীতিমালা, ও কর্মসূচী প্রণয়নের ক্ষেত্রে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে। এই উদ্দেশ্যে আপনার কাছে কিছু প্রশ্ন করা হবে। উক্ত সংগৃহিত তথ্যাবলী শুধু গবেষণার কাজে ব্যবহৃত হবে এবং যাবতীয় গোপনীয়তা সংরক্ষণ করা হবে।]

উত্তরদাতার নামঃ	
বয়সঃ	লিঙ্গঃ
পেশাঃ	বৈবাহিক অবস্থাঃ
মোবাইল নম্বর (উত্তর দাতা)	প্রতিবন্ধিতার ধরণঃ

সাক্ষাৎকার গ্রহণকারীর নামঃ	
সাক্ষাৎকার গ্রহণের তারিখঃ	
মোবাইল নম্বর (সাক্ষাৎকার গ্রহণকারী)	

১.১ উত্তরদাতার অবস্থান

গ্রাম/ওয়ার্ড	
ইউনিয়ন	
উপজেলা	
জেলা	
বিভাগ	

১.২ উত্তরদাতার পরিবারের তথ্যাবলী

ক্রমিক নং	পরিবারের সদস্যদের নাম	উত্তরদাতার সাথে সম্পর্ক	বয়স	পেশা	মাসিক আয়	মাসিক ব্যয়	বৈবাহিক অবস্থা	শিক্ষাগত যোগ্যতা
১								
২								
৩								
৪								
৫								

১.৩ আপনার প্রতিবন্ধিতা সম্পর্কে বলুন

(প্রতিবন্ধিতার ধরণ, মাত্রা, কারণ, চিকিৎসা ইত্যাদি)

১.৪ আপনার ডিলারশীপ সম্পর্কে মতামত দিন

(ডিলারের ধরণ, ডিলার কখন নিলেন, কিভাবে নিলেন, কত টাকা প্রয়োজন হয়েছে, শর্তাবলী কি ছিল, ডিলারের এলাকাসমূহ ইত্যাদি)

১.৫ আপনার অর্থনৈতিক অবস্থা (Financial Capital) এবং মৈত্রী শিল্পের প্রভাব সম্পর্কে বলুন

(পেশা, কর্মসংস্থান, আয়, ব্যয়, সঞ্চয়, সম্পদ, পরিবারের নির্ভরশীলতা, ঋণ, জমির মালিকানা, খাদ্য ও পুষ্টি ইত্যাদি)

১.৬ আপনার মানবীয় সম্পদ (Human Capital) এবং মৈত্রী শিল্পের প্রভাব সম্পর্কে বলুন

- **শিক্ষা, প্রশিক্ষণ ও কর্মসংস্থান** (শিক্ষা গ্রহণ, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তি, শিক্ষা উপকরণ প্রাপ্তি, উপবৃত্তি প্রাপ্তি, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যাতায়াত, কর্মসংস্থান, প্রশিক্ষণ প্রাপ্তি, প্রশিক্ষণের মেয়াদ, দক্ষতা ইত্যাদি)

- **স্বাস্থ্য, চিকিৎসা ও পুনর্বাসন (**ফ্রি চিকিৎসা প্রাপ্তি, বিনামূল্যে ঔষধ প্রাপ্তি, রোগ নির্ণয়ে সহায়তা, ডাক্তারের পরামর্শ প্রাপ্তি, গর্ভবতী মায়ের ও শিশুর সেবা প্রাপ্তি, পরিবার পরিকল্পনা, টিকা গ্রহণ, শিশুর জন্ম নিবন্ধন, পুনর্বাসন ইত্যাদি)

১.৭ আপনার সামাজিক সম্পদ (Social Capital) এবং মৈত্রী শিল্পের প্রভাব সম্পর্কে বলুন

(সামাজিক অবস্থা ও অবস্থান, সামাজিক মর্যাদা, সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা, সামাজিক অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ, সামাজিক যোগাযোগ বৃদ্ধি, বিবাহ, সামাজিক সমর্থন ইত্যাদি)

১.৮ আপনার মনস্তাত্ত্বিক অবস্থা এবং মৈত্রী শিল্পের প্রভাব সম্পর্কে বলুন

(হীনমন্যতা, হতাশা, একাকীত্ব, মূল্যহীনতা, উদ্বিগ্নতা, বিষণ্ণতা, অপরাধবোধ, সামাজিক চাপ ও বঞ্চনা)

১.৯ মৈত্রী শিল্পের ডিলারশীপ করতে গিয়ে বর্তমানে কি কি চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হতে হয় বলে আপনি মনে করেন?

১.১০ প্রতিবন্ধী ব্যক্তির জীবনমান উন্নয়নের জন্য মৈত্রী শিল্পের কি কি করা প্রয়োজন আছে বলে আপনি মনে করেন?

আপনাকে অনেক ধন্যবাদ)

ফোকাস দল আলোচনা নির্দেশিকা

গবেষণার শিরোনামঃ ***প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জীবনমান উন্নয়নে মৈত্রী শিল্পের কার্যক্রমের মূল্যায়ন***

পরিচালনায়ঃ অধ্যাপক তাহমিনা আখতার, সমাজকল্যাণ ও গবেষণা ইনস্টিটিউট, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা-১২০৫

অর্থায়নেঃ বাংলাদেশ জাতীয় সমাজকল্যাণ পরিষদ, সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়, ২২৪/১ নিউ ইস্কাটন, ঢাকা-১০০০

["মৈত্রী শিল্প"প্রতিবন্ধী ব্যক্তির মাধ্যমে মুক্তা বিশুদ্ধ পানি এবং বিভিন্ন ধরণের প্ল্যাস্টিক পণ্য উৎপাদন করে বাজারজাতকরণ করছে। এই সকল কার্যক্রম প্রতিবন্ধী ব্যক্তির জীবনমান উন্নয়নে (আর্থ-সামাজিক, সাংস্কৃতিক, মনস্তাত্ত্বিক ও অন্যান্য) কতটুকু প্রভাব ফেলছে এবং মৈত্রী শিল্পে কাজ করার ক্ষেত্রে কি ধরণের সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছে তা চিহ্নিত করার উদ্দেশ্যে বর্তমান গবেষণাটি **বাংলাদেশ জাতীয় সমাজকল্যাণ পরিষদের** অর্থায়নে পরিচালিত হচ্ছে। যা কিনা ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনা, নীতিমালা, ও কর্মসূচী প্রণয়নের ক্ষেত্রে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে। এই উদ্দেশ্যে আপনাদের কাছে কিছু প্রশ্ন করা হবে। উক্ত সংগৃহিত তথ্যাবলী শুধু গবেষণার কাজে ব্যবহৃত হবে এবং যাবতীয় গোপনীয়তা সংরক্ষণ করা হবে।]

ফোকাস দল আলোচনা সংক্রান্ত তথ্যঃ

প্রতিষ্ঠানের নাম ……

ঠিকানা ……

তারিখ ……

অংশগ্রহণকারীদের পরিচিতি ও সংক্ষিপ্ত বিবরণঃ

ক্রমিক নং	নাম	বয়স	লিঙ্গ	শিক্ষাগত যোগ্যতা	পেশা
১					
২					
৩					
৪					
৫					
৬					
৭					
৮					
৯					
১০					

১। 'মৈত্রী শিল্পের' রূপকল্প (Vision), অভিলক্ষ্য (Mission), কার্যাবলী সম্পর্কে আপনাদের মতামত বলুন।

(উৎপাদন, বাজারজাতকরণ, জনবল, প্রচার-প্রচারনা, বিপণন ব্যবস্থা, কর্মসংস্থান ইত্যাদি)

২। মৈত্রী শিল্প প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অর্থনৈতিক অবস্থার উপর কি রকম প্রভাব ফেলে বলে আপনারা মনে করেন?

(পেশা, কর্মসংস্থান, আয়, ব্যয়, সঞ্চয়, সম্পদ, পরিবারের নির্ভরশীলতা, ঋণ, জমির মালিকানা, খাদ্য ও পুষ্টি ইত্যাদি)

৩। মৈত্রী শিল্প প্রতিবন্ধী ব্যক্তির মানবীয় সম্পদের উপর কি রকম প্রভাব ফেলে বলে আপনারা মনে করেন?

- শিক্ষা, প্রশিক্ষণ ও কর্মসংস্থান (শিক্ষা গ্রহণ, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তি, শিক্ষা উপকরণ প্রাপ্তি, উপবৃত্তি প্রাপ্তি, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যাতায়াত, কর্মসংস্থান, প্রশিক্ষণ প্রাপ্তি, প্রশিক্ষণের মেয়াদ, দক্ষতা ইত্যাদি)

- **স্বাস্থ্য, চিকিৎসা ও পুনর্বাসন (**ফ্রি চিকিৎসা প্রাপ্তি, বিনামূল্যে ঔষধ প্রাপ্তি, রোগ নির্ণয়ে সহায়তা, ডাক্তারের পরামর্শ প্রাপ্তি, গর্ভবতী মায়ের ও শিশুর সেবা প্রাপ্তি, পরিবার পরিকল্পনা, টিকা গ্রহণ, শিশুর জন্ম নিবন্ধন, পুনর্বাসন ইত্যাদি)

৪। মৈত্রী শিল্প প্রতিবন্ধী ব্যক্তির সামাজিক সম্পদের উপর কি রকম প্রভাব ফেলে বলে আপনারা মনে করেন?

(সামাজিক অবস্থা ও অবস্থান, সামাজিক মর্যাদা, সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা, সামাজিক অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ, সামাজিক যোগাযোগ বৃদ্ধি, বিবাহ, সামাজিক সমর্থন ইত্যাদি)

৫। মৈত্রী শিল্প প্রতিবন্ধী ব্যক্তির মনস্তাত্ত্বিক অবস্থার উপর কি রকম প্রভাব ফেলে বলে আপনারা মনে করেন?

(হীনমন্যতা, হতাশা, একাকীত্ব, মূল্যহীনতা, উদ্বিগ্নতা, বিষণ্নতা, অপরাধবোধ, সামাজিক চাপ ও বঞ্চনা)

৬। মৈত্রী শিল্প প্রতিবন্ধী ব্যক্তির জন্য কি কি ভৌত-অবকাঠামোগত সুবিধা দিচ্ছে আপনারা মনে করেন?

(বসার স্থান, চলাচলের জায়গা, টয়লেট, বিশ্রামাগার, পানি, বিদ্যুৎ, গ্যাস, লিফট, র‍্যাম্প, রেলিং, সহায়ক উপকরণ, যন্ত্রপাতি ও প্রযুক্তি, নিরাপত্তা ব্যবস্থা, আবাসিক ও যাতায়াত সুবিধা, ভাতা সুবিধা, কাউন্সেলিং সুবিধা, থেরাপি, ভাতা সুবিধা ইত্যাদি)

৭। মৈত্রী শিল্পে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জীবনমান উন্নয়নে বর্তমান সমস্যা/চ্যালেঞ্জ সম্পর্কে মতামত দিন।

৮। প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জীবনমান উন্নয়নে ও পুনর্বাসনের ক্ষেত্রে মৈত্রী শিল্প আরো কি কি ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারে বলে আপনারা মনে করেন।

(আপনাদেরকে অনেক ধন্যবাদ)

মডারেটরের নাম	
মডারেটরের স্বাক্ষর	
তারিখ	

রেপোটিয়ারের নাম	
রেপোটিয়ারের স্বাক্ষর	
তারিখ	

মূল তথ্যদাতার সাক্ষাৎকার নির্দেশিকা (প্রতিষ্ঠানের জন্য)

গবেষণার শিরোনামঃ ***প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জীবনমান উন্নয়নে মৈত্রী শিল্পের কার্যক্রমের মূল্যায়ন***

পরিচালনায়ঃ অধ্যাপক তাহমিনা আখতার, সমাজকল্যাণ ও গবেষণা ইনস্টিটিউট, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা-১২০৫

অর্থায়নেঃ বাংলাদেশ জাতীয় সমাজকল্যাণ পরিষদ, সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়, ২২৪/১ নিউ ইস্কাটন, ঢাকা-১০০০

["মৈত্রী শিল্প"প্রতিবন্ধী ব্যক্তির মাধ্যমে মুক্তা বিশুদ্ধ পানি এবং বিভিন্ন ধরণের প্ল্যাস্টিক পণ্য উৎপাদন করে বাজারজাতকরণ করছে। এই সকল কার্যক্রম প্রতিবন্ধী ব্যক্তির জীবনমান উন্নয়নে (আর্থ-সামাজিক, সাংস্কৃতিক, মনস্তাত্ত্বিক ও অন্যান্য) কতটুকু প্রভাব ফেলছে এবং মৈত্রী শিল্পে কাজ করার ক্ষেত্রে কি ধরণের সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছে তা চিহ্নিত করার উদ্দেশ্যে বর্তমান গবেষণাটি **বাংলাদেশ জাতীয় সমাজকল্যাণ পরিষদের** অর্থায়নে পরিচালিত হচ্ছে। যা কিনা ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনা, নীতিমালা, ও কর্মসূচী প্রণয়নের ক্ষেত্রে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে। এই উদ্দেশ্যে আপনার কাছে কিছু প্রশ্ন করা হবে। উক্ত সংগৃহিত তথ্যাবলী শুধু গবেষণার কাজে ব্যবহৃত হবে এবং যাবতীয় গোপনীয়তা সংরক্ষণ করা হবে।]

মূল তথ্যদাতার নামঃ	
পদবীঃ	প্রতিষ্ঠানের নামঃ
মোবাইল নম্বর (উত্তর দাতা)	ঠিকানাঃ

১। শারীরিক প্রতিবন্ধী সুরক্ষা ট্রাষ্ট 'মৈত্রী শিল্পের' রূপকল্প (Vision), অভিলক্ষ্য (Mission), কার্যাবলী সম্পর্কে আপনার মতামত বলুন।

২। 'মৈত্রী শিল্প' কর্তৃক গৃহীত বিগত ৫ বছরের অগ্রগতি সম্পর্কে মতামত গ্রহণ।

৩। বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি সম্পর্কিত তথ্যাবলী (বিগত ৫ বছরের)

- **প্রতি বছর চুক্তি সম্পাদন হয় কিনা**?
- **ওয়েবসাইটে দেয়া হয় কিনা**?
- **চুক্তিতে কোন কোন বিষয় বিবেচনা করা হয়।**

৪। 'মৈত্রী শিল্পের' উৎপাদন সম্পর্কে বলুন (পানি ও প্লাস্টিক পণ্য)

- উৎপাদনের পরিমাণ (বছর ভিত্তিক)

৫। মৈত্রী শিল্পের বিপণন ব্যবস্থা সম্পর্কে বলুন (পানি ও প্লাস্টিক পণ্য)

- বিপণনের পরিমাণ (বছর ভিত্তিক)

৬। মৈত্রী শিল্পের বাজারজাতকরণ এবং প্রচার-প্রচারণা, বিজ্ঞাপন ইত্যাদি সম্পর্কে বলুন।

৭। প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য কি ধরণের প্রশিক্ষণ দিয়ে থাকেন।

- প্রশিক্ষণের ধরণ
- প্রশিক্ষণের সময়কাল
- প্রশিক্ষণের বিষয়বস্তু
- প্রশিক্ষণের উপকরণ
- অন্যান্য

৮। প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য কি ধরণের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করে থাকেন।

- কর্মসংস্থানের ধরণ

৯। প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের পুনর্বাসন ব্যবস্থা আপনারা কিভাবে করে থাকেন।

১০। প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জীবনমান উন্নয়নে মৈত্রী শিল্পের প্রভাব সম্পর্কে বলবেন কী?

১১। আপনারা সামাজিক সুরক্ষার আওতায় কি কি সুবিধা পেয়ে থাকেন।

১২। মৈত্রী শিল্পের বর্তমান সমস্যা/চ্যালেঞ্জসমূহ

- প্রক্রিয়াগত (সমন্বয়, মনিটরিং এবং ধারাবাহিক এসেসমেন্ট, নিয়ন্ত্রণ ও যোগাযোগ, তথ্য ও গবেষণা)
- আর্থিক ব্যবস্থাপনা সম্পর্কিত
- উৎপাদন সম্পর্কিত
- বাজারজাতকরণের ক্ষেত্রে
- বিপণন ব্যবস্থার ক্ষেত্রে
- দক্ষ জনবল ও প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রে

- তথ্য ও প্রযুক্তি ব্যবহারের ক্ষেত্রে
- সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে
- উৎপাদিত পণ্য (পানি ও প্লাস্টিক পণ্য) ভোক্তার কাছে পৌছানোর ক্ষেত্রে
- প্রতিষ্ঠানের অভ্যন্তরীণ ব্যবস্থা সম্পর্কে

১৩। প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জীবনমান উন্নয়নে ও পুনর্বাসনের ক্ষেত্রে মৈত্রী শিল্প আরো কি কি ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারে বলে আপনি মনে করেন।

- অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে
- সামাজিক ক্ষেত্রে
- মানবীয় মূলধন ও উন্নয়নের ক্ষেত্রে
- ভৌত অবকাঠামোগত ও প্রাকৃতিক পরিবেশগত দিক থেকে
- অন্যান্য

(আপনাকে অনেক ধন্যবাদ)

মূল তথ্যদাতার সাক্ষাৎকার নির্দেশিকা (বাজারজাতকরণ)

গবেষণার শিরোনামঃ ***প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জীবনমান উন্নয়নে মৈত্রী শিল্পের কার্যক্রমের মূল্যায়ন***

পরিচালনায়ঃ অধ্যাপক তাহমিনা আখতার, সমাজকল্যাণ ও গবেষণা ইনস্টিটিউট, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা-১২০৫

অর্থায়নেঃ বাংলাদেশ জাতীয় সমাজকল্যাণ পরিষদ, সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়, ২২৪/১ নিউ ইস্কাটন, ঢাকা-১০০০

["মৈত্রী শিল্প"প্রতিবন্ধী ব্যক্তির মাধ্যমে মুক্তা বিশুদ্ধ পানি এবং বিভিন্ন ধরণের প্লাস্টিক পণ্য উৎপাদন করে বাজারজাতকরণ করছে। এই সকল কার্যক্রম প্রতিবন্ধী ব্যক্তির জীবনমান উন্নয়নে (আর্থ-সামাজিক, সাংস্কৃতিক, মনস্তাত্ত্বিক ও অন্যান্য) কতটুকু প্রভাব ফেলছে এবং মৈত্রী শিল্পে কাজ করার ক্ষেত্রে কি ধরণের সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছে তা চিহ্নিত করার উদ্দেশ্যে বর্তমান গবেষণাটি **বাংলাদেশ জাতীয় সমাজকল্যাণ পরিষদের** অর্থায়নে পরিচালিত হচ্ছে। যা কিনা ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনা, নীতিমালা, ও কর্মসূচী প্রণয়নের ক্ষেত্রে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে। এই উদ্দেশ্যে আপনার কাছে কিছু প্রশ্ন করা হবে। উক্ত সংগৃহিত তথ্যাবলী শুধু গবেষণার কাজে ব্যবহৃত হবে এবং যাবতীয় গোপনীয়তা সংরক্ষণ করা হবে।]

মূল তথ্যদাতার নামঃ	
পদবীঃ	প্রতিষ্ঠানের নামঃ
মোবাইল নম্বর (উত্তর দাতা)	ঠিকানাঃ

১। মৈত্রী শিল্পের বাজারজাতকরণ সম্পর্কিত তথ্যাবলী

বিগত ৫ বছর	**প্লাস্টিক পণ্য**				**মুক্তা পানি**			
২০১৮	**ধরণ**	**চাহিদা**	**পরিমাণ**	**বিতরণের স্থান**	**ধরণ**	**চাহিদা**	**পরিমাণ**	**বিতরণের স্থান**
২০১৯								
২০২০								
২০২১								
২০২২								

- **পন্য বাজারজাতকরণের ক্ষেত্রে কি কি সমস্যা পরিলক্ষিত হয়?**

- **প্লাস্টিক পণ্য**
- **মুক্তা পানি**

- **সমস্যা সমাধানের উপায় সমূহ**

মূল তথ্যদাতার সাক্ষাৎকার নির্দেশিকা (উৎপাদন)

গবেষণার শিরোনামঃ ***প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জীবনমান উন্নয়নে মৈত্রী শিল্পের কার্যক্রমের মূল্যায়ন***

পরিচালনায়ঃ অধ্যাপক তাহমিনা আখতার, সমাজকল্যাণ ও গবেষণা ইনস্টিটিউট, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা-১২০৫

অর্থায়নেঃ বাংলাদেশ জাতীয় সমাজকল্যাণ পরিষদ, সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়, ২২৪/১ নিউ ইস্কাটন, ঢাকা-১০০০

["মৈত্রী শিল্প"প্রতিবন্ধী ব্যক্তির মাধ্যমে মুক্তা বিশুদ্ধ পানি এবং বিভিন্ন ধরণের প্ল্যাস্টিক পণ্য উৎপাদন করে বাজারজাতকরণ করছে। এই সকল কার্যক্রম প্রতিবন্ধী ব্যক্তির জীবনমান উন্নয়নে (আর্থ-সামাজিক, সাংস্কৃতিক, মনস্তাত্ত্বিক ও অন্যান্য) কতটুকু প্রভাব ফেলছে এবং মৈত্রী শিল্পে কাজ করার ক্ষেত্রে কি ধরণের সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছে তা চিহ্নিত করার উদ্দেশ্যে বর্তমান গবেষণাটি **বাংলাদেশ জাতীয় সমাজকল্যাণ পরিষদের** অর্থায়নে পরিচালিত হচ্ছে। যা কিনা ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনা, নীতিমালা, ও কর্মসূচী প্রণয়নের ক্ষেত্রে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে। এই উদ্দেশ্যে আপনার কাছে কিছু প্রশ্ন করা হবে। উক্ত সংগৃহিত তথ্যাবলী শুধু গবেষণার কাজে ব্যবহৃত হবে এবং যাবতীয় গোপনীয়তা সংরক্ষণ করা হবে।]

মূল তথ্যদাতার নামঃ	
পদবীঃ	প্রতিষ্ঠানের নামঃ
মোবাইল নম্বর (উত্তর দাতা)	ঠিকানাঃ

১। মৈত্রী শিল্পের উৎপাদন সম্পর্কিত তথ্যাবলী

বিগত ৫ বছর	প্লাস্টিক পণ্য	মুক্তা পানি
২০১৮		
২০১৯		
২০২০		
২০২১		
২০২২		

- **পণ্য উৎপাদনের ক্ষেত্রে কি কি সমস্যা পরিলক্ষিত হয়?**
- **প্লাস্টিক পণ্য**
- **মুক্তা পানি**
- **সমস্যা সমাধানের উপায় সমূহ**

মূল তথ্যদাতার সাক্ষাৎকার নির্দেশিকা (প্রশিক্ষণ)

গবেষণার শিরোনামঃ ***প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জীবনমান উন্নয়নে মৈত্রী শিল্পের কার্যক্রমের মূল্যায়ন***

পরিচালনায়ঃ অধ্যাপক তাহমিনা আখতার, সমাজকল্যাণ ও গবেষণা ইনস্টিটিউট, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা-১২০৫

অর্থায়নেঃ বাংলাদেশ জাতীয় সমাজকল্যাণ পরিষদ, সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়, ২২৪/১ নিউ ইস্কাটন, ঢাকা-১০০০

["মৈত্রী শিল্প"প্রতিবন্ধী ব্যক্তির মাধ্যমে মুক্তা বিশুদ্ধ পানি এবং বিভিন্ন ধরণের প্ল্যাস্টিক পণ্য উৎপাদন করে বাজারজাতকরণ করছে। এই সকল কার্যক্রম প্রতিবন্ধী ব্যক্তির জীবনমান উন্নয়নে (আর্থ-সামাজিক, সাংস্কৃতিক, মনস্তাত্ত্বিক ও অন্যান্য) কতটুকু প্রভাব ফেলছে এবং মৈত্রী শিল্পে কাজ করার ক্ষেত্রে কি ধরণের সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছে তা চিহ্নিত করার উদ্দেশ্যে বর্তমান গবেষণাটি **বাংলাদেশ জাতীয় সমাজকল্যাণ পরিষদের** অর্থায়নে পরিচালিত হচ্ছে। যা কিনা ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনা, নীতিমালা, ও কর্মসূচী প্রণয়নের ক্ষেত্রে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে। এই উদ্দেশ্যে আপনার কাছে কিছু প্রশ্ন করা হবে। উক্ত সংগৃহিত তথ্যাবলী শুধু গবেষণার কাজে ব্যবহৃত হবে এবং যাবতীয় গোপনীয়তা সংরক্ষণ করা হবে।]

মূল তথ্যদাতার নামঃ	
পদবীঃ	প্রতিষ্ঠানের নামঃ
মোবাইল নম্বর (উত্তর দাতা)	ঠিকানাঃ

১। মৈত্রী শিল্পের প্রশিক্ষণ সম্পর্কিত তথ্যাবলী

বিগত ৫ বছর	বিষয়বস্তু	অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা	সময়কাল	তালিকা	প্রশিক্ষণের সংখ্যা
২০১৮					
২০১৯					
২০২০					
২০২১					
২০২২					

- **প্রশিক্ষণের সুবিধা সমূহ কী কী?**
- **প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রে কি কি সমস্যা পরিলক্ষিত হয়?**
- **সমস্যা সমাধানের উপায় সমূহ**

SWOT ANALYSIS

গবেষণার শিরোনামঃ ***প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জীবনমান উন্নয়নে মৈত্রী শিল্পের কার্যক্রমের মূল্যায়ন***

পরিচালনায়ঃ অধ্যাপক তাহমিনা আখতার, সমাজকল্যাণ ও গবেষণা ইনস্টিটিউট, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা-১২০৫

অর্থায়নেঃ বাংলাদেশ জাতীয় সমাজকল্যাণ পরিষদ, সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়, ২২৪/১ নিউ ইস্কাটন, ঢাকা-১০০০

["মৈত্রী শিল্প"প্রতিবন্ধী ব্যক্তির মাধ্যমে মুক্তা বিশুদ্ধ পানি এবং বিভিন্ন ধরণের প্ল্যাস্টিক পণ্য উৎপাদন করে বাজারজাতকরণ করছে। এই সকল কার্যক্রম প্রতিবন্ধী ব্যক্তির জীবনমান উন্নয়নে (আর্থ-সামাজিক, সাংস্কৃতিক, মনস্তাত্ত্বিক ও অন্যান্য) কতটুকু প্রভাব ফেলছে এবং মৈত্রী শিল্পে কাজ করার ক্ষেত্রে কি ধরণের সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছে তা চিহ্নিত করার উদ্দেশ্যে বর্তমান গবেষণাটি **বাংলাদেশ জাতীয় সমাজকল্যাণ পরিষদের** অর্থায়নে পরিচালিত হচ্ছে। যা কিনা ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনা, নীতিমালা, ও কর্মসূচী প্রণয়নের ক্ষেত্রে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে। এই উদ্দেশ্যে আপনার কাছে কিছু প্রশ্ন করা হবে। উক্ত সংগৃহিত তথ্যাবলী শুধু গবেষণার কাজে ব্যবহৃত হবে এবং যাবতীয় গোপনীয়তা সংরক্ষণ করা হবে।]

নামঃ	
পদবীঃ	প্রতিষ্ঠানের নামঃ
মোবাইল নম্বর (উত্তর দাতা)	ঠিকানাঃ

অভ্যন্তরীণ চলক সমূহ	**Strenghthen**	**Weakness**
জনবল (পর্যাপ্ত ও দক্ষ)		
কর্ম পরিবেশ		
ভৌত অবকাঠামোগত পরিবেশ (পর্যাপ্ত স্থান, আলো বাতাস চলাচল, বসার জায়গা, চেয়ার, টেবিল, খেলাধুলার স্থান, পয়নিস্কাশন ব্যবস্থা, বর্জ্য ব্যবস্থা)		
নিরাপত্তা ও নিরাপদ ব্যবস্থা		
পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা		
প্রতিবন্ধিদের অন্যান্য কর্মচারীদের প্রতি মনোভাব		
সেবা প্রাপ্তির প্রক্রিয়া		
মজুরি, বেতন, বোনাস, অনুদান, ভাতা, পেনশন, গ্রাচুইটি, প্রভিডেন্ট ফান্ড		
কর্ম সন্তুষ্টি সম্পর্কে মনোভাব		
টয়লেট, সুপেয় খাবার পানি		

বিশ্রামাগার, ক্যানটিন		
বিনোদনমূলক ব্যবস্থা		
পেশাগত সম্পর্ক		
পদন্নোতি		
ছুটি সংক্রান্ত		
মহিলাদের আলাদা টয়লেট ও বিশ্রামাগার		

বাহ্যিক চলক সমূহ	**Opportunities**	**Threats**
কমিউনিটি অনুদান		
বিদেশী অনুদান/সহায়তা		
ব্যক্তিগত অনুদান		
উৎপাদিত পণ্যের চাহিদা		
উৎপাদিত পণ্যের যোগান		
অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের সাথে ব্রান্ডিং জন্যে সমন্বয়		
মিডিয়া ও বিভিন্ন গণ মাধ্যমে প্রচার প্রচারণা		
প্রতিবন্ধিদের সংখ্যা ও চাহিদা		
কমিউনিটিতে প্রতিবন্ধী সংবেদনশীল ও প্রতিবন্ধী বান্ধব পরিবেশ		
শিল্প বিষয়ক প্রশিক্ষণের পর্যাপ্ততা/অপর্যাপ্ততা		